

A wide, ornate border with a repeating floral and geometric pattern in a light tan color, framing the central text area.

সুনানু নাসাই শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদিল্লি রাহমান
আহমদ ইবন শু'আব্বা আন্-নাসাই (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শোয়াইব আন্-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক

মাওলানা মাহবুবুল হক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

সুনানু নাসায়ী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবন শোয়াইব আন-নাসায়ী (র)

অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৯৫

ইফাবা প্রকাশনা : ২০৪৭

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫

ISBN : 984-06-0659-0

প্রকাশকাল

বৈশাখ ১৪০৯

সফর ১৪২৩

মে ২০০২

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ পাহলোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে : জসিম উদ্দিন

বাঁধাই

আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫২.০০ (দুইশত বায়ান্ন টাকা)

SUNANU NASAYEE SHARIF (2ND VOLUME): Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bengali, edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. May 2002

Price : Tk 252.00

US Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিভাহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন হচ্ছে মানব জাতির হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহ্ স্থান। বিদায় হচ্ছের ভাষণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু’টো আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু’টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্।” প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ‘সিহাহ্ সিভাহ্’ অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিভাহ্‌ভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, সুনানু ইবনে মাজাহ্ শরীফ প্রকাশিত হয়েছে। মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সুনানু নাসাঈ শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাস্ত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ আর সুন্নাহ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, ‘নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।’ হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।’

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পাঁচটি গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও এই মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। অচিরেই অন্যান্য খণ্ডগুলোও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের শুভ-মুহুর্তে আমরা আল্লাহ্ তায়ালা দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা আশা করি, নাসাঈ শরীফের বাংলা অনুবাদও সিহাহ্ সিত্তাহ্’র অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সমাদৃত হবে।

গ্রন্থটির অনুবাদ, সম্পাদনা ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : সালাত আরম্ভ করা - ৩১-২৬২

সালাতের প্রারম্ভিক কাজ	৩১
তাকবীর বলার পূর্বে উভয় হাত উঠানো	৩২
উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলা	৩২
কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো	৩৩
হাত তোলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীর অবস্থান	৩৪
লম্বা করে উভয় হাত তোলা	৩৪
প্রথম তাকবীর ফরয	৩৪
যে বাক্য দ্বারা সালাত আরম্ভ করা হয়	৩৫
সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা	৩৬
ইমাম কাউকে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতে দেখলে	৩৭
সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার স্থান	৩৭
সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ	৩৮
সালাতে দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো	৩৯
সালাত আরম্ভ করার পর ইমামের চুপ থাকা	৪০
তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী দোয়া	৪০
কিরাত ও তাকবীরের মধ্যে অন্য দোয়া	৪১
তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে দোয়া ও যিকির	৪৩
তাকবীরের পর অন্য প্রকার দোয়া	৪৪
অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া	৪৫
'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করা	৪৬
'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে উচ্চস্বর পরিত্যাগ করা	৪৭
সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ না পড়া	৪৮
সালাতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব	৪৯
সূরা ফাতিহার ফযীলত	৫০

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'আমি তোমাকে সাতটি (আয়াত) দান করেছি যা বারবার					
পড়া হয় এবং মহান কুরআন'-এর ব্যাখ্যা	৫১
যে সালাতে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা হয় সে সালাতে ইমামের পশ্চাতে কিরাআত ত্যাগ করা					৫২
যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে তাতে মুকতাদীর কুরআন পাঠ ত্যাগ করা			৫৩
যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে সে সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া	...				৫৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে					
এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায় তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে'-এ আয়াতের ব্যাখ্যা		৫৪
ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট হওয়া	৫৫
যে ভালভাবে কুরআন পাঠ করতে জানে না তার জন্য যা পাঠ করা যথেষ্ট				...	৫৬
ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলা	৫৬
ইমামের পেছনে আমীন বলার নির্দেশ	৫৮
আমীন বলার ফযীলত	৫৮
মুকতাদীর ইমামের পেছনে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা	৫৮
কুরআন সম্বন্ধীয় বিবিধ রেওয়ায়ত	৬০
ফজরের সুন্নত দু' রাক'আতে কিরাআত	৬৭
ফজরের সুন্নত দু' রাক'আতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়া				...	৬৭
ফজরের সুন্নত দু' রাক'আত তাড়াতাড়ি আদায় করা	৬৮
ফজরের সালাতে সূরা রুম পাঠ করা	৬৮
ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পড়া	৬৯
ফজরের সালাতে সূরা কাফ পাঠ করা	৬৯
ফজরের সালাতে সূরা 'ইযাশ্ শামসু কুব্বিরাত' পাঠ করা	৭০
ফজরের সালাতে মু'আওয়াযাতায়ন পড়া	৭০
মু'আওয়াযাতায়ন পাঠের ফযীলত	৭০
জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কিরাআত	৭১
কুরআনের সিজদাহ্‌সমূহ, সূরা সোয়াদ-এ সিজদা	৭২
ওয়ান নাজমি সূরায় সিজদার বর্ণনা	৭২
সূরা নাজম-এ সিজদা না করা	৭৩
'ইযাজাশ্ শামসু ইনশাক্বাত'-এ সিজদা করা	৭৩
ইকরা বিস্মি রাব্বিকাতে সিজদা	৭৫
ফরয সালাতে সিজদা করা	৭৫
দিনের কিরাআত	৭৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

জোহরের কিরাআত	৭৬
জোহরের সালাতের প্রথম রাকআতে কিয়াম লম্বা করা	৭৭
জোহরের সালাতে ইমামের আয়াত শুনা যায় এমনভাবে পাঠ করা	৭৮
জোহরের দ্বিতীয় রাকআতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা	৭৯
জোহরের সালাতে প্রথম দু' রাকআতে কিরাআত	৭৯
আসরের প্রথম দু' রাকআতে কিরাআত	৮০
কিয়াম এর কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা	৮১
মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাসসাল পড়া	৮২
মাগরিবে সাবিহিসুমা রাব্বিকাল আ'লা পড়া	৮২
মাগরিবে সূরা মুরসালাত পাঠ করা	৮৩
মাগরিবে সূরা তুর পাঠ করা	৮৪
মাগরিবের সালাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করা	৮৪
মাগরিবে 'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ পাঠ করা	৮৪
মাগরিবের পর দু' রাকআতে কিরাআত	৮৫
'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়ার ফযীলত	৮৬
ইশার সালাতে 'সাবিহিসুমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করা	৮৭
ইশার সালাতে 'ওয়াশ্ শামসি' পাঠ করা	৮৮
ইশার সালাতে সূরা তীন পাঠ করা	৮৯
ইশার প্রথম রাকআতে সূরা তীন পাঠ করা	৮৯
প্রথম দু' রাকআত লম্বা করা	৮৯
এক রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা	৯০
এক সূরার কিয়দংশ পাঠ করা	৯২
আযাবের আয়াতে পৌছলে পাঠকের আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া	৯২
রহমতের আয়াতে পৌছলে পাঠকের দোয়া করা	৯৩
বারবার এক আয়াত পাঠ করা	৯৩
'ওয়ালা তাজহার' আয়াতের ব্যাখ্যা	৯৩
উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করা	৯৫
কিরাআতে স্বর লম্বা করা	৯৫
সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা	৯৫
রুকুর জন্য তাকবীর বলা	৯৭
রুকুর জন্য কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো	৯৮

বিষয়

পৃষ্ঠা

রুক্কুর জন্য উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো এবং তা পরিত্যাগ করা ...	৯৯
রুক্কুতে পিঠ সোজা রাখা ...	৯৯
রুক্কুতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা ...	১০০
তৎবীক- হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা ...	১০০
তা রহিত হওয়া ...	১০১
রুক্কুতে হাঁটু জড়িয়ে ধরা ...	১০২
রুক্কুতে হাতের তালু রাখার স্থান ...	১০৩
রুক্কুতে বগল পৃথক করে রাখা ...	১০৪
রুক্কুতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা ...	১০৪
রুক্কুতে কিরাআত পড়ার নিষেধাজ্ঞা ...	১০৫
রুক্কুতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা ...	১০৬
রুক্কুর দোয়া ...	১০৭
রুক্কুর অন্য প্রকার দোয়া ...	১০৭
রুক্কুতে কিছু না পড়ার অনুমতি ...	১১০
রুক্কু পূর্ণ করার আদেশ ...	১১১
রুক্কু থেকে ওঠার সময় হাত উঠানো ...	১১১
রুক্কু থেকে ওঠার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো ...	১১১
রুক্কু থেকে ওঠার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো ...	১১২
তা পরিত্যাগের অনুমতি ...	১১২
রুক্কু থেকে মাথা ওঠার সময় ইমাম কি বলবেন ? ...	১১৩
মুকতাদী যা বলবে ...	১১৩
মুকতাদীর 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলা ..	১১৪
রুক্কু থেকে মাথা ওঠানো ও সিজদা করা এর মাঝখানে কি পরিমাণ সময় নেয়া হত তার বর্ণনা ...	১১৬
এ দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন ...	১১৬
রুক্কুর পর কুনূত ...	১১৮
ফজরের সালাতে কুনূত ...	১১৮
জোহরের সালাতে কুনূত ...	১২০
মাগরিবের সালাতে কুনূত ...	১২১
কুনূতে অভিসম্পাত করা ...	১২১
কুনূতে মুনাফিকদের উপর অভিসম্পাত ...	১২১
কুনূত পাঠ না করা ...	১২২

বিষয়

পৃষ্ঠা

সিজদার জন্য পাথরের টুকরা ঠাণ্ডা করা	১২৩
সিজদার জন্য তাকবীর বলা	১২৩
কিভাবে সিজদায় ঝুঁকবে ?	১২৪
সিজদার জন্য হাত ওঠানো	১২৪
সিজদায় হাত না ওঠানো	১২৫
সিজদায় সর্বাত্মে যে অঙ্গ যমীনে পৌছাবে	১২৬
সিজদায় মুখমণ্ডলের সাথে উভয় হাত স্থাপন করা	১২৭
কত অঙ্গের উপর সিজদা ও এর ব্যাখ্যা	১২৭
ললাটের উপর সিজদা করা, নাকের উপর সিজদা করা	১২৮
দু' হাতের উপর সিজদা করা,	১২৯
হাঁটুর উপর সিজদা	১২৯
পদদ্বয়ের উপর সিজদা করা	১৩০
সিজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা	১৩০
সিজদায় উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া রাখা	১৩০
সিজদায় হাতের স্থান	১৩১
সিজদায় বাহুদ্বয় বিছিয়ে দেয়ার নিষেধাজ্ঞা	১৩১
সিজদা করার নিয়ম	১৩২
সিজদায় অঙ্গ পৃথক রাখা	১৩৩
সিজদায় মধ্যপস্থা অবলম্বন করা	১৩৩
সিজদায় পিঠ সোজা রাখা	১৩৪
সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারার নিষেধাজ্ঞা	১৩৪
সিজদায় চুল একত্র রাখার নিষেধাজ্ঞা	১৩৫
চুলে বেণী করে সালাত আদায়কারীর উদাহরণ	১৩৫
সিজদায় কাপড় একত্র করার নিষেধাজ্ঞা	১৩৬
কাপড়ের উপর সিজদা	১৩৬
সিজদা পূর্ণ করার আদেশ	১৩৬
সিজদায় কুরআন পড়ার নিষেধাজ্ঞা	১৩৭
সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করার নির্দেশ	১৩৮
সিজদায় দোয়া করা	১৩৮
সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া	১৩৯
সিজদায় তাসবীহর সংখ্যা	১৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিজদায় তাসবীহ পরিত্যাগ করার অনুমতি	১৪৬
বান্দা যে অবস্থায় আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়	১৪৮
সিজদার ফযীলত	১৪৮
যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করল তার সওয়াব	১৪৯
সিজদার স্থান	১৪৯
এক সিজদা অন্য সিজদা থেকে লম্বা হওয়া	১৫০
সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় তাকবীর	১৫১
প্রথম সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় হাতদ্বয় ওঠানো	১৫২
দু'সিজদার মাঝখানে হাত না ওঠানো	১৫২
দু'সিজদার মধ্যে দোয়া	১৫২
দু'সিজদার মধ্যে চেহারা বরাবর হাত উঠানো	১৫৩
দু'সিজদার মধ্যে কিভাবে বসবে ?	১৫৪
দু'সিজদার মধ্যে বসার পরিমাণ	১৫৪
সিজদা জন্য তাকবীর	১৫৫
দু'সিজদার পর ওঠার সময় সোজা হয়ে বসা	১৫৬
ওঠার সময় মাটিতে ঠেক লাগানো	১৫৬
হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠানো	১৫৭
ওঠার জন্য তাকবীর বলা	১৫৭
প্রথম তাশাহুদের জন্য কিভাবে বসবে ?	১৫৮
তাশাহুদের বসার সময় পায়ের আঙ্গুল কিবলার দিকে রাখা	১৫৯
প্রথম তাশাহুদে বসার সময় উভং হাতের স্থান	১৫৯
তাশাহুদের সময় চোখের দৃষ্টির স্থান	১৬০
প্রথম তাশাহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করা	১৬০
প্রথম তাশাহুদ কিরূপে করবে ?	১৬১
তাশাহুদের অন্য প্রকার	১৬৬
প্রথম বৈঠক সর্গক্ষিপ্ত করা	১৬৯
(ভুলবশত) প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করা	১৬৯
দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়াতে তাকবীর বলা	১৭০
শেষ রাকআতের জন্য দাঁড়বার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন	১৭১
সালাতে হস্তদ্বয় ওঠানো এবং হাম্দ ও ছানা পাঠ করা	১৭২
সালাতের শেষে হাত উত্তোলন করে সালাম ফিরানো	১৭৩

সালাত আদায়কালীন ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া	১৭৪
সালাতে কংকর স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	১৭৬
সালাতে একবার কংকর স্পর্শ করার অনুমতি	১৭৬
সালাতে আকাশের দিকে দেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	১৭৬
সালাতে (কোন দিকে) দেখার ব্যাপারে কঠোরতা	১৭৭
সালাতে ডানে-বামে তাকানোর অনুমতি	১৭৮
সালাতে সাপ এবং বিছু মারা	১৮৯
সালাতে শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নেওয়া এবং নিচে রাখা	১৮০
সালাত আদায়কালীন কিবলার দিকে কয়েক কদম হাঁটা	১৮১
সালাতে হাতে তালি দেওয়া	১৮১
সালাতে তাসবীহ পড়া	১৮২
সালাতে গলা খাঁকার দেওয়া	১৮২
সালাতে কাঁদা	১৮৩
সালাতে ইবলীসকে লা'নত দেওয়া	১৮৪
সালাতে কথা বলা	১৮৪
দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহুদ না পড়ে যে ভুলে দাঁড়িয়ে যায়	১৮৮
যে দু' রাকআতের পর ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলল	১৮৯
দু' সিজদা সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়তের মধ্যে পার্থক্য	১৯৩
মুসল্লীর সন্দেহ হলে যা স্মরণ আছে তার উপর সালাত শেষ করা	১৯৫
(সালাত আদায়কালে সন্দেহ হলে) ভেবে দেখা	১৯৬
যে পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলো সে কি করবে ?	১৯৯
যে সালাতের কিছু ভুলে গেলে সে কি করবে ?	২০৩
সহর দু' সিজদায় তাকবীর বলা	২০৪
যে রাকআতে সালাত শেষ হবে তাতে কিভাবে বসতে হবে ?	২০৪
(সালাতে) হস্তদ্বয় রাখার স্থান	২০৫
(সালাতে) কনুই রাখার স্থান	২০৬
(সালাতে) পাঞ্জাবয় রাখার স্থান	২০৬
তর্জনি ব্যতীত ডান হাতের অন্যান্য অঙ্গুলি বন্ধ রাখা	২০৭
ডান হাতে দু' অঙ্গুলি বন্ধ রাখা	২০৮
বাম হাত হাঁটুর উপর খুলে রাখা	২০৮
তাশাহুদ আদায়কালে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা	২০৯

বিষয়

পৃষ্ঠা

দু' অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা	২১০
ইশারা করার সময় তর্জনি অঙ্গুলি ঝুঁকানো	২১০
(সালাতে) তর্জনি দ্বারা ইশারা করার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান	২১১
সালাতে দোয়া করার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা	২১১
সালাতে তাশাহুদ ওয়াজিব হওয়া	২১২
কুরআন শরীফের সূরা শিক্ষা দানের ন্যায় তাশাহুদ শিক্ষা দান	২১২
তাশাহুদ কিরূপ ?	২১৩
নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠানো	২১৫
নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠানোর ফযীলত	২১৬
সালাতে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ও রাসূলুল্লাহ -এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা	২১৬
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরুদ শরীফ পাঠ করার আদেশ	২১৭
নবী ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ কিভাবে পড়তে হবে ?	২১৮
আর এক প্রকার দরুদ শরীফ	২১৮
নবী ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পাঠের ফযীলত	২২৩
নবী ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পর দোয়া নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনতা	২২৪
তাশাহুদদের পর যিকির করা	২২৫
যিকিরের পর দোয়া করা	২২৫
অন্য এক প্রকার দোয়া	২২৬
সালাতে তা'আউয পড়া	২৩০
তাশাহুদদের পর আর এক প্রকার যিকির	২৩০
সালাত সংক্ষেপ করা	২৩২
সর্বনিম্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত করণ	২৩৩
সালাতে সালাম ফিরানো	২৩৫
সালামের সময় হস্তদ্বয় রাখার স্থান	২৩৬
ডান দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ?	২৩৭
বাম দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ?	২৩৮
উভয় হাত দ্বারা সালাম ফিরানো	২৪০
ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীর সালাম ফিরানো	২৪০
সালাতের পর সিজদা করা	২৪১
সালাতে সালাম দেওয়ার এবং কথা বলার পর সাহুর দু'টি সিজদা করা	২৪২
সাহুর দু'টি সিজদার পর সালাম ফিরানো	২৪২

বিষয়

পৃষ্ঠা

সালাম ফিরানোর পর ইমামের বসা	২৪৩
সালাম ফিরানোর পর ফিরে বসা	২৪৩
ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা	২৪৪
সালাম ফিরাবার পর মু'আওয়াযাত পড়ার নির্দেশ	২৪৪
সালাম ফিরানোর পর ইস্তিগফার করা	২৪৪
ইস্তিগফার করার পর যিকির করা	২৪৫
সালাম ফিরানোর পর তাহলীল পড়া	২৪৫
সালামের পর যিকির এবং তাহলীলের সংখ্যা	২৪৬
সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া	২৪৭
এই দোয়া কতবার পড়বে ?	২৪৮
সালাম ফিরানোর পর অন্য একপ্রকার যিকির	২৪৮
সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া	২৪৯
সালাতের পর পানাহ্ চাওয়া	২৫০
সালাম ফিরানোর পর তাসবীহের সংখ্যা	২৫১
তাসবীহ্ গণনা করা	২৫৬
সালাম ফিরানোর পর কপাল না মোছা	২৫৬
সালাম ফিরানোর পর ইমামের তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকা	২৫৭
সালাত আদায় শেষে ফিরে বসা	২৫৮
মহিলারা সালাত শেষে কখন ফিরে যাবে ?	২৫৯
সালাত শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইমামের অগ্রে গমনের নিষেধাজ্ঞা	২৫৯
যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত সালাত আদায় করে তার সওয়াব	২৬০
ইমামের জন্য মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি	২৬১
যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি সালাত আদায় করেছ ?	২৬১

অধ্যায় : জুম্ম'আ - ২৬৩-২৯৬

জুম্ম'আর সালাত ফরয হওয়া	২৬৫
জুম্ম'আয় উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী	২৬৬
বিনা কারণে জুম্ম'আ ত্যাগ করার কাফ্যারা	২৬৭
জুম্ম'আর দিনের ফযীলতের বর্ণনা	২৬৭
অত্রবার নবী <small>ﷺ</small> -এর উপর অধিক দরুদ পড়া	২৬৮
অত্রবার মিসওয়াক করার আদেশ	২৬৯

বিষয়

পৃষ্ঠা

শুক্রবার গোসল করার আদেশ	২৬৯
জুমু'আর দিনে গোসল জরুরী হওয়া	২৬৯
জুমু'আর দিন গোসল গোসল না করার অনুমতি	২৭০
জুমু'আর দিনে গোসল করার ফযীলত	২৭১
জুমু'আর পরিচ্ছদ	২৭১
জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত	২৭২
জুমু'আয় সকাল-সকাল গমন করা	২৭৩
জুমু'আর সময়	২৭৪
জুমু'আর জন্য আযান দেওয়া	২৭৬
শুক্রবার দিন ইমামের বের হওয়া	২৭৭
খুতবা দেয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানোর স্থান	২৭৮
খুতবা দেয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানো	২৭৮
ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত	২৭৯
শুক্রবার ইমামের মিম্বরে থাকা অবস্থায় মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা	২৭৯
শুক্রবারে ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় আগত ব্যক্তির সালাত আদায় করা	২৮০
জুমু'আর দিনে খুতবার জন্য চুপ থাকা	২৮০
জুমু'আর দিনে চুপ থাকা এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার ফযীলত	২৮০
খুতবার প্রকার	২৮১
ইমামের জুমু'আর দিনে গোসল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৮৩
ইমামের জুমু'আর দিনে খুতবায় সদকাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	২৮৩
ইমাম মিম্বরে থাকাবস্থায় মুসল্লীদের সম্বোধন করা	২৮৪
খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা	২৮৫
খুতবায় ইশারা করা	২৮৫
জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা শেষ করার পূর্বে মিম্বর থেকে নেমে যাওয়া	২৮৬
খুতবার সংক্ষেপকরণ মুস্তাহাব হওয়া	২৮৭
খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা	২৮৭
খুতবা কতবার পাঠ করবে ?	২৮৭
দুই খুতবার মাঝে বসার দ্বারা বিরতি করা	২৮৭
দুই খুতবার মাঝখানের বসা অবস্থায় চুপ থাকা	২৮৮
দ্বিতীয় খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা	২৮৮
মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর কথা বলা এবং দাঁড়ানো	২৮৯

বিষয়

পৃষ্ঠা

জুমু'আর সালাতের রাক'আত সংখ্যা	২৮৯
জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ এবং মুনাফিকুন পড়া	২৮৯
জুমু'আর সালাতে সূরা পাঠ করা	২৯০
যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল	২৯১
জুমু'আর পরে মসজিদে সালাতের সংখ্যা	২৯২
জুমু'আর পরে ইমামের সালাত আদায় করা	২৯২
জুমু'আর পরের দু' রাক'আত সালাত দীর্ঘ করা	২৯২
ঐ মুহূর্তের উল্লেখ যে মুহূর্তে জুমু'আর দিনে দোয়া কবুল করা হয়	২৯৩

অধ্যায় : সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা - ২৯৭-৩০৭

সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা	২৯৯
মক্কায় সালাত আদায় করা	৩০২
মিনায় সালাত আদায় করা	৩০৩
যতটুকু দূরত্বে সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায়	৩০৫
সফরের সময় নফল সালাত ছেড়ে দেওয়া	৩০৭

অধ্যায় : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ - ৩০৮-৩৩৮

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ	৩০৯
সূর্য গ্রহণের সময় ভাসবীহ, তাকবীর এবং দোয়া করা	৩০৯
সূর্য গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ	৩১০
চন্দ্র গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ	৩১০
গ্রহণের সময় সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ	৩১১
গ্রহণকালীন সময়ে সালাতের জন্য ডাক দেওয়ার নির্দেশ	৩১১
গ্রহণকালীন সালাতে কাতারবন্দী হওয়া	৩১২
গ্রহণকালীন সালাত কিরূপ ?	৩১২
ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার গ্রহণকালীন সালাত	৩১৩
অন্য আর এক প্রকার সূর্য গ্রহণকালীন সালাত	৩১৪
আবুশা (রা) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার বর্ণনা	৩১৫
সূর্য গ্রহণকালীন সালাতে কিরাআতের পরিমাণ	৩৩০
গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া	৩৩১
গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত না পড়া	৩৩১
গ্রহণকালীন সালাতে সিজদায় কথা বলা	৩৩২

বিষয়

পৃষ্ঠা

গ্রহণকালীন সালাতে তাশাহুদ পড়া ও সালাম ফিরানো	৩৩৩
গ্রহণকালীন সালাত আদায় করার পর মিস্বরে বসা	৩৩৫
গ্রহণকালীন সালাতের পর খুতবার প্রকার	৩৩৬
গ্রহণকালীন সময়ে দোয়ার নির্দেশ	৩৩৭
গ্রহণকালীন সময়ে ইস্তিগফারের নির্দেশ	৩৩৮

অধ্যায় : ইস্তিক্কা - ৩৩৯-৩৫৪

ইমাম কখন ইস্তিক্কা করবেন ?	৩৪১
ইমামের বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সালাতের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হওয়া	৩৪২
বের হওয়াকালীন সময়ে ইমামের যে অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব	৩৪২
ইস্তিক্কার জন্য ইমামের মিস্বরে বসা	৩৪৩
ইস্তিক্কার দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া	৩৪৩
ইস্তিক্কার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে দেয়া	৩৪৪
ইমাম কখন তাঁর চাদর উল্টিয়ে দেবেন ?	৩৪৪
ইমামের হাত উঠানো	৩৪৫
হস্তদ্বয় কিভাবে উঠাবেন ?	৩৪৫
দোয়ার উল্লেখ	৩৪৭
দোয়ার পরে সালাত আদায় করা	৩৪৯
ইস্তিক্কার সালাত কত রাকআত ?	৩৫০
ইস্তিক্কার সালাত কিরূপ ?	৩৫০
ইস্তিক্কার সালাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা	৩৫০
বৃষ্টির সময় কথা বলা	৩৫১
তারকার সাহায্যে বৃষ্টি কামনার অপছন্দনীয়তা	৩৫১
বৃষ্টির ক্ষতির আশংকা হলে তা বন্ধ করার জন্য ইমামের দোয়া করা	৩৫২
বৃষ্টি বন্ধের দোয়ার সময় ইমামের হস্তদ্বয় উঠানো	৩৫৩

অধ্যায় : ভয়কালীন সালাত - ৩৫৫-৩৭২

ভয়কালীন সালাত	৩৫৭
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

অধ্যায় : উভয় ঈদের সালাত - ৩৭৩-৩৯৪

উভয় ঈদের সালাত	৩৭৫
চাঁদ দেখার পরবর্তী দিন ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়া	৩৭৫

বিষয়

পৃষ্ঠা

কিশোরী ও যুবতী নারীদের উভয় ঈদের সালাতে বের হওয়া	৩৭৬
মানুষের সালাতের স্থান থেকে ঋতুমতিদের দূরত্বে অবস্থান করা	৩৭৬
উভয় ঈদের সাজ-সজ্জা	৩৭৭
ঈদের দিন ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা	৩৭৭
উভয় ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করা	৩৭৮
ঈদের দিনে খুৎবা পাঠ করা	৩৭৮
উভয় ঈদের খুৎবার পূর্বে সালাত আদায় করা	৩৭৯
লাঠি সম্মুখে রেখে উভয় ঈদের সালাত আদায় করা	৩৭৯
উভয় ঈদের সালাতে রাকআতের সংখ্যা	৩৮০
উভয় ঈদের সালাতে সূরা ক্বাফ পাঠ করা	৩৮০
উভয় ঈদের সালাতের পর খুৎবা দেওয়া	৩৮১
উভয় ঈদের সালাতের খুৎবা শুনার জন্য বসা ও না বসার ইখতিয়ার	৩৮১
উভয় ঈদের খুৎবা দেওয়ার জন্য সাজ-সজ্জা করা	৩৮২
উটের পৃষ্ঠে বসা থাকা অবস্থায় খুৎবা দেওয়া	৩৮২
ইমামের দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া	৩৮২
ইমামের খুৎবা দেওয়াকালীন কোন মানুষের উপর ভর করে দাঁড়ানো	৩৮৩
খুৎবা পাঠকালীন ইমামের মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো	৩৮৪
খুৎবা দেওয়ার সময় নীরব থাকা	৩৮৪
খুৎবা কিরূপ ?	৩৮৫
ইমামের খুৎবায় সাদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	৩৮৬
পরিমিতরূপে খুৎবা পাঠ করা	৩৮৭
খুৎবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরব থাকা	৩৮৮
দ্বিতীয় খুৎবায় আয়াত পাঠ করা এবং তাতে যিক্র করা	৩৮৮
ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মিস্বার থেকে অবতরণ করা	৩৮৮
ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পর মহিলাদের নসীহত করা	৩৮৯
উভয় ঈদের সালাতের পূর্বে এবং পরে সালাত আদায় করা	৩৯০
ঈদের দিন ইমামের যবেহ করা এবং যবেহ করা পশুর সংখ্যা	৩৯০
দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং দুই ঈদ পাওয়া	৩৯১
যে ব্যক্তি ঈদের সালাতে উপস্থিত থেকেছে	৩৯১
ঈদের দিনে দফ বাজানো	৩৯২
ঈদের দিনে ইমামের সম্মুখে খেলাধুলা করা	৩৯২

ঈদের দিনে মসজিদে খেলাধুলা করা এবং মহিলাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া	৩৯৩
ঈদের দিন কবিতা শ্রবণ এবং দফ্ বাজানোর অনুমতি	৩৯৪

অধ্যায় : বিতর, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত - ৩৯৫-৪৮৪

ঘরে নফল সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	৩৯৭
বিতর এবং তাহাজ্জুদের সালাত	৩৯৮
তারাবীহুর সালাত আদায়কারীর সওয়াব	৪০১
রমযান মাসে তারাবীহুর সালাত আদায় করা	৪০২
তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	৪০৩
রাত্রের সালাতের ফযীলত	৪০৬
সুফরকালীন সময়ে রাত্রে সালাত আদায় করার ফযীলত	৪০৭
তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য জাহত হওয়ার সময়	৪০৮
নিদ্রা থেকে জাহত হওয়ার পর যিকর	৪০৮
রাত্রে নিদ্রা থেকে জাহত হয়ে রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> কিরূপে মিওয়াক করতেন ?	৪১১
তাহাজ্জুদের সালাত কোন্ দোয়া দ্বারা শুরু করা হবে ?	৪১২
রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> -এর রাত্রের সালাতের উল্লেখ	৪১৩
আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সালাত আদায় করার উল্লেখ	৪১৫
আল্লাহর নবী মুসা (আ)-এর সালাত আদায় করার উল্লেখ	৪১৫
পূর্ণ রাত্রি জাগরণ	৪১৭
পূর্ণ রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর মতপার্থক্য	৪১৮
দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কালীন রুকু পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> কি করতেন ?	৪২১
নফল সালাত বসে বসে আদায় করা	৪২৪
বসে বসে সালাত আদায় করার উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা	৪২৬
শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করার উপর বসে বসে সালাত আদায় করার ফযীলত	৪২৭
বসে বসে সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে ?	৪২৭
রাত্রে কুরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে ?	৪২৮
উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার উপর নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার ফযীলত	৪২৮
তাহাজ্জুদের সালাতে কিয়াম, রুকু	৪২৯
রাত্রের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে ?	৪৩০
বিতর সালাতের আদেশ	৪৩৩
নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	৪৩৪

এক রাতে দুইবার বিতরের সালাত আদায় করার ব্যাপারে নবী <small>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</small> -এর নিষেধাজ্ঞা	৪৩৫
বিতরের সালাতের সময়	৪৩৫
ভোর হওয়ার পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করার নির্দেশ	৪৩৬
ফজরের আযানের পর বিতরের সালাত আদায় করা	৪৩৭
বিতরের সালাত কত রাকআত ?	৪৩৮
বিতরের সালাতের একটি রাকআত কিভাবে আদায় করতে হবে ?	৪৩৯
তিন রাকআত বিতরের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে ?	৪৪১
বিতরের সালাত সম্বন্ধে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও উবাই ইবনে কা'ব (র) থেকে হাদীস	৪৪২
পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করতে হবে ?	৪৪৭
সাত রাকআত কিভাবে বেজোড় করা হবে ?	৪৪৯
নয় রাকআত দ্বারা কিভাবে বেজোড় করতে হবে ?	৪৫০
বিতরের সালাতে কুরআন পাঠ করা	৪৫৪
বিতরের সালাতে অন্য এক প্রকারের কুরআন পাঠ	৪৫৪
বিতরের সালাতে দোয়া পড়া	৪৬০
বিতরের সালাত অস্তে দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উঠানো	৪৬১
বিতরের সালাত অস্তে সিজদার পরিমাণ	৪৬১
বিতরের সালাত অস্তে তাসবীহ পাঠ করা	৪৬২
ফজরের সুন্নাত ও বিতরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়	৪৬৪
ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত সর্বদা পড়া	৪৬৫
ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত আদায় করার সময়	৪৬৬
ফজরের সুন্নাত আদায় করার পর ডান করটে শয়ন করা	৪৬৬
তাহাজ্জুদ সালাত পরিত্যাগকারীর নিদ্রা প্রসঙ্গে	৪৬৭
ফজরের দু' রাকআত সুন্নাতের সময়	৪৬৭
তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায়	৪৭৩
সাইদ ইবন জুবারর (রা)-এর নিকট প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম	৪৭৩
যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে বিছানায়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ে	৪৭৪
অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা কিংবা নিদ্রার কারণে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারলে	৪৭৪
নিদ্রার কারণে যদি রাত্রে ওয়ীফা পালন করতে না পারে	৪৭৫
দিবা রাতে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত সালাত আদায় করার সওয়াব	৪৭৬

অধ্যায় ৪ জানাযা পর্ব - ৪৮৫-৬০৬

শূভ্র কামনা করা	৪৮৭
শূভ্র দোয়া	৪৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা	৪৮৯
মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া	৪৯০
মৃত্যুমুখী মু'মিন ব্যক্তির লক্ষণ	৪৯১
মৃত্যু যন্ত্রণা	৪৯১
সোমবারের মৃত্যু	৪৯২
মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ বহির্গত হওয়ার সময়	৪৯৩
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে	৪৯৪
মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া	৪৯৬
মৃত ব্যক্তিকে ঢেকে দেয়া	৪৯৭
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা	৪৯৮
মৃতের জন্য ক্রন্দনের নিষেধাজ্ঞা	৪৯৯
মৃতের জন্য বিলাপ করা	৫০২
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করার অনুমতি	৫০৬
জাহিলী যুগের দোয়া	৫০৬
বিপদের সময় চিৎকার করা	৫০৭
গণ্ডদেশে আঘাত করা	৫০৭
দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলা	৫০৭
আঁচল ছিঁড়ে ফেলা	৫০৮
বিপদের সময় সওয়াবের নিয়ুতে ধৈর্যধারণ করার আদেশ	৫০৯
ধৈর্যধারণ এবং সওয়াবের নিয়ত করার প্রতিদান	৫১১
যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছে তার প্রতিদান	৫১১
যে ব্যক্তির তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে	৫১২
যে ব্যক্তির জীবদ্দশায় তিন সন্তানের মৃত্যু হয়	৫১৩
মৃত্যু সংবাদ দেওয়া	৫১৪
পানি ও কুলপাতা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া	৫১৫
গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়া	৫১৬
মৃতের মাথায় চুল খুলে দেওয়া	৫১৬
মৃতের ডান দিক ও ওয়ুর স্থান	৫১৭
মৃতকে বেজোড় গোসল দেওয়া	৫১৭
মৃত ব্যক্তিকে পাঁচবারের অধিক গোসল দেওয়া	৫১৭
মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল দেওয়া	৫১৮

বিষয়

পৃষ্ঠা

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় কর্পূর ব্যবহার করা ...	৫১৯
শরীরে সঙ্গে মিলিয়ে পোশাক দেওয়া ...	৫২০
উত্তম কাফন পরিধান করানোর আদেশ ...	৫২১
কোন ধরনের কাফন উত্তম ? ...	৫২২
নবী <small>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</small> -এর কাফন ...	৫২২
কাফনে কুর্তা ব্যবহার করা ...	৫২৩
মুহরিম মৃত্যুবরণ করলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে ? ...	৫২৫
কত্তুরী ...	৫২৬
জানাযার অনুমতি প্রদান করা ...	৫২৬
জানাযা তাড়াতাড়ি পড়া ...	৫২৭
জানাযার জন্য দাঁড়াবার আদেশ ...	৫৩০
মুশরিকদের মৃত দেহের জন্য দাঁড়ানো ...	৫৩১
না দাঁড়ানোর অনুমতি ...	৫৩২
মৃত্যুতে মু'মিনের নিষ্কৃতি প্রাপ্তি ...	৫৩৫
কাফির থেকে নিষ্কৃতি ...	৫৩৬
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা ...	৫৩৬
মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ব্যতীত মন্তব্য না করা ...	৫৩৮
জানাযার পিছু পিছু যাওয়ার নির্দেশ ...	৫৩৯
জানাযার অনুগমনকারীদের ফযীলত ...	৫৪০
জানাযায় আরোহীর অবস্থান ...	৫৪১
জানাযায় পদব্রজে চলাকারী ব্যক্তির চলার স্থান ...	৫৪১
মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার নির্দেশ ...	৫৪২
শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা ...	৫৪২
মুশরিকদের সন্তান ...	৫৪৩
শহীদের জানাযার সালাত ...	৫৪৪
তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করা ...	৫৪৬
রজমকৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় না করা ...	৫৪৭
ওসিয়্যতে অন্যায়কারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা ...	৫৪৮
খিয়ানতকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা ...	৫৪৯
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করা ...	৫৪৯
আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় না করা ...	৫৫২

বিষয়

পৃষ্ঠা

মুনাফিকদের উপর জানাযার সালাত আদায় করা	৫৫২
মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা	৫৫৩
রাত্রে জানাযার সালাত আদায় করা	৫৫৪
জানাযার সালাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো	৫৫৫
জানাযার সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা	৫৫৭
মহিলা ও শিশুর জানাযার সালাত একত্রিত করা	৫৫৭
পুরুষ এবং মহিলার জানাযার সালাত একত্রিত করা	৫৫৮
জানাযায় তাকবীরের সংখ্যা	৫৫৯
দোয়া	৫৬০
যে মৃত ব্যক্তির উপর একশত জন ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে তার ফযীলত	৫৬৩
যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করে তার সওয়াব	৫৬৫
জানাযা রাখার পূর্বে বসে পড়া	৫৬৬
জানাযার জন্য দাঁড়ানো	৫৬৭
শহীদকে স্বীয় রক্তসহ দাফন করা	৫৬৭
শহীদকে কোথায় দাফন করা হবে ?	৫৬৮
মুশরিকদের দাফন করা	৫৬৯
লাহদ ও শাক্ক	৫৬৯
কবরের মুস্তাহাব গভীরতা	৫৭০
কবরকে প্রশস্ত করা মুস্তাহাব	৫৭১
কবরে কাপড় রাখা	৫৭১
যে সময় মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া নিষেধ	৫৭২
অনেক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করা	৫৭৩
কাকে অগ্নে দাফন করা হবে ?	৫৭৪
কবরে রাখার পর মৃত ব্যক্তিকে বাহির করা	৫৭৪
মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবর থেকে বের করা	৫৭৫
কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করা	৫৭৫
জানাযা শেষে আরোহণ করা	৫৭৭
কবরকে বর্ধিত করা	৫৭৭
কবরকে পাকা করা	৫৭৮
কবরকে চুনকাম করা	৫৭৮
কবর উঁচু করা হলে তা সমতল করে দেওয়া	৫৭৮

বিষয়

পৃষ্ঠা

কবর যিয়ারত করা	৫৭৯
মুশরিকদের কবর যিয়ারত করা	৫৮০
মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা	৫৮১
মু'মিনদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ	৫৮২
কবরে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে কঠোরতা	৫৮৬
কবরে উপবেশন করার ব্যাপারে কঠোরতা	৫৮৬
কবরকে মসজিদ বানানো	৫৮৭
পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করে কবরে হাঁটা গর্হিত	৫৮৭
পাকা জুতা ব্যতীত অন্য জুতা পরিধানের ব্যাপারে নমনীয়তা	৫৮৮
কবরে জিজ্ঞাসাবাদ	৫৮৮
কাফিরের জিজ্ঞাসাবাদ	৫৮৯
যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায়	৫৯০
শহীদ	৫৯০
কবর মিলিয়ে যাওয়া	৫৯১
কবরের আযাব	৫৯২
কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা	৫৯৩
কবরের উপর খেজুরের ডাল রাখা	৫৯৬
মু'মিনদের রুহসমূহ	৫৯৯
পুনরুত্থান	৬০৩
প্রথমে যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে	৬০৫
শোকে সমবেদনা প্রকাশ করা	৬০৬

সুনানু নাসাঈ শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অধ্যায়

সালাত আরম্ভ করা

জুমু'আ

সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

ইস্তিস্কা

ভয়কালীন সালাত

উভয় ঈদের সালাত

বিতর, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত

জানাযা পর্ব

كِتَابُ الْاِفْتِيَاَح

অধ্যায় : সালাত আরম্ভ করা

كِتَابُ الْإِفْتِتَاحِ

অধ্যায় : সালাত আরম্ভ করা

بَابُ الْعَمَلِ فِي إِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের প্রারম্ভিক কাজ

৪৮৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ ح وَآخَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذَوِ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ *

৮৭৯. আমর ইবন মনসুর (র) - - - - ও আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুগীরা (রা) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতে তাকবীর আরম্ভ করতেন তখন তাকবীরের সময় তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং হাত দু'খানাকে উভয় কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকু করার জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। এরপর যখন সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদাহু' বলতেন তখনও এরূপ করতেন এবং বলতেন : (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' আর যখন তিনি সিজদা করতেন তখন এবং যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন এরূপ করতেন না।^১

১. হানাফী মাযহাব মতে তাকবীর তাহরীমা ব্যতীত সালাতে হাত উঠাতে হয় না। তবে দুই ঈদের সময় অতিরিক্ত তাকবীর এবং বিতর সালাতে দোয়া কুনূতের তাকবীর এর ব্যতিক্রম।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

অনুচ্ছেদ : তাকবীর বলার পূর্বে উভয় হাত উঠানো

৪৪০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَزَّ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ يَكْبِرُ قَالَ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبِرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ *

৮৮০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, যখন তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতে উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তাঁর হাত দু'খানা দু' কাঁধের বরাবর হয়ে যেত। এরপর তিনি তাকবীর বলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এরূপ করতেন যখন তিনি রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন। আর যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন আর বলতেন : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ)। আর তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكَبَيْنِ

উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলা

৪৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ *

৮৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন দু'কাঁধ পর্যন্ত তার উভয় হাত তুলতেন। আর যখন রুকু' করতেন এবং রুকু' থেকে মাথা তুলতেন তখনও দু'হাত এভাবে তুলতেন এবং বলতেন : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ)। আর তিনি সিজদার সময় এরূপ করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الْأُذُنَيْنِ

কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো

৪৪২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَّتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَفْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ أَمِينَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

৮৮২. কুতায়বা (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত দু'কান পর্যন্ত তুলতেন। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আরম্ভ করতেন। আর তা শেষ করে “আমীন” বলতেন এবং তা বলার সময় তাঁর স্বর উচ্চ করতেন।

৪৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ *

৮৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়ায়রিছ (রা) - তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করতেন, আর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন (তখনও এরূপ করতেন)।

৪৪৪. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَادَّتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ *

৮৮৪. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি

১. হানাফী মাযহাব অনুসারে ‘আমীন’ নিম্নস্বরে বলতে হয়। হাদীসে ‘আমীন’ উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে উভয় রকম বলার বর্ণনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় উঠাতেন। আর যখন রুকু করতেন, এবং রুকু থেকে তাঁর মাথা তুলতেন তখন হাতদ্বয় উভয় কানের নিম্নভাগ (লতি) বরাবর হয়ে যেত।

بَابُ مَوْضِعِ الْأَيْدِيَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

অনুচ্ছেদ : হাত তোলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীর অবস্থান

৪৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ إِبْهَامَاهُ تُحَازِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ *

৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছেন, যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তখন তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় তাঁর দু'কানের নিম্নভাগ ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা হতো।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَدًّا

লম্বা করে উভয় হাত তোলা

৪৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرْكُهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مَدًّا وَ يَسْكُتُ هُنَيْئَةً وَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ *

৮৮৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্ন সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বনী যুরায়কের মসজিদে আগমন করে বললেন, তিনটি কাজ এমন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন। কিন্তু লোকেরা তা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি সালাতে হাত উঠাতেন লম্বা করে, আর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন আর তিনি যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন।

فَرَضُ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

প্রথম তাকবীর ফরয

৪৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا *

৮৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলে পরে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং সালাত আদায় করল। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর (কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি) সে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে পূর্বে যে রূপ সালাত আদায় করেছিল সে রূপ সালাত আদায় করল। তারপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম। ফিরে যাও, সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তিনি এরূপ তিনবার করলেন। তারপর সে ব্যক্তি বলল, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি এর চেয়ে অধিক ভাল সালাত আদায় করতে জানি না। অতএব, আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন- যখন সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকু করবে ধীর-স্থিরভাবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীর-স্থিরভাবে। তারপর মাথা উঠিয়ে ধীর-স্থিরভাবে বসে পড়বে। অতঃপর এভাবে তোমার সালাত পূর্ণ করবে।

الْقَوْلُ الَّذِي يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةُ

যে বাক্য দ্বারা সালাত আরম্ভ করা হয়

৪৪৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَزْنِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
 اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ
 نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ لَقَدْ
 ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا *

৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন ওহাব (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি
 নবী ﷺ-এর পেছনে বলল : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا তখন নবী ﷺ বললেন, কে এ কলেমা বলেছে? ঐ ব্যক্তি বলল- আমি, ইয়া নবী আল্লাহ!
 তখন তিনি বললেন- বারজন ফিরিশতা এ কলেমা তাড়াতাড়ি করে তুলে নিলেন।

৮৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمُرَوِّزِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ
 أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ
 اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَ
 كَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً
 مَّغْنَاهَا فَتُحِثُّ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ *

৮৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন শুজা মারওয়াযী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা
 রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠল-
 اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا তখন
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন এমন শব্দগুলো কে বলেছে? তখন ঐ ব্যক্তি বললো, আমি, ইয়া
 রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : আমি এ ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করলাম। অতঃপর তিনি যা বললেন, এর অর্থ
 হল, এর কারণে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে। ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ
 -কে এ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমি কখনও তা পড়া বাদ দেই নি।

وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা

৮৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ

الْعَنْبَرِيُّ وَقَيْسُ بْنُ سَلِيمٍ نِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ *

৮৯০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি।

فِي الْإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

ইমাম কাউকে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতে দেখলে

٨٩١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ وَضَعَتْ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي *

৮৯১. আমার ইবন আলী (র) - - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখলেন, আমি সালাতে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছি। তিনি আমার ডান হাত ধরে তা বাম হাতের উপর রাখলেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখার স্থান

٨٩٢. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَاثِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قُلْتُ لَا نَظَرُنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتْهُ بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْنَ وَالسَّاعِدَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفِّهِ

بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيَمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا *

৮৯২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের প্রতি, তিনি কিরূপে সালাত আদায় করেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। আর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর অর্থাৎ এক কজ্জি অন্য কজ্জির ওপর কিংবা এক হাত অন্য হাতের ওপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করলেন হস্তদ্বয় পূর্বের মত উঠালেন। রাবী বলেন, তিনি হস্তদ্বয় স্থাপন করলেন তাঁর দু'হাঁটুর উপর। এরপর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন তদ্রূপ হাত উঠালেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন, তিনি তাঁর হাতের তালুদ্বয় স্থাপন করলেন তাঁর উভয় কান বরাবর। তারপর তিনি বসলেন, তিনি বিছিয়ে দিলেন তাঁর বাম পা। আর তাঁর বাম হাতের তালু রাখলেন তাঁর বাম হাঁটু ও রানের উপর। আর ডান কনুইর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ডান রানের উপর রাখলেন। পরে তাঁর দু'টি অঙ্গুলী (বৃদ্ধ ও মধ্যমা) টেনে তা দিয়ে বৃত্তাকার বানালেন এবং তারপর একটি অঙ্গুলী (তর্জনী) উঠালেন। আমি দেখলাম, তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং তা দ্বারা দোয়া করছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَضُّرِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

৪৯৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سَيَرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا *

৮৯৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কোমরে হাত রেখে কোন ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

৪৯৪. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ بْنِ عُمَرَ فَوَطَّعْتُ يَدَيَّ خَصْرِي

فَقَالَ لِي هَكَذَا ضَرْبَةٌ بِيَدِهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِّنْ هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَأَيْتُكَ مِنِّي قَالَ إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ وَإِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنْهُ .

৮৯৪. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - যিয়াদ ইবন সুবায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমরের পাশে সালাত আদায় করেছি, তখন আমি আমার কোমরে হাত রাখলাম। তিনি আমাকে তাঁর হাত মেয়ে বললেন, এভাবে যখন আমি সালাত শেষ করলাম, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এ ব্যক্তি? সে বলল, আবদুল্লাহ ইবন উমর। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান। আমার কোন্ কাজে আপনার খটকা হলো? তিনি বললেন : এটা শূলের ন্যায় হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন।

الْصَّفُّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো

৮৯৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ
عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا
يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْرَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ
أَفْضَلَ *

৮৯৫. আমার ইবন আলী (র) - - - - আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এক ব্যক্তিকে উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি সুন্নতের বিরোধিতা করল। যদি এ ব্যক্তি পদদ্বয়ের মাঝখানে ব্যবধান বা ফাঁক রেখে দাঁড়াতো তাহলে তা উত্তম হতো।

৮৯৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ
وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ *

৮৯৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে সালাত আদায় করছে দু' পা মিলিয়ে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি সুন্নতের খেলাফ করছে। যদি সে দু' পায়ের মধ্যে ফাঁক রেখে দাঁড়াত তা হলে তা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হতো।

سُكُوتُ الْإِمَامِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

সালাত আরম্ভ করার পর ইমামের চুপ থাকা

৪৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ *

৮৯৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। এ সময় দোয়া পড়তেন।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ : তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী দোয়া

৪৯৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هَنِيئَةً فَقُلْتُ يَا أَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی سَكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ *

৮৯৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যস্থলে চুপ থেকে কি বলেন? তিনি বললেন আমি বলি, ১

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ .

অর্থ৭ - হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যেমন পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপরাশি থেকে পবিত্র করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। হে আল্লাহ! আমাকে পানি, বরফ, শিলা বৃষ্টির সাহায্যে ধোত কর।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

কিরাআত ও তাকবীরের মধ্যে অন্য দোয়া

৪৯৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْخَضْرَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ *

৮৯৯. আমার ইবন উসমান ইবন সায়ীদ (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন :

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ *

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে দোয়া ও যিকির

৯০০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ -

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ
ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا -
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِحَسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ - لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيكَ وَ
الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
وَاسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ *

৯০০. আমরা ইবন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদান
করতেন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا -
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِحَسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ - لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيكَ وَ
الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
وَاسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ *

অর্থ : আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং
আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত আমার ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ) আমার জীবন ও
আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এরই জন্য আমি
আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ, তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।
তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ

স্বীকার করছি- সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ব্যতীত আর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না এবং চালিত কর আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে তুমি ব্যতীত অপর কেউ চালিত করতে পারে না উত্তম চরিত্রের পথে এবং দূরে রাখ আমা থেকে মন্দ আচরণকে- তুমি ব্যতীত আমা থেকে তা অপর কেউ দূরে রাখতে পারে না। আল্লাহ! হাজির আছি আমি তোমার দরবারে আর প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে, কল্যাণ সমস্তই তোমার হাতে এবং কোনও অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার দিকে ফিরতেছি।

৯.১. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَفْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ *

৯০১. ইয়াহুইয়া ইব্ন উছমান হিমসী (র) - - - মুহাম্মদ ইব্ন মাসলুমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন :

اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ *

তারপর তিনি কুরআন পাঠ করতেন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

সালাত আরম্ভ ও কিরাআতের মাঝখানে অন্য দোয়া

৯.২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ *

৯০২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাযালা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন বলতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ *

অর্থ : তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।

৯.৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ *

৯০৩. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন বলতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

তাকবীরের পর অন্য প্রকার দোয়া

৯.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَفَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الَّذِي تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَرَمَ الْقَوْمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ
مَلَكًا يَنْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا *

৯০৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করল, সালাতের জন্য দৌড়ে আসার কারণে তার তার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল-لِلَّهِ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا- সে বলল-রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে বললেন- তোমাদের মধ্যে কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করল? এতে উপস্থিত সকলে নির্বাক হয়ে গেল। তিনি বললেন, সে কোন ক্ষতিকর কথা বলেনি। সে ব্যক্তি বলল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বলেছি। আমি এসে পড়লাম আর আমার তখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তখন আমি তা বলেছি। নবী ﷺ বললেন, আমি বারজন ফেরেশতাকে দেখলাম, তারা প্রতিযোগিতা করছে, কে তা তুলে নেবে।

بَابُ الْبِدْءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ

অনুচ্ছেদ : অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া

৯.৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ
بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

৯০৫. কুতায়বা ইব্ন সাযীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ, আবু বকর এবং উমর (রা) কিরাআত আরম্ভ করতেন- “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন” দ্বারা।^১

৯.৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَافْتَتَحُوا بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

৯০৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান যুহরী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সালাত আরম্ভ করতেন, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন” দ্বারা।

১. “আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন” দ্বারা আরম্ভ করার অর্থ এই যে, তাঁরা অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং এর শুরুতে তাঁরা চুপে বিসমিল্লাহ পড়তেন।

قِرَاءَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ পাঠ করা

৯.৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهَرِنَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَغْفَى إِغْفَاءً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَى أَنْفِ سُورَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَرَ وَعَدْنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ إِنِّي أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهُ عَلَى أُمْتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمْتِي فَيَقُولُ لِي إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدَثَ بَعْدَكَ *

৯০৭. আলী ইবন হুজুর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন অর্থাৎ নবী ﷺ হঠাৎ ওহীর অবস্থা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে মাথা উঠালেন। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এখন আমার উপর একটি সূরা নাযিল হলো :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ *

তারপর তিনি বললেন, তোমরা জান কি “কাওসার” কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটি নহর। আমার রব! আমাকে তা জান্নাতে প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তার পেয়ালাসমূহ তারকার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, আমার উম্মত তার কাছে আমার নিকট আসবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে হটিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! সে তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি আমাকে বলবেন, নিশ্চয় আপনি জানেন না, সে আপনার পরে (শরীয়তের পরিপন্থী) কি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছিল।

৯.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ غَيْرَ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ أَمِينَ فَقَالَ النَّاسُ أَمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا
سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا سَلَّمَ
قَالَ وَالدِّنَى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا شَبْهَكُمْ صَلَوةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৯০৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - - নুয়ায়ম মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করি। তিনি প্রথমে পড়লেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, যখন তিনি لَا الضَّالِّينَ পর্যন্ত পৌছলেন তখন 'আমীন' বললেন, তারপর সকল লোক বলল, আমীন। যখনই তিনি সিজদা করতেন তখন বলতেন, 'আল্লাহ্ আকবর', আর যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাআতে বসা থেকে দাঁড়াতে তখনও আল্লাহ্ আকবর বলতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মত সালাত আদায় করে তোমাদের দেখালাম।

تَرَكَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলতে উচ্চস্বর পরিত্যাগ করা

৯.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى بِنَا
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهَا *

৯০৯. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাসান ইবন শাকীক (র) - - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-এর কিরাআত আমরা শুনতে পাইনি। আর আবু বকর এবং উমর (রা)-ও আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তাঁদের থেকেও আমরা তা শুনিনি।

৯১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعْ
أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *

৯১০. আবদুল্লাহ ইব্ন সায়ীদ আবু সায়ীদ আশাজ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' উচ্চস্বরে পড়তে শুনি নি।

৯১১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَعَامَةَ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغْفَلٍ إِذَا سَمِعَ أَحَدًا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *

৯১১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) আমাদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়তে শুনলে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করেছি এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর পেছনেও। তাঁদের কাউকেও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়তে শুনি নি।

تَرْكُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ না পড়া

৯১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانَا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ فَنَصَفْتُهَا لِي وَنَصَفْتُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأُوا يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمْدِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَتْنِي عَلَى عَبْدِي

يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُولُ
الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَ لِعَبْدِي
مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ *

৯১২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সালাত আদায় করে আর তাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ, পূর্ণ হয় না। তখন আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি অনেক সময় ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে থাকি, তিনি আমার বাহটান দিয়ে বললেন, হে পারসিক (ইরানী); তুমি তা মনে মনে পড়বে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত আধাআধি ভাগ করেছি। অতএব, এর অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পড়। বান্দা যখন বলে, 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর যখন বান্দা বলে, 'আররহমানির রহীম' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল। আর বান্দা যখন বলে 'মালিকি ইয়াওমদিন' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল। আর বান্দা যখন বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'য়ীন' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই আয়াতটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে। আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়। বান্দা বলে, 'ইহুদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল লায়ীনা আন 'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বা-ল্লীন, (তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন) এসবই আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে, যা সে চায়।

إِجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব

৯১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *

৯১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসুর (র) - - - - উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার সালাত হয়নি।^১

১. হাদীসটি মুকতাদী সম্পর্কে নয়, বরং তা ইমাম ও একা সালাত আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র) বলেন : “ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়লে ওয়াজিব লংঘন করা হয়; এক কুরআন শ্রবণের আদেশ লংঘন করা, দুই, নীরবতা পালনের হুকুম উপেক্ষা করা। এজন্যই ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া মাকরুহ”। (ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ; মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র), পৃ, ১৩০)।

৯১৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَصْلُوهُ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا *

৯১৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা-এর পর অধিক (অন্য সূরা) পড়ল না, তার সালাত হয়নি।

فَضَّلَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

সূরা ফাতিহার ফযীলত

৯১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِئِيلُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَتِحَ قَطُّ قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَبَشِّرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُوتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ *

৯১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে ছিলেন আর তাঁর কাছে ছিলেন জিবরাঈল (আ)। হঠাৎ জিবরাঈল (আ) তাঁর মাথার উপর এক বিকট আওয়াজ শুনলেন তখন তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলেন যে, আকাশের একটি দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, যা কখনও খোলা হয়নি। তিনি বলেন, এরপর দরজা দিয়ে একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনি এমন দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকেই দান করা হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে তা দান করা হয়নি। একটি হলো, সূরা ফাতিহা এবং অন্যটি হলো, সূরা বাকারার শেষাংশ। এতদুভয়ের একটি অক্ষর পাঠ করলেও (তার প্রতিদান) তা আপনাকে দেওয়া হবে।

تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

আল্লাহ্ তায়ালায় বাণী : আমি তোমাকে সাতটি আয়াত দান করেছি, যা বারবার পড়া হয় এবং মহান কুরআন-এর ব্যাখ্যা

৯১৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ أَلَا أَعْلَمُكَ أَكْثَرَ سُورَةٍ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ *

৯১৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু সাঈদ ইবন মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তার কাছ দিয়ে যাওয়ার কালে তাঁকে ডাকলেন, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বলেন, আমি সালাত শেষ করে তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, আমার আহবানে সাড়া দিতে তোমাকে কিসে নিষেধ করল? তিনি বললেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, হে মুমিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে। (সূরা : ৮, আয়াত : ২৪) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি কি তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দিব না? তিনি বললেন, তারপর তিনি বের হতে গেলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কথা? তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা, ঐ সাত আয়াত যা বারবার পড়া হয়ে থাকে, যা আমাকে দান করা হয়েছে এবং মহান কুরআন।

৯১৭. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي التَّوْرَةِ

وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَ هِيَ مَقْسُومَةٌ
بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ *

৯১৭. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মত তাওরাত অথবা ইঞ্জিলে কোন আয়াত নাখিল করেন নি। তা সাত আয়াত, যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এ আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করা। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে, সে যা চায়।

৯১৮. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا مِّنَ
الْمَثَانِي السَّبْعِ الطُّوَلِ *

৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে দান করা হয়েছে কুরআন মজীদে সাতটি বড় সূরা। তিনি অত্র হাদীছে 'সাব'আম মিনাল মাছানী' বলতে সাতটি বড় সূরার কথা বুঝিয়েছেন।

৯১৯. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي قَالَ السَّبْعُ
الطُّوَلُ *

৯১৯. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে "সাব'আম মিনাল মাছানী" আয়াতের সম্বন্ধে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা কুরআন মজীদে সাতটি বড় সূরা।

تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ لَمْ يُجْهَزْ فِيهِ

যে সালাতে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা হয় সে সালাতে ইমামের পশ্চাতে কিরাআত ত্যাগ করা

৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ
رَجُلٌ خَلْفَهُ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِهَا *

৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জোহরের সালাত আদায় করলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পেছনে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করল। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন, 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' কে পাঠ করল? এক ব্যক্তি বলল, আমি পড়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি জানতাম, তোমাদের কেউ কিরাআতে আমার সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করবে।

৯২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَوَةُ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا *

৯২১. কুতায়বা (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার জোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন। আর এক ব্যক্তি তাঁর পেছনে কুরআন পড়ছিল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করল? উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, আমি পড়েছি। আর আমি তা দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত কিছু কামনা করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি বুঝলাম তোমাদের কেউ কিরাআতে আমার সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করেছে।

تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ

যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করেন তাতে মুকতাদীর কুরআন পাঠ ত্যাগ করা

৯২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أَكِيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَوَةِ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ أَنْفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزِعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ *

৯২২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠ করত সালাত সমাপ্ত করে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি বলছি কুরআন তিলাওয়াতে আমার সাথে

কেন ঝামেলা সৃষ্টি করা হয়? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল সালাতে কুরআন উচ্চ স্বরে পড়তেন সে সকল সালাতে লোকেরা কুরআন পড়া থেকে বিরত থাকলো, যখন তারা এ ব্যাপারটি শুনতে পেল।

قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ

যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে সে সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া

৯২৩. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ *

৯২৩. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - - উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে এক সালাত আদায় করলেন, যাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা হয়। তারপর তিনি বললেন, যখন আমি উচ্চস্বরে কুরআন পড়ি তখন সূরা ফাতিহা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন কিছু না পড়ে।

تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আল্লাহ্ তায়ালায় বাণী : যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায় তাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে-
আয়াতের ব্যাখ্যা

৯২৪. أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *

৯২৪. জারুদ ইব্ন মুআয তিরমিযী (র) - - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর অনুসরণ করার জন্য। অতএব, যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল, আর যখন সে কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকবে, আর যখন তিনি বলেন, ‘সামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্’ তখন তোমরা বলবে, ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’।

৯২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ نِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ الْمُخْرِمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثَقَّةٌ يَغْنَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ نِ الْأَنْصَارِيُّ *

৯২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম তো এজন্য যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। অতএব, যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর যখন ইমাম কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক। আবু আবদুর রহমান বলেন, মুখাররিমী বলতেন, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ ইব্ন সা‘দ আনসারী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

اِخْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ

ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট হওয়া

৯২৬. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَجِبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَى وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَأً إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَقْرَأَ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ *

৯২৬. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, প্রত্যেক সালাতেই কি কিরাআত আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক আনসার ব্যক্তি বলল, তা ওয়াজিব। তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করলেন, আমি সকলের মধ্যে তাঁর নিকটবর্তী

ছিলাম। তিনি বললেন, ইমাম যখন দলের ইমামতি করেন, তখন আমি মনে করি, ইমামই তাদের জন্য যথেষ্ট। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে' বলা ভাল। এ হলো আবুদ দারদারই কথা।

مَا يُجَزَى مِنَ الْقِرَاءَةِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ

যে ভালভাবে কুরআন পাঠ করতে জানে না, তার জন্য যা পাঠ করা যথেষ্ট

৯২৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى وَ مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَّمَنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ *

৯২৭. ইউসুফ ইবন ইসা ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে আরশ করল, আমি কুরআন পাঠ করতে পারি না। অতএব, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআন পাঠের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন : তুমি বল,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ *

جَهْرُ الْإِمَامِ بِأَمِينٍ

ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলা

৯২৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَوْمِنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯২৮. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তিলাওয়াতকারী আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফেরেশতাগণও

আমীন বলে থাকেন। অতএব, যার আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার মত হবে, আল্লাহ পাক তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন।

৯২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯২৯. মুহাম্মদ ইবন মনসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিলাওয়াতকারী (ইমাম) আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা, ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন। আর যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার মত হয় তার পূর্ববর্তী পাপ মার্জনা করে দেওয়া হয়।

৯৩০. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯৩০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন’ বলেন তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন আর ইমামও আমীন বলেন। যার আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার মত হয়, তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

৯৩১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَاَمِنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯৩১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার মত হয় তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّامِينِ خَلْفَ الْأَمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের পেছনে আমীন বলার নির্দেশ

৯৩২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وُفِّقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯৩২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ-দ্বা-ল্লীন' বলেন, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যার কথা ফেরেশতাগণের কথার মত হবে, তার পূর্বের পাপ মার্জনা করা হবে।

فَضْلُ التَّامِينِ

আমীন বলার ফযীলত

৯৩৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯৩৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর ফেরেশতারও আকাশে আমীন বলেন, তখন যদি একটির সাথে অপরটির মিল হয় তবে তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করা হয়।

قَوْلُ الْمَأْمُومِ إِذَا عَطَسَ خَلْفَ الْأَمَامِ

মুকতাদীর ইমামের পেছনে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলা

৯৩৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنْ

الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ ابْنُ رَافِعٍ بْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا
عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ
ابْتَدَرَهَا بِضَعَةٍ وَ ثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا *

৯৩৪. কুতায়বা (র) - - - - রিফা' ইব্ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তখন আমি হাঁচি দিলাম এবং বললাম-
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত সমাপ্ত করে ফিরে বললেন, সালাতে কে কথা বলেছে? তখন কেউই উত্তর দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার বললেন, কে সালাতে তা বলেছে? তখন রিফাআ ইব্ন রাফি ইবন আফরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বলেছি। তিনি বললেন, তুমি কি বলেছ? তিনি বললেন, আমি বলেছি-

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا
وَيَرْضَى -

তখন নবী ﷺ বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! ত্রিশজনের বেশী ফেরেশতা তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করছে, কে তা নিয়ে উপরে উঠবে।

৯৩৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي
اسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ أَمِينَ فَسَمِعْتُهُ أَنَا خَلْفَهُ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
رَجُلًا يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ
مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْسًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ
مَلَكًا فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ *

৯৩৫. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। যখন তিনি তাকবীর বললেন, তাঁর কর্ণদ্বয়ের নিম্ন পর্যন্ত উভয় হাত তুললেন, যখন তিনি 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন' বললেন, তখন আমীন বললেন।

রাবী বলেন, আমি তাঁর পেছনে থেকে তা শ্রবণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে- **الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ** যখন নবী ﷺ সালাতের সালাম ফিরালেন তখন বললেন, সালাতে কে তা বলেছে? তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বলেছি। আর আমি এদ্বারা অন্য কিছু ইচ্ছা করিনি। নবী ﷺ বললেন, বারজন ফেরেশতা তা দ্রুত আরশে তুলে নিয়ে গেল এবং তাতে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি।

جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

কুরআন সম্বন্ধীয় বিবিধ রেওয়ায়ত

৯৩৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَى وَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى فَيَنْبِذُهُ إِلَيَّ *

৯৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কী রূপে ওহী আসে? তিনি বললেন, ঘন্টার শব্দের মত। তারপর তা শেষ হলে দেখা যায় আমি তা মুখস্থ করে ফেলেছি। এটাই আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর কোন কোন সময় আমার নিকট (ওহীর ফেরেশতা) মানুষের বেশে আগমন করে তা আমাকে বলে যান।

৯৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مُسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَى فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِى مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا *

৯৩৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিসা ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহী কী রূপে আসে? তিনি বললেন, কোন কোন সময় আমার নিকট ওহী আসে ঘন্টা ধ্বনির ন্যায়, আর এটিই আমার উপর

কষ্টদায়ক হয়। আর আমার থেকে তা সমাপ্ত হলে দেখা যায় আমি তা মুখস্থ করে ফেলেছি, যা বলা হয়েছে। আর কোন কোন সময় ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে আমার কাছে এসে কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি যা বলেন, তা আমি মুখস্থ করে নেই। আয়েশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে এবং যখন তা শেষ হতো তখন তাঁর ললাট থেকে ঘাম দরদর করে পড়তে দেখেছি।

৯৩৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ فكَانَ رَسُولُ ﷺ إِذَا آتَاهُ جِبْرِئِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ *

৯৩৮. কুতায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহর বাণী : لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ ওহী নাখিল হওয়ার সময় কষ্ট অনুভব করতেন। আর তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নাড়তেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করবেন না। কেননা, তা আপনার অন্তরে সংরক্ষণ এবং পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। পরে তিনি বলেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ সুত্তরাং আমি তা পাঠ করি। তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন ও চুপ থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যখন জিবরাঈল (আ) আগমন করতেন তখন তিনি শুনতে থাকতেন। যখন চলে যেতেন তখন তিনি ঐরূপই পাঠ করতেন যে রূপ তাঁকে পাঠ করানো হতো।

৯৩৯. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا قُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ كَذَبْتَ مَا كَذَّاكَ أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ وَإِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ

فِيهَا حُرُوفًا لَمْ تَكُنْ أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِقْرَأْ يَاهِشَامُ فَقَرَأَ
 كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِقْرَأْ يَاعُمَرُ
 فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى
 سَبْعَةِ أَحْرَفٍ *

৯৩৯. নাসর ইবন আলী (র) - - - - ইবন মাখরামা (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাতাব (রা)
 বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীম ইবন হিয়াম (রা)-কে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। তিনি তাতে এমন
 কতগুলো অক্ষর পাঠ করলেন যা নবী ﷺ আমাকে পাঠ করান নি। আমি বললাম, আপনাকে এ সূরা কে
 পড়িয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ
 এরূপে পড়ান নি। আমি তাঁকে তাঁর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া
 রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। আমি এ ব্যক্তিকে তা পড়তে শুনেলাম এমন
 কতগুলো অক্ষর তাতে তিনি পড়ছেন যা আপনি আমাকে পড়ান নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হিশাম!
 তুমি পড়ে শুনাও তো; তিনি এরূপ পড়লেন যেরূপ পূর্বে পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,
 এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর! তুমি পড়। তখন আমি পড়লাম, আবারও তিনি
 বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কুরআন সাত লুগাতে ১ অবতীর্ণ
 হয়েছে।

৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
 وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
 الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى
 غَيْرِمَا أَقْرَأَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا فَكِدْتُ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ
 أَمَهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى مَا غَيْرَ مَا
 أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِقْرَأْ فَقَرَأَ لِقِرَاءَةِ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اِقْرَأْ قَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا
 أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ *

৯৪০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হিশাম ইব্ন হাকীমকে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম, আমি যেভাবে পড়ি সেভাবে না পড়ে অন্যভাবে। আর আমাকে তা পড়িয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি তো তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। অতঃপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি পড়া বন্ধ করলেন না। আমি তার চাদর দ্বারা পেঁছিয়ে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম যেভাবে আপনি আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন তাছাড়া অন্যভাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, পড়। আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি তিনি সেভাবেই পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে বললেন, পড়। আমি পাঠ করার পর বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাত লুগাতে (উপ-ভাষায়) অতএব, তোমরা তা পাঠ কর যেকোনো তোমাদের পক্ষে সহজ হয়।

৯৪১. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقَرَاتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَذْتُ أَسَاوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُهَا فَقَالَ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُهَا فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرَأْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلُهُ يَا عُمَرُ أَقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ *

৯৪১. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবন হাকীমকে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তাঁর কিরাআত লক্ষ্য করে শুনলাম। শুনলাম, তিনি তা পড়ছেন এমন কতগুলো অক্ষরসহ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়ান নি। সালাতের মধ্যেই আমি তাঁকে আক্রমণ করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু আমি তাঁর সালাম ফিরান পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন আমি তাঁকে তাঁর চাদর দ্বারা বেঁধে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে এ সূরাটি কে শিক্ষা দিয়েছে? যা আপনাকে পড়তে শুনলাম। তিনি বললেন, আমাকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ ই আমাকে তা পড়িয়েছেন, যা আমি আপনাকে পড়তে শুনেছি। আমি তাঁকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাঁকে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি এমন কতগুলো অক্ষরসহ যা আপনি আমাকে পড়ান নি। অথচ আপনিই আমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! পড়। তখন তিনি ঐ কিরাআত পড়লেন যা আমি তাকে পড়তে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! পড়। তখন আমি এরূপই পড়লাম, তিনি আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কুরআন নাযিল হয়েছে সাত ভাষায়। অতএব, তোমাদের যেরূপ সহজ হয় সেরূপ পড়।

৯৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَصَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَاتَاهُ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَيُّهُمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا *

৯৪২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ

বনু গিফারের কুয়ার নিকট ছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে এক উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ক্ষমা কামনা করি, আমার উম্মত এর ক্ষমতা রাখবে না। তারপর তাঁর নিকট দ্বিতীয়বার আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে দু'হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উম্মত এরও ক্ষমতা রাখবে না। তারপর জিবরাঈল তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে তিন হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উম্মত এরও ক্ষমতা রাখবে না। এরপর জিবরাঈল তাঁর নিকট চতুর্থবার আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে সাত হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। যে লুগাতেই পড়ুক না কেন তা-ই সঠিক হবে।

৯৬২. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ إِذَا سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُهَا يُخَالِفُ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ لَهُ مَنْ عِلْمُكَ هَذِهِ السُّورَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَا تَفَارِقْنِي حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا خَالَفَ قِرَاءَتِي فِي السُّورَةِ الَّتِي عَلَّمْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ يَا أَبِي فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ اقْرَأْ فَخَالَفَ قِرَاءَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبِي إِنَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ كُلُّهُمْ شَافٍ كَافٍ *

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ *

৯৬৩. আমার ইবন মানসূর (র) - - - - - উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি সূরা পড়ালেন। আমি মসজিদে বসা থাকতেই শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি তা আমার ক্রিআতের বিপরীত পাঠ করছে। আমি তাকে বললাম, তোমাকে এ সূরা কে শিক্ষা দিয়েছে? সে ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি বললাম, আমার কাছ থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাই। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে এই সূরাটি যেভাবে

শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি তা উল্টোভাবে পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উবাই! তুমি পড়; আমি পড়লাম। তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি ঠিক পাঠ করেছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি পড়। সে আমার পড়ার অন্যরূপ পড়ল। তাকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি ঠিকই পড়েছ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উবাই! ব্যাপার এই যে, কুরআন সাত প্রকার লুগাতে নাযিল হয়েছে। তার প্রত্যেক প্রকারই রোগ মুক্তি এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথেষ্ট। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, মা'কাল ইব্ন উবায়দুল্লাহ তত সবল নন।

৯৪৪. أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي قَالَ مَاحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْذُ أَسَلَمْتُ إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قَرَأَتِي فَقُلْتُ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَقْرَأْتَنِي آيَةً كَذًا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْآخَرُ أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةً كَذًا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِي فَقَالَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ مِيكَائِيلُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ *

৯৪৪. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়নি। কিন্তু আমি একটি আয়াত পাঠ করলাম, আর তা অন্য একজন আমার কিরাআতের বিপরীত পাঠ করল। আমি বললাম, আমাকে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তিও বলল, আমাকেও এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর আমি নবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে অমুক অমুক আয়াত পাঠ করিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর সে ব্যক্তি বলল, আপনি কি আমাকে অমুক অমুক আয়াত পাঠ করাননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) আমার ডান পাশে এবং মীকাঈল (আ) আমার বাম পাশে উপবেশন করলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি কুরআন এক উপভাষায় পাঠ করুন আর মীকাঈল (আ) বললেন, তা আরও বাড়িয়ে দিন, তা আরও বাড়িয়ে দিন। এমনিভাবে তা সাত উপভাষায় পৌছলো। আর প্রত্যেক উপভাষায়ই রোগ মুক্তি এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথেষ্ট।

৯৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعْلَقَةِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ *

৯৪৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন ওয়ালার দৃষ্টান্ত এক বাঁধা উটের মালিকের ন্যায়। যখন সে তার যত্ন করে তখন তাকে ধরে রাখে। আর যখন তাকে ছেড়ে দেয় তখন তা চলে যায়।

৯৪৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَنٍ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَشَسَ مَا لَاحِدَهُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِينَتْ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ بَلْ يَقُولُ هُوَ نَسِيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعَ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرَّجُلِ مِنَ النِّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ *

৯৪৬. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কত মন্দ পরিণতি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে বলে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন স্মরণ রেখ। কেননা তা মানুষের অন্তর থেকে চতুর্দশ জন্তুর তার রশি থেকে পালাবার চেয়েও তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়ে পড়ে।

الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ

ফজরের সুন্নত দু' রাকা'আতে কিরাআত

৯৪৭. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ قُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَفِي الْأُخْرَى أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنْ مُسْلِمُونَ *

৯৪৭. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নত দু' রাকা'আতের প্রথম রাকা'আতে সূরা বাকারার الْإِنشَاءُ এহ আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنْ مُسْلِمُونَ আয়াতখানা পাঠ করতেন। (সূরা আল-ইমরান)

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সুন্নত দু' রাকা'আতে সূরা কাফিরুন ও ইখলাস পড়া

৯৪৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

৯৪৮. আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দুহায়ম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুনত দু' রাক'আতে কুল হুয়া ল্লাহু আহদ - এবং - কুল হুয়া ল্লাহু আহদ - পাঠ করেছেন।

تَخْفِيفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

ফজরের সুনত দু' রাক'আত তাড়াতাড়ি আদায় করা

৯৪৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ اقْرَأْ فِيهِمَا بِأَمِّ الْكِتَابِ *

৯৪৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখলাম, তিনি ফজরের (সুনত) দু' রাক'আত আদায় করতেন এবং উক্ত দু' রাক'আত এত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন যে, আমি বলতাম - তিনি কি ঐ রাক'আতদ্বয়ে সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ

ফজরের সালাতে সূরা রুম পাঠ করা

৯৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطَّهُورَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْلَيْكَ *

৯৫০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং তাতে সূরা রুম পড়লেন। এতে তাঁর কিরাআত এলোমেলো হয়ে গেল। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন বললেন, ঐ সকল লোকের কি হলো, তারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করে অথচ উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করে না। তারাই আমাদের কিরাআত এলোমেলো করে ফেলে।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ

ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পড়া

৯৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التِّيمِيُّ عَنْ سَيَّارٍ يَغْنَى ابْنُ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ *

৯৫১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু বরযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِكَافٍ

ফজরের সালাতে সূরা কাফ পাঠ করা

৯৫২. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِهَا فِي الصَّلَاةِ *

৯৫২. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - উম্মে হিশাম বিনত হারিসা ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেছনে সালাতে শরীক হয়ে সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি ঐ সালাতে তা পাঠ করতেন।

৯৫৩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ إِحْدَى الرُّكْعَتَيْنِ وَالنَّخْلَ بِاسْفَاتِ لَهَا طَلَعُ نَضِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيْتُهُ فِي السُّوقِ فِي الزَّحَامِ فَقَالَ ق *

৯৫৩. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছি। তিনি এর এক রাক'আতে 'نَضِيدٌ طَلَعَ لَهَا طَلَعُ النَّخْلِ بِاسْفَاتِ لَهَا طَلَعَ نَضِيدٌ' পাঠ করলেন। (হাদীসের অন্যতম রাবী শু'বা বলেন) তারপর বাজারের ভিড়ের মধ্যে তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, সূরা কাফ পড়েছিলেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ

ফজরের সালাতে সূরা 'ইযাশ্ শামসু কুন্নিরাত' পাঠ করা

৯৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مَسْعُودٍ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سُرَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ *

৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবান বালখী (র) - - - - আমর ইব্ন হুরায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে ফজরের সালাতে إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ পাঠ করতে শুনেছি।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ

ফজরের সালাতে মু'আওয়াযাতায়ন পড়া

৯৫৫. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ *

৯৫৫. মূসা ইব্ন হিয়াম তিরমিযী ও হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে মু'আওয়াযাতায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। উকবা বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা আমাদের ফজরের সালাতের ইমামতি করলেন।

بَابُ الْفَضْلِ فِي قِرَاءَةِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : মু'আওয়াযাতায়ন পাঠের ফযীলত

৯৫৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي

عِمْرَانَ اسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اقْرَأْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *

৯৫৬. কুতায়বা - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে পেছনে চললাম। তখন তিনি ছিলেন আরোহী। আমি তাঁর পায়ে হাত রেখে বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ পড়িয়ে দিন।' তিনি বললেন, তুমি সূরা নাস ও সূরা ফালাক অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাশীল কোন কিছুই পাঠ করবে না।

৯৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَاتُ أَنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَةِ لَمْ يَرْمِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *

৯৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তার ন্যায় আর কোন আয়াতই দেখা যায়নি। তা হলো সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কিরাআত

৯৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَآخِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى *

৯৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে অলম তানজিল এবং হেল্ অতী সূরা পাঠ করতেন।

৭৫৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَآخِبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْمُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السُّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ *

৯৫৯. কুতায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুম'আর দিন ফজরের সালাতে এবেং তَنْزِيلُ السُّجْدَةِ এবং هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ সূরা পাঠ করতেন।

بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ السُّجُودُ فِي ص

অনুচ্ছেদ : কুরআনের সিজদাহ সমূহ, সূরা সোয়াদ-এ সিজদা

৭৬. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدُهَا شُكْرًا *

৯৬০. ইবরাহীম ইবন হাসান মিকসামী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূরা সোয়াদে সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, দাউদ (আ) তওবা করার জন্য এ সিজদা করেছেন, আর আমরা শোকর আদায়ের জন্য সিজদা করি, (যে আল্লাহ তা'আলার হযরত দাউদ (আ)-এর দোয়া কবুল করেছেন।)

السُّجُودُ فِي النُّجْمِ

ওয়ান নাজমি সূরায় সিজদার বর্ণনা

৭৬১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُنَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رِبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ النُّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَآبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ *

৯৬১. আবদুল মালিক ইবন আবদুল হামীদ ইবন মাইমুন ইবন মিহরান (র) - - - - মুত্তালিব ইবন আবু

ওদাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সূরা নাজম পাঠ করে সিজদা করলেন। তখন তাঁর নিকট যারা ছিলেন তাঁরাও সিজদা করলেন, আমি তখন আমার মাথা উঠিয়ে রাখলাম এবং সিজদা করতে অস্বীকার করলাম। আর তখন (আবু ওদাআর পুত্র) মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ করেনি।

৯৬২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ النُّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا *

৯৬২. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাজম পাঠ করে সিজদা করলেন।

تَرْكُ السُّجُودِ فِي النُّجْمِ

সূরা নাজম-এ সিজদা না করা

৯৬৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنُّجْمَ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ .

৯৬৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আতা ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোন সালাতে কিরাআত নেই। আর বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ওয়ান নাজমি পড়েছেন কিন্তু তিনি সিজদা করেন নি।^১

بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অনুচ্ছেদ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এ সিজদা করা

৯৬৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِهِمْ إِذَا

১. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সময় উয়ূ অবস্থায় ছিলেন না। তাই সিজদা পরে করেছেন। আর যায়দ (রা) মনে করেছেন যে, তিনি সিজদা করেন নি। কিংবা যায়দ (রা)-এর কথার অর্থ এ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেন নি, বরং পরে করেছেন। সুতরাং এ হাদীসদ্বয় সিজদা না করা প্রমাণিত হয় না।

السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ اخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
سَجَدَ فِيهَا *

৯৬৪. কুতায়বা (র) - - - - আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁদের নিয়ে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন। আর তাতে সিজদা করলেন। সিজদা শেষ করে তাঁদের সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সিজদা করেছেন।

৯৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ ابْنِ قَيْسٍ وَهُوَ مُحَمَّدٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

৯৬৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরায় সিজদা করেছেন।

৯৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ *

৯৬৬. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরায় সিজদা করেছি।

৯৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ *

৯৬৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا *

৯৬৮. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরায় সিজদা করেছেন এবং তাঁদের থেকে যিনি উত্তম তিনিও।

السُّجُودُ فِي إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

ইকরা বিস্মি রক্ষিকাতে সিজদা করা

৯৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَإِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ *

৯৬৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর, উমর এবং তাঁদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নবী ﷺ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাধ্বয়ে সিজদা করেছেন।

৯৭০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَإِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৭০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাধ্বয়ে সিজদা করেছি।

بَابُ السُّجُودِ فِي الْفَرِيضَةِ

অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতে সিজদা করা

৯৭১. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ أَخْضَرَ عَنْ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ يَغْنَى الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذِهِ يَغْنَى سَجْدَةً مَا كُنَّا

نَسْجُدُهَا قَالَ سَجَدَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ ۖ وَأَنَا خَلْفَهُ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا
حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ ۖ *

৯৭১. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আবু রাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা انْشَقَّتِ السَّمَاءُ পাঠ করে তাতে সিজদা করলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা তো এ সিজদা করতাম না। তিনি বললেন, এ সিজদা করেছেন আবুল কাসেম রাঃ। তখন আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। অতএব, আমি সর্বদা এ সিজদা করতে থাকব, যতদিন না আমি আবুল কাসেম রাঃ-এর সঙ্গে মিলিত হব।

بَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : দিনের কিরাআত

৯৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ أَسْمَعْنَا
كُمُ وَمَا أَخْفَاهَا مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ *

৯৭২. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত রয়েছে। অতএব যা রাসূলুল্লাহ রাঃ আমাদের শুনিতে পড়তেন আমরা তা তোমাদের শুনিতে পড়বো, আর তিনি যা আমাদের থেকে চুপে-চুপে পড়েছেন আমরা তা তোমাদের থেকে চুপে-চুপে পড়ব।

৯৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ
أَسْمَعْنَا كُمُ وَمَا أَخْفَاهَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ *

৯৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতে কিরাআত রয়েছে। অতএব, যা রাসূলুল্লাহ রাঃ আমাদের শুনিতে পড়তেন তা আমরা তোমাদের শুনিতে পড়বো। আর যা তিনি আমাদের থেকে নীরবে পড়েছেন আমরাও তা তোমাদের থেকে নীরবে পাঠ করব।

الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ

জোহরের কিরাআত

৯৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي
خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَتَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ
وَالذَّارِيَةِ *

৯৭৪. মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন সুদরান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী
ﷺ-এর পেছনে জোহরের সালাত আদায় করতাম। তখন আমরা সূরা লোকমান এবং যারিয়াতের কয়েক
আয়াতের পর তা থেকে একটি আয়াত শুনতাম।

৯৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ النَّضْرِ قَالَ كُنَّا بِالطُّفِّ عِنْدَ أَنَسٍ
فَصَلَّيْنَاهُمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ
الظُّهْرِ فَقَرَأَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ
هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ *

৯৭৫. মুহাম্মদ ইবন শুজা মারওয়াযী (র) - - - - আবু বকর ইবন নয়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমরা 'তফ' নামক স্থানে আনাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি তাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায়
করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জোহরের সালাত আদায়
করেছি। তিনি দু'রাকআতে আমাদের জন্য সাব্বিহিসমা- রব্বিকাল আলা এবং হাল আতাকা হাদীসুল
গাশিয়াহ পাঠ করলেন।

تَطْوِيلُ الْقِيَامِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ

জোহরের সালাতের প্রথম রাকআতে কিয়াম লম্বা করা

৯৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقَدْ كَانَ صَلَاةُ
الظُّهْرِ تَقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ
يَجِيءُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى يُطَوِّلُهَا *

৯৭৬. আমরা ইবন উসমান (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
জোহরের সালাত আরম্ভ হল। এরপর কোন ব্যক্তি বাকী -এর দিকে গমন করে তার প্রয়োজন শেষ

করত। তারপর উযু করে এসে দেখতে পেত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাকআতে রয়েছেন। তিনি তা এত দীর্ঘ করতেন।

৯৭৭. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ كَذَلِكَ وَكَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَةَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالرُّكْعَةَ الْأُولَى يَغْنَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ *

৯৭৭. ইয়াহইয়া ইব্ন দুরুস্ত (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করতেন। তিনি এর প্রথম দু' রাকআতে সূরা পাঠ করতেন এবং আমাদের এক/আধ আয়াত শুনাতে, তিনি জোহর সালাতের (প্রথম) রাকআত এবং প্রথম রাকআত অর্থাৎ ফজর সালাতের প্রথম রাকআত লম্বা করতেন (দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায়)।

بَابُ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ الْآيَةَ فِي الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : জোহরের সালাতে ইমামের আয়াত শুনা যায় এমনভাবে পাঠ করা

৯৭৮. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ يُعْرِفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى *

৯৭৮. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ মুসলিম (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর এবং আসরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর কোন কোন সময় আমাদের আয়াত শুনাতে। আর তিনি প্রথম রাকআত লম্বা করতেন।

تَقْصِيرُ الْقِيَامِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ

জোহরের দ্বিতীয় রাকআতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা

৭৭৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ يُطَوِّلُ الْأُولَى وَيُقْصِرُ الثَّانِيَةَ *

৯৭৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'যীদ (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করতেন। প্রথম দু'রাকআতে আমাদের কখনও কখনও কিরাআত শুনাতে। তিনি প্রথম রাকআত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের সালাতেও এরূপ করতেন। প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর তিনি আসরের সালাতের প্রথম দু'রাকআত আমাদের সাথে নিয়ে এমনভাবে আদায় করতেন যে, প্রথম রাকআত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ

জোহরের সালাতে প্রথম দু'রাকআতে কিরাআত

৭৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رُكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ *

৯৮০. মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

জোহর এবং আসরের সালাতের প্রথম দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য দু'টি সূরা আর শেষের দু' রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর কোন সময় আমাদের কিরাআত শুনাতেন। আর তিনি জোহরের প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন। ১

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ

আসরের প্রথম দু' রাক'আতের কিরাআত

৯৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجِ الصُّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى فِي الظُّهْرِ وَيَقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ *

৯৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর এবং আসরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর কোন কোন সময় আমাদের আয়াত শুনাতেন। তিনি জোহরের প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি এরূপ করতেন ফজরের সালাতেও।

৯৮২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا *

৯৮২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জোহর এবং আসরের সালাতে 'ওয়াস্‌সামায়ি যাতিল বুরুজ' এবং 'ওয়াস্‌সামায়ি ওয়াত্‌ তারিক' এবং এতদুভয়ের মত সূরা পাঠ করতেন।

৯৮৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلِ مِنْ ذَلِكَ *

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী (সা) জোহরের সালাতেও সামান্য শব্দ করে কুরআন পাঠ করতেন।

১৮৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর সালাতে 'ওয়াল লাইলি ইয়া ইয়াগশা' এবং আসর সালাতে এর মত সূরা এবং ফজর সালাতে ~~এর~~চেয়েও লম্বা সূরা পাঠ করতেন।

تَخْفِيفُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ

কিয়াম এবং কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা

৯৮৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَلَّيْتُمْ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُوقِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ *

১৮৪. কুতায়বা (র) - - - - যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন ~~আনিক~~ (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তোমরা সালাত আদায় করেছ কি? আমরা বললাম, ~~ইয়া~~। তিনি বললেন, হে বালিকা! আমার জন্য উয়ুর পানি আন। আমি অন্য কোন ইমামের পেছনে সালাত ~~আদায়~~ করিনি, যার সালাত তোমাদের এই ইমাম (উমর ইব্ন আবদুল আযীয)-এর চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যায়দ বলেন, 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) রুকু এবং সিজদা ~~পূর্ণ~~ আদায় করতেন। আর দাঁড়ানো এবং বসায় অপেক্ষাকৃত কম দেবী করতেন।

৯৮৫. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُوقِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْآخِرَتَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمَفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوْلِ الْمَفْصَلِ *

১৮৫. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাতের সাথে অমুকের চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সালাত আর কারও পেছনে আদায় করিনি। সুইমান (রা) বলেন - তিনি জোহরের প্রথম দু'রাকআত লম্বা করতেন, শেষের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত

করতেন। আর আসরের সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর মাগরিবের সালাত কিসারে মুফাস্সাল দ্বারা আদায় করতেন। আর ইশার সালাত আওসাতে মুফাস্সাল দ্বারা আদায় করতেন। আর ভোরের সালাত অর্থাৎ ফজর তিওয়ালে মুফাস্সাল দ্বারা আদায় করতেন।^১

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্সাল পড়া

৯৮৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَوةَ بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَلَانٍ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيلُ الْأَوَّلِينَ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِي الْآخِرِينَ وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ *

৯৮৬. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'য়ীদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করিনি যার সালাত অমুক ব্যক্তির সালাতের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, আমরা ঐ ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি জোহরের প্রথম দু'রাকআত লম্বা করতেন, পরের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। আসরের সালাতও সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। আর মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল পড়তেন। আর ইশার সালাত আদায় করতেন 'ওয়াশ্ শামসি ওয়াদুহাহা' এবং এর মত সূরা দ্বারা। আর ফজরের সালাত আদায় করতেন দু'টি লম্বা সূরা দ্বারা।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى

মাগরিবে সَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়া

৯৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِنَاضِحِينَ عَلَى

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত তিওয়ালে মুফাস্সাল, সূরা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনা পর্যন্ত আওসাতে মুফাস্সাল এবং সূরা বায়্যিনা থেকে কুরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত কিসারে মুফাস্সাল হিসেবে গণ্য।

مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَفْتَانُ يَا مُعَاذُ أَفْتَانُ يَا مُعَاذُ الْأَقْرَاتِ بِسَبْعِ
اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوَهُمَا *

১৮৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি দু'টি উট নিয়ে মু'আয (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন। ঐ ব্যক্তি পৃথকভাবে সালাত আদায় করে চলে গেল। একথা নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিতনা ও কষ্টে ফেলতে চাও? হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিতনা ও কষ্টে ফেলতে চাও? তুমি কেন সাক্বিহিস্মা রাব্বিকা অথবা ওয়াশশামসি ওয়াদুহাহা' অথবা এ জাতীয় সূরা পাঠ করলে না?

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ

মাগরিবে সূরা মুরসালাত পাঠ করা

৯৮৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
قَالَتْ صَلَّيْنَا بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلَاتِ مَا
صَلَّى بَعْدَهَا صَلَوةً حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

১৮৮. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - উম্মুল ফযল বিন্ত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে তাঁর গৃহে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তিনি তাতে সূরা ওয়াল মুরসালাত পড়লেন। এরপর তিনি লোকদের নিয়ে তাঁর ইত্তিকালের পূর্বে আর কোন সালাত আদায় করেন নি।

৯৮৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ *

১৮৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' পাঠ করতে শুনেছেন।

১. রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণত মাগরিবের সালাতে ছোট সূরা পাঠ করতেন। কিন্তু এ সালাতে বড় বড় সূরা পাঠ করাও যে বৈধ তা ব্যক্ত করার জন্য তিনি ভাল কোন সময় বড় সূরাও পাঠ করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

মাগরিবে সূরা তুর পাঠ করা

৯৯০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ *

৯৯০. কুতায়বা (র) - - - - জুবায়র ইব্ন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাগরিবের সালাতে নবী ﷺ -কে আমি সূরা তুর পড়তে শুনেছি।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِحَمِّ الدُّخَانِ

মাগরিবের সালাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করা

৯৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرُ قَالَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْبَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحَمِّ الدُّخَانِ *

৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযিদ মুকরী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সালাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করেছেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمِصْرِ

মাগরিবে 'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ' পাঠ করা

৯৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ اتَّقِرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَحْلُوفَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّوَلَيْنِ الْمِصْرِ *

৯৯২. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ানকে বললেন, হে আবু আবদুল মালিক! আপনি কি মাগরিবের সালাতে **أَحَدُ** 'এবং ইন্না আ'তাইনা' পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি তিনি দীর্ঘ সূরার মধ্যে বড় সূরা 'আলিফ লাম মীম সোয়াদ' পড়েছেন।^১

৯৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ مَالِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّورِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّوَلَيْنِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَطْوَلُ الطُّوَلَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ .

৯৯৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - মারওয়ান ইবন হাকাম থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন সাবিত (রা) বললেন, আমার কি হলো আমি দেখছি আপনি মাগরিবের সালাতে ছোট ছোট সূরা পড়লেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি তিনি তাতে দু'টি দীর্ঘ সূরার মধ্য থেকে যে সূরা অধিক দীর্ঘ তা পাঠ করতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ দীর্ঘ সূরা কি? তিনি বললেন, তা হলো সূরা আ'রাফ।

৯৯৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ وَ أَبُو حَيْوَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَّهَا فِي رَكْعَتَيْنِ .

৯৯৪. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সালাতে সূরা আ'রাফ পাঠ করতেন। আর তিনি তা দু'রাক'আতে ভাগ করেছেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের পর দু'রাক'আতে কির'আত

৯৯৫. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

১. দীর্ঘ সূরাছয় দ্বারা সূরা আন'আম ও আ'রাফ বুঝানো হয়েছে। আর আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ দ্বারা সূরা আ'রাফকে নির্দেশ করা হয়েছে।

وَفِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

৯৯৫. ফযল ইব্ন সাহল (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ বার লক্ষ্য করেছি যে, তিনি মাগরিবের পর দু'রাকআতে এবং ফজরের পূর্বের (সুনত) দু'রাকআতে, কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করেছেন।

الْفَضْلُ فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়ার ফযীলত

৯৯৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَوَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَلُّوهُ لَأَيِّ شَيْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ *

৯৯৬. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের নেতা করে পাঠালেন। তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাতে কুরআন পাঠ করতেন আর তিনি ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ দ্বারা শেষ করতেন। সঙ্গী লোকেরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সে কেন এরূপ করেছে? তারা তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, কেননা, তা মহামহিমাম্বিত দয়াময়ের গুণ। তাই আমি তা পড়া পছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁকে ভালবাসেন।

৯৯৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجِبَتْ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ .

৯৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসলাম। তিনি শুনলেন যে, এক ব্যক্তি পড়ছে (বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! কী অবধারিত হয়ে গিয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাত।

৯৯৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ .

৯৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তে শুনল, সে তা বারবার পড়ছিল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য (সওয়াবের দিক থেকে)।

৯৯৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ بِنِ خَثِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا .

৯৯৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু আইয়ুব (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।

الْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ইশার সালাতে ‘সাক্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ‘লা’ পাঠ করা

১০০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

১. কুরআন মজীদে বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) তাওহীদ (খ) আহকাম (গ) তাক্বীর। যেহেতু সূরা ইখলাসে তাওহীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সে হিসেবে একে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

دَّثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَفْتَانُ يَا مُعَاذُ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالضُّحَى وَإِذَا السَّمَاءُ
انْفَطَرَتْ *

১০০০. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) দাঁড়িয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন এবং তা দীর্ঘায়িত করলেন। নবী ﷺ বললেন, হে মুআয; তুমি কি (লোকদের) ফিৎনা ও বিপদে ফেলবে? তুমি কি (লোকদের) ফিৎনা ও কষ্টে ফেলবে তুমি সাক্বিহিসমা রাব্বিকা, ওয়াদুহা এবং ইয়াসুসামা উনফাতারাত পাঠ কর না কেন?

الْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

ইশার সালাতে ওয়াশশামসি ওয়াদুহাহা পাঠ করা

١٠٠١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى
مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَأَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا فَأَخْبَرَ
مُعَاذًا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتْنًا يَا مُعَاذُ
إِذَا أَمَّمَتِ النَّاسَ فَأَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ
إِذَا يَغْشَى وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ . *

১০০১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবন জাবাল (রা) তাঁর সাথীদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘ করলে আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চলে গেল। মু'আয (রা)-কে এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন, সে ব্যক্তি মুনাফিক। ঐ ব্যক্তির নিকট এ সংবাদ পৌছলে সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট গেল এবং মু'আয (রা) যা বলেছিলেন তা তাঁকে অবহিত করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের মধ্যে) ফিৎনা সৃষ্টি করতে চাও? যখন তুমি লোকের ইমামতি করবে তখন 'ওয়াশশামসি ওয়াদুহাহা; সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়ালা লাইলি ইয়া ইয়াগুশা এবং ইকরা বিসমি রাব্বিকা পাঠ করবে।

١٠٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَفِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَقْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَ أَشْبَاهِهَا
مِنَ السُّورِ .

১০০২. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাফীক (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ
ইশার সালাতে ওয়াশ্শামসি ওয়াদুহাহ বা এ জাতীয় অন্যান্য সূরা পাঠ করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ

ইশার সালাতে সূরা 'তীন' পাঠ করা

١٠٠٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ فِيهَا
بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ *

১০০৩. কুতায়বা (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে ওয়াত্বীনি ওয়ায্ যায়তুন পড়েছেন।

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

ইশার প্রথম রাক'আতে সূরা তীন পাঠ করা

١٠٠٤. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ .

১০০৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
এক সফরে ছিলেন। তিনি ইশার প্রথম রাক'আতে ওয়াত্বীনি ওয়ায্ যায়তুন পড়লেন।

الرُّكُودُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

প্রথম দু'রাক'আত লম্বা করা

١٠٠٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ

১. এই সময় কাযা সালাত আদায় করা জায়েয। এ হাদীসে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

شَكَكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَتَيْدُ فِي الْأَوَّلِينَ
وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرِينَ وَمَا أَلُوا مَا اقْتَدَيْتَ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, লোক প্রত্যেক কাজে তোমার বিপক্ষে অভিযোগ করে। এমনকি সালাত সম্পর্কেও। তখন সাদ বললেন, আমি প্রথম দু'রাকআত লম্বা করি আর শেষের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত করি। আর আমি যে সকল সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইকতিদা করে আদায় করেছি সে সকল সালাতে তাঁর অনুকরণ করতে ক্রটি করি না। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণাও তাই।

١٠٠٦. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيَّةَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا
أَبِي عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
وَقَعَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي سَعْدٍ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ
الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَخْرُمُ عَنْهَا
أَرْكَدُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرِينَ قَالَ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ .

৯৯৬. হাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উলাইয়্যা আবুল হাসান (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফার কিছু লোক উমর (রা)-এর নিকট সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, তারা বলল, আল্লাহর শপথ! তিনি সালাত উত্তমরূপে আদায় করেন না, তিনি (সাদ) বললেন, আমি তো তাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে থাকি। তা থেকে কোন রকম কম করিনা। আমি প্রথম দু'রাকআত লম্বা করি আর শেষের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত করি। তিনি (উমর) বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণা তাই। আর আমি যে সকল সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইকতিদা করে আদায় করেছি সে সকল সালাতে তাঁর অনুকরণ করতে ক্রটি করি না। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণাও তাই।

قِرَاءَةُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

এক রাক'আতে দুই সূরা পাঠ করা

١٠٠٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ النُّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ

بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رُكْعَاتٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا عَلْقَمَةُ فَسَالَنَاهُ فَأَخْبَرَنَا بِهِنَّ .

১০০৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যেসব সূরা রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতেন আমি সেসব সূরার সাথে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ রাক'আতে অনুরূপ বিশটি সূরা পাঠ করতেন। তারপর তিনি আলকামার হাত ধরে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পরে আলকামা আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তিনি আমাদের সে সকল সূরার সংবাদ দিলেন।

۱. . ۸. أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رُكْعَةٍ قَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النُّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِّنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي رُكْعَةٍ .

১০০৮. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আমর ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়িলকে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহর নিকট এক ব্যক্তি বলল, আমি এক রাক'আতে মুফাস্সাল পড়েছি। তিনি বললেন, কবিতার ন্যায় তাড়াতাড়ি পড়া? রাসূলুল্লাহ ﷺ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সূরাগুলো মিলিয়ে পাঠ করতেন তা আমি জানি। তারপর তিনি মুফাস্সালের বিশটি সূরার উল্লেখ করলেন এক রাক'আতে দু' দু' সূরা করে।

۱. . ۹. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رُكْعَةٍ فَقَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النُّظَائِرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِّنَ الْمُفَصَّلِ مِنْ حَمَّ *

১০০৯. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি এ রাতে এক রাক'আতে মুফাস্সাল পাঠ করেছি। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি কবিতা আবৃত্তির মত? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ মুফাস্সালের বিশটি সূরা পাঠ করতেন; যেগুলোর আরম্ভ হয়েছে حَم দিয়ে।

১. মুফাস্সাল সূরা নিরূপণে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতটি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّورَةِ

এক সূরার কিয়দংশ পাঠ করা

১.১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى ابْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ *

১০১০. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন সাযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছলাম। তিনি কা'বার সম্মুখে সালাত আদায় করলেন। তিনি তাঁর পাদুকাদ্বয় খুলে তাঁর বাম পাশে রাখলেন। তারপর তিনি সূরা মুমিনুন আরম্ভ করলেন। যখন তিনি মুসা বা ইসা (আ)-এর ঘটনায় পৌছলেন, তাঁর কান্নার কারণে কাশির উদ্বেক হলে তিনি রুকু করলেন।

تَعَوُّذُ الْقَارِئِ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ

আযাবের আয়াতে পৌছলে পাঠকের আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া

১.১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَرَأَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *

১০১১. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক রাত্রিতে নবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। তিনি কিরাআত পড়তে পড়তে যখন আযাবের আয়াতে পৌছতেন, তখন থেমে যেতেন এবং দোয়া করতেন। আর তিনি রুকুতে বলতেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, আর সিজদায় বলতেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

১. আমাদের হানাফী আলিমগণ নফল সালাতে এরূপ আমল করেছেন।

مَسْأَلَةُ الْقَارِي إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ

রহমতের আয়াতে পৌছে পাঠকের দোয়া করা

১.১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَالْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَخْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِسْرَاءَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا اسْتَجَارَ *

১০১২. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক রাক'আতে সূরা বাকারা, আল-ইমরান এবং নিসা পাঠ করতেন। তিনি যখনই রহমতের আয়াতে পৌছতেন প্রার্থনা করতেন। আর আযাবের আয়াতে পৌছলে আশ্রয় ভিক্ষা করতেন।

تَرِيدُ الْآيَةَ

বারবার এক আয়াত পাঠ করা

১.১৩. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُدَّامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةِ وَالْآيَةِ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

১০১৩. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ভোর পর্যন্ত একটি আয়াত দিয়েই সালাত আদায় করলেন। আর সে আয়াতখানা হলো : إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا

মহান আল্লাহর বাণী-এর ব্যাখ্যা وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا

১.১৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ وَهُوَ ابْنُ أَيَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ بْنُ مَنِيعٍ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا أَسْمَعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ أَيْ يُقْرَأُكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا يَسْمَعُوا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا *

১০১৪. আহমদ ইব্ন মানী ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরা কী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় চুপে চুপে কুরআন পড়তেন। কিন্তু যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তখন তাঁর আওয়াজ বুলন্দ করতেন। ইব্ন মানী বলেন, তখন তিনি উচ্চঃ স্বরে কুরআন পড়তেন। আর মুশরিকরা যখন তাঁর শব্দ শুনত তখন তারা কুরআনকে, কুরআন অবতরণকারীকে এবং যিনি এ কুরআন নিয়ে এসেছেন তাঁকে গালি দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন, আপনার সালাতকে অর্থাৎ সালাতের কিরাআতকে উচ্চ করবেন না। কেননা, মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিবে। আর আপনার সাথীদের থেকে তা চুপে চুপেও পড়বেন না। তাহলে তারা শুনতে পাবে না, এতদুভয়ের মধ্য পন্থা অবলম্বন করুন।

১.১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ أَصْحَابُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَوَتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا *

১০১৫. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। আর মুশরিকরা যখন তাঁর আওয়াজ শ্রবণ করত তখন কুরআনকে এবং যিনি তা আনয়ন করেছেন তাঁকে গালি দিত। তখন নবী ﷺ নিম্নস্বরে কুরআন পড়তে আরম্ভ করলেন যা সাহাবায়ে কিরাম শুনতে পেতেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, 'আপনি আপনার সালাত উচ্চঃস্বরে পড়বেন না, আবার একেবারে নীরবেও পড়বেন না, বরং এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

১.১৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي *

১০১৬. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - উম্মি হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করতাম আমার ঘরের উপর থেকে।

بَابُ مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কিরাআতে স্বর লম্বা করা

১.১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَمْدُ صَوْتَهُ مَدًّا *

১০১৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা) -কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তিনি তাঁর স্বর লম্বা করে পড়তেন।

تَرْثِيْنِ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ

সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা

১.১৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ *

১০১৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ করবে।

১.১৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

حَدَّثَنِي طَلْحَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ كُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ حَتَّى ذَكَّرْنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَزَاحِمٍ *

১০১৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ করবে। ইবন আওসাজাহ বলেন, আমি “কুরআন পাঠ সুন্দর কর” এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম। দাহহাক ইবন মযাহিম আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

১.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنٍ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ .

১০২০. মুহাম্মদ ইবন যুনবুর মক্কী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ তা‘আলা কোন জিনিসকে (এমন মহব্বত ও গুরুত্বের সাথে) শোনে না যেমন তিনি কুরআন শোনে ঐ নবীর মুখে যিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ও সুললিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করেন।

১.২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ يَعْنِي أَذْنَهُ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ .

১০২১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ তা‘আলা কোন জিনিসকে ঐরূপ শোনে না যে রূপ তিনি কুরআন শোনে, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী নবীর ﷺ মুখে যিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করেন।

১.২২. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِّنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২২. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মুসা কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন, তাঁকে দাউদ (আ)-এর সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

১.২৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২৩. আবদুল জাক্বার ইব্ন আলা ইব্ন আবদুল জাক্বার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবু মুসা (রা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন, তাঁকে দাউদ (আ)-এর সুন্দর স্বর দান করা হয়েছে।

১.২৪. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মুসা (রা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন, একে দাউদ (আ)-এর সুন্দর স্বর দান করা হয়েছে।

১.২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ - عَنْ يَغْلَى بْنِ مَمْلُكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَوْتِهِ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَوْتُهُ ثُمَّ تَعَتَّ قِرَاءَتُهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مَفْسُورَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১০২৫. কুতায়বা (র) - - - - ইয়া'লা ইব্ন মামলাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ এবং তাঁর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের তাঁর সালাতের সাথে কি সম্বন্ধ? তারপর তিনি তাঁর কুরআন পাঠের বর্ণনা দিলেন : তা ছিল এমন কুরআন পাঠ যার শব্দ শব্দ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বোঝা যেত।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু'র জন্য তাকবীর বলা

১.২৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثُّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَوَتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَوَتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشَبَّهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১০২৬. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, যখন মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনার প্রতিনিধি করে পাঠালেন, তখন তিনি ফরয সালাতে দাঁড়াবার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর যখন রুকু করতেন তাকবীর কলতেন, অতঃপর রুকু থেকে যখন তাঁর মাথা তুলতেন তখন বলতেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। আবার যখন সিজদার জন্য নিচু হতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন তাশাহুদ পড়ে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে উঠতেন তখন তাকবীর বলতেন, এভাবে তিনি সালাত শেষ করতেন। যখন তিনি সালাত শেষ করে সালাম ফিরাতেন তখন মসজিদের লোকদের প্রতি মুখ করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের সঙ্গে আমার সালাত অধিক সামঞ্জস্যশীল।

رَفَعَ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ

রুকু জন্য কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো

১.২৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى بَلَغَتْ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ *

১০২৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন, আর যখন রুকু করতেন এবং; রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন স্বীয় উভয় হাত উঠাতেন যা তাঁর কানের নিম্ন ভাগ (লতি) পর্যন্ত পৌছত।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ

অনুচ্ছেদ : রুকু'র জন্য উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো

১.২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ *

১০২৮. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন স্বীয় উভয় হাত তুলতেন কাঁধ পর্যন্ত। এ রকম হাত তুলতেন যখন তিনি রুকু' করতেন এবং রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন।

بَابُ تَرْكِ ذَلِكَ

তা পরিত্যাগ করা

১.২৯. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ *

১০২৯. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে সংবাদ দেব না? রাবী বলেন, এরপর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে প্রথমবার তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তারপর আর উঠালেন না।

أَقَامَةُ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ

রুকু'তে পিঠ সোজা রাখা

১.৩০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ *

১০৩০. কুতায়বা (র) - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকু এবং সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না তার সালাত পূর্ণ হয় না।

الْاِعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ

রুকুতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা

১.৩১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَضْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اْعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ كَالْكَلْبِ *

১০৩১. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রুকু এবং সিজদা ঠিকঠাকভাবে করো। আর তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় উভয় হাত (জমিনে) না বিছিয়ে দেয়।

التَّطْبِيقُ

তৎবীক - হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা

১.৩২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَصَلَى هَؤُلَاءِ قُلْنَا نَعَمْ فَأَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفِّيهِ عَلَى فَخْذِهِ فَكَأَنَّمَا انْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১০৩২. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আলকামা এবং আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন, তারা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন। আর তাঁদের দু'জনের মধ্যে দাঁড়ালেন, আযান ও ইকামত ব্যতীত। তিনি বললেন, তোমরা যখন তিনজন হবে তখন একরূপ করবে, আর যখন এর চেয়ে বেশি লোক হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন ইমাম হবে এবং উভয় হাত রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। আমি যেন এখনও দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাঁক।

১. তৎবীক-এর অর্থ হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রুকু এবং তাশাহহুদে দু' হাঁটুর মধ্যে রাখা।

১.৩৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا يَغْنَى أَيْدِينَا عَلَى رُكْبِنَا فَتَزَعَهُمَا فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

১০৩৩. আহমদ ইবন সা'ঈদ রুবাতি (র) - - - - আসওয়াদ এবং আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর ঘরে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। আমরা আমাদের হাত রানের উপর রাখলাম। তিনি তা টেনে নিলেন এবং আমাদের অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে ফাঁক করে দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

১.৩৪. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَكَعَ فَلَبَّغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرَنَا بِهَذَا يَغْنَى الْأَمْسَاكُ بِالرُّكْبِ *

১০৩৪. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকু করতে ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলেন, এবং রুকু করলেন। এ সংবাদ সা'দ (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সত্যই বলেছেন। আমরা এরূপ করতাম। তারপর আমরা এরূপ করতে আদিষ্ট হয়েছি অর্থাৎ হাঁটু ধরে রাখতে।

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডথ্রেস ডট কম।

نَسَخُ ذَلِكَ

তা রহিত হওয়া

১.৩৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَجَعَلْتُ يَدَيَّ رُكْبَتَيَّ فَقَالَ أَضْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضْرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ إِنَّا

قَدْ نُهَيْنَا عَنْ هَذَا وَ أَمَرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ *

১০৩৫. কুতায়বা (র)- - - - মুস'আব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে সালাত আদায় করলাম, আর আমি আমার উভয় হাত আমার হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার উভয় হাতের তালু তোমার হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখ। তিনি বলেন, তারপর আমি তা পুনরায় করলাম। এরপর তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি হাঁটুর উপর হাত রাখতে।

١.٣٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ - عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَقَالَ أَبِي إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ أَرْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكْبِ *

১০৩৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - মুস'আব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুকু করলাম এবং তাতে তৎবীক করলাম। আমার পিতা বললেন, আমরা পূর্বে এরূপ করতাম। তারপর আমরা আদিষ্ট হয়েছি হাঁটুতে হাত রাখতে।

الْأَمْسَاكُ بِالرُّكْبِ فِي الرُّكُوعِ

রুকুতে হাঁটু জড়িয়ে ধরা

١.٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عُمَرَ قَالَ سُنْتُ لَكُمْ الرُّكْبُ فَاْمْسِكُوا بِالرُّكْبِ *

১০৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাঁটু জড়িয়ে ধরা তোমাদের জন্য সুন্নত করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হাঁটু জড়িয়ে ধরবে।

١.٢٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّمَا السُّنَّةُ الْآخِذُ بِالرُّكْبِ *

১০৩৮. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু আবদুর রহমান সালামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন : সুন্নত হলো হাঁটু জড়িয়ে ধরা।

بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকুতে হাতের তালু রাখার স্থান

১.৩৭. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا كَبَّرَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ اسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ *

১০৩৯. হান্নাদ ইবন সরী (র) - - - - সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মাসউদের নিকট আসলাম। তাঁকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করুন। তখন তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকু করলেন তখন তাঁর উভয় হাতের তালু হাঁটুদ্বয়ের উপর স্থাপন করলেন। আর তাঁর আঙ্গুলগুলো তার নিচে রাখলেন এবং তাঁর উভয় কনুই পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখলেন। যাতে তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল।

بَابُ مَوَاضِعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকুতে হাতের আঙ্গুল রাখার স্থান

১.৪০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاقِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَالِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْنِهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبْطَيْنِهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا *

১০৪০. আহমদ ইবন সুলায়মান রাহাভী (র) - - - - উকবা ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য ঐরূপ সালাত আদায় করব না যে রূপ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি সালাত আদায় করতে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকু করলেন তখন তাঁর হাতদ্বয়ের তালু তাঁর উভয় হাঁটুর উপর রাখলেন। আর আঙ্গুলসমূহ রাখলেন তাঁর হাঁটুর নিচের দিকে। আর তাঁর বগল (পার্শ্বদেশ থেকে) পৃথক রাখলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর তিনি তাঁর মাথা উঠালেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর সিজদা করলেন এবং তাঁর বগল (পার্শ্বদেশ থেকে) পৃথক রাখলেন এবং তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর বসলেন এবং সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল, এরপর আবার সিজদা করলেন এবং সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। এরূপে চার রাকাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এরূপই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি এরূপেই আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন।

بَابُ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকুতে বগল পৃথক করে রাখা

১.৪১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُليَّةَ عَنْ عطاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْبَرَّادِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي *

১০৪১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম বাররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদের দেখাব না - রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে সালাত আদায় করতেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকু করলেন, তাঁর উভয় বগল পৃথক করে রাখলেন। যখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল, তিনি তাঁর মাথা উঠালেন, এভাবে তিনি চার রাকাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

بَابُ الْإِعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকুতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা

১.৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عطاءِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ *

১০৪২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রুকু করতেন, তখন তিনি সোজা হয়ে যেতেন। তিনি তাঁর মাথা তুলতেন না। আর তাঁর উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখতেন।

النَّهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ

রুকুতে কিরাআত পড়ার নিষেধাজ্ঞা

١.٤٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِسِيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا *

১০৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, রেশম মিশ্রিত কাপড়, রেশমী কাপড় এবং সোনার আংটি থেকে, আর রুকু অবস্থায় কিরাআত থেকে। অন্য সময় বলেছেন, রুকু অবস্থায় কিরাআত থেকে।

١.٤٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَعَنِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ *

১০৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রুকু অবস্থায় কিরাআত, রেশম মিশ্রিত কাপড় এবং কুসুম রংয়ের কাপড় থেকে নিষেধ করেছেন।

١.٤٥. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدَرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضُّحَّاكَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبَ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُقَدَّمِ وَالْمُعْصَفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

১০৪৫. হাসান ইবন দাউদ মুনকাদিরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আর আমি বলি না যে, তোমাদের নিষেধ করেছেন- সোনার আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড়, গাঢ় লাল রংয়ের কাপড় এবং কুসুম রং-এর কাপড় থেকে নিষেধ করেছেন এবং রুক্ক অবস্থায় কিরাআত থেকে।

১.৪৬. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ لُبُوسِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ *

১০৪৬. ইসা ইবন হাম্মাদ যুগ্গা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রং-এর কাপড়, রুক্ক অবস্থায় কিরাআত থেকে নিষেধ করেছেন।

১.৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ وَ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

১০৪৭. কুতায়বা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রং-এর কাপড়, সোনার আংটি পরিধান করতে এবং রুকুতে কিরাআত থেকে নিষেধ করেছেন।

تَعْظِيمُ الرَّبِّ

রুকুতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা

১.৪৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُهَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَاهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ قَمِنَ
أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ *

১০৪৮. কুতায়বা ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পর্দা উন্মোচন করলেন, তখন লোক আবু বকর (রা)-এর পেছনে কাতারে দাঁড়ানো ছিলেন। নবী ﷺ বললেন, হে লোক সকল! নবুয়তের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট থাকবে না, নেক স্বপ্ন ব্যতীত যা মুসলমান দেখবে এবং তাকে দেখানো হবে। এরপর তিনি বললেন, তোমরা শুনে রেখ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু অবস্থায় কিরাআত থেকে এবং সিজদা অবস্থায়। রুকুতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা কর। আর সিজদায় তোমরা দোয়া করতে চেষ্টা কর। তোমাদের জন্য দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই।

بَابُ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু'র দোয়া

١.٤٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَخْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ . عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *

১০৪৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি রুকু করতে গিয়ে বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' আর সিজদা করতে গিয়ে বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

রুকু'র অন্য প্রকার দোয়া

١.٥٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَيزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي *

১০৫০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় রুকু এবং সিজদায় বলতেন : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

بَابُ نَوْعٍ آخَرَ

এর অন্য প্রকার দোয়া

১.০৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ *

১০৫১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকুতে বলতেন : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ *

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

রুকুর অন্য প্রকার দোয়া

১.০৫২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ يَغْنَى السَّائِي حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَغْنَى ابْنِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ *

১০৫২. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে দাঁড়লাম, যখন তিনি রুকু করলেন, সূরা বাকারা পড়া পরিমাণ সময় তিনি রুকুতে থেকে বলছিলেন, سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ

এর অন্য প্রকার দোয়া

১.০৫৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

১. তাহাজ্জুদ অথবা কুসুফ অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের সালাতে নবী (সা) এরূপ করেছিলেন।

الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ
اَمَنْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمَخِي وَعَصْبِي *

১০৫৩. আমর ইবন আলী (র) - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
যখন রুকু করতেন তখন বলতেন : اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمَخِي وَعَصْبِي

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১.০৫৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ
قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّي
خَشَعْتُ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعِظْمِي وَعَصْبِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

১০৫৪. ইয়াহইয়া ইবন উসমান হিমসী (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত
যে, তিনি যখন রুকু করতেন তখন বলতেন - اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّي خَشَعْتُ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعِظْمِي وَعَصْبِي
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

১.০৫৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا يَقُولُ إِذَا رَكَعَ
اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّي خَشَعْتُ
سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمَخِي وَعَصْبِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১০৫৫. ইয়াহইয়া ইবন উসমান (র) - - - মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

যখন নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন রুকু করে বলতেন - **اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّيْ خَشَعْتُ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَمَخِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ***

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذُّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকুতে কিছু না পড়ার অনুমতি

১.০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الرُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ . عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ بَذْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ قَالَ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ فَعَلَّمَنِي وَأَرْنِي قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسَكَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ .

১০৫৬. কুতায়বা (র) - - - - রিফা'আ ইব্ন রাফি বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখছিলেন। কিন্তু সে তা টের পায়নি। সে সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাকে সালাম করলে তিনি তাঁর সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, 'যাও পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি।' তিনি (রাবী) বলেন, আমার স্মরণ নেই, দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বারে সে ব্যক্তি বলল, এ সত্তার শপথ! যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আমি তো খুব চেষ্টা করলাম। অতএব, আমাকে শিখিয়ে দিন এবং দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে তখন উত্তমরূপে ওযু করবে। তারপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করবে। তারপর তাকবীর বলবে, এরপর কুরআন পড়বে, তারপর রুকু করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে স্থিরভাবে, তারপর মাথা তুলে স্থিরভাবে বসে পড়বে। আবার সিজদা

করবে স্থিরভাবে। যখন তুমি এরূপ করলে তখন তুমি তোমার সালাত পূর্ণ করলে। তা থেকে যতটুকু কম করলে, ততটুকু তোমার সালাত থেকে কম করলে।

بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّمَامِ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু পূর্ণ করার আদেশ

১০৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ .

১০৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন রুকু করবে এবং সিজদা করবে তখন রুকু এবং সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করবে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে ওঠার সময় হাত উঠানো

১০৫৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَلِيمٍ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَكَذَا وَ أَشَارَ قَيْسُ إِلَى نَحْوِ الْأُذُنَيْنِ .

১০৫৮. হুমায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি হাত উঠাতেন যখন সালাত আরম্ভ করতেন আর যখন রুকু করতেন এবং যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বলতেন, এরূপে। (এ বলে হাদীসের অন্যতম রাবী) কায়স ইঙ্গিত করলেন উভয় কানের দিকে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوِ فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে ওঠার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো

১০৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى

النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فَرْوَعًا أُذُنَيْهِ *

১০৫৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - মালিক ইবন হুয়ারিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন। যখন তিনি রুকু করলেন আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন এসময় হাতদ্বয় কানের লতি পর্যন্ত পৌছত।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে ওঠার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো

১.৬. ১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ *

১০৬০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। যখন তিনি সামিয়াল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন, তখন রাব্বানা লাকাল হাম্দ বলতেন। আর তিনি দু' সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না।

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

তা পরিত্যাগের অনুমতি

১.৬. ১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً *

১০৬১. মাহমুদ ইবন গায়লান মারওয়ারী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করব না ? এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি একবারের অধিক হাত উঠান নি।

بَابُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে মাথা ওঠার সময় ইমাম কি বলবেন ?

১.৬২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوِ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ هُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

১০৬২. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাঁর হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন। আর যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং রুকু থেকে তাঁর মাথা ওঠাতেন, তখন হাতদ্বয় এরূপ ওঠাতেন এবং বলতেন, ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা’ ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’। আর তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না।

১.৬৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *

১০৬৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন- اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

بَابُ مَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ

অনুচ্ছেদ : মুকতাদী যা বলবে

১.৬৪. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتِمَ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ

فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ *

১০৬৪. হান্নাদ ইবন সারি (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঘোড়া থেকে ডান কাতে পড়ে গেলেন। তখন লোক তাঁকে দেখার জন্য আসলেন। এমতাবস্থায় সালাতের সময় উপস্থিত হলো। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, ইমাম তো হন এজন্য তাঁর ইকতিদা করা হবে। যখন সে রুকু করবে তখন তোমরাও রুকু করবে। আর যখন সে উঠবে তখন তোমরাও উঠবে। আর যখন ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন তোমরা 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে।

১.৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي
نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ
قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ
قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَأَاهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَنفَا
فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَ
ثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا *

১০৬৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - রিফা'আ ইবন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা ওঠালেন, তখন বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তাঁর পেছনে একব্যক্তি বলে উঠল। رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে বললেন, এখন কে কথা বলল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ত্রিশের উর্ধ্বে ফেরেশতাকে দেখেছি তা নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, কে তা সর্বপ্রথমে লিখবে।

بَابُ قَوْلِهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

অনুচ্ছেদ : মুকতাদীর 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলা

১.৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ الْمَلَائِكَةُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১০৬৬. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেন, তখন তোমরা 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে। কেননা, যার কথা ফেরেশতার কথা মত হবে তাঁর পূর্বকৃত পাপ মার্জনা করা হবে

১. ১৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جَبْرِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَوَتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ يَوْمُكُمْ لِحَدِّكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرَ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعَ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ *

১০৬৭. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সামনে ওয়াজ করলেন এবং আমাদেরকে আমাদের কূর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিলেন, সালাত শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে। তারপর তোমাদের একজন ইমামতি করবে। যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর যখন ঐযির الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। আর যখন ইমাম তাকবীর বলে রুকু করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকু করবে। আর ইমাম রুকু করবে তোমাদের পূর্বে আর রুকু থেকে উঠবে তোমাদের পূর্বে। নবী ﷺ বললেন, এটা তার পরিপূরক হবে। আর যখন ইমাম বলবে, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বলবে 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহ

তা'আলা তাঁর নবীর ভাষায় বলেন, যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে আল্লাহ তা শ্রবণ করেন। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদায় যাবে তোমরা তখন তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করে আর তোমাদের পূর্বে মাথা উঠায়। নবী ﷺ বলেছেন, এটা তার পরিপূরক। আর যখন বৈঠকের নিকটবর্তী হবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে: **التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** এ সাতটি বাক্য হচ্ছে সালাতের পরিপূরক।

قَدَرُ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

রুকু থেকে মাথা ওঠানো ও সিজদা করা এর মাঝে কি পরিমাণ সময় নেয়া হত তার বর্ণনা ১.৬৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رُكُوعَهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ مَا بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ *

১০৬৮. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকু, রুকু থেকে মাথা ওঠানো এবং সিজদা ও সিজদার মাঝে বসার সময় প্রায় এক সমান হত।

بَابُ مَا يَقُولُ فِي قِيَامِهِ

অনুচ্ছেদ : এ দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন

১.৬৯. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ *

১০৬৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সাযফ হাররানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন তিনি বলতেন, 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ'

১. এ ধরনের দীর্ঘ বাক্য নবী (সা) সাধারণত ফরয ব্যতীত অন্য সালাতেই পড়তেন। হানাফী আলেমগণ এ মতই পোষণ করেন।

১.৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ الْعَدَنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرُّكْعَةِ
يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمُوتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ
شَيْءٍ بَعْدُ *

১০৭০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) --- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী
রুহুর পর যখন সিজদা করতে ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন- اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمُوتِ
وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

১.৭৮. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بِنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ بِنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ
السَّمُوتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ
خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَأَمَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ
الْجَدُّ *

১০৭১. আমর ইবন হিশাম আবু উমায়্যা হাররানী (র) --- আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে,
রাসূলুল্লাহ যখন 'সামিয়াল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন বলতেন-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمُوتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ
الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَأَمَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

১.৭৯. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرُو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوتِ

وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَبِيرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودِهِ وَمَابَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ *

১০৭২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাকবীর বললেন, তখন তাঁকে বলতে শুনলেন **اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ** আর তিনি রুকুতে বলতেন **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** আর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন, **لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ** আর তিনি সিজদায় গিয়ে বলতেন, **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** আর দু' সিজদার মধ্যে বলতেন **رَبِّ اغْفِرْ لِي** আর তাঁর কিয়াম আর রুকু। রুকু থেকে যখন মাথা ওঠাতেন সে সময়, আর তাঁর সিজদা আর দু' সিজদার মধ্যবর্তী সময় প্রায় সমান সমান হতো।

بَابُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু'র পর কুনুত

১.৭৩. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذِكْوَانٍ وَعُصِيَّةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *

১০৭৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস পর্যন্ত রুকু করার পর কুনুত পাঠ করেছেন, যাতে তিনি বদদোয়া করেছেন, রিল যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা গোত্রের প্রতি যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে কুনুত

১.৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ هَلْ قُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ

قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ *

১০৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইবন মালিককে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে বলা হলো, তা কি রুকূর পূর্বে না পরে? তিনি বললেন, রুকূর পর।^১

১.৭৫. أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمِقْصِلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً

১০৭৫. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছেন তাদের কেউ আমার কাছে রেওয়ায়েত করেছেন যে, যখন তিনি দ্বিতীয় রাকআতে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন।

১.৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتِكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُونُسُف *

১০৭৬. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে মাথা ওঠালেন। তখন বললেন, ইয়া আল্লাহ! ওলীদ ইবন ওলীদ এবং সালামা ইবন হিশাম, আইয়াশ ইবন আবু রাবী'আ এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদেরকে নাজাত দাও। আর তুমি মুদার গোত্রের উপর তোমার কঠিন আযাব অবতীর্ণ কর। তাদের বছরগুলোকে ইউসুফ (আ)-এর বছরগুলোর ন্যায় করে দাও।^২

১.৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখ ইমামের সিদ্ধান্ত হলো- দোয়া কুনূত সর্বদা পড়তে হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা শূধু বিতর সালাতে পড়তে হবে এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে তা ফজর সালাতে পড়বে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : দোয়া কুনূত বিতর সালাতের শেষ রাকআতে রুকূর পূর্বে পড়তে হবে।
ইসলাম ও মুসলমানদের বিপদের সময় এ দোয়া সকল সালাতে পড়ার বিধান রয়েছে। বিরে মাউনার-মরমাস্তিক শোকাবহ দুর্ঘটনার পর রসূলুল্লাহ (সা) এক মাস যাবৎ সকল সালাতে রুকূর পরে এ দোয়া পড়েছিলেন। তিনি শুধু এই এক মাস রুকূর পরে এ দোয়া কুনূত পড়েছিলেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَاشَ بْنَ أَبِي رَيْعَةَ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَاكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِينِي يُوسُفَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةً مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১০৭৭. আমর ইবন উসমান (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব এবং আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে যখন سَمِعَ اللَّهُ বলতেন তখন দোয়া করতেন। তারপর সিজদার পূর্বে তিনি দাঁড়িয়ে বলতেন, ইয়া আল্লাহ! ওলীদ ইবন ওলীদ, সালামা ইবন হিশাম, আইয়াশ ইবন আবু রবী'আ এবং অসহায় মু'মিনদের নাজাত দাও। ইয়া আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর তোমার শান্তি কঠিন কর। আর তাদের বছরগুলোকে তাদের জন্য ইউসুফ (আ)-এর বছরগুলোর ন্যায় করে দাও। তারপর তিনি 'আল্লাহ আকবর' বলে সিজদা করতেন। আর মুদার গোত্রের উপজাতীয়রা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধী ছিল।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : জোহরের সালাতে কুনুত

١.٧٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَقْرَبِينَ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفْرَةَ

১০৭৮. সুলায়মান ইবন সালম বালখী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতকে নিকটবর্তী করে দেব।^১ রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা)

১. এর দ্বারা কার্যমূলক বর্ণনার সাহায্যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাতকে সাহাবীগণের উপলব্ধির নিকটবর্তী করে দেওয়া বুঝানো হয়েছে।

কুনূত পাঠ করতেন জোহর, ইশা এবং ফজরের সালাতের শেষ রাকাআতে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর। তিনি মু'মিনদের জন্য দোয়া করতেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত করতেন।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের সালাতে কুনূত

১.৭৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ح وَآخِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

১০৭৯. উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ ও আমর ইবন আলী (র) - - - - বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুনূত পাঠ করতেন ফজর এবং মাগরিবের সালাতে।

بَابُ اللَّعْنِ فِي الْقُنُوتِ

অনুচ্ছেদ : কুনূতে অভিসম্পাত করা

১.৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالًا وَقَالَ هِشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِغْلًا وَذَكَوَانًا وَلِخِيَانًا .

১০৮০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি কয়েকজন লোক কিংবা আরবের কতিপয় গোত্রকে অভিসম্পাত করেন। আর তিনি এ কুনূত রুকু'র পর পাঠ করেন। এরপর তা ত্যাগ করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ এক মাস যাবত কুনূত পাঠ করেন যাতে তিনি রিল, যাকওয়ান ও লিহযান গোত্রের উপর অভিসম্পাত করেন।

بَابُ لَعْنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُنُوتِ

অনুচ্ছেদ : কুনূতে মুনাফিকদের উপর অভিসম্পাত

১.৪১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا يَدْعُو عَلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُتَنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ *

১০৮১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন ফজরের সালাতে শেষ রাকাআতের রুকু থেকে মাথা ওঠালেন তখন তিনি তাকে ইয়া আল্লাহ ! অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত কর বলে কতিপয় মুনাফিকের উপর বদদোয়া করতে শুনেছেন। এসময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (তিনি তাদের ওপর ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন- এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা জালিম। (৩ : ১২৮)।

تَرَكَ الْقُنُوتَ

কুনূত পাঠ না করা

১.৪২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ *

১০৮২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনূত পড়েছেন একমাস, যাতে তিনি আরবের গোত্রসমূহ থেকে কোন গোত্রের উপর বদদোয়া করছিলেন। এরপর তা পরিত্যাগ করেন।

১.৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلْفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ . عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْإِسْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ *

১০৮৩. কুতায়বা (র) - - - - মালিক ইব্ন আশজাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি কুনূত পড়েন নি। আর আবু বকর (রা)-এর পেছনে সালাত

আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। আর উমর (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনিও কুনূত পড়েন নি। উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। আর আলী (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি।^১ তারপর বললেন, হে বৎস! এটা বিদ'আত (নতুন আবিষ্কৃত)।

بَابُ تَبْرِيدِ الْحَصَى لِلِسُجُودِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার জন্য পাথরের টুকরা ঠাণ্ডা করা

১.৮৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّازٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَاخَذَ قُبْضَةً مِّنْ حَصَى فِي كَفِّي أَبْرَدَهُ ثُمَّ أَحْوَلَهُ فِي كَفِّي الْآخَرَ فَاذَا سَجَدْتُ وَطَعْتُهُ لِحَبْثَتِي .

১০৮৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জোহরের সালাত আদায় করলাম। আমি এক মুষ্টি পাথর টুকরা তা ঠাণ্ডা করার জন্য হাতে নিলাম। তারপর আমি তা আমার অন্য হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। যখন আমি সিজদা করলাম তখন তা আমার কপাল রাখার স্থানে রেখে দিলাম।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلِسُجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার জন্য তাকবীর বলা

১.৮৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ . عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ وَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى صَلَوَتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا قَالَ كَلِمَةً يَغْنَى صَلَوَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ *

১০৮৫. ইয়াহয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্ন হুসাইন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজদা করলেন, তখন তাকবীর বললেন। আর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন, তখন তাকবীর

১. অর্থাৎ তাঁরা আজকালের লোকদের মত সর্বদা সকল সালাতে কুনূত পড়েন নি।

বললেন। যখন দু'রাকআতের পর দাঁড়ালেন তখনও তাকবীর বললেন। সালাত শেষ হওয়ার পর ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, ইনি [আলী (রা)] আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি এমন একটি বাক্য বললেন, যার অর্থ হলো—মুহাম্মদ ﷺ—এর সালাত।

১.৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَيَحْيَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبِّرُ فِي كُلِّ حَفْصٍ وَرَفْعٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِهِ *

১০৮৬. আমর ইবন আলী (রা) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং ওঠার সময় তাকবীর বলতেন। এবং তাঁর ডানে ও বামে সালাম করতেন। আর আবু বকর এবং উমর (রা) তা করতেন।

بَابُ كَيْفَ يَحْتَمِلُ لِلِسُجُودٍ

অনুচ্ছেদ : কিরূপে সিজদায় ঝুঁকবে ?

১.৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَوْسُفَ وَهُوَ ابْنُ مَاهِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا آخِرَ إِلَّا قَائِمًا *

১০৮৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (রা) - - - হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ—এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি এ কথার উপর যে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা ব্যতীত সিজদার জন্য নীচু হব না।

১২৫. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلِسُجُودٍ

অনুচ্ছেদ : সিজদার জন্য হাত ওঠানো

১.৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ

رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَوَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَادِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

১০৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে সালাতে উভয় হাত ওঠাতে দেখেছেন। যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা তুলতেন আর যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন। তাঁর হাতদ্বয় তাঁর উভয় কানের লতি বরাবর হতো।

১.৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ *

১০৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে সালাতে উভয় হাত ওঠাতে দেখেছেন। তারপর তিনি পূর্ববৎ উল্লেখ করলেন।

১.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ *

১০৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন, এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, তাতে অতিরিক্ত বাড়িয়েছেন - আর যখন তিনি রুকু করলেন, এরূপ করলেন। আর যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা ওঠালেন, এরূপ করলেন, আর যখন তিনি সিজদা থেকে স্বীয় মাথা তুললেন, অনুরূপ করলেন।

تَرَكَ رَفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ

সিজদায় হাত না ওঠানো

১.৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكُوفِيِّ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ

يَدِيهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ *

১০৯১. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ কুফী মুহারিবী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় ওঠাতেন। আর যখন রুকু করতেন এরং রুকু থেকে (মাথা) ওঠাতেন। আর তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না।

بَابُ أَوَّلُ مَا يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي سُجُودِهِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় সর্বাত্মে যে অঙ্গ যমীনে পৌছাবে

١.٩٢. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْقُومَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ *

১০৯২. হুসায়ন ইবন ইসা কাওমাসী বিসতামী (র) - - - - ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয়ের পূর্বে তাঁর উভয় হাঁটু (যমীনে) স্থাপন করতেন। আর যখন উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত ওঠাতেন।

١.٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ *

১০৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে বসতে চায় এরপর সে এমনভাবে বসে যেভাবে উট বসে।

١.٩٤. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكُ بِرُوكِ الْبَعِيرِ *

উট বসার সময় প্রথমে দু'হাত জমিনের উপর রাখে। এরপর পা রাখে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাতে সিজদা করার সময় প্রথমে জমিনে হাঁটু রাখতে হবে, তারপর পা। অধিকাংশ ইমাম এইমত পোষণ করেন।

১০৯৪. হারুন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাক্বার ইব্ন বিলাল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন হাঁটু স্থাপনের পূর্বে তার উভয় হাত স্থাপন করে আর সে যেন উটের বসার মত না বসে।

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় মুখমণ্ডলের সাথে উভয় হাত স্থাপন করা

১.৯৫. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُؤِيَّةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

১০৯৫. যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব দাললুইয়া (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উভয় হাত ও সিজদা করে যেকোন মুখমণ্ডল সিজদা করে। অতএব, যখন তোমাদের কেউ তার মুখমণ্ডল স্থাপন করে তখন সে যেন তার উভয় হাতও স্থাপন করে। আর যখন তা ওঠাবে তখন উভয় হাতকেও ওঠাবে।

بَابُ عَلَى كَيْفِ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : কত অঙ্গের উপর সিজদা ?

১.৯৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكْفُ شَعْرُهُ وَلَا ثِيَابُهُ *

১০৯৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে। আর তাঁর কাপড় ও চুল একত্র না করতে।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

এর ব্যাখ্যা

১.৯৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدَمِنْهُ سَبْعَةٌ أَرَابُ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

১০৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বান্দা সিজদা করে তখন তার সপ্ত অঙ্গ সিজদা করে। তার মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু এবং তার উভয় পা।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْجَبِينِ

অনুচ্ছেদ : ললাটের উপর সিজদা করা

১.৯৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةٍ اخْدَى وَعِشْرَيْنِ مُحْتَصِرًا .

১০৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ললাটে এবং নাকের উপর পানি এবং কাদা মাটির চিহ্ন একুশ তারিখের ভোর থেকে দেখেছে। (সংক্ষিপ্ত)

السُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ

নাকের উপর সিজদা

১.৯৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ *

১০৯৯. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে। আর যেন আমি চুল ও কাপড় একত্র করে না রাখি (সে সাত অঙ্গ হচ্ছে) ললাট, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা। ১

১. এখানে ললাট ও নাক উভয়ই মুখমণ্ডলের অংশ হওয়ার কারণে এক সঙ্গে ধরা হয়েছে।

السُّجُودُ عَلَى الْيَدَيْنِ

দু'হাতের উপর সিজদা

১১০০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ *

১১০০. আমর ইব্ন মানসূর নাসাঈ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। ললাটের উপর, নাকের উপর এবং দু'হাটু, দু'হাত এবং দু' পায়ের প্রান্তের ওপরে, আর তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : হাঁটুর উপর সিজদা

১১০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّهْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يَكْفِيَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِ قَالَ هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

১১০১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর মক্কী ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান যুহরী (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছেন এবং চুল ও কাপড় একত্র করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। ঐ সাত অঙ্গ হলো- হাতদ্বয়, উভয় হাঁটু এবং পায়ের আঙ্গুলের কিনারা। সুফিয়ান বলেন, ইব্ন তাউস তাঁর হাতদ্বয় তাঁর ললাটের উপর রাখলেন এবং তা তাঁর নাকের উপর ঘুরালেন এবং আমাদের বললেন, এ হলো একটা। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন : আমি এ হাদীস দু'ব্যক্তি থেকে শুনেছি- মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ। তবে এ হাদীসের শব্দমালা মুহাম্মদ ইব্ন মানসূরের।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

অনুচ্ছেদ : পদদ্বয়ের উপর সিজদা করা

১১.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ . عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَرَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرَكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

১১০২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)
থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বান্দা সিজদা করে তখন তার
সাথে সাত অঙ্গ সিজদা করে : তার চেহারা, তার দু' হাতের তালু, দু'হাঁটু এবং দু'পা।

بَابُ نَضْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা

১১.৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ
وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَأَحْصِيَ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

১১০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি
রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে না পেয়ে তাঁর নিকট পৌছে দেখি তিনি সিজদায় আছেন আর তাঁর পায়ের পাতাদ্বয়
খাড়াবস্থায়। আর তিনি বলছেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَأَحْصِيَ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

بَابُ فَتْحِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া রাখা

১১.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ . عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ ابْطِينِهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ مُخْتَصِرًا .

১১০৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবু হুমায়দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজদার জন্য যমীনের দিকে যেতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় বাহু উভয় বগল থেকে পৃথক রাখতেন এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া রাখতেন। (সংক্ষিপ্ত)

بَابُ مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় হাতের স্থান

১১.৫. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ ابْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِّنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِّنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةُ .

১১০৫. আহমদ ইব্ন নাসিহ (র) - - - ওয়ায়িল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনাতে আগমন করে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত প্রত্যক্ষ করবো। তিনি তাকবীর বললেন এবং তাঁর হাতদ্বয় তুললেন যাতে দেখলাম তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় তাঁর কানের নিকটে। যখন তিনি রুকু করতে ইচ্ছা করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং তাঁর হাতদ্বয় তুললেন। অতঃপর তাঁর মাথা ওঠালেন এবং বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তাঁরপর তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন। তখন তাঁর হাতদ্বয় কানের ঐস্থানে ছিলো, যেখানে সালাত আরম্ভ করার সময় ছিল।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَسْطِ الذَّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় বাহুদ্বয় বিছিয়ে দেয়ার নিষেধাজ্ঞা

১১.৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ وَاسْمُهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ فِي السُّجُودِ
افْتَرَأَشَ الْكَلْبُ *

১১০৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সিজদায় তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দিয়ে থাকে।

بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা করার নিয়ম

১১.৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ . عَنْ أَبِي
إِسْحَقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُودَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ
وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ *

১১০৭. আলী ইব্ন হুজর মারওয়াযী (র) - - - - আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারী (রা) আমাদেরকে সিজদার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হাতদ্বয় মাটিতে স্থাপন করলেন এবং তাঁর নিতম্ব উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

১১.৮. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ هُوَ
النُّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَى *

১১০৮. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম মারওয়াযী (র) - - - - বারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন প্রত্যেক অঙ্গ পৃথক পৃথক রাখতেন।

১১.৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ
بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ ابْنِطْنِ *

১১০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় এমনভাবে পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের গুদ্রতা প্রকাশ পেত।

১১১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ أَبِي مَجَلَزٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَبْصَرْتُ ابْنُطَيْهَ قَالَ أَبُو مَجَلَزٍ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ *

১১১০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ বাযী‘ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকতাম (যখন তিনি সিজদায় থাকতেন) তাহলে তাঁর বগল দেখতে পেতাম । (এই পরিমাণ তিনি বাহুদ্বয়কে খোলা রাখতেন) ।

১১১১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ ابْنُطَيْهَ إِذَا سَجَدَ *

১১১১. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আকরাম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি । তিনি যখন সিজদা করতেন আমি তাঁর বগলের গুহ্রতা দেখতে পেতাম ।

بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় অঙ্গ পৃথক রাখা

১১১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْأَصَمِّ . عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بِهِمَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ *

১১১২. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় পৃথক রাখতেন । এমনকি যদি একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর হাতদ্বয়ের নীচ দিয়ে যেতে চাইতো, যেতে পারত ।

بَابُ الْأَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় মধ্যপস্থা অবলম্বন

১১১৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ *

১১১৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন, তার বাহুদ্বয় কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে না রাখে।

بَابُ إِقَامَةِ الصَّلْبِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় পিঠ সোজা রাখা

١١١٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ . عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَوةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ *

১১১৪. আলী ইব্ন খাশরাম মারওয়যী (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ সালাত পূর্ণ হয় না, যে সালাতে কোন ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ

অনুচ্ছেদ : কাকের ন্যায় ঠোকর মারার নিষেধাজ্ঞা

١١١٥. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شَبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ وَأَنْ يُوطَّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوطَّنُ الْبَعِيرُ *

১১১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন শিবল (রা) থেকে

বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। কাকের ন্যায় ঠোकर মারা থেকে, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হাত বিছিয়ে দেয়া থেকে এবং কোন ব্যক্তির একস্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করা থেকে যেকোন উট কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় চুল একত্র করে রাখার নিষেধাজ্ঞা

১১১৬. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا *

১১১৬. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা বসরী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি সাত অঙ্গে সিজদা করতে এবং সালাতে চুল অথবা কাপড় একত্র করে না রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

بَابُ مَثَلِ الذِّي يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوصٌ

অনুচ্ছেদ : চুলে বেণী করে সালাত আদায়কারীর উদাহরণ

১১১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو السَّرْحِيُّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الذِّي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ *

১১১৭. আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আমর সারহী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন হারিসকে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তখন তাঁর মাথা পেছন দিক থেকে বেণী করা ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। সালাত শেষ করে তিনি ইব্ন আব্বাসের

দিকে ফিরে বললেন, আমার মাথার সাথে তোমার কি সম্পর্ক ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সালাত আদায় করে আর তার উভয় হাত বাঁধা থাকে।

النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُودِ

সিজদায় কাপড় একত্র করার নিষেধাজ্ঞা

১১১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ *

১১১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর মক্কী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে। আব তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে চুল ও কাপড় একত্র করে রাখতে।

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ : কপড়ের উপর সিজদা

১১১৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ السَّلْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقُطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيِّ . عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ *

১১১৯. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করতাম তখন আমরা উত্তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম।

بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّمَامِ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা পূর্ণ করার আদেশ

১১২০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَوَ اللَّهُ إِنِّي

لَا أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ *

১১২০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা রুকু এবং সিজদা পূর্ণভাবে আদায় কর। আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে তোমাদের রুকুতে এবং তোমাদের সিজদায় দেখে থাকি।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় কুরআন পড়ার নিষেধাজ্ঞা

১১২১. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي حَبِيبِي ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخْتُمُ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسْتِي وَعَنِ الْمُعْضَفْرِ الْمُقَدَّمَةِ وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا *

১১২১. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন সাযফ (র) - - - - আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সহীহ মুসলিম আমাকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। আমি বলি না যে, লোকদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি পরিধান করতে, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রংয়ের কাপড় এবং গাঢ় লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করতে। আর আমি যেন রুকু এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ না করি।

১১২২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا *

১১২২. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, রুকু এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করার নির্দেশ

১১২৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَأَسَهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ قَدْ بَلَغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تَرَى لَهُ إِلَّا وَ إِنِّي قَدْ نُهَيْتُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعِظَّمُوا رَبِّكُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ *

১১২৩. আলী ইবন হুজর মারওয়াযী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুখে ইনতিকাল করেন, সে অসুস্থ অবস্থায় তিনি পর্দা খুললেন, তখন তাঁর মাথায় পট্টা বাঁধা ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি পৌঁছিয়েছি, একথা তিনবার বললেন। বস্তুত যথার্থ স্বপ্ন ব্যতীত নবুওতের সুসংবাদ থেকে আর কিছুই বাকি রইল না। বান্দা তা দেখে অথবা তাকে তা দেখানো হয়। তোমরা শুনে রেখ; আমাকে রুকু এবং সিজদায় কিরাআত থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, যখন তোমরা রুকু করবে তখন তোমাদের রবের তা'যীম করবে। আর যখন তোমরা সিজদা করবে তখন তোমরা বেশি বেশি দোয়া করার চেষ্টা করবে। কেননা, এটা তোমাদের দোয়া করুলের উপযুক্ত সময়।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় দোয়া করা

১১২৪. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رِشْدِينَ وَهُوَ كُرَيْبٌ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيَّتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَاتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ

ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَاتَى الْقَرِيبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ هُوَ الْوُضُوءُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوْرًا وَّ عَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا وَّ عَنْ يَسَارِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ اَمَامِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ خَلْفِي نُوْرًا وَّ اعْظِمْ لِي نُوْرًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاَيَقُظُهُ لِلصَّلَاةِ *

১১২৪. হান্নাদ ইব্ন সরারি (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা বিনত হারিছের নিকট রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর নিকট রাত যাপন করলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাঁর প্রয়োজনে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুললেন। তারপর, তিনি ওয়ু করলেন এক ধরনের (অর্থাৎ হাত ধুইলেন) পরে তিনি তাঁর বিছানায় আগমন করে নিদ্রা গেলেন। তারপর তিনি পুনরায় ঘুম থেকে জাগলেন এবং পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুলে পূর্ণ ওয়ু করলেন (সালাতের ওয়ুর ন্যায়)। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তিনি সিজদায় বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوْرًا وَّ عَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا وَّ عَنْ يَسَارِي نُوْرًا এরপর তিনি নিদ্রা গেলেন, এমনকি তিনি নাকের শব্দ করলেন। পরে বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের জন্য জাগালেন।

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডথ্রেস ডট কম।

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

১১২৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَاوَلُ الْقُرْآنَ *

১১২৫. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু

এবং সিজদায় বলতেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي এর দ্বারা তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতেন।

نَوْعٌ آخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

১১২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

১১২৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরু এবং সিজদায় বলতেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي মাধ্যমে তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতেন।

نَوْعٌ آخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

১১২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ التَّمَسُّهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ .

১১২৭. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (একরাতে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর বিছানায় না পেয়ে তাঁকে হাতড়িয়ে তালাশ করতে লাগলাম। আমি মনে করেছিলাম তিনি তাঁর কোন দাসীর নিকট গিয়ে থাকবেন। এমনতাবস্থায় আমার হাত তাঁর উপর পতিত হলো, তখন তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

১১২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

১. তিনি উক্ত দোয়ার মাধ্যমে فسبح بحمد ربك আয়াতের বাস্তবায়ন করতেন।

مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ *

১১২৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে না পেয়ে মনে করলাম তিনি হয়তো তাঁর কোন দাসীর নিকট গিয়ে থাকবেন। তাঁকে খুঁজে দেখলাম, তিনি সিজদারত অবস্থায় বলছেন - رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ -

نَوْعٌ آخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٢٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

১১২৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন বলতেন : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

نَوْعٌ آخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٠. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَ

أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

১১৩০. ইয়াহইয়া ইবন উসমান (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি
সিজদায় বলতেন : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১১৩১. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ
بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ
مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ
أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

১১৩১. ইয়াহইয়া ইবন উসমান (র) - - - মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাত্রে যখন
রসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাতে দাঁড়াতেন। তখন সিজদায় বলতেন, اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১১৩২. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ الْقَاضِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ
عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .

১১৩২. সাওওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সাওওয়ার কাযী, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতে কুরআনের সিজদায় বলতেন : سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১১৩৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

১১৩৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে না পেয়ে পরে তাঁকে সিজদারত অবস্থায় পেলাম ; তাঁর পদদ্বয়ের আগুলসমূহ ছিল কিবলার দিকে । তাঁকে বলতে শুনলাম, أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১১৩৪. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِصِيُّ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيَّ بِغَضٍ نِسَاءِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقَالَتْ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرٍ .

১১৩৪. ইবরাহীম ইব্ন হাসান মাসসিসী মিকসামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে না পেয়ে মনে করলাম তিনি তাঁর অন্য কোন বিবির নিকট গিয়ে থাকবেন । হাতড়িয়ে দেখলাম তিনি রুকু অথবা সিজদা অবস্থায় বলছেন : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَيَحْمَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ তখন আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমি এক অবস্থায় ছিলাম আর আপনি আছেন অন্য অবস্থায়।

نَوْعٌ آخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

১১৩৫. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَدَأَ فَاسْتَكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَالَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ قَدَرَ رُكْعَةٍ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةَ ثُمَّ سُورَةَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

১১৩৫. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে উঠলাম। তিনি মিসওয়াক করতে আরম্ভ করলেন। তারপর ওযু করে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি শুরুতেই সূরা বাকারার আরম্ভ করলেন। তিনি কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছলে তাতে দোয়া না করে ছাড়তেন না। আর কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছলে সেখানে থেমে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তারপর তিনি রুকু করলেন, রুকুতে তিনি কিয়ামের সময় পরিমাণ অবস্থান করলেন। তিনি রুকুতে বলছিলেন سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ তারপর তিনি এক রাকআতের সমপরিমাণ সময় সিজদা করলেন। আর তিনি সিজদায় বলছিলেন سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ তারপর তিনি আলে-ইমরান পাঠ করলেন। তারপর এক সূরা তারপর আর এক সূরা এরূপ করলেন।

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১১৩৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ

بْنِ عَبِيدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ الْأَخْنَفِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ . عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَزَكِّعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَزَكِّعْ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النَّسَاءِ ثُمَّ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَأَطَالَ الْقِيَامُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى لَا يَمُرُّ بآيَةٍ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا ذَكَرَهُ *

১১৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ছযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন এবং একশত আয়াত পড়লেন। তিনি রুকু না করে সামনে চললেন। আমি বললাম, তা দু'রাকআতে শেষ করবেন ও তারপর রুকু করবেন। তিনি চলতে থাকলেন, এমনকি সূরা নিসা শেষ করলেন। অতঃপর সূরা আলে ইমরান। তারপর তিনি রুকু করলেন তাঁর কিয়ামের কাছাকাছি সময় নিয়ে। তিনি রুকুতে বলছিলেন : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পরে তিনি তাঁর মাথা ঠাট্টালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এরপর বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদা করলেন এবং সিজদা লম্বা করলেন। আর তিনি সিজদায় বলছিলেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى তিনি আল্লাহর ভয় অথবা ভাযীমের আয়াতে পৌছলেই তাঁকে স্মরণ করতেন।

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

১১৩৭. أَخْبَرَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ أَبِي عَدَى قَالَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ .

১১৩৭. বুনদার মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
 ﷺ রুকু এবং সিজদায় বলতেন : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ

عَدَدُ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ

সিজদায় তাসবীহর সংখ্যা

১১৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ
 بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
 جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ
 بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ *

১১৩৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
 রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল সালাত আদায় করতে এ যুবকের অর্থাৎ উমর
 ইবন আবদুল আযীযের মত আর কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁর রুকুতে দশ তাসবীহ অনুমান করেছি। আর
 তাঁর সিজদায়ও দশ তাসবীহ।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় তাসবীহ পরিত্যাগ করার অনুমতি

১১৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ أَبُو يَحْيَى بِمَكَّةَ وَهُوَ
 بَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنَ خَلَادٍ ابْنَ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَ
 نَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ أَذْهَبَ
 فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَذْهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلَاتَهُ
 وَلَا يَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ اِذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَاعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَنِتُّ مِنْ صَلَوتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَوةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَحْمَدُهُ وَ يُمَجِّدُهُ قَالَ هَمَامٌ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ يَحْمَدُ اللَّهُ وَ يُمَجِّدُهُ وَيُكَبِّرُهُ قَالَ فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ وَ يَقْرَأُ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَ تَسْتَرَخِي ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صَلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ حَتَّى يُمْكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَ تَسْتَرَخِي ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ يُقِيمُ صَلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتَّى يُمْكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرَخِي فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَوتُهُ .

১১৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - রিফাআ ইব্ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন আর আমরা তাঁর আশেপাশে বসা ছিলাম । এমন সময় একব্যক্তি প্রবেশ করে কিবলার দিকে এসে সালাত আদায় করল । সে সালাত শেষ করে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম করল এবং দলের অন্যদেরকেও । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও, সালাত আদায় কর । কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি । সে ব্যক্তি গিয়ে আবার সালাত আদায় করল । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন । সে ব্যক্তি বুঝতে পারল না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে কী ভুল ধরছেন । সে এবারও সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে এবং দলের অন্যদেরকে সালাম করল । এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, যাও, সালাত আদায় কর । কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি । সে ব্যক্তি এভাবে দু'বার কি তিনবার সালাত পুনঃ আদায় করলেন । তারপর সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমার সালাতে কী ভুল পেলেন ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারও সালাত পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ওয়ু করতে আদেশ করেছেন সেরূপ ওয়ু না করে । অর্থাৎ সে তার চেহারা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত না করে এবং তার মাথা মসেহ না করে এবং তার উভয় পা টাংনু পর্যন্ত ধৌত না করে । তারপর আল্লাহর তাকবীর না বলে (তাকবীর তাহরীমা না বলে) এবং তাঁর তাহমীদ ও তামজীদ না করে (ছানা না পড়ে) । তারপর কুরআনের যতটুকু সম্ভব পড়বে, আল্লাহ তাকে যতটুকু শিক্ষাদান করেছেন এবং যার অনুমতি দান

করেছেন। তারপর তাকবীর বলে রুকু করবে যেন তার সকল অঙ্গ স্থির হয়ে যায়। তারপর বলবে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেন তার পিঠ সোজা হয়ে যায়। পরে তাকবীর বলে সিজদা করবে যেন তার চেহারা ঠিকভাবে স্থাপিত হয়। আর তার সকল অঙ্গ সোজা হয়ে স্থির হয়ে যায়। এরপর তাকবীর বলবে এবং মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবে বসার অঙ্গের উপর। আর পিঠ সোজা রাখবে। তারপর তাকবীর বলে সিজদা করতে যেন তার চেহারা ঠিকভাবে স্থাপিত হয় এবং স্থির হয়ে যায়। যখন এরূপ না করবে তার সালাত পূর্ণ হবে না।

بَابُ مَتَى أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ : বান্দা যে অবস্থায় আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়

১১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَغْنَى ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاکْثِرُوا الدُّعَاءَ *

১১৪০. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হয়, যে অবস্থায় সে সিজদারত থাকে। অতএব, তখন তোমরা অধিক দোয়া করতে থাক।

فَضْلُ السُّجُودِ

সিজদার ফযীলত

১১৪১. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هَقْلٍ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشَقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي رَيْبَعَةُ بْنُ كَعْبٍ نِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِي فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ *

১১৪১. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - রাবি'আ ইবন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর ওয়ূর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ কামনা

করি। তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি চাও? আমি বললাম, না, এটাই। তিনি বললেন, তা হলে তুমি অধিক সিজদা দ্বারা তোমার এ কাজে আমাকে সহায়তা কর।

ثَوَابُ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করল তার সওয়াব

১১৪২. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَعِيطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ فِي السُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مُعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانُ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ *

১১৪২. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - মা'দান ইবন তালহা ইয়ামারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস ছাওবানের সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমার উপকারে আসবে অথবা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি আমার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সিজদা করতে থাকুন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দাই আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর এর দ্বারা তার একটি পাপ মুছে ফেলবেন। মা'দান (রা) বলেন, অতঃপর আমি আবুদ দারদার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকেও ঐ প্রশ্ন করলাম যা আমি ছাওবান (রা)-কে করেছিলাম। তিনিও আমাকে বললেন, আপনি সিজদাকে অবশ্য করণীয়রূপে গ্রহণ করুন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদা করে, আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার দ্বারা তার একটি পাপ মার্জনা করেন।

بَابُ مَوْضِعِ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার স্থান

১১৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْينٌ بِالمَصْنُوعَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالتُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا بِحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَالْآخَرُ مُنْصِتٌ قَالَ فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَتَشْفَعُ وَ تَشْفَعُ الرُّسُلُ وَ ذَكَرَ الصِّرَاطُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ فَإِذَا فَرَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْقِسْطِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَ الرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرِفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصِيبُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ *

১১৪৩. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান লুয়ায়ন (র) - - - আতা ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) এবং আবু সাঈদ (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁদের একজন শাফাআতের হাদীস বর্ণনা করলেন, আর অন্যজন ছিলেন নিশ্চুপ। তিনি বলেন, তারপর ফেরেশতা এসে সুপারিশ করবেন এবং রাসূলগণ সুপারিশ করবেন, তারপর তিনি পুলসিরাতের উল্লেখ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাদের অনুমতি দেয়া হবে তাঁদের মধ্যে আমি-ই হবো প্রথম। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির বিচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করবেন এবং দোযখ থেকে যাকে বের করতে ইচ্ছা করবেন তাকে বের করবেন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা ও রাসূলগণকে আদেশ করবেন সুপারিশ করার জন্য। তখন তাঁরা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে নিবেন যে, আদম সন্তানের সিজদার স্থান ব্যতীত আর সব কিছুই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। তারপর তাদের উপর 'আবে হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে। তখন তারা নবজীবন লাভ করবে যেক্ষণ স্রোতের ধারে বীজ গজিয়ে ওঠে।

بَابُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةً أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ

অনুচ্ছেদ : এক সিজদা অন্য সিজদা থেকে লম্বা হওয়া

১১৪৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَوَتِي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ

فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَوَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا
قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ
النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَوَتِكَ سَجْدَةً أَطَلَّتْهَا
حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ وَأَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنْ
ابْنِي أَرْتَحِلْنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ *

১১৪৪. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সালাহ (র) - - - - শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইশার সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-কে বহন করে আনছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রেখে দিলেন। তারপর সালাতের জন্য তাকবীর বললেন ও সালাত আদায় করলেন। সালাতের মধ্যে একটি সিজদা লম্বা করলেন। (হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ বলেন), আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি আমার মাথা উঠালাম এবং দেখলাম, ঐ ছেলেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিঠের উপর রয়েছেন। আর তিনি সিজদারত। তারপর আমি আমার সিজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলে লোকেরা বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি আপনার সালাতের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করলেন, যাতে আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোন ব্যাপার ঘটে থাকবে। অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তিনি বললেন, এর কোনটাই ঘটেনি। বরং আমার এ সন্তান আমাকে সওয়ারী বানিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম, যেন সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর

١١٤٥. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ
وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ قَالَ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

১১৪৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি (সালাতের মধ্যে) খুত্বেক নীচু হওয়ার সময় এবং মাথা উত্তোলনের সময় আর খুত্বেক দাঁড়ানো এবং বসার সময় তাকবীর বলতেন এবং তিনি ডান ও বাম দিকে আস্ সালামু আলাইকুম

ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে সালাম করতেন। তখন তাঁর চেহারার শুভতা দেখা যেত। রাবী বলেন, আর আমি আবু বকর (রা) এবং উমর (রা)-কেও এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجْدَةِ الْأُولَى

অনুচ্ছেদ : প্রথম সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় হাতদ্বয় ওঠানো

১১৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَغْنَى رَفْعُ يَدَيْهِ *

১১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় ওঠাতেন। আর যখন রুকু করতেন এরূপ করতেন, আর যখন রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। আর যখন সিজদা থেকে তাঁর মাথা ওঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। অর্থাৎ তাঁর হাতদ্বয় ওঠাতেন।

تَرْكُ ذَلِكَ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ

দু' সিজদার মাঝে হাত না ওঠানো

১১৬৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ *

১১৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত ওঠাতেন, আর যখন রুকু করতেন এবং রুকুর পরেও। আর তিনি হাত ওঠাতেন না দু' সিজদার মাঝে।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু' সিজদার মধ্যে দোয়া

১১৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ عَبَسٍ . عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكَوَتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي .

১১৪৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكَوَتِ وَالْجَبَرُوتِ তারপর তিনি সূরা বাকারা পড়তে আরম্ভ করলেন, পরে তিনি রুকু করলেন। তাঁর রুকু তাঁর কিয়ামের প্রায় বরাবর ছিল। তিনি রুকুতে বললেন - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ - رَبِّيَ الْحَمْدُ - তিনি মাথা উঠালেন, তখন বললেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ আর তিনি তাঁর সিজদায় বলতেন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - رَبِّ اغْفِرْ لِي - তিনি তাঁর দু' সিজদার মধ্যে বলতেন -

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تَلْقَاءَ الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ : দু'সিজদার মধ্যে চেহারা বরাবর হাত উঠানো

১১৪৯. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ . أَبُو سَهْلٍ نِ الْأَزْدِيُّ قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ طَاوُسٍ بِيَمْنِي فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ الْأَسْجَدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَانْكَزَتْ أَنَا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَوْهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ تَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ لَهُ وَهَيْبٌ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرِ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ *

১১৪৯. মুসা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুসা বাসরী (র) - - - - নযর ইব্ন কাসীর আবু সাহল আযদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (র) মিনার মসজিদে খায়ফে আমার পাশে সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি প্রথম সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন, তখন তিনি তাঁর চেহারা বরাবর তাঁর উভয় হাত ওঠাতেন। তা আমার না-পছন্দ হওয়ায় আমি উহায়ব ইব্ন খালিদকে বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিছু করছে যা আমি কাউকে করতে দেখিনি। উহায়ব তাঁকে বললেন, আপনি এমন কিছু করছেন যা আমরা কাউকে করতে দেখিনি, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস বললেন, আমি আমার পিতাকে তা করতে দেখেছি। আর আমার পিতা বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে এরূপ করতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু'সিজদার মধ্যে কিভাবে বসবে ?

১১৫০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ . عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضْعُ إِبْطِيهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ أَطْمَأَنَّ عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى *

১১৫০. আবদুর রহমান ইবরাহীম দুহায়ম (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর হাত দু'খানা এত দূরে রাখতেন যে, তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁর বগলদ্বয়ের গুত্রতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম উরুর উপর স্থির হয়ে বসতেন।

قَدَرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ

দু' সিজদার মধ্যে বসার পরিমাণ

১১৫১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ *

১১৫১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সায়ীদ আবু কুদামা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

এর সালাতে তাঁর রুকু-সিজদা এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের পর দাঁড়ানো এবং দু' সিজদার মধ্যবর্তী সময় প্রায় বরাবর হতো।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلْسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার জন্য তাকবীর

১১৫২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ وَ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَ وَضْعٍ وَ قِيَامٍ وَ قُعُودٍ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ *

১১৫২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ, আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) (মাথা) উত্তোলনের সময়, সিজদার সময়, দাঁড়ানোর সময় এবং বসার সময় তাকবীর বলতেন।

১১৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ . أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعِينٌ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ *

১১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন রুকু করতেন তখনও তাকবীর বলতেন। যখন তিনি রুকু থেকে স্বীয় পিঠ ওঠাতেন তখন বলতেন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' এরপর যখন তিনি সিজদার জন্য নীচু হতেন, তখনও তাকবীর বলতেন। তারপর যখন তিনি মাথা উত্তোলন করতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর তিনি সম্পূর্ণ সালাতে এক্রপ করতেন এবং সালাত সম্পন্ন করতেন। আর তিনি দু'রাকআত এর পর বসা থেকে যখন দাঁড়াতে তখন তাকবীর বলতেন।

بَابُ الْأِسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু'সিজদার পর ওঠার সময় সোজা হয়ে বসা

১১৫৪. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَالَ فَقَعَدَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الْأُخْرَى *

১১৫৪. যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব (র) - - - - আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুলায়মান মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) আমাদের মসজিদে এসে বললেন, আমি তোমাদের দেখাতে ইচ্ছা করি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি কিরূপে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (এরপর তিনি সালাত আদায় করেন) তিনি যখন প্রথম রাক'আতে শেষ সিজদা থেকে মাথা ওঠালেন তখন বসে পড়লেন।

১১৫৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَوَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا *

১১৫৫. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি যখন তাঁর সালাতের বেজোড় রাক'আত আদায় করতেন তখন সোজা হয়ে বসে ওঠতেন না।

بَابُ الْأَعْتِمَادِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ النَّهْوضِ

অনুচ্ছেদ : ওঠার সময় মাটিতে ঠেক লাগানো

১১৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ إِلَّا أُحَدِّثْكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرُّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَأَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ *

১১৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) আমাদের নিকট এসে বলতেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করব না? তারপর তিনি সালাতের সময় ছাড়াই (নফল) সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি প্রথম রাকআতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন, তখন সোজা হয়ে বসতেন। তারপর মাটিতে ঠেক দিয়ে দাঁড়াতেন।^১

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠানো

১১৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكِ غَيْرُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

১১৫৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাঁর হাঁটুদ্বয় হাতদ্বয়ের পূর্বে রাখতেন। আর যখন তিনি ওঠতেন তখন উভয় হাঁটু ওঠানোর পূর্বে উভয় হাত ওঠাতেন। আবু আবদুর রহমান বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হারুন ছাড়া আর কেউ এ হাদীস শরীফ (জানেক রাবী) থেকে বর্ণনা করেন নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلنَّهْوضِ

অনুচ্ছেদ : ওঠার জন্য তাকবীর বলা

১১৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১১৫৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু সালমা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদের (সাহাবীদের) নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখনই ওঠতেন বা নীচু হতেন তখনই তাকবীর

বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে আমার সালাত অধিক সামঞ্জস্যশীল।

১১৫৭. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبْهًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَوَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ *

১১৫৯. নাসর ইবন আলী ও সাওয়ার ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাওয়ার (র) - - - আবু বকর ইবন আবদুর রহমান এবং আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেন। যখন তিনি রুকু করলেন তখন তাকবীর বললেন। যখন মাথা ওঠালেন তখন বললেন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ তারপর সিজদা দিতে তাকবীর বললেন এবং যখন তাঁর মাথা ওঠালেন তখনও তাকবীর বললেন। এরপর এক রাক'আতের পর যখন দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বললেন। পরে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর সালাত এরূপই ছিল।

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহুদেদের জন্য কিভাবে বসবে ?

১১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ . أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .

১১৬০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)- - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতের নিয়মের মধ্যে এটাও যে, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে রাখবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

بَابُ الْأِسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহহুদে বসার সময় পায়ের আঙ্গুল কিবলার দিকে রাখা

১১৬১. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى .

১১৬১. রবী ইবন সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতের সুন্নতের মধ্যে এটাও যে, ডান পা খাড়া রাখা আর তার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহহুদে বসার সময় উভয় হাতের স্থান

১১৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مَنْ قَابِلٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبِرَآنِسِ *

১১৬২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যাহীদ মুকরী (র) - - - - ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। দেখলাম, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করলেন তাঁর হাতদ্বয় ওঠালেন, তা তাঁর কক্ষ বরাবর হলো। আর যখন তিনি রুকু করতে ইচ্ছা করলেন তখনও ঐরূপ করলেন। তিনি যখন দু'রাক'আতের পর বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। আর ডান পা খাড়া রাখলেন। আর তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখলেন। আর দোয়ার জন্য তাঁর আঙ্গুল ওঠালেন। আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি সম্মুখ দিয়ে তাদের নিকট আসলাম তাদেরকে দেখলাম, তারা কাপড়ের মধ্যে হাত ওঠাচ্ছিলেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে সময় চোখের দৃষ্টির স্থান

১১৬৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ *

১১৬৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে সালাতে থাকা অবস্থায় তার হাত দ্বারা পাথরের টুকরা নাড়ছে। তার সালাত শেষ হলে তাকে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি সালাতে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নেড়ো না। কেননা, তা শয়তানের কাজ, বরং তুমি ঐরূপ কর যে রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। সে ব্যক্তি বলল, তিনি কি করতেন? আবদুল্লাহ (রা) তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন। আর তার ঐ আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করলেন যা বৃদ্ধা আঙ্গুলীর নিকটবর্তী (অর্থাৎ তর্জনি আঙ্গুল দ্বারা) আর তার দৃষ্টি তার প্রতি রাখলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপই করতে দেখেছি।

بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْإِصْبَعِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করা

১১৬৪. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّجَزِيُّ يَعْرِفُ بِخِيَاطِ السَّنَةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ أَحَدُ الثَّقَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثَّنَتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ *

১১৬৪. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহয়া সাজাযী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দুই অথবা চার রাকাতাতে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

بَابُ كَيْفِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহুদ কিরূপে করবে ?

১১৬৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ عَنْ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ *

১১৬৫. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যখন দু'রাকাতাতে বসি তখন আমরা যেন বলি التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ .

১১৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَأَنْدَرِي هَا نَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَ نُكَبِّرَ وَ نَحْمَدَ رَبَّنَا وَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَّمَ قَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَ خَوَاتِمَهُ فَقَالَ إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَلِيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ *

১১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জানতাম না, আমরা প্রত্যেক দু'রাকআতে কি বলব এ ব্যতীত যে, আমরা তাসবীহ পড়তাম তাকবীর বলতাম, আর আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতাম এবং বলতাম যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে এমন কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যার শুরু ও শেষ কল্যাণময়। তখন তিনি বললেন, দু'রাকআতের পর তোমরা বসে বলবে-
 التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ
 بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ আর যার যে দোয়া ভাল লাগে সে সে দোয়া (পড়ার জন্য) গ্রহণ করবে,
 তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করবে।

১১৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
 أَبِي الْأَخْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ
 وَ التَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ فَأَمَّا التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
 وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ
 عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
 رَسُولُهُ *

১১৬৮. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের
 সালাতের তাশাহুদ এবং প্রয়োজনের সময় পড়ার তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। সালাতের তাশাহুদ হলো,
 التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ
 بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

১১৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَدَمَ قَالَ
 سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَتَشَهُدُ بِهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو
 إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا
 مَنْصُورٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ *

১১৭০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইয়াহয়া ইব্ন আদম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
 সুফিয়ানকে ফরয ও নফল সালাতে এ তাশাহুদ পড়তে দেখেছি আর তাঁকে বলতে শুনেছি- আমি আবু

ইসহাকের নিকট এ তাশাহুদ শুনেছি। তিনি শুনেছেন আবুল আহওয়াসের নিকট এবং তিনি শুনেছেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন।

১১৬৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أَنْيسَةَ الْجَزْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا اسْحَقَ حَدَّثَهُ عَنِ الْأَسْوَدِ وَ عِلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ *

১১৬৯. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা কিছুই জানতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা প্রত্যেক বৈঠকে বলবে التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ .

১১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عِلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عِلْقَمَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ *

১১৭০. মুহাম্মদ ইব্ন জাবালা রাফিকী (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সালাত আদায় করতাম তখন কি বলব তা আমরা জানতাম না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা বলো **التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ عَلَى السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** . আলকামা (র) বলেন, ইব্ন মাসউদ (র) এ বাক্যগুলো আমাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমনিভাবে তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন।

১১৭১. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْخَالِدِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةٍ وَكَانَ مِنْ زُهَادِ النَّاسِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১১৭১. আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ কাত্তান (র) - - - - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম তখন আমরা বলতাম, আসসালামু আলাল্লাহ আসসালামু আলা জিবরাঈল, আসসালামু আলা মীকাঈল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা আসসালামু আলাল্লাহ বলো না, কেননা আল্লাহ তা'আলা-ই সালাম। বরং তোমরা বলো- **التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** -

১১৭২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ السَّلَامُ عَلَى

مِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১১৭২. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম ও বলতাম **اَللّٰهُمَّ عَلَى اَللّٰهِ السَّلَامُ** তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা **اَللّٰهُمَّ عَلَى اَللّٰهِ السَّلَامُ** বলো না। কেননা, আল্লাহই সালাম বরণ তোমরা বলো- **اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ** -
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

١١٧٣. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَ مَنْصُورٍ وَ حَمَّادٍ وَ مَغِيرَةَ وَ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ . " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ *

১১৭৩. বিশর ইবন খালিদ আসকারী (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি
 التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
 وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ আবু আবদুর রহমান বলেন, আবু হাশিম বর্ণনাকারীদের
 মধ্যে মশহুর নন।

١١٧٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ

كَفَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১১৭৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যে রূপ তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। আর

তখন আমার হাত তাঁর হস্ত মুবারক দ্বয়ের মধ্যে থাকতো। (আর তা হচ্ছে) :
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ *

نَوْعُ آخَرُ مِنَ التَّشْهَدِ

তাশাহুদের অন্য প্রকার

১১৭৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا
فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَوَاتَنَا قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمُكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُخَبِّبُكُمْ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ
الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ فَتِلْكَ بَيْتُكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ
وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بَيْتُكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ
مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১১৭৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সায়ীদ আবু কুদামা সারখাসী (র)- -- হিজান ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।
আবু মুসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ওয়াজ করলেন, আমাদের সুন্নত
নিখালেন। আমাদের সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করবে।
তারপর তোমাদের একজন ইমাম হবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর
যখন সে বলবে, لا الضالين বলবে, তখন তোমরা امين বলবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের
আলবাসবেন। আর যখন ইমাম তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকু
করবে। কারণ ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকু করবে আর তোমাদের পূর্বে মাথা ওঠাবে। নবী ﷺ বলেছেন,
এটা তার পরিবর্তে হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম سمع الله لمن حمده বলবে, তখন তোমরা বলবে
اللهم صل على محمد وآل محمد তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ এর ভাষায়
বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কথা শ্রবণ করেন, যে তার প্রশংসা করে। তারপর যখন ইমাম তাকবীর বলে
সিজদা করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা করবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবে
আর তোমাদের পূর্বে মাথা ওঠাবে। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, এটা তার পরিবর্তে। আর যখন বৈঠকে
সৌছেবে, তখন তোমরা সর্বপ্রথম বলবে : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ : عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

তাশাহুদের অন্য প্রকার

১১৭৬. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ صَلُّوا مَعَ
أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ
أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১১৭৬. আবুল আশআছ আহমদ ইব্ন মিকদাম আজলী বাসরী (র) - - - - হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা (কিছু সংখ্যক লোক) আবু মুসা (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন শেষ বৈঠকের নিকট হবে তখন তোমাদের প্রথম কথাই হবে-
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشْهَدِ

তাশাহুদের অন্য প্রকার

১১৭৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشْهَدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১১৭৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঐক্লপেই তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে আমাদের কুরআন শিখাতেন, তিনি বলতেন التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشْهَدِ

তাশাহুদের অন্য প্রকার

১১৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ

أَيْمَنَ وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ *

১১৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (তিনি বলতেন)

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ *

بَابُ تَخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা

১১৭৯. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالِقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرُّضْفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ ذَلِكَ يُرِيدُ *

১১৭৯. হায়দ্রাম ইব্ন আযযাব তালিকানী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের দুই রাক'আতের পর এমন অবস্থায় হতেন, যেন তিনি গরম পাথরের উপর রয়েছেন। (রাবী বলেন) আমি (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে) এমন জিজ্ঞাসা করলাম বৈঠক থেকে ওঠা পর্যন্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটা তিনি ইচ্ছা করে করতেন।

بَابُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

(ভুলবশত) প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করা

১১৮. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلَوَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَوَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ *

১১৮০. ইয়াহয়া ইবন হাবীব আরাবী বসরী - - - - ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন, তিনি যে দুই রাক'আতের পর বসতে ইচ্ছা করছিলেন, তাতে তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি সালাত চালু রাখলেন। যখন তিনি সালাতের শেষ দিকে পৌঁছলেন তখন সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরােলেন।

١١٨١. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَوَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১১৮১. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সাযফ (র) - - - - ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাতে দু'রাক'আতের পরে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম সুবহানাল্লাহ বলে উঠলেন। কিন্তু তিনি সালাত চালিয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি সালাতের শেষ অবস্থায় পৌঁছলেন, তখন দু'টি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরােলেন।

بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াতে তাকবীর বলা

١١٨٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُكَبَّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَقَالَ حُطِيمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ حُطِيمٌ وَعُثْمَانُ قَالَ وَعُثْمَانُ *

১১৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন আমাম (র) থেকে বর্ণিত, আনাস ইবন মালিক (রা) সালাতে তাকবীর বলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, (মুসল্লী) তাকবীর বলবে, যখন সে রুকুতে যাবে, সিজদায় যাবে, সিজদা থেকে তাঁর মাথা ওঠাবে এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াবে।

হুতায়ম (র)^১ [আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে] প্রশ্ন করলেন, কার কাছ থেকে আপনি এগুলো শুনে মনে রেখেছেন? তিনি বললেন, নবী ﷺ আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) থেকে। তখন হুতায়ম (র) তাঁকে বললেন, আর উসমান (রা)? তিনি বললেন, উসমান (রা) থেকেও (শুনে মনে রেখেছি)।

১১৮৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ يَتِمُّ التَّكْبِيرَ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১১৮৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - মুতাররাফ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) একদা সালাত আদায় করছিলেন, তিনি প্রত্যেক নীচ স্থানে অবতরণ এবং উঠতে ওঠার সময় পূর্ণাঙ্গভাবে তাকবীর বলছিলেন। তখন ইমরান ইব্ন হুসায়ন (র) বললেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : শেষ রাক'আতের জন্য দাঁড়াবার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন

১১৮৪. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَوةَ *

১১৮৪. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী এবং মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুমায়দ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন দু' সিজদার পর দাঁড়াবেন, তাকবীর বলতেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, যেমন সালাত শুরু করার সময় তিনি করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ حَذْوِ الْمَنْكَبَيْنِ

অনুচ্ছেদ : শেষ দু'রাক'আতের জন্য দাঁড়াবার সময় উভয় কাঁধ পর্যন্ত হস্তদ্বয় উত্তোলন

১. এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি যিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সাথে ওঠা-বসা করতেন।

১১৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حِذَاءَ الْمَنَكِبَيْنِ *

১১৮৫. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা সান'আনী (র) - - - - (আব্দুল্লাহ) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, যখন রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন, এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপভাবে উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর হস্তদ্বয় ওঠাতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَحَمْدِ اللَّهِ وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হস্তদ্বয় ওঠানো এবং হামদ (আলহামদুলিল্লাহ) ও ছানা (সুবহানা-কাল্লাহ) পাঠ করা

১১৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَوْمَهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤَذِّنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا اكْتَسَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّخَذَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذَا أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوْمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ مَا بَالُكُمْ صَفَحْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَسَبِّحُوا *

১১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন বাযী' (র) - - - - সহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর ইব্ন আউফে (কোন সংকট) মীমাংসার জন্য গেলেন। এরপর সালাতের সময় হলে মুয়াযযিন আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে সাহাবীগণকে একত্র করে তাঁদের ইমামতি করতে অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে কাতার ফাঁক করে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীগণ আবু বকর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য হাতে তালি দিলেন। আবু বকর (রা) সালাতে (একাগ্রচিত্ততার কারণে) অন্য দিকে লক্ষ্য করতেন না। যখন হাত তালির মাত্রা বেড়ে গেল তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের সালাতে কোন কিছু ঘটেছে। তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সম্বন্ধে অবহিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে ইশারা করলেন যে, তুমি নিজ অবস্থায় থাক। তখন আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার জন্য তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন এবং পিছু হটে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি আবু বকর (রা)-কে বললেন, আমি যখন তোমার প্রতি ইশারা করেছিলাম তখন তোমাকে সালাত আদায় করতে কিসে বারণ করেছিল? তিনি বললেন, ইব্ন আবু কোহাফার (আবু বকর) জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে ইমামতি করা সমীচীন ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমাদের কি হয়েছিল? তোমরা হাতে তালি দিয়েছিলে কেন? হাতে তালি দেওয়া তো নারীদের জন্য। এরপর বললেন, যদি তোমাদের সালাতে কিছু ঘটে যায় তবে তোমরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে।

بَابُ السَّلَامِ بِالْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের শেষে হাত উত্তোলন করে সালাম ফিরানো

১১৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ رَافِعُونَ أَيْدِيَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسُ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ *

১১৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাযীদ (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা অর্থাৎ সালাত শেষে সালাম ফিরাবার সময় স্বীয় হস্ত উঠিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি বললেন, এদের কি হল যে, এরা সালাত শেষে স্বীয় হস্ত উঠিয়ে রেখেছে? কেন সালাত অবাধ্য ঘোড়ার লেজ। তোমরা সালাতে ধীর-স্থির থাকবে।

১১৪৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقَبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ *

১১৮৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। তারপর আমরা (সালাত শেষে) হস্ত দ্বারা (ইশারা করে) সালাম ফিরাচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এদের কি হল যে, এরা স্বীয় হস্ত দ্বারা সালাম ফিরাচ্ছে? যেন সালাত অবাধ্য অস্থির ঘোড়ার লেজ। এদের প্রত্যেকের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রেখে বলে, 'আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম'।^১

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত আদায়কালীন ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া

১১৪৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ *

১১৮৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে (একদা) যাচ্ছিলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি ইশারায় আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি এর বেশি কিছুই জানি না যে, তিনি [সুহায়ব (রা)] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন।^২

১১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّي فِيهِ فَدَخَلَ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يَشِيرُ بِيَدَيْهِ *

১. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সালামে হাত উত্তোলন করা নিষেধ।

২. সালাতরত অবস্থায় ইশারা দ্বারা সালামের জবাব প্রদান করা মাকরুহ। ইসলামের প্রথম দিকে এরূপ করা হত। পরে এটা রহিত হয়ে যায়।

১১৯০. মুহাম্মদ ইবন মানসূর মক্কী (র) - - - - - যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবদুল্লাহ) ইবন উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ সালাত আদায় করার জন্য একদা মসজিদে কুবায়ে প্রবেশ করলেন। এরপর কয়েকজন সাহাবী তাঁকে সালাম করার জন্য তাঁর কাছে আসলেন। সুহায়ব (রা)-ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যখন নবী ﷺ-কে সালাম করা হল, তখন তিনি কি করলেন? তিনি বললেন, তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন।

১১৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ *

১১৯১. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - - আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলেন, তিনি তাঁর সালামের জবাব দিলেন।

১১৯২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ وَهُوَ يَصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ أَنْفًا وَ أَنَا أُصَلِّي وَ إِنَّمَا هُوَ مُوجَّهٌ يَوْمُنْذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ *

১১৯২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (কোথাও) কোন প্রয়োজনে পাঠালেন, এরপর আমি (এসে) তাঁকে সালাত আদায়রত পেলাম। তখন আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, আমাকে ডেকে বললেন যে, তুমি কি এখন আমাকে সালাত আদায় রত অবস্থায় সালাম করেছিলে? [জাবির (রা) বলেন] তখন তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে ছিলেন। (কারণ তখন তিনি বাহনের উপর ছিলেন।)

১১৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَعْلَبَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ شَابُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ مُشْرِقًا أَوْ مُغْرِبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَانصَرَفْتُ فَنَادَانِي يَا جَابِرُ فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي *

১১৯৩. মুহাম্মাদ ইবন হাশিম বালাবাকী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে (কোন প্রয়োজনে কোথাও) পাঠালেন। তারপর আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি তখন পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে সফর করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে সালাম করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আমি চলে যেতে থাকলে তিনি আমাকে ডাকলেন, হে জাবির! এরপর সাহাবীগণও ডাকলেন, হে জাবির! আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আপনাকে সালাম করলে আপনি তাঁর উত্তর দেন নি (শব্দের মাধ্যমে)। তখন তিনি বললেন, আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম।

النَّهْيُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

সালাতে কংকর স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

১১৯৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ . عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرُّحْمَةَ تَوَاجَهُ .

১১৯৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন কংকর স্পর্শ না করে। কেননা, তখন তাঁর প্রতি (আল্লাহর) রহমত মুতাওয়াজ্জাহ থাকে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةٌ

অনুচ্ছেদ : সালাতে একবার কংকর স্পর্শ করার অনুমতি

১১৯৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةٌ *

১১৯৫. সুওয়াইদ ইবন নসর (র) - - - - মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি তোমার তা (কংকর স্পর্শ) করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে একবার (করতে পার)।

النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে আকাশের দিকে দেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

১১৯৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدُ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهَنَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْصَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ *

১১৯৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, শু'আয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের কি হল যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে? এ ব্যাপারে তাঁর কথা এতো কঠোর হলো যে, তিনি বললেন, হয় তারা এ থেকে বিরত থাকবে, না হয় অতি দ্রুত তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

١١٩٧. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يَلْتَمَعَ بَصَرُهُ *

১১৯৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ সালাতে থাকবে তখন সে যেন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। যাতে (অতি দ্রুত) তার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে না নেওয়া হয়।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে (কোন দিকে) দেখার ব্যাপারে কঠোরতা

١١٩٨. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ جَالِسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ *

১১৯৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি তার সালাতে দণ্ডায়মান থাকাকালীন পর্যন্ত রহমতের দৃষ্টিপাত করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করে। যখন সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

১১৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ *

১১৯৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তা হল ছোঁ মারা। যা দ্বারা শয়তান সালাতের একাগ্রতা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

১২০০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ১২০০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রেওয়ায়ত করেছেন।

১২০১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ *

১২০১. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২০২. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ بْنُ مَعْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ *

১২০২. হেলাল ইবন আলা (র) - - - - আবু আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, সালাতে এদিক ওদিক দেখা ছোঁ মারা যা দ্বারা শয়তান সালাতের একাগ্রতা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا

অনুচ্ছেদ : সালাতে ডানে-বামে তাকানোর অনুমতি

১২০৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ

اَشْتَكِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٌ يَكْبُرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَوَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ أَنْفَاءً تَفْعَلُونَ فِعَلْ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِإِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا *

১২০৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} (একবার) অসুস্থ হলেন। আমরা তখন তাঁর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি তখন বসা অবস্থায় ছিলেন আর আবু বকর (রা) তাকবীর বলে মুসল্লীদেরকে তাঁর তাকবীর শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলে আমরা বসে গেলাম এবং তাঁর সাথে বসে বসে সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বললেন, এখন তোমরা ইরান এবং রোমানদের ন্যায় কাজ করলে। তাঁরা তাঁদের বাদশাহদের সামনে দণ্ডায়মান থাকতো আর বাদশাহরা থাকতো বসা। অতএব, তোমরা সে রকম করবে না, তোমরা স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, আর যদি ইমাম বসে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

১২.৪. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هَنْدٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَوَتِهِ يَمِينًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ *

১২০৪. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - (আব্দুল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর সালাতে ডানে এবং বামে তাকাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিঠের পেছনে ফিরাতেন না।

بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ৪ সালাতে সাপ এবং বিছা মারা

১২.৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ

১. সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো অপছন্দনীয় কাজ। এতে সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। তবে বিশেষ কারণে রসূলুল্লাহ (সা) ডানে ও বামে তাকিয়েছিলেন।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ *

১২০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই কালো প্রাণী (সাপ এবং বিছু)-কে সালাতে হত্যা করার আদেশ করেছেন।

১২.৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ *

১২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই কালো প্রাণীকে সালাতে হত্যা করার আদেশ করেছেন।

حَمَلُ الصَّبِيَّانِ فِي الصَّلَاةِ وَوَضْعُهُنَّ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নেওয়া এবং (নিচে) রাখা

১২.৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا *

১২০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়কালীন সময়ে (তাঁর দৌহিত্রী) উমামা (রা)-কে কাঁধে তুলে নিতেন এবং যখন সিজদায় যেতেন তাকে (নিচে) রেখে দিতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন কোলে তুলে নিতেন।

১২.৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بَنَتْ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا *

১২০৮. কুতায়বা (ইব্ন সাঈদ) (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে ইমামতি করছেন এবং উমামা বিনত আবুল আস (রা)-কে তাঁর কাঁধে তুলে রেখেছেন, যখন তিনি রুকুতে যেতেন তাকে (নিচে) রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা সমাপন করতেন তাকে পুনরায় কাঁধে তুলে নিতেন।

بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَطَىٰ سِيرَةٍ

অনুচ্ছেদ : সালাত আদায়কালীন কিবলার দিকে কয়েক কদম হাঁটা

১২০৯. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ *

১২০৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি দরজা খুলতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সালাত আদায় করছিলেন আর দরজা ছিল কিবলার দিকে। তখন তিনি বাম দিকে অথবা কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন এবং পুনরায় সালাতের স্থানে ফিরে আসলেন।

بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাতে তালি দেওয়া

১২১০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ زَادَا بْنُ الْمُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ *

১২১০. কুতায়বা (ইবন সাঈদ) এবং মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (সালাতে) তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য, (মুহাম্মদ) ইবন মুছান্না (র) 'সালাতে' এ শব্দটি বেশি বলেছেন।

১২১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنَّهُمَا سَمِعَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ *

১২১১. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য।

بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে তাসবীহ পড়া

১২১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَآنْبَانَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ *

১২১২. কুতায়বা এবং সুওয়াইদ ইবন নসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাসবীহ পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য।

১২১৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ *

১২১৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাসবীহ পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য।

الْتَّنَنُجُ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে গলা ঝাঁকার দেওয়া

১২১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ الدُّكْلِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَاعَةٌ أَتَيْهِ فِيهَا فَاذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ أَنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحَّجَحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي *

১২১৪. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল, তখন আমি তাঁর কাছে আসতাম, আমি যখন তাঁর কাছে আসতাম অনুমতি চাইতাম। যদি তাঁকে সালাতরত পেতাম তবে তিনি গলা ঝাঁকার দিলে আমি প্রবেশ করতাম, আর অবসর থাকলে আমাকে অনুমতি দিতেন।

১২১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ . عَنْ ابْنِ نُجَيْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّنَجُ لِي *

১২১৫. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে আমার জন্য প্রবেশের দুটি নির্দিষ্ট সময় ছিল। একটি রাতে অপরটি দিনে। যখন রাতে প্রবেশ করতাম তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে গলা খাঁকার দিতেন।

১২১৬. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَرْحَبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَنْ عَلِيٍّ كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ أَتِيهِ كُلُّ سَحَرٍ فَأَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحَّنَجَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ *

১২১৬. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - নুজাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল যা সৃষ্টি জগতের মধ্যে অন্য কারো জন্য ছিল না, আমি তাঁর কাছে প্রতি রাতের শেষাংশে আসতাম এবং আসসালামু আলাইকুম ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ ! বলতাম। তখন যদি তিনি গলা খাঁকার দিতেন তা হলে আমি ঘরে ফিরে যেতাম আর তা না হলে তাঁর কাছে যেতাম।

بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কাঁদা

১২১৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَاجْوَفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمَرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي *

১২১৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, আর তাঁর ভিতরে ডেকচির শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।

بَابُ لَعْنِ إِبْلِيسَ وَالتَّعَوُّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে ইবলীসকে লানত দেওয়া এবং তার থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া

১২১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ . عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِّيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ فَلَمْ يَتَأَخَّرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وَلِدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ *

১২১৮. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) সালাতে দাঁড়ালে আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, আমি তোর (ইবলীস) থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর লানত দ্বারা তোকে লানত দিচ্ছি। (এ বাক্যটি তিনি) তিনবার (বললেন) এবং হাত প্রসারিত করলেন যেন কোন কিছু ধরতে চাচ্ছেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! (আজ) আমরা সালাতে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো বলতে শুনিনি, আর (আজ) আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলীস অগ্নিস্কুলিংগ নিয়ে এসেছিল আমার চেহারায়ে নিক্ষেপ করার জন্য, তখন আমি তিনবার বললাম, আমি তোর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরপর আমি তিনবার বললাম - আল্লাহর লানত দ্বারা আমি তোকে লানত দিচ্ছি। এতেও সে যখন পেছনে সরে গেল না, তখন আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর দোয়া না থাকতো তা হলে সে তোর পর্যন্ত ঝুঁটির সাথে বাঁধা থাকতো; তার সাথে মদীনার শিশু-কিশোররা খেলা করত।

الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ

সালাতে কথা বলা

১২১৯. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَأَسِعَا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

১২১৯. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) সালাতে দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম, তখন এক বেদুঈন সালাতরত অবস্থায় বলে উঠলো, “ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর রহম কর, আর আমাদের সাথে আর কারোর উপর রহম করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালে ঐ বেদুঈনকে বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে সংকুচিত করে দিলে। এর দ্বারা তিনি আল্লাহর রহমতকে বুঝিয়েছেন।”

১২২০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَأَسِعَا *

১২২০. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন (একদা) মসজিদে প্রবেশ করল এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে বললো, “ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মদ ﷺ -এর ওপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারো উপর রহম করো না।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে সংকুচিত করে দিলে।

১২২১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوهُمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخْطُونَ

১. এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাতের মধ্যে কথা বলা বৈধ নয়। তা না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের মধ্যেই বেদুঈনকে উপরোক্ত কথা বলতেন।

قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ قَالَ وَبَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّثَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَانْكَلَ أُمْيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ قَالَ فَضْرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ قَالَ إِنَّ صَلَوَاتِنَا هَذِهِ لَا يَصْلِحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ قَالَ ثُمَّ أَطْلَعْتُ إِلَى غُنَيْمَةٍ لِّي تَرْعَاهَا جَارِيَةً لِّي فِي قَبْلِ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ وَ إِنِّي أَطْلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي آدَمَ أَسْفُ كَمَا يَأْسِفُونَ فَصَكَّكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَظِمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَعْتِقُهَا قَالَ ادْعُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَنْ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتَقُهَا *

১২২১. ইসহাক ইবন মনসূর (র) - - - - মু'আবিয়া ইবন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা নিকট অতীতে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত ছিলাম, তারপর আল্লাহ তা'আলা ইসলাম পাঠালেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক শুভ অশুভ লক্ষণ মানে। তিনি বললেন, তা এক প্রকার কুসংস্কার, যা তাদের মনে উদ্বেক হয়ে থাকে এটা যেন তাদের কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। আমি আরো বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকদের কাছে যাতায়াত করে। তিনি বললেন, তোমরা গণকদের কাছে যেয়ো না। তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কিছু লোক রেখা টেনে থাকে, তিনি বললেন নবীদের মধ্যে একজন নবী রেখা টানতেন। [ইদ্রীস (আ) অথবা দানিয়াল (আ)] অতএব, যার রেখা তাঁর রেখার সাথে মিলে যায় তা সঠিক বলে প্রতিপন্ন হবে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সালাতে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি يَرْحَمُكَ اللَّهُ বললাম, তখন উপস্থিত লোকজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলে আমি বললাম, তোমাদের মাতারা তোমাদের হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কি হল তোমরা আমার দিকে এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন লোকজন (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) তাদের উরুদেশে তাদের হাত মারতে আরম্ভ করলো, আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে আমি (রাগান্বিত না হয়ে) চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন আমাকে ডাকলেন, তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান

অধ্যায় : সালাত আরম্ভ করা

হোক । তিনি (সালাতে আমার অবাস্তিত কথাবার্তার জন্য) আমাকে তিরস্কারও করলেন না এবং কটু কথাও বললেন না । আমি তার পূর্বে বা পরে তাঁর থেকে উত্তম কোন শিক্ষক দেখিনি । তিনি বললেন, আমাদের এ সালাতে কারো কথা বলা সমীচীন নয় । এতো হল তাসবীহ, তাকবীর এবং তিলাওয়াতে কুরআনের সমষ্টি । রাবী বলেন, এরপর আমার একটি বকরীর পাল আমার দিকে এগিয়ে আসল যা আমার দাসী উহুদ এবং জাওয়ানীয়ায় চরাচ্ছিল । আমি দেখলাম যে, বাঘে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে । আমিও তো এক আদম সন্তান তাই আমি (দাসীর উপর) রাগান্বিত হয়ে গেলাম, যেমন অন্যরাও রাগান্বিত হয়ে থাকে । অতএব, আমি দাসীকে একটা চড় মারলাম । এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে তাঁর সংবাদ দিলাম । তিনি চড় মারাকে খুবই অন্যায কাজ মনে করলেন । আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি তাঁকে (এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) আযাদ করে দেব ? তিনি বললেন, আযাদ করে দাও, সে দাসীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কোথায় ? সে বললো, আসমানে । তিনি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে ? সে বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ । এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সে মু’মিন, অতএব তাকে আযাদ করে দাও ।”

১২২২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَرِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ *

১২২২. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - - য়াদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় সালাতে তাঁর সঙ্গীর সাথে কোন প্রয়োজনে কথা বলছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হল : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অর্থ : তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে (২ : ২৩৮) । তখন আমাদের (সালাতে) চুপ থাকতে আদেশ করা হল ।

১২২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنَيْةٍ وَأَسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ كُلْثُومٍ . عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ فِيرَدُّ عَلَى فَاتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْنِي ثُمَّ ذَكَرَ

كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَحَدَتْ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تُكَلِّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *

১২২৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আশ্বার (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর সালাতরত অবস্থায় আসতাম, আমি তাঁকে সালাম করতাম, তিনি উত্তর দিতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। যখন তিনি সালাম ফিরালেন মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সালাতের ব্যাপারে একটি নতুন হুকুম নাযিল করেছেন যে, তোমরা (এতে) আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে না। আর তা তোমাদের জন্য সমীচীনও নয় আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

১২২৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ . عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ
حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ وَأَخَذَنِي
مَاقْرُبَ وَمَا بَعْدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ
أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ *

১২২৪. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - (আবদুল্লাহ) ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-কে সালাম করলে তিনি উত্তর দিতেন (কিন্তু) আমরা হাবশা (ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন না। তখন আমি নিকট-অতীত এবং দূর-অতীতের স্বীয় ঘটিত কোন অপরাধের কথা চিন্তা করতে লাগলাম ও বসে গেলাম। এরপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখনই ইচ্ছা করেন নতুন নতুন হুকুম নাযিল করেন। তিনি একটি (নতুন) হুকুম নাযিল করেছেন যে, সালাতে কথা বলা যাবে না।

مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهُدْ

দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহুদ না পড়ে যে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় সে কি করবে ?

১২২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
الْأَعْرَجِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ
قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ فَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১২২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন না। মুসল্লীরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি তাঁর সালাত শেষ করলেন এবং আমরা সবাই তাঁর সালাম ফিরাবার অপেক্ষায় ছিলাম, তিনি তাকবীর বললেন এবং বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন। তারপর (শেষ) সালাম ফিরালেন।

١٢٢٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ *

১২২৬. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুহায়না (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সালাতে (এমন সময়) দাঁড়িয়ে গেলেন যখন তাঁর উপর বসা প্রয়োজন ছিল, তারপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন।

مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ

যে দু'রাক'আতের পর ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলল এবং কথা বলে ফেলল সে কি করবে ?

١٢٢٧. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَوَتِي الْعَثِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَاَنْطَلَقَ إِلَى خَشْبَةِ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضَبَانٌ وَخَرَجَتْ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَأَّمَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ قَالَ كَانَ يُسَمَّى ذَالْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتُ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ الصَّلَاةُ قَالَ وَقَالَ أَكْمَا يَقُولُ ذَوَالْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ * .

১২২৭. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে অপরাহ্নের (জোহর ও আসর) দু'সালাতের এক সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, তবে কোন্ সালাত তা আমি ভুলে গেছি। তারপর তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরসহ দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। এরপর মসজিদে প্রস্থে রাখা একটি কাঠ খণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে তাতে ঠেস দিলেন যেন তিনি রাগান্বিত, আর সব কাজে অগ্রে থাকা সাহাবীগণ মসজিদের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তাঁদের মধ্যে আবু বকর এবং উমর (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরো একজন সাহাবী ছিলেন যার হাত কিছুটা লম্বা ছিল। (রাবী বলেন) তাঁকে যুল ইয়াদাইন^১ (দু'হাত বিশিষ্ট) বলা হত। তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন না সালাত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে?” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ভুলেও যাইনি এবং সালাত সংক্ষিপ্তও হয়নি। রাবী বলেন, তারপর নবী ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি মসজিদে ফিরে আসলেন এবং যা ছুটে গিয়েছিল তা আদায় করে নিয়ে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ একটা সিজদা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন আবার তাকবীর বলে পূর্বের মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ আরো একটা সিজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন।

١٢٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ * .

১২২৮. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকআত সালাতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন তাঁকে যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে? সাহাবীগণ বললেন। হ্যাঁ; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ একটা

সিজদা করলেন। পরে মাথা ওঠালেন এবং পূর্বের সিজদার মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ আরো একটা সিজদা করে মাথা ওঠালেন।

১২২৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا نَعَمْ فَاتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ *

১২২৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেললে যুল ইয়াদায়ন (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর কোনটাই নয়। যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, নিশ্চয় এতদুভয়ের কোন একটা হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট সালাত পূরা করলেন এবং সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন।

১২২৮. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوا أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ *

১২৩০. সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করলেন।

১২৩১. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَادْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اُنْقِصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ لَمْ تَنْقُصِ الصَّلَاةُ وَلَمْ
أَنْسَ قَالَ بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ *

১২৩১. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সালাত আদায়কালে দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। সালাত শেষ করে ফেরার সময় যুল ইয়াদায়ন (রা) তাঁকে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন ? তিনি বললেন, সালাত সংক্ষিপ্তও করা হয়নি আর আমিও ভুলিনি। যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! (নিশ্চয় এতদুভয়ের কোন একটা হয়েছে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন (রা) কি সত্য বলছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে (আর) দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٢٣٢. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ضُمْرَةَ عَنْ
يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقْصِرْتَ
الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَمَّ الصَّلَاةَ *

১২৩২. হারুন ইব্ন মুসা ফারবী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুল করে (একদা) দু'রাকআতের পরই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, তখন তাঁকে যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পূর্ণ করে নিলেন।

١٢٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ
فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو اُنْقِصْتَ
الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا نَبِيَّ
اللَّهُ فَاتَمَّ بِهِمُ الرُّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقِصَ *

১২৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর অথবা আসরের সালাত আদায়কালে দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন। তখন তাঁকে যুল ইয়াদায়ন ইব্ন আমর (রা) বললেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুল ইয়াদায়ন কি বলছে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সত্যই বলছে, তখন তিনি তাঁদের নিয়ে যে দু'রাকআত কম হয়েছিল তা আদায় করে নিলেন।

১২৩৪. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَنَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ *

১২৩৪. আবু দাউদ (র) - - - - আবু বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবু হাসমা (র) বলেন, তাঁর কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআত সালাত আদায় করলে যুল ইয়াদায়ন (রা) তাঁকে অনুরূপ বলেছিলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السُّجْدَتَيْنِ

দু'সিজদা সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়তের মধ্যে পার্থক্য

১২৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرٍ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا بَعْدَهُ *

১২৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিন সালামের পূর্বে বা পরে সিজদা করেন নি।

১২৩৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

১২৩৬. আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন আসওয়াদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১২৩৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ *

১২৩৭. আমর ইব্ন সাওয়াদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল ইয়াদায়ন (রা)-এর দিন সালামের পর দু' সিজদা করেছিলেন।

১২৩৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ وَخَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ وَهَمَهُ بَعْدَ السَّلَامِ *

১২৩৮. আমর ইব্ন উছমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্বীয় ভুলের কারণে সালামের পর সিজদা করেছিলেন।

১২৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ فَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১২৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র) - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁদের নিয়ে সালাত আদায়কালে ভুল করে ফেললেন এবং দু'সিজদা করে সালাম ফিরালেন।

১২৪০. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَقُولُ لَهُ الْخُرْبَاقُ فَقَالَ يَعْزِي نَقِصَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ أَصَدَقَ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرُّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১২৪০. আবুল আশআস (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাতের তিন রাকআত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন খিরবাক (রা) নামী এক সাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চাদর সামলাতে সামলাতে বের হয়ে বললেন, এ কি সত্য বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে সে রাকআত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে সে রাকআতের জন্য দু'সিজদা করলেন ও সালাম ফিরালেন।

بَابُ اِتِّمَامِ الْمُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীর সন্দেহ হলে যা স্বরণ আছে তার উপর সালাত শেষ করা

১২৪১. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيُلْغِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِاِتِّمَامٍ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتْ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ *

১২৪১. ইয়াহয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে সন্দেহ করে তখন সে যেন সন্দেহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যখন সমাপ্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় তখন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু'সিজদা তাঁর (ঐ পাঁচ রাকআত) সালাতকে জোড় (দু'রাকআত) বানিয়ে দেবে। আর যদি সে চার রাকআত আদায় করে থাকে, তা হলে এ দু'সিজদা শয়তানের জন্য অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১২৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَمْ يَذَرْ أَحَدُكُمْ صَلًى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رُكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتْ لَهُ صَلَوَتُهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ *

১২৪২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন (তোমাদের) কেউ বুঝতে না পারে যে, সে তিন রাকআত আদায় করেছে না চার রাকআত?

তখন সে যেন আরো এক রাকআত আদায় করে নেয়, এবং বসা অবস্থায় তার পরে দু'টি সিজদা করে নেয়। যদি সে পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু'সিজদা তাঁর সালাতকে জোড় (দু'রাকআত) বানিয়ে দেবে, আর যদি সে চার রাকআত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু'সিজদা শয়তানের জন্য অপমানের কারণ হবে।

بَابُ التَّحَرِّيِّ

অনুচ্ছেদ : (সালাত আদায়কালে সন্দেহ হলে) ভেবে দেখা

১২৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلَهْلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فِيهِ فَيَتِمَّهُ ثُمَّ يَغْنَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ *

১২৪৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) - - - - আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে। যা সে সঠিক মনে করে তা পূর্ণ করবে, তারপর দু'টি সিজদা করে নেবে। রাবী বলেন, আমি হাদীসের কিছু শব্দ যেরকম ভাবে ইচ্ছা করেছিলাম সে রকমভাবে বুঝে উঠতে পারিনি।

১২৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ *

১২৪৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামি (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা)^১ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তখন সে যেন ভেবে দেখে এবং সালাত শেষে দু'টি সিজদা করে নেয়।

১২৬৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَادَ

وَنَقَصَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ لَوْ حَدَّثَ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৪৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) সালাত আদায়কালে কিছু বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে ফেললেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতে কি কোন কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, যদি সালাতে কোন কিছু ঘটে থাকত তা হলে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিতাম, কিন্তু আমি তো একজন মানুষ, আমিও ভুলে যেতে পারি যেমনভাবে তোমরা ভুলে যেতে পার। অতএব, তোমাদের কারো যদি তার সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে যে, কোনটা সঠিকের কাছাকাছি। যা সঠিক বলে মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে সালাত শেষ করবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করে নেবে।

١٢٤٦. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَذَكَّرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ فَنَتْنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ يَسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ *

১২৪৬. হাসান ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সুলায়মান মুজালিদী (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) সালাত আদায়কালে কিছু বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে ফেললেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, আমরা বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ! সালাতে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, তা কি? তখন তিনি যা করেছেন আমরা তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি পা গুটিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে সত্বর (ভুলের) জন্য দু'টি সিজদা করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, যদি সালাতে কিছু ঘটে থাকত তাহলে তা আমি তোমাদের অবহিত করে দিতাম। তারপর বললেন, আমিও তো একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যেতে পার আমিও তেমনভাবে ভুলে যেতে পারি। অতএব, যদি তোমাদের

কারো সালাতে সন্দেহের উদ্বেক হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে কোন্টা সঠিক, তারপর সালাম ফিরিয়ে সহর (ভুলের) জন্য দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٤٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٍ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوا أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَّثٌ قَالَ مَا ذَاكَ فَأَخْبَرُوهُ بِصَنْبِيعِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فذَكِّرُونِي وَقَالَ لَوْ كَانَ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَّثٌ أَنْبَأْتُكُمْ وَقَالَ إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لِيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৪৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) জোহরের সালাত আদায় করে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরালেন তখন তারা বলল, সালাতে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, তা কি? তখন মুসল্লীগণ তাঁর কৃত কাজ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন তিনি তাঁর পা গুটিয়ে নিলেন, এবং কিবলার দিকে মুখ করে দু'টি সিজদা করলেন ও সালাম ফিরালেন। তারপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, আমিও তো একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যেতে পার আমিও তেমনিভাবে ভুলে যেতে পারি। যদি আমি ভুলে যাই তা হলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তিনি আরো বললেন, যদি সালাতে কিছু ঘটে থাকত তা হলে আমি তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। তিনি আরো বললেন, তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহের উদ্বেক হয় তবে সে যেন ভেবে দেখে যা সঠিকের কাছাকাছি বলে মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে সালাত শেষ করে নেয় ও দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٨. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৪৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্বেক হলে সে যেন কোন্টা সঠিক তা ভেবে দেখে, তারপর সালাত শেষ করে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নেয়।

১২৪৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৪৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (রা) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মুসল্লী সালাতে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন কোনটা সঠিক তা ভেবে দেখে তারপর দু'টি সিজদা করে নেয়।

১২৫০. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ *

১২৫০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (রা) - - - - ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বলতেন, কেউ যদি সালাতে সন্দেহে পতিত হয় তা হলে সে যেন কোনটা সঠিক তা ভেবে দেখে তারপর দু'টি সিজদা করে নেয়।

১২৫১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ *

১২৫১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (রা) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে যেন সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করে নেয়।

১২৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ *

১২৫২. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম (রা) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় সে যেন সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করে নেয়।

১২৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ

بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ *

১২৫৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় সে যেন সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٥٤. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ حَجَّاجٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَقَالَ رَوْحٌ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৫৪. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে যেন দু'টি সিজদা করে নেয়। রাবী হাজ্জাজ (র) বলেন, সালামের পর; রাবী রাওহু (র) বলেন, বসা অবস্থায়।

١٢٥٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَوَتُهُ حَتَّى لَا يَذَرِي كَمْ صَلَّى إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৫৫. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন শয়তান এসে তাঁর সালাতে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাকআত সালাত আদায় করেছে। অতএব, যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নেয়। ১

١٢٥٦. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ

التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتَّى لَا يَذَرْنِي كَمْ صَلَّى فَادَا
رَأَى أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৫৬. বিশ্ব ইব্ন হেলাল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পালাতে থাকে। আর তার থেকে আওয়ায সহকারে বায়ু বের হতে থাকে। আর যখন ইকামাত শেষ হয় তখন সে পুনঃ আগমন পূর্বক মুসল্লীদের মনে নানা খটকা সৃষ্টি করতে থাকে, ফলে মুসল্লী বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকআত আদায় করল। অতএব, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তা অনুভব করে তবে সে যেন দু'টি সিজদা করে নেয়।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى خَمْسًا

অনুচ্ছেদ : যে পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলো সে কি করবে ?

١٢٥٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْأَفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ
وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَتَنَّى رِجْلَهُ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ *

১২৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন জোহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেললেন। তখন তাঁকে বলা হল, সালাত কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ? তিনি বললেন, তা কিভাবে ? সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি তাঁর পা গুটিয়ে দু'টি সিজদা করে নিলেন।

١٢٥٨. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا
شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৫৮. আবদাহ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন সাহাবীগণকে নিয়ে জোহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেললেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নিলেন।

১২৫৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهْلَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى عَلَقَمَةُ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتُ قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى قَالَ وَأَنْتَ يَا أَعُورُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَوَشَّوْشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا فَاخْبِرُوهُ فَثَنِي رَجُلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ *

১২৫৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) - - - ইবরাহীম ইবন সুওয়ায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) একদিন পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করে ফেললেন। তখন তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, আমি (অনুরূপ) করিনি। ইবরাহীম (র) বলেন আমি আমার মাথার দ্বারা ইশারা করলাম নিশ্চয়ই (আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন)। তিনি বললেন, হে অন্ধ! তুমিও (এরূপ) সাক্ষ্য দিচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ; তখন তিনি দু'টি সিজদা করলেন তারপর আমাদের হাদীস বর্ণনা করলেন।

১২৬০. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَهَا عَلَقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي صَلَوَاتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فَقَالَ أَكَذَلِكَ يَا أَعُورُ قَالَ نَعَمْ فَحَلَّ حُبُوتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السُّهُوَ وَ قَالَ هُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ وَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ كَانَ عَلَقَمَةُ صَلَّى خَمْسًا *

১২৬০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - শাবী থেকে বর্ণিত যে, (একদা) আলকামা ইবন কায়স (র) সালাতে ভুল করে ফেলে (সালাত শেষে) কথা বলার পর লোকেরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন, হে আওয়ার! ঘটনা কি এরূপই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বাহ বন্ধন খুলে ফেলে সত্বর (ভুলের) জন্য দু'টি সিজদা করলেন, এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছিলেন। রাবী বলেন, আমি হাকাম (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আলকামা (র) সে দিন পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছিলেন।

১২৬১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلَقَمَةَ صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

بُنْ سُوَيْدٍ يَا أَبَا شَيْبَلٍ صَلَّيْتُ خُمْسًا فَقَالَ أَكْذَلِكِ يَا أَعُورُ فَسَجَدَ سَجْدَتِي
السُّهُورِ ثُمَّ قَالَ هُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

১২৬১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আলকামা (র) (একাদা) পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করে ফেললেন। সালাম ফিরালে ইবরাহীম ইব্ন সুওয়ায়দ (র) বললেন, হে আবু শিবল (আলকামা) (র)! আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, হে আওয়ায়! ঘটনা কি এরূপই? পরে সহর জন্য দু'টি সিজদা করলেন, তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছিলেন।

١٢٦٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
صَلَّى أَحَدَى صَلَوَتِي الْعَشِيِّ خُمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا
ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتُ خُمْسًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا بِشَرِّ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَ أَذْكَرُ كَمَا
تَذْكُرُونَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أَنْفَلَ *

১২৬২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্নের দু'সালাতের এক সালাতে পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেললে তাঁকে বলা হল, সালাত কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, তা কিভাবে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, আমিও তো একজন মানুষ! তোমরা যেরূপ ভুলে যেতে পার আমিও তদ্রূপ ভুলে যেতে পারি। তোমাদের যেরূপ স্মরণ থাকে আমারও তদ্রূপ স্মরণ থাকে। তারপর দু'টি সিজদা করে সালাত শেষ করে নিলেন।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَوَاتِهِ

অনুচ্ছেদ : যে সালাতের কিছু ভুলে যায় সে কি করবে?

١٢٦٣. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ
عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ
عَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِّنْ صَلَوَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ *

১২৬৩. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ-এর পিতা (ইউসুফ) (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) (একদিন) তাদের সামনে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে এমন সময় দাঁড়িয়ে গেলেন, যখন তাঁর উপর বসা প্রয়োজন ছিল। মুসল্লীরা সুবহানাল্লাহ বললে তিনি দাঁড়ানো অবস্থায়ই থাকলেন। সালাত শেষ করার পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, তারপর মিম্বারের উপর বসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে মুসল্লী তার সালাতে কোন কিছু ভুলে যায় সে যেন এ দু'টি সিজদার ন্যায় (দু'টি) সিজদা করে নেয়।

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي سَجْدَتَيِ السُّهُورِ

অনুচ্ছেদ : সহর দু'সিজদায় তাকবীর বলা

১২৬৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الثَّنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَوَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ وَسَجَدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ *

১২৬৪. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জোহরের দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন না। যখন সালাত শেষ করলেন তখন বসা অবস্থায় সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন, প্রত্যেক সিজদায় তাকবীর বললেন, অন্য মুসল্লীরাও ভুলে না বসার জন্য তাঁর সঙ্গে ঐ দু'সিজদা করে নিলেন।

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الرُّكْعَةِ الَّتِي يُقْضَى فِيهَا الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ : যে রাকআতে সালাত শেষ হবে তাতে কিভাবে বসতে হবে ?

১২৬৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ دَارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ . عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُقْضَى فِيهِمَا الصَّلَاةُ آخِرَ رَجُلِهِ
الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شَقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ *

১২৬৫. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ঐ দু'রাকআতে পৌছতেন, যে দু'রাকআতের পর সালাত শেষ হবে তখন তাঁর বাম পা নিতম্বের নিচ দিয়ে ডান পাশে বের করে দিতেন এবং নিতম্বের নিচ দিয়ে পা বের করা অবস্থায় নিতম্বের উপর বসতেন।

١٢٦٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ .
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِنَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى
وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْاَيْسَرَ وَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَ
عَقَدَ ثَنْتَيْنِ الْوُسْطَى وَالْاَيْهَامَ وَأَشَارَ *

১২৬৬. কুতায়বা (র) - - - ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, আর যখন রুকু করতেন ও রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও। আর তিনি যখন বসতেন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করে রাখতেন, আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে ইশারা করতেন।

بَابُ مَوْضِعِ الذِّرَاعَيْنِ

অনুচ্ছেদ : (সালাতে) হস্তদ্বয় রাখার স্থান

١٢٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ
ابْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ .
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَشَ رَجُلَهُ
الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا *

১২৬৭. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী

পা বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন এবং তর্জনি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে তদ্বারা দোয়া করলেন।

مَوْضِعُ الْمِرْفَقَيْنِ

(সালাতে) কনুইদ্বয় রাখার স্থান

১২৬৮. أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتْهُ بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثَنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِشْرُ بِالسَّبَابَةِ مِنَ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطَى *

১২৬৮. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, তিনি কীভাবে সালাত আদায় করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিবলার দিকে মুখ করে তাঁর হস্তদ্বয় ওঠালেন এমনভাবে যে, তা তাঁর কর্ণদ্বয়ের বরাবর হয়ে গেল, তারপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন, যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করলেন তখন হস্তদ্বয় পূর্বের ন্যায় ওঠালেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন, যখন তিনি তাঁর মাথা রুকু হতে ওঠালেন হস্তদ্বয়কে পূর্বের ন্যায় ওঠালেন। তারপর যখন তিনি সিজদা করলেন, তাঁর মাথা হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলেন। পরে বসে তাঁর বাম পা বিছালেন ও বাম হাত বাম উরুর ওপর রাখলেন। আর তাঁর ডান কনুই ডান উরুর ওপর রাখলেন এবং দু'আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন। তাঁকে এরূপই করতে দেখেছি। রাবী বিশর (র) তর্জনি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْكَفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ : (সালাতে) পাঞ্জাঘর রাখার স্থান

১২৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٌ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ شَيْخٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَقِيتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَى فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ لَا تُقَلِّبِ الْحَصَى فَإِنَّ تَقْلِيلَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ قُلْتُ وَكَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَكَذَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ *

১২৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আলী ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর পার্শ্বে সালাত আদায় করছিলাম, তখন আমি কংকর (সিজদার স্থান থেকে) সরালে তিনি আমাকে বললেন, তুমি (সিজদার স্থান থেকে) কংকর সরাবে না, কেননা তা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেই হয়ে থাকে এবং তুমি করবে যেকোনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি করতে দেখেছি। (আলী (রা) বলেন) আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, এরূপ। আর ডান পা খাড়া করলেন ও বাম পা বিছালেন এবং তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরু ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন।

بَابُ قَبْضِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى دُونَ السَّبَّابَةِ

অনুচ্ছেদ : তর্জনি ব্যতীত ডান হাতের অন্যান্য আঙ্গুল বন্ধ করা

১২৭০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ أَضْنَعُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَضْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ وَقَبْضُ يَغْنَى أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى *

১২৭০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আলী ইব্ন আব্দুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আব্দুল্লাহ) ইব্ন উমর (রা) আমাকে দেখলেন যে, আমি সালাতে পাথর নিয়ে খেলা করছি। যখন তিনি

সালাম ফিরালেন আমাকে (তা থেকে) নিষেধ করলেন ও বললেন, তুমি সেরূপই করবে যে রূপ তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। আমি বললাম, তিনি কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি সালাতে বসতেন তাঁর ডান হাত তাঁর উরুর উপর রাখতেন ও বন্ধ করে দিতেন অর্থাৎ তাঁর সমস্ত অঙ্গুলি, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জানী) দ্বারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন।

بَابُ قَبْضِ الثَّنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْيُمْنَى وَالْأَبْهَامِ وَعَقْدِ الْوُسْطَى

অনুচ্ছেদ : ডান হাতের দু'অঙ্গুলি বন্ধ রাখা এবং এর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানানো

১২৭১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيَمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا مُخْتَصِرٌ *

১২৭১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, তিনি কিভাবে সালাত আদায় করেন। অতএব, আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। পরে তিনি বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে) বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন ও তাঁর বাম হাত তাঁর উরু ও বাম হাঁটুর উপর রাখলেন আর তাঁর ডান উরুর উপর ডান কনুই খাড়া রাখলেন এবং তাঁর দু'টি অঙ্গুলি বন্ধ রাখলেন ও (অন্য দু'টি দ্বারা) গোলাকার বৃত্ত বানালেন তারপর একটি অঙ্গুলি ওঠালেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি সেই অঙ্গুলিটা নাড়াচ্ছেন আর তদ্বারা ইশারা করছেন। (সংক্ষেপিত)

بَابُ بَسْطِ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ

অনুচ্ছেদ : বাম হাত হাঁটুর উপর খুলে রাখা

১২৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أَصْبُعَهُ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَ يَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِأَسْطِهَا عَلَيْهَا *

১২৭২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - (আব্দুল্লাহ) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জনি) উপরে ওঠাতেন ও তদ্বারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত হাঁটুর উপর রাখতেন।

١٢٧٣. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَ لَا يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ زَادَ عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوا ذَلِكَ وَ يَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى *

১২৭৩. আইয়ুব ইব্ন মুহাম্মাদ ওয়াযযান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন দোয়া করতেন, অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন কিন্তু তা নাড়তেন না। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, হাদীসের অন্যতম রাবী আমর (র) এতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, আমির তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে অনুরূপভাবে দোয়া করতে এবং তাঁর বাম হাত দ্বারা তাঁর বাম পায়ের উপর ঠেস দিতে দেখেছেন।

بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْأَصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : (সালাতে) তাশাহহুদ (আত্‌তাহিয়্যাত্) আদায়কালে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা

١٢٧٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَصِّلِيُّ عَنْ الْمُعَافَى عَنْ عَصَامِ بْنِ قَدَامَةَ . عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْخَزَاعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ *

১২৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্মার (র) - - - - মাওসিলী নুমায়র খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখলাম যে, তিনি সালাতে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রেখেছেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِأَصْبَعَيْنِ وَبِأَيِّ أَصْبَعٍ يُشِيرُ

অনুচ্ছেদ : দু'অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা এবং কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতে হবে তার বর্ণনা

১২৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأَصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا أَحَدًا *

১২৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী (সা'দ রা) দু'অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে, এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে।

১২৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَدْعُوا بِأَصَابِعِي فَقَالَ أَحَدًا أَحَدًا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ *

১২৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামি (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) আমার কাছ দিয়ে গেলেন। তখন আমি আমার সমুদয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে, এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং তিনি তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন।

بَابُ إِحْنَاءِ السَّبَابَةِ فِي الْإِشَارَةِ

অনুচ্ছেদ : ইশারা করার সময় তর্জনি অঙ্গুলি ঝুঁকানো

১২৭৭. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ قُدَّامَةَ الْجَدَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي . مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخَزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ وَأَضِعًا

ذِرَاعُهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو *

১২৭৭. আহমদ ইবন ইয়াহয়া সূফী (র) - - - - বসরার অধিবাসী নুমায়র খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাতে বসা অবস্থায় ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে তর্জনি উঁচু করে কিছুটা ঝুকিয়ে রেখে ইশারা করতে দেখেছেন।

مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ

(সালাতে) তর্জনি দ্বারা ইশারা করার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান

١٢٧٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ *

১২৭৮. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহুদ আদায় করতে বসতেন তখন তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করতেন। আর দৃষ্টি তাঁর ইশারা অতিক্রম করত না।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে দোয়া করার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা

١٢٧٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَنْتَهِيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لِيَخْطَفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ *

১২৭৯. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসল্লীগণ সালাতে দোয়া করার সময় আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকবে। নতুবা তাদের দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তা'আলা কেড়ে নেবেন।

بَابُ إِجَابِ التَّشْهَدِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে তাশাহুদ ওয়াজিব হওয়া

১২৮. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَ مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ . عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشْهَدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ *

১২৮০. সাঈদ ইবন আব্দুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ মাখযুমী (র) - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাশাহুদ-এর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাতে বলতাম : আল্লাহর উপর সালাম, জিবরাঈল ও মীকাঈলের উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ বলবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং সালাম বরং তোমরা বলবে : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ .

تَعْلِيمُ التَّشْهَدِ كَتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ

কুরআন শরীফের সূরা শিক্ষা দানের ন্যায় তাশাহুদ শিক্ষা দান

১২৮১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشْهَدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ *

১২৮১. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - (আব্দুল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেদ্রুপভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

بَابُ كَيْفِ التَّشْهَدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহহুদ কিরূপ ? (তাশাহহুদের বর্ণনা)

১২৮২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَّاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ *

১২৮২. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং সালাম। অতএব, তোমাদের কেউ যখন (সালাত আদায়কালে) বসে তখন সে যেন ত্বাহি়াতুল্লাহ ও ত্বাহি়াতুল্লাহ ও ত্বাহি়াতুল্লাহ ও ত্বাহি়াতুল্লাহ বলে : رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ এরপর দোয়া মাছুরা (কুরআন-হাদীসে বর্ণিত) দোয়া থেকে যা ইচ্ছা হয় পড়বে।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشْهَدِ

অন্য আর এক প্রকার তাশাহহুদ

১২৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَوَاتَنَا فَقَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ

فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ
 فَتِلْكَ بَيْتُكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
 حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَ
 يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتِلْكَ بَيْتُكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ
 قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
 النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

১২৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - (আবু মুসা) আশ'আরী (রা) থেকে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে (একদিন) খুতবায় আমাদের সুনাত শিক্ষা দিলেন,
 আমাদের সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তোমাদের
 কাতার সোজা করে নেবে। তারপর তোমাদের একজন তোমাদের ইমামতি করবে। যখন সে তাকবীর
 বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে আর যখন সে ওয়ালাদদ্বাল্লীন বলবে, তোমরা তখন 'আমীন' বলবে,
 আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। তারপর যখন সে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে তখন তোমরাও
 তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকুতে যাবে এবং তোমাদের পূর্বে রুকু
 থেকে উঠবে। নবী ﷺ বললেন, এ (তোমাদের রুকুতে পরে যাওয়া এবং রুকু থেকে পরে ওঠা)
 তার (ইমামের রুকুতে তোমাদের আগে যাওয়া ও তোমাদের আগে ওঠার) সমান হয়ে যাবে। আর যখন
 ইমাম 'সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা 'আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে।
 আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর মুখ দ্বারা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা
 তা শুনে। তারপর যখন ইমাম তাকবীর বলে সিজদা করবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা
 করবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবে এবং তোমাদের পূর্বে সিজদা থেকে ওঠবে।
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ (তোমাদের সিজদায় ইমামের পরে যাওয়া ও পরে ওঠা) তাঁর (ইমামের
 সিজদায় তোমাদের আগে যাওয়া ও আগে ওঠারও সমান হয়ে যাবে। আর যখন তোমরা বসবে তখন
 তোমাদের প্রত্যেকে বলবে : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
 النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

نَوْعُ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

আর এক প্রকার তাশাহুদ

১২৮৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيُّمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرُّوَايَةِ وَ أَيُّمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ *

১২৮৬. আমার ইবন আলী (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যে রূপভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তা এইরূপ :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ *

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উপর সালাম পাঠানো

১২৮৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ح وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ *

১২৮৫. আব্দুল ওয়াহহাব ইব্ন আব্দুল হাকাম ওয়াররাক ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কতক ফেরেশতা এমনো রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, তাঁরা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন।

فَضْلُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠানোর ফযীলত

১২৮৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوسَجِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

১২৮৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর কাউসাজ (র) - - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সানন্দে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, (আজ) আমরা আপনার চেহারা প্রফুল্লতা দেখছি! তিনি বললেন, আমার কাছে (একজন) ফেরেশতা এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার প্রভু বলছেন যে, আপনাকে কি একথা খুশি করবে না, যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরুদ পড়বে আমি তাঁর উপর দশটি রহমত নাযিল করব। আর যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠাবে আমি তাঁর উপর দশটি শান্তি বর্ষণ করব (সালাম পাঠাব)।

بَابُ التَّمَجِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা

১২৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِيءٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجِلَتْ أَيْهَا الْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهُ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ تَجَبَّ وَسَلَّ تَعَطَّ *

১২৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ফাজালা ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সালাতে দোয়া করতে শুনলেন সে (দোয়া) আল্লাহর প্রশংসাও করল না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদও পড়ল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে মুসল্লী! তুমি দোয়া খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলেছ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লীদের দোয়া শিক্ষা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে সালাত আদায় করল এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল, তাঁর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকে) বললেন, তুমি দোয়া কর, তা (নিশ্চয়) কবুল করা হবে এবং আল্লাহর কাছে চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার আদেশ

١٢٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَعْيَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الذِّي أَرَى النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ نِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ *

১২৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে আমাদের কাছে (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন, তাঁকে বশীর ইব্ন সা'দ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের

আপনার উপর দরুদ পড়তে আদেশ করেছেন, আমরা কীভাবে আপনার উপর দরুদ পড়ব ? তখন রাসূলুল্লাহ
 চূপ রইলেন। আমরা অনুতাপ করলাম যে, যদি তাঁকে জিজ্ঞাসাই না করতাম! তারপর তিনি বললেন,
 তোমরা বলবে : **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ** আর সালামও করবে যেকোনো তোমরা শিখলে।

بَابُ كَيْفِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ কিভাবে পড়তে হবে ?

১২৮৯. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَمَرْنَا بِأَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ أَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ *

১২৮৯. যিয়াদ ইবন যাহযা (র) - - - আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হল, আপনার উপর দরুদ পড়তে ও সালাম পাঠাতে আমাদের আদেশ করা হয়েছে, সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠ করবো ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ** *

نَوْعٌ آخَرُ

আর এক প্রকার দরুদ শরীফ

১২৯০. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ

عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 عَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ قَالَ ابْنُ اَبِي
 لَيْلَى وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ كِتَابِهِ
 وَهَذَا خَطَا *

১২৯০. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনাকে সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু (আপনার উপর) দরুদ কিভাবে পড়ব ? তিনি বললেন, তোমরা **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ** (আবদুর রহমান) ইব্ন আবু লায়লা (র) বলেন, আমরা বলে থাকি তাঁদের সাথে আমাদের উপরেও (রহমত এবং বরকত বর্ষণ কর)। আবু আব্দুর রহমান (নাসাঈ) (র) বলেন, আমার উস্তাদ কাসিম ইব্ন যাকারিয়া উল্লেখিত হাদীস অত্র সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু অত্র সনদ ভুল।

১২৯১. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ
 عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
 اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ - " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ
 نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوَّلِي بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي
 قَبْلَهُ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " *

১২৯১. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনাকে সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরুদ কিভাবে পড়বো ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا**

صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارَكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমরা বলে থাকি তাদের সঙ্গে আমাদের উপরেও (রহম ও বরকত বর্ষণ কর)।
আবু আব্দুর রহমান (নাসাঈ) (র) বলেন, পূর্ববর্তী সনদের তুলনায় অত্র সনদ অধিকতর সঠিক। কাসিম
ইবন যাকারিয়া (র) ব্যতীত অন্য কেউ পূর্ববর্তী সনদে আমার ইবন মুররা (র)-এর নাম উল্লেখ করেন নি।

١٢٩٢. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الْأَاهِدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ *

১২৯২. সুওয়ায়দ ইবন নসর (র) - - - - ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব ইবন
উজরা (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কিছু হাদিয়া দেব না? (পরে বললেন,) আমরা বললাম,
ইয়া রাসূল্লাহ্! আপনাকে সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরুদ কিভাবে
পাঠ করবো? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ -

نَوْعٌ آخَرُ

আর এক প্রকার (দরুদ শরীফ)

١٢٩٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا
مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارَكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ *

১২৯৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠ করতে হবে ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ** .

১২৯৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ *

১২৯৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ (র) - - - - তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, ইয়া নবীআল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমরা আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠ করব ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ** .

১২৯৫. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ *

১২৯৫. সাঈদ ইবন ইয়াহয়া (র) - - - - যায়দ ইবন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ কর এবং বেশি বেশি দাওয়া কর আর তোমরা বল : **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ** ।

نَوْعٌ آخَرُ

আর এক প্রকার (দরুদ শরীফ)

১২৭৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ خُبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ *

১২৯৬. কুতায়বা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার উপর সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ *

نَوْعٌ آخَرُ

আর এক প্রকার (দরুদ শরীফ)

১২৭৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مُسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرْقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ قَالَا جَمِيعًا كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَطْرٌ *

১২৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও হারিছ ইব্ন মিসকীন - - - - আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠ করব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা বলবে : **وَذُرِّيَّتِهِ** হারিছের হাদীসে রয়েছে : **وَذُرِّيَّتِهِ** তারপর উভয় রাবী একত্রে বলেন : **وَذُرِّيَّتِهِ** আবু আব্দুর রহমান (নাসাঈ) (র) বলেন, কুতায়বা (র) অত্র হাদীস আমাদের কাছে দু'বার বর্ণনা করেছিলেন, হয়তো তাঁর বর্ণিত হাদীসের কিয়দংশ যা হারিছ (র) উল্লেখ করেছেন বাদ পড়ে গেছে ।

بَابُ الْفَضْلِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পাঠের ফযীলত

১২৯৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنَى ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سَلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْ ذَاتَ يَوْمٍ وَ الْبُشْرَى يَرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ أَمَا يَرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَلَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

১২৯৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন (আমাদের কাছে) আগমন করলেন । তখন তাঁর চেহারায়ে প্রফুল্লতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল । তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলল, “ইয়া মুহাম্মদ ﷺ ! আপনাকে কি এই সংবাদ খুশি করে না যে, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আমি তাঁর দশবার মাগফিরাত চাইব, আর কেউ যদি আপনাকে একবার সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি দশবার সালাম পাঠাব ।”

১২৯৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

১২৯৯. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন ।

১৩০০. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ *

১৩০০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তাঁর দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে।

بَابُ تَخْيِيرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী -এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পর দোয়া নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনতা

১৩০১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ *

১৩০১. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী ও আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমরা যখন একদিন রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে সালাত আদায়কালে বসলাম, তখন বললাম, আল্লাহর উপর সালাম আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে আর অমুক অমুকের উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর সালাম বলো না, কেননা, আল্লাহই স্বয়ং সালাম, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে বসে তখন সে যেন বলে : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
 কেননা তোমরা যখন এ তাশাহুদ পড়বে তা আসমান এবং যমীনের সকল নেক বান্দার কাছে
 পৌঁছবে। أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ তারপর যে দোয়া
 ইচ্ছা হয় সে দোয়া করবে।

الذِّكْرُ بَعْدَ التَّشْهَدِ

তাশাহুদের পর যিকির করা

১৩.২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا
 أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي
 كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي قَالَ سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا
 وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكَ يَقُلْ نَعَمْ نَعَمْ *

১৩০২. উবায়দ ইব্ন ওয়াকী ইব্ন জাররাহ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি আমার সালাতে পাঠ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি সুবহানাল্লাহ দশবার, আলহামদু লিল্লাহ দশবার এবং আল্লাহ আকবর দশবার বলে আল্লাহর কাছে তোমার যা প্রয়োজন হয় তা চাইবে। তিনি বলবেন -হ্যাঁ, হ্যাঁ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তোমার দোয়া কবুল করবেন।

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ : যিকিরের পর দোয়া করা

১৩.৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخِي أَنَسِ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي
 فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ
 الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 يَا أَحْيَى يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اتَّذَرُواْنَ بِمَا دَعَا
 قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ

الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ *

১৩০৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম, অর্থাৎ তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, যখন সে রুকু-সিজদা এবং তাশাহুদ পড়ে দোয়া করতে আরম্ভ করল তখন সে তাঁর দোয়া বলল : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ يَا حَيُّ التَّائِبُ تَائِبٌ تَائِبٌ تَائِبٌ তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জান সে কিসের দ্বারা দোয়া করল ? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! সে আল্লাহর ঐ ইসমে আজম দ্বারা দোয়া করেছে যা দ্বারা দোয়া করা হলে তিনি তা কবুল করেন, আর যদ্বারা কোন কিছু চাওয়া হলে তা তিনি দান করেন।

১৩.৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو بَرِيدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ عَنْ ابْنِ يَرِيدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مَخْجَنَ بْنَ الْأَزْرَعِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ إِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهُدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا إِلَهَ بَأْنِكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَكَ ثَلَاثًا *

১৩০৪. আমর ইব্ন ইয়াযীদ আবু বুরায়দ বসরী (র) - - - - মিহজান ইব্ন আদরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাশাহুদ পড়ে সালাত শেষ করার সময় বললো اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا إِلَهَ بَأْنِكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

আর এক প্রকার দোয়া

১৩.৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي جَبْرٍ

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *

১৩০৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, আমাকে এমন একটা দোয়া শিক্ষা দিন যদ্বারা আমি সালাতে দোয়া করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

আর এক প্রকার দোয়া

١٣.٦. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيَّوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لِأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ *

১৩০৬. ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রত্যেক সালাতে বলতে বাদ দেবে না . رَبِّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

আর এক প্রকার দোয়া

١٣.٧. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ . عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ . اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ التَّثَبُّتَ فِی الْاَمْرِ وَ
 الْعَزِیْمَةَ عَلَی الرُّشْدِ وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا
 سَلِیْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ
 وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ *

১৩০৭. আবু দাউদ (র) - - - - শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাতে

বলতেন : اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ التَّثَبُّتَ فِی الْاَمْرِ وَ الْعَزِیْمَةَ عَلَی الرُّشْدِ وَ اَسْأَلُكَ
 شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِیْمًا وَاَسْأَلُكَ صَادِقًا وَاَسْأَلُكَ مِنْ
 خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ .

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার দোয়া

১৩.৮. اٰخْبَرَنَا یَحْیٰی بْنُ حَبِیْبٍ بْنُ عَرَبِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا
 عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ صَلَوةً فَاَوْجَزَ
 فِیْهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ اَوْ اَوْجَزْتَ الصَّلَوةَ فَقَالَ اَمَّا عَلٰی
 ذٰلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِیْهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهِنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ
 تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ اَبِیْ غَیْرٍ اَنَّهُ كُنٰی عَنْ نَفْسِهِ فَسَاَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ
 جَاءَ فَاٰخْبَرَ بِهٖ الْقَوْمَ اَللَّهُمَّ بَعْلَمِكَ الْغِیْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلٰی الْخَلْقِ اَحْبَبْنِیْ مَا
 عَلِمْتَ الْحَیْوةَ خَیْرًا لِّیْ وَتَوَفَّنِیْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِّیْ اَللَّهُمَّ وَاَسْأَلُكَ
 خَشِیَّتَكَ فِی الْغِیْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ کَلِمَةَ الْحَقِّ فِی الْمَرْضَا وَالْغَضَبِ
 وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِی الْفَقْرِ وَالْغِنٰی وَاَسْأَلُكَ نَعِیْمًا لَا یَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَیْنٍ
 لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعِیْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاءِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ
وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ *

১৩০৮. ইয়াহয়া ইবন হাবীব (র) ----- আতা ইবন সাযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইবন ইয়াসির (রা) একবার আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন এবং সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। তখন কেউ কেউ তাঁকে বললেন, আপনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তো আমি ঐ সমস্ত দোয়া পাঠ করে ফেলেছি যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তারপর যখন তিনি (চলে যাওয়ার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, লোকদের মধ্য হতে একজন তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন [আতা (রা) বলেন] তিনি ছিলেন আমার পিতা কিন্তু তিনি তাঁর নাম বলেননি। তিনি তাঁকে ঐ দোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং এসে সবাইকে ঐ দোয়ার সংবাদ দিলেন। সেই দোয়াটি ছিল :

اللَّهُمَّ بَعْلَمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا
وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى
وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْقُذُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ
وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى
لِقَاءِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَ
اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ .

১৩.৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي
قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ
عُبَادٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلَاةً أَخْفَهَا فَكَانَتْهُمْ أَنْكَرُوهَا
فَقَالَ أَلَمْ أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا
بِدُعَاءِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ بَعْلَمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى
الْخَلْقِ أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا
لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا
وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْقُذُ وَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا

بِالْقَضَاءِ وَبَرَدِ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هِدَاةً مُّهْتَدِيْنَ *

১৩৩৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার ইব্ন ইয়াসির (রা) একদল লোক নিয়ে সালাত আদায় করলেন, যাতে তিনি সংক্ষেপ করে ফেললেন আর মুসল্লীরা যেন ঐ সংক্ষিপ্ত করণকে খারাপ মনে করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি রুকু এবং সিজদা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করিনি? তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই! তখন তিনি বললেন, আমি তাতে এমন দোয়াও পড়েছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়তেন। সেই দোয়াটি হল :

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَ قَدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا وَّ تَوَفِّيْنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَاَسْأَلُكَ ثَعِيْمًا لَا يَنْقُذُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُّضِرَّةٍ وَّ لَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هِدَاةً مُّهْتَدِيْنَ *

بَابُ التَّعَوُّذِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে তা'আউউয পড়া (বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া)

১৩১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ فِي صَلَوَتِهِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ .

১৩১০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ফারওয়াহ ইব্ন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাকে এমন কিছু বলুন যদ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাতের দোয়া

করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, (বলব) রাসূলুল্লাহ ﷺ (তঁার সালাতে) বলতেন : **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ .**

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার (তা'আউউয)

১৩১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَوةً بَعْدَ الْاِتْعَاذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১৩১১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবরের আযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ ! কবরের আযাব সত্য, আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমন কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ না চেয়েছেন।

১৩১২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَمَا تَسْتَغِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ *

১৩১২. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে এই দোয়া পড়তেন **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ** তখন তাঁকে কেউ বলল, আপনি প্রায়ই ঋণগ্রস্ততা থেকে পানাহ চেয়ে থাকেন কেন ? তিনি বললেন, কোন লোক যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে কথা বলতে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে খেলাফ করে।

১৩১৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُوصِلِيُّ عَنِ الْمُعَاذِيِّ عَنِ الْمُعَاذِيِّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَ وَأَنْبَانَا عَلَى بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ وَالْفُطَيْلَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا بَدَّاهُ *

১৩১৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্মার ও আলী ইব্ন খাশরাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে তাশাহুদ পড়বে, তখন চার বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে : ১. দোষখের আযাব থেকে। ২. কবরের আযাব থেকে। ৩. জীবন ও মরণের ফিৎনা থেকে। ৪. এবং মসীহে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। অতঃপর তার জন্য যা (প্রয়োজনীয়) মনে আসে তার দোয়া করবে।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

তাশাহুদের পর আর এক প্রকার যিকির

১৩১৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

১৩১৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে তাশাহুদের পর বলতেন : أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ।

بَابُ تَطْفِيفِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত সংক্ষেপ করা

১৩১৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِفْوَازٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذِيفَةُ مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةُ
قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ مَاصِلَيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ مِتُّ وَأَنْتَ
تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ
لِيُخَفِّفُ وَيَتِمُّ وَيُحْسِنُ *

১৩১৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ছায়াফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন
সে সালাত সংক্ষেপে আদায় করছে। ছায়াফা (রা) তাঁকে বললেন, তুমি কতদিন থেকে এভাবে সালাত
আদায় করছ? সে বলল, চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বললেন, তুমি চল্লিশ বছর যাবত সালাত আদায় করছ না
(পরিপূর্ণরূপে)। যদি তুমি এভাবে সালাত আদায় করতে করতে মৃত্যুবরণ কর তা হলে তুমি মুহাম্মদ ﷺ
-এর সালাতের তরীকা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি সালাতে কিরাআত
সংক্ষিপ্ত করতে পারে এভাবে যে, সে সালাতের ফরয ওয়াজিবসমূহ ঠিকমত আদায় করবে এবং সালাত
সুন্দরভাবে আদায় করবে। (সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলগুলো পালনের মাধ্যমে)।

بَابُ أَقَلِّ مَا تُجْزَى بِهِ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ : সর্বনিম্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত করণ যদ্বারা সালাত শুদ্ধ হয়ে যায়

১৩১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ
يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّ لَهُ بِذَرِيٍّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ
الرَّجُلُ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جَهَدْتُ فَعَلَّمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ
تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَقْرَأَ
ثُمَّ أَرَكَعَ فَأَطْمَأَنَّ رَأْسَهُ ثُمَّ أَرَفَعَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى
تَطْمَأَنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرَفَعَ حَتَّى تَطْمَأَنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَأَنَّ
سَاجِدًا ثُمَّ أَرَفَعَ ثُمَّ أَفْعَلَ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ

১৩১৬. কুতায়বা (র) - - - ইয়াহয়ার চাচা (রিফা'আ ইবন রাফি (রা) যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একদা মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগাল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন অথচ আমরা তা জানতামও না। সে ব্যক্তি সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ তিনবার কি চার বার করলে ঐ ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তো খুব চেষ্টা করে দেখলাম, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা কর, তখন উত্তমরূপে ওয়ূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন পাঠ করে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে এবং খুব স্থিরতার সাথে রুকু করবে। তারপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদা করবে এবং স্থিরতার সাথে সিজদা করে মাথা ওঠাবে। পরে মাথা উঠিয়ে স্থিরতার সাথে বসবে। পুনরায় সিজদা করবে এবং স্থিরতার সাথে সিজদা করে মাথা ওঠাবে। তারপর তুমি এরূপ করে স্বীয় সালাত সমাপ্ত করবে।

১৩১৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنُ خَلَادٍ بْنُ رَافِعٍ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ لَدْرِيٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِي صَلَوَتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَقَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَذْتُ وَجَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلَّمْنِي قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ أَرَأِ ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعْ فَإِذَا أَتَمَمْتَ صَلَوَتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلَوَتِكَ *

১৩১৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইয়াহয়া ইব্ন খাল্লাদ-এর চাচা (রিফাআ ইব্ন রাফি) (যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দু'রাকআত সালাত আদায় করল। তারপর এসে নবী ﷺ -কে সালাম করল। নবী ﷺ তাঁর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় কর, যেহেতু তুমি সালাত আদায় করনি। তারপর সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করলো। পরে এসে নবী ﷺ -কে সালাম করলো : তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তুমি সালাত আদায় করনি। এমনভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে সে বলল, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, আমি তো খুব চেষ্টা করে দেখলাম এবং আমি সালাত আদায় করতে চাইও, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন সালাত আদায় করতে ইচ্ছা কর তখন উত্তম রূপে ওয়ূ করবে, তারপর কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন পড়ে (তাকবীর বলে) রুকুতে যাবে। রুকুতে স্থির হবে। তারপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে। আবার সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর মাথা ওঠাবে। যদি তুমি এই নিয়মে তোমার সালাত শেষ কর, তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে। আর যদি এই নিয়মে কোন ত্রুটি হয় তবে তোমার সালাতও ততটুকু ত্রুটি যুক্ত হবে।

১৩১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَتَبَيَّنِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سَوَاكِهِ وَطَهُورَهُ فَيَبْعُثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعُثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَّانَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا *

১৩১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিতর-এর সালাত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক প্রস্তুত রাখতাম এবং ওয়ূর পানি রাখতাম। তারপর যখন রাতে আল্লাহর ইচ্ছা হত তাঁকে তুলে দিতেন, তখন তিনি মিসওয়াক করে ওয়ূ করতেন এবং আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাতে তিনি অষ্টম রাকআতের শেষে বসতেন, এবং আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম।

بَابُ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সালাম ফিরানো

১৩১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنَى

ابْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَوَّرِ الْخَزَمِيُّ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ *

১৩১৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাতে) তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।

১৩২০. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَزَمِيُّ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ *

" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ " *

১৩২০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতাম যে, তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের সময় হস্তদ্বয় রাখার স্থান

১৩২১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقُبَيْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ مِسْعَرُ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَُا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمْسُ أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ *

১৩২১. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ এর পেছনে সালাত আদায় করতাম তখন বলমাত ‘আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম’ হাদীসের অন্যতম রাবী মিসআর (রা) তাঁর হাত দ্বারা ডান দিকে এবং বাম দিকে ইশারা করছিলেন। নবী ﷺ বললেন তাঁদের কি হল? তাঁরা এমনভাবে হাত দ্বারা ইশারা করে যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রাখবে এবং ডানে ও বামে আপন ভাই-এর প্রতি সালাম করবে।”

كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الْيَمِينِ

ডান দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ?

১৩২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَكْبِرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ *

১৩২২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং উপরে উঠার সময় তাকবীর বলতেন, আর দাঁড়াবার সময় এবং বসার সময়েও তাকবীর বলতেন। আর তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ,” বলে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর গণ্ড দেশের শুভতা দেখা যেত। আর আমি আবু বকর এবং উমর (রা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।”

১৩২৩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ . عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

১. আবু আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) : হাদীসের অন্যতম রাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর-এর হাদীস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ ইব্ন নুজায়হ-এর হাদীস বর্জনীয়।

كَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩২৩. হাসান ইবন মুহাম্মাদ জাফরানী (র) - - - - ওয়াসি ইবন হাৰ্বান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি প্রত্যেক বার যখন মাথা নিচু করতেন তখন এবং যখন মাথা উঠাতেন তখন আল্লাহ আকবার বলতেন তারপর তাঁর ডান দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' এবং তাঁর বাম দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতেন ।

بَابُ كَيْفِ السَّلَامِ عَلَى الشَّمَالِ

অনুচ্ছেদ : বাম দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ?

১৩২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ . عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ يَعْنِي وَ ذَكَرَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩২৪. কুতায়বা (র) - - - - ওয়াসি ইবন হাৰ্বান (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন যে, তা কিরূপ ছিল ? রাবী বলেন, তিনি তাকবীরের কথা উল্লেখ করলেন । রাবী বলেন, তিনি অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) এমন কিছু বাক্য উল্লেখ করলেন, যার অর্থ হল- নবী ﷺ তাকবীর এবং 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন ।

১৩২৫. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ عَنْ ابْنِ دَاوُدَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ *

১৩২৫. যায়দ ইবন আখযাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি

যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার শুভতা দেখছি। তিনি ডান দিকে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্-মাতুল্লাহ’ এবং বাম দিকে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফিরাতেন।

১৩২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ *

১৩২৬. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর চেহারার শুভতা দেখা যেত। আর যখন বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখনও তাঁর চেহারার শুভতা দেখা যেত।

১৩২৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ مِنْ هَهُنَا وَبَيَاضَ خَدِّهِ مِنْ هَهُنَا *

১৩২৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ’ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ’ বলে তখন তাঁর চেহারার শুভতা দেখা যেত, এদিক থেকে এবং ওদিক থেকে।

১৩২৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَ أَبِي الْأَخْوَصِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْيَمِينِ وَ عَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْيَسَرِ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩২৮. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ’ বলে তখন তাঁর চেহারার ডান দিকের শুভতা দেখা যেত। অনুরূপভাবে বাম দিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরালে তাঁর চেহারার বাম দিকের শুভতা দেখা যেত।

بَابُ السَّلَامِ بِالْيَدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : উভয় হাত দ্বারা সালাম ফিরানো

১৩২৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَازِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدَيْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بِالْكُمُ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُؤْمِ بِيَدِهِ *

১৩২৯. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম, আমরা যখন সালাম ফিরলাম তখন হাত দ্বারা ইশারা করে বললাম, ‘আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম’ তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা হাত দ্বারা ইশারা করছ? যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ! যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরাবে তখন সে তাঁর সাথীর প্রতি তাকাবে এবং স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করবে না।

سَلَامُ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامَ

ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীর সালাম ফিরানো

১৩৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلِّي بِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنَّ السَّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا اتَّخَذَهُ مَسْجِدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ يَفْعَلُ مَا أَشَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ

حَتَّى قَالَ آيَنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ *

১৩৩০. সুওয়াইদ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইতবান ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গোত্রে বনু সালিমের সাথে সালাত আদায় করতাম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমি এসে বললাম, (ইয়া রাসূলুল্লাহ্ !) আমার দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছে, আর (কখনো কখনো) আমার এবং আমার গোত্রের মসজিদের মাঝখানে বন্যা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি এসে আমার ঘরের কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন যাকে আমি আমার সালাতের স্থান রূপে নির্দিষ্ট করে নিতে পারি। নবী ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ ! অতি শীঘ্রই আমি তা করব। পরের দিন সূর্য প্রখর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন, আর আবু বকর (রা)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নবী ﷺ এসে আমার কাছে অনুমতি চাইলেন, আমি তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি না বসেই বললেন, তুমি তোমার ঘরের কোন স্থানে আমার সালাত আদায় করা পছন্দ করো ? তখন আমি তাঁকে ঐ স্থান দেখিয়ে দিলাম যে স্থানে তাঁর সালাত আদায় করা আমি পছন্দ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়লাম। তারপর তিনি (সালাতের শেষে) সালাম ফিরালে আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাম ফিরলাম।

بَابُ السَّجُودِ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের পর সিজদা করা

১৩৩১. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادٍ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَ رُكْعَةً وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ مُخْتَصَرٌ *

১৩৩১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত শেষ করার পর ফজর পর্যন্ত এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং সেই এগার রাকআত সালাতকে একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন এবং প্রতিটি সিজদা এত দীর্ঘ করতেন যে, তাতে তোমাদের কেউ তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারতো। এই হাদীসের কোন কোন রাবী একে অন্যের থেকে কিছু অংশ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

بَابُ سَجْدَتِي السُّهُوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সালাম দেওয়ার এবং কথা বলার পর সাহুর (ভুল সংশোধনের জন্য) দু'টি সিজদা করা

১৩৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ *

১৩৩২. মুহাম্মদ ইবনু আদম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একদা সালাতে) সালাম ফিরালেন। পরে কথা বলে ফেললেন। তারপর সাহুর (ভুলের) দু'টি সিজদা করলেন।

بَابُ السَّلَامِ بَعْدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ

অনুচ্ছেদ : সাহুর দু'টি সিজদার পর সালাম ফিরানো

১৩৩৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৩৩৩. সুওয়ায়দ ইবনু নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সালাতে) সালাম ফিরিয়ে ফেললেন এবং সেই বসা অবস্থায় থেকেই দু'টি সাহুর সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

১৩৩৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخَزْبَاقُ إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَصَلِّ بِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৩৩৪. ইয়াহয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী ﷺ তিন রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন তাঁকে খিরবাক (রা) বললেন, আপনি সালাত তিন রাকআত আদায় করেছেন। তখন তিনি মুসল্লীদের নিয়ে অবশিষ্ট এক রাকআত আদায় করে নিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে সাহুর দু'টি সিজদা করে নিলেন এবং আবারো সালাম ফিরালেন।

جَلْسَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ

সালাম ফিরানো এবং ইমামের কিবলার দিক থেকে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসার মধ্যবর্তী সময়ে ইমামের বসা

১২২৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَوَتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرُكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَ لَهُ بَعْدَ الرُّكْعَةِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ *

১৩৩৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাঁর সালাত আদায়কালে লক্ষ্য রাখছিলাম, আমি তাঁর কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু এবং রুকু পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো দেখছিলাম। তাঁর সিজদা, সিজদার মাঝখানের বসা, তাঁর সিজদা, তাঁর সালাম ফিরানো এবং মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা প্রায়ই সমান হতো।

১২২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرْتَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَرِثِ الْفَرَّاسِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ *

১৩৩৬. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যখন সালাতের শেষে সালাম ফিরাত, দাঁড়িয়ে যেত^১ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্থানে বসে থাকতেন। আর পুরুষদের মধ্যে যারা যারা সালাত শেষ করে ফেলত (তারাও বসে থাকত) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াতেন তখন পুরুষরাও দাঁড়িয়ে যেত।

بَابُ الْإِنْحِرَافِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর (ইমামের মুসল্লীদের দিকে) ফিরে বসা

১২২৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ

১. এরা মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ নিজ ঘরে পৌছে যেত।

حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ *

১৩৩৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসলেন।

التَّكْبِيرُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ

ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা

١٣٣٨. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنْتُ أَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ *

১৩৩৮. বিশর ইবন খালিদ আসকরী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত শেষ হওয়া জানতে পারতাম তাকবীরের দ্বারা।

بَابُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوَّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের সালাম ফিরাবার পর মু'আওয়াযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ার নির্দেশ

١٣٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوَّذَاتِ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ *

১৩৩৯. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন।

بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ইস্তিগফার করা (মাগফিরাত চাওয়া)

١٣٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ

قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ . عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ *

১৩৪০. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (আযাদকৃত) গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর সালাতে সালাম ফিরাতে, তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

الذُّكْرُ بَعْدَ الْإِسْتِغْفَارِ

ইস্তিগফার করার পর যিকির করা

١٣٤١ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

১৩৪১. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা ও মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন সুদরান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (সালাতে) সালাম ফিরাতে তখন বলতেন : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

٢٧٨ . بَابُ التَّهْلِيلِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর তাহলীল পড়া (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া)

١٣٤٢ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *

১৩৪২. মুহাম্মদ ইব্ন শুজা মারওয়াযী (র) - - - আবু যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রা)-কে এই মিশরের উপর বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

عَدَدُ التَّهْلِيلِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

সালামের পর যিকর এবং তাহলীলের সংখ্যা

১২৬২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَهْلُلُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُلُ بِهِنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ *

১৩৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রা) প্রত্যেক সালাতের পর তাহলীল করতেন। তিনি বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

তারপর ইব্ন যুবায়ের (রা) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সমস্ত বাক্য দ্বারা (প্রত্যেক) সালাতের পর তাহলীল পড়তেন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া

১৩৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ كِلَاهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

১৩৪৪. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - ওয়ারাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখলেন যে, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনা কিছু দোয়া সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন তখন বলতেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

১৩৪৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي الْعَلَاءِ . عَنْ وَرَادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ دُبْرَ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

১৩৪৫. মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ (র) - - - - ওয়ারাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) মুআবিয়া (রা)-এর কাছে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) সালাতের পর যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

كَمْ مَرَّةً يَقُولُ ذَلِكَ

এই দোয়া কতবার পড়বে ?

১৩৬৬. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِيدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ وَذَكَرَ أَخْرَجَ وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

১৩৪৬. হাসান ইবন ইসমাঈল মুজালিদী ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া, মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখলেন যে, আপনি আমাকে এমন কিছু হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছেন। তখন মুগীরা (রা) তাঁর কাছে লিখলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাত আদায় শেষে সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতে শুনেছি :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

সালাম ফিরানোর পর অন্য প্রকার যিকির

১৩৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاعَانِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِينَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْصَلَّى تَكْلَمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَائِشَةَ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَتْ إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ *

১৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সাগানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন মজলিসে বসতেন অথবা সালাত আদায় করতেন তখন কিছু বাক্য উচ্চারণ করতেন। আয়েশা (রা) তাঁকে উক্ত বাক্যসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, কেউ যদি ভাল বাক্য বলে তা হলে সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মোহরস্বরূপ হবে। আর সে যদি অন্য ধরনের বাক্য বলে তা হলে সেগুলো তার জন্য কাফ্যারা স্বরূপ হবে। (সে বাক্যগুলো হলো) : **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ** **وَأَتُوبُ إِلَيْكَ**

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

সালাম ফিরানোর পর আর এক প্রকার দোয়া ও বিকির

১৩৪৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبُولِ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَقَالَتْ بَلَى وَإِنَّا لَنَقْرُضُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَالثُّوبَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ فَقَالَ صَدَقْتَ فَمَا صَلَّيْتُ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ رَبِّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِزَّنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

১৩৪৮. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক জন ইহুদী মহিলা এসে বলল, কবরের আযাব পেশাব থেকে (সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণে) হবে। [আয়েশা (রা) বলেন] তখন আমি তাঁকে বললাম, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। সে বলল- না, সত্য। আমরা পেশাব লাগলে চামড়া এবং কাপড় অবশ্যই কেটে ফেলতাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য বের হয়ে এলেন। ইত্যবসরে আমাদের আওয়াজ বড় হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি তাঁকে ঐ ইহুদী মহিলা যা যা বলেছিল সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, সে সত্যই বলেছে। তারপর তিনি এমন কোন সালাত আদায় করেননি, যে সালাতের পর **رَبِّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ** ব বলেননি।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া

১৩৪৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ الَّذِي فَلَاقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهِيبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ *

১৩৪৯. আমার ইবন সাওয়াদ ইবন আসওয়াদ (র) - - - আবু মারওয়ান (র) থেকে (রা) থেকে বর্ণিত যে, কা'ব (রা) তাঁর কাছে ঐ আল্লাহর শপথ করে বলেছেন, যিনি মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্রে বিদীর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা তাওরাতে দেখতে পাই যে, দাউদ নবীয়ালাহ عليه السلام যখন তাঁর সালাত থেকে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ মারওয়ান (র) বলেন, কা'ব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সুহায়ব (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ عليه السلام ঐ সমস্ত দোয়া তাঁর সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর বলতেন।

بَابُ التَّعَوُّذِ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের পর (বিতাড়িত শয়তান থেকে) পানাহ চাওয়া

১৩৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ أَبِي آتَى بَنِي عَمْرِو أَخَذْتُ هَذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ.

১৩৫০. আমর ইবন আলী (র) - - - - মুসলিম ইবন আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক সালাতের পর বলতেন : **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ**। তারপর আমিও তা বলতে থাকলে আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস ! তুমি এ দোয়াগুলো কার কাছ থেকে শিখেছ ? আমি বললাম, আপনার কাছ থেকে। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) সালাতের পর এ দোয়াগুলো বলতেন।

عَدَدُ التَّسْبِيحِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

সালাম ফিরানোর পর তাসবীহের সংখ্যা

১৩৫১. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ اللَّهُ أَحَدَكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبَّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَآلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٌ فِي الْمِيزَانِ وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ وَإِذَا أَوَى أَحَدَكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضَجَعِهِ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهِيَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَآلْفٌ فِي الْمِيزَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْكُمْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ سَيِّئَةً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا أَوْ يَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيْمُهُ *

১৩৫১. ইয়াহয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি অভ্যাস এমন রয়েছে যে, কোন মুসলমান ঐ দু'টি অভ্যাসে অভ্যস্ত হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ দু'টি অভ্যাস সহজ অথচ তার আমলকারী হবে খুবই কম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তোমাদের কেউ যদি প্রত্যেক সালাতের পর দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়ে, দশবার আলহামদু লিল্লাহ পড়ে, আর দশবার আল্লাহ আকবার বলে, তাহলে একশত পঞ্চাশ বার মুখে বলা হয় আর তা পাল্লায় হবে এক হাজার পাঁচশত বার আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে দেখলাম যে, তিনি তা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করছেন। আর যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় অথবা শয়নের স্থানে আসবে, তখন সে যেন সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার আর আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলে। এ তো মুখে বলা হবে এক শতবার, আর পাল্লায় হবে এক হাজার বার। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে প্রত্যেক দিন রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ করে? কেউ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কেন তার অভ্যাস গড়ে তুলব না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শয়তান তোমাদের আরো কাছে এসে তার সালাতের অবস্থায় বলতে থাকে, অমুক কাজ স্মরণ কর, অমুক কাজ স্মরণ কর আর তার নিদ্রার সময় তার কাছে এসে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

১৩৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَسْبَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ *

১৩৫২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন সামুরা (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজ্জরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কতগুলো তাসবীহ রয়েছে যার পাঠকারী তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর সে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার বলবে।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

১৩৫৩. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التَّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ . عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَمَرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَاتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ

فَجَعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ *

১৩৫৩. মুসা ইব্ন হিয়াম তিরমিযী (র) - - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করা হলো- তারা যেন প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে। তারপর যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর স্বপ্নে এক আনসারী সাহাবী নীত হলে যায়দ (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হল, তোমাদের কি রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ঐ আনসারী বললেন, তোমরা ঐ তাসবীহগুলোকে ২৫ বার করে পড়বে এবং তাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। যখন সকাল হল তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করাকে তিনি বললেন, তোমরা তাসবীহগুলোকে অনুরূপভাবেই পড়বে।

১৩৫৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفَضِيلِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ ثَافِعٍ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمَ قِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمُ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ قَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلَّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ *

১৩৫৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল কারীম আবু যুরআ রাযী (র) - - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তোমাদের নবী ﷺ কিসের আদেশ করেছেন? সে বলল, আমাদের নবী ﷺ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলতে আদেশ করেছেন। এ হল একশত বার। সে বলল, তোমরা ২৫ বার সুবহানাল্লাহ, ২৫ বার আলহামদু লিল্লাহ, ২৫ বার আল্লাহু আকবার এবং ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তাও একশত বার হবে। যখন সকাল হল ঐ ব্যক্তি স্বপ্ন বৃত্তান্ত নবী ﷺ-কে জানাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাসবীহ অনুরূপই বলবে, যে রূপ আনসারী ব্যক্তি বলেছে।

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

١٣٥٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ

عَنْ عِكْرِمَةَ وَ مُجَاهِدٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَ يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَ يَنْفِقُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرًا فَإِنَّكُمْ تَدْرِكُونَ بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَ تَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ *

১৩৫৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু দরিদ্র লোক (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনীরাও সালাত আদায় করে থাকে যেমনিভাবে আমরা আদায় করে থাকি আর তারাও সিয়াম পালন করে থাকে যেমনিভাবে আমরা পালন করে থাকি, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে সম্পদ, যা থেকে তারা দান-সদকা করে থাকে এবং গোলাম (কিনে) আয়াদ করে থাকে। তখন নবী ﷺ বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন বলবে, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহ আকবার ৩৩ বার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার। কেননা, এর দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের সমপর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তী থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবে।

نَوْعٌ آخَرُ

আর এক প্রকার তাসবীহের সংখ্যা

১৩৫৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةً تَسْبِيحَةً وَ هَلَّلَ مِائَةً تَهْلِيلَةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ *

১৩৫৭. আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ নিশাপুরী - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালের সালাতের পর একশত বার সুবহানাল্লাহ এবং একশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

بَابُ عَقْدِ التَّسْبِيحِ

অনুচ্ছেদ : তাসবীহ গণনা করা



১৩৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ *

১৩৫৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা সান'আনী ও হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ যারি (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাসবীহ গণনা করতেন।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর কপাল না মোছা


১৩৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ أَحَدَى وَعِشْرَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَجَاوِرْتُهُ هَذِهِ الْعَشْرُ ثُمَّ بَدَأَ إِلَى أَنْ أَجَاوَرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْآخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَنْسَيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي كُلِّ وَتَرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مُطَرْنَا لَيْلَةً أَحْدَى وَعِشْرَيْنِ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلًى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ *

১০৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  (প্রতি) মাসের মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যখন বিংশতিতম রাত অতিবাহিত হওয়ার এবং একবিংশতিতম রাতের আগমনের সময় হত তিনি তাঁর ঘরে ফিরে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গে যারা ই'তিকাফ করতেন তারাও ফিরে আসতেন। তারপর তিনি অন্য এক সাথে, যে মাসে ই'তিকাফ করেছিলেন ঐ রাতেও রয়ে গেলেন যে রাতে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন এবং লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করলেন। তারপর বললেন, আমি এই মধ্যবর্তী দশদিন ই'তিকাফ করতাম, পরে আমার কাছে প্রকাশ পেল যে, আমি এই শেষ দশ দিনও ই'তিকাফ করি, অতএব যারা আমার সাথে গত মধ্যবর্তী দশদিন ই'তিকাফ করেছে তাঁরা স্বীয় ই'তিকাফের স্থানে স্থির থাকবে। আমি এই শবে কদরকে স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতএব তোমরা তা এই শেষ দশ রাতে প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ করো। স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, আমি পানি এবং কাদার মধ্যে সিজদা করছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমাদের উপর একবিংশতিতম রাতে বৃষ্টি হল, বৃষ্টির পানি মসজিদে রাসূলুল্লাহ  -এর সালাত আদায় করার জায়গার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ফজরের সালাত থেকে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন, আর তাঁর চেহারা পানি ও কাদা দ্বারা আঁপুত ছিল।

بَابُ قُعُودِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ইমামের তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকা

১২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

১০৬০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  ফজরের সালাতের পর তাঁর সালাতের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন।

১২৬১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَنْشُدُونَ الشُّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ *

১০৬১. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - সিমাক ইব্ন হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমি জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উঠা-বসা করে থাকতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ; যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন, তাঁর সালাতের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। তখন তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাঁরা জাহিলী যুগের ঘটনাসমূহের আলোচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং হাসা-হাসিও করতেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসতেন।

بَابُ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

মনুচ্ছেদ : সালাত আদায় শেষে ফিরে বসা


১৩৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ أَنْصَرَفَ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أَمَا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ *

১৩৬২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - সুদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যখন সালাত শেষ করি তখন কিভাবে ফিরে বসব ? আমার ডান দিক থেকে না আমার বাম দিক থেকে ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা অধিকাংশ সময় দেখেছি তা হলো তিনি তাঁর ডান দিক থেকে ফিরে বসতেন।

১৩৬৩. أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنْ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ أَنْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩৬৩. আবু হাফস আমর ইবন আলী (র) - - - - আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশুদ্দাহ (রা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য তার মনে কোন অংশ না রাখে এরূপ মনে করে যে, তার জন্য (সালাত শেষে) ডান দিক থেকে ফেরাই জরুরী। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তাঁর অধিকাংশ ফিরে বসা তাঁর বাম দিক থেকেই হত।



১৩৬৪. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَشْبَانَا بِقِيَّةٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَّعِلًا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ *

১৩৬৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে, খালি পায়ে ও জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে এবং সালাত শেষে তাঁর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে ফিরে বসতে দেখেছি।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَنْصَرِفُ فِيهِ النِّسَاءُ مِنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : মহিলারা সালাত শেষে কখন ফিরে যাবে ?




১৩৬৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَلَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ *

১৩৬৫. আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলারা রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করত। যখন রাসূলুল্লাহ  সালাম ফিরাতেন তখন তারা চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায় ফিরে যেত। তাদেরকে অঙ্গকারের দরুন চেনা যেত না।

بَابُ النِّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْأِمَامِ بِالْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইমামের অগ্রে গমনের নিষেধাজ্ঞা

১৩৬৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلْفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَبَادَرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَرَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قُلْنَا مَا رَأَيْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ *

১৩৬৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর তিনি আমাদের দিকে তাঁর চেহারা ফিরিয়ে  বলেন, আমি হলাম তোমাদের ইমাম। অতএব, তোমরা রুকুতে আমার আগে যাবে না। সিজদাতেও না,  নোতেও না এবং ফিরে যাবার সময়েও না। কেননা, আমি তোমাদের আমার সামনের দিক থেকেও

দেখি এবং পেছনের দিক থেকেও। তারপর তিনি বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা ঐ জিনিস দেখতে যা আমি দেখেছি, তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আমরা বললাম, আপনি কি দেখেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত সালাত আদায় করে তাঁর সওয়াব

١٣٦٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ مِثْلِ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ مِثْلِ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْنَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدِ النَّاسِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَا لَفَلَاحُ قَالَ السَّحُورُ

১৩৬৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রমযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সিয়াম পালন করলাম, সেবার তিনি আমাদের সাথে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন না, যত দিন পর্যন্ত না মাসের সাত দিন অবশিষ্ট রইল; তখন তিনি আমাদের সাথে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন তাতে রাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর যখন ছয়দিন অবশিষ্ট রইলো, তখনও তিনি আমাদের সাথে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন না। পরে যখন পাঁচ দিন অবশিষ্ট রইলো আবার তিনি আমাদের সাথে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন এবং তাতে রাতের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি আমাদের নিয়ে পুরো রাত তারাবীহুর সালাত আদায় করতেন! তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে সালাত থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তার সালাত আদায় করে তার জন্য এক পূর্ণ রাত সালাত আদায় করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর যখন চারদিন অবশিষ্ট রইল তিনি তখনও আমাদের নিয়ে তারাবীহুর সালাত আদায়

করলেন না। তারপর যখন মাসের তিনদিন অবশিষ্ট রইল, তিনি তাঁর কন্যা এবং স্ত্রীগণের কাছে লোক পাঠালেন এবং সাহাবীগণকে একত্র করলেন এবং আমাদের নিয়ে তারা বীহুর সালাত এমনভাবে আদায় করলেন যে, আমরা ভয় পেয়ে গেলাম— আমরা ফালাহ-এর সময় না হারিয়ে ফেলি। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে ঐ মাসের আর কোনদিন তারা বীহুর সালাত আদায় করেন নি। রাবী দাউদ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ফালাহ’-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সাহরী খাওয়া।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ فِي تَخْطِئِ رِقَابِ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের জন্য মুসল্লীদের ঘাড় ডিকিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি

১৩৬৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ التُّوفَلِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعًا حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الْعَصْرِ شَيْئًا مِّنْ تَبَرَّكَانَ عِنْدَنَا فَكْرِهْتُ أَنْ يَبَيَّنَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ *

১৩৬৮. আহমদ ইবন বাক্কার হাররানী (র) ----- উকবা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনাতে একবার আসরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি সালাম কিরিয়ে দ্রুত মুসল্লীদের ঘাড় ডিকিয়ে চলে গেলেন। মুসল্লীরা তাঁর দ্রুততায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলে, তাঁর কিছু সাহাবী তাঁকে অনুসরণ করলেন। পরে তিনি তাঁর কোন এক বিবির কাছে গিয়ে বের হয়ে এলেন এবং বললেন, আসরের সালাত আদায়রত অবস্থায় আমার কাছে থাকা কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়লো। আমি সমীচীন মনে করলাম না যে, সেগুলো আমার কাছে রাতে থাকুক। অতএব, আমি সেগুলো বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ দিয়ে এসেছি।

بَابُ إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ هَلْ صَلَّيْتُ هَلْ يَقُولُ لَا

অনুচ্ছেদ : যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি সালাত আদায় করেছ? তখন সে কি ‘না’ বলবে?

১৩৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
 بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ
 أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ مَا
 صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا
 فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ *

১৩৬৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আ'লা সানআনী (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর কাফির কুরাইশদের গালমন্দ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আসরের সালাত আদায় না করতেই সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমিও তো উক্ত সালাত আদায় করিনি। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বুতহান^১ নামক স্থানে অবতরণ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য ওযু করলেন, আমরাও সালাতের জন্য ওযু করলাম। তারপর তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম ।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

إِنْجَابُ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া

١٣٧. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ بَيْنَهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَغْنَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ *

১৩৭০. সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান মাখযুমী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা হলাম দুনিয়াতে (কালের পরিশ্রেষ্ঠিতে) পঞ্চাশবর্তী এবং আখিরাতে হব (মর্যাদার পরিশ্রেষ্ঠিতে) অগ্রবর্তী। তবে এতটুকু ব্যতিক্রম যে আমাদের পূর্বে তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের তা তাদের পরে দেওয়া হয়েছে এবং এই জুমু'আর দিন, যে দিনের সম্মান করা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফরয করেছিলেন, তারা তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের সে দিন অর্থাৎ জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব, সে দিনের ব্যাপারে অন্যান্য মানুষ হবে আমাদের অনুসারী। ইহুদীরা আগামীকাল (শনিবার) এবং নাসারারা তার পরবর্তী দিন (রবিবারে) সম্মান করবে।

١٣٧١. أَخْبَرَنَا وَأَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَضَلَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا
فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِنَا
فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبِعُ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْمَقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلْقِ *

১৩৭১. ওয়াসিল ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা ও হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তীদের ভ্রষ্টতায় রেখেছিলেন, সুতরাং তা ইহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রবিবার। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করলেন এবং জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য জুমু'আর দিন শুক্রবার, ইহুদীদের জন্য শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রবিবার নির্ধারণ করলেন। অনুরূপভাবে তারা কিয়ামতের দিনেও আমাদের অনুসারী হবে। আমরা দুনিয়ায় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে হব তাদের পশ্চাত্ত্বর্তী এবং কিয়ামতের পরিপ্রেক্ষিতে হব তাদের অগ্রবর্তী; যা সৃষ্টির পূর্বেই তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আয় উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী

١٣٧٢. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْفَرِ الضَّمَّرِيِّ
وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ
اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ *

১৩৭২. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবুল জা'দ যামরী (রা) সূত্রে, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন পূর্বক ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেয়ে দেন।

١٣٧٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ الْخَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَيْنَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادٍ مَنَبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ *

১৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন আব্বাস এবং ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরের ধাপের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলেছেন, হয় মানুষ জুমু'আ ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন এবং তারা গাফিলদের পর্যাভুক্ত হয়ে যাবে।

১৩৭৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَطِمٍ *

১৩৭৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর জন্য মধ্যাহ্নের পর যাত্রা করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ

অনুচ্ছেদ : বিনা কারণে জুমু'আ ত্যাগ করার কাফ্ফারা

১৩৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ *

১৩৭৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমু'আ ছেড়ে দেয় সে যেন একটি দীনার সদকা করে দেয়, আর যদি তা না পায় তাহলে যেন অর্ধ দীনার সদকা করে দেয়।

بَابُ ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনের ফযীলতের বর্ণনা

১৩৭৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا *

১৩৭৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দিনসমূহে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমু'আর দিন। সে দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সে দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

إِكْتِبَارُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

শুক্রবার নবী ﷺ-এর উপর অধিক দরুদ পড়া

١٣٧٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُفَيْيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُفَرِّضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْمَتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلَّيْتُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ *

১৩৭৭. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আওস ইবন আওস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট দিন হল জুমু'আর দিন, সে দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে দিনই তাঁর ওফাত হয়, সে দিনই দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব, তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পেশ করা হবে। যেহেতু আপনি (এক সময়) ওফাত পেয়ে যাবেন অর্থাৎ তাঁরা বললেন, আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যমীনের জন্য নবীগণের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন।

بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : শুক্রবার মিসওয়াক করার আদেশ

১৩৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسَّوَاكِ وَيَمْسُ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكْثُرَ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطَّيِّبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ *

১৩৭৮. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর শুক্রবার গোসল করা জরুরী এবং মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো তার জন্য যা সম্ভব হয়। কিন্তু (রাবী) বুকাযর (র) আব্দুর রহমান (র)-এর কথা উল্লেখ করেননি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে বলেছেন, যদিও তা মেয়ে লোকের ব্যবহার্য সুগন্ধি থেকে হয়।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : শুক্রবার গোসল করার আদেশ

১৩৭৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ *

১৩৭৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর দিন পায় তখন সে যেন গোসল করে নেয়।^১

بَابُ إِجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে গোসল জরুরী হওয়া

১৩৮০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ *

১. বর্তমানে এ গোসল করা মুস্তাহাব। কিন্তু প্রথমদিকে এ গোসল করা ওয়াজিব ছিল।

১৩৮০. কুতায়বা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনের গোসল প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর জরুরী।

১৩৮১. أَخْبَرَنَا جُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ غُسْلٌ يَوْمٌ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ *

১৩৮১. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর প্রত্যেক সাত দিনে একদিন গোসল করা জরুরী এবং সেই দিনটি হল জুমু'আর দিন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ : জুমু'আর দিন গোসল না করার অনুমতি

১৩৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرُّوحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَوَلَا تَغْتَسِلُونَ *

১৩৮২. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আ'লা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (রা) থেকে শুনেছেন যে, তাঁরা জুমু'আর দিনের গোসল সম্পর্কে আয়েশা (রা) -এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন, তখন লোকজন গ্রামে বাস করত, অতএব তারা জুমু'আয় এমন অবস্থায় উপস্থিত হত যে, জীবিকা অর্জনের পেশায় ব্যস্ততার কারণে তাঁদের শরীরে ময়লা লেগে থাকত, যখন তাদের শরীরে হাওয়া লাগত, তাদের হাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত, যাতে লোকজনের কষ্ট হত, ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমরা গোসল কর না কেন ?

১৩৮৩. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كَتَابًا وَلَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

১৩৮৩. আবুল আশআস (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ওয়ু করে তা তার জন্য যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ আর যে ব্যক্তি গোসল করে তবে তা পরমোত্তম কাজ।

فَضْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিনে গোসল করার ফযীলত

١٣٨٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَهَرُونَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَّرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ
كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا *

১৩৮৪. আমর ইবন মানসূর ও হারুন ইবন মুহাম্মদ ইবন বাক্কার (র) - - - - আওস ইবন আওস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাথা এবং শরীর ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে এবং জুমু'আর সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে যায় এবং খুতবা শুধু থেকেই শুনতে পায় ও ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে এবং কোন অনর্থক কাজ না করে (কথা না বলে), তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার সমুদায় হবে অর্থাৎ এক বছর সিয়াম পালন করা এবং সালাত আদায় করার।

بَابُ الْهَيَاةِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর পরিচ্ছদ

١٣٨٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ
لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهَا فَأَعْطَى عُمَرُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ

عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حَلَّةٍ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَاهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ *

১৩৮৫. কুতায়বা (ইবন সাঈদ) (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) এক জোড়া কাপড় দেখে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যদি আপনি এই জোড়াটা কিনে নিতেন এবং তা জুমু'আর দিনে পরিধান করতেন ! এবং যখন কোন প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আসে তখনও ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই জোড়া কাপড় তারাই পরিধান করবে যাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। তারপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুরূপ কাপড় হাদিয়া আসলে তিনি উমর (রা)-কে সেখান থেকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিলেন, তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি এই কাপড় তো আমাকে দান করলেন অথচ আপনি উতারিদের^১ কাপড় জোড়া সম্পর্কে যা যা বলার বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে তা পরিধান করার জন্য দেইনি। তখন উমর (রা) উক্ত কাপড় জোড়া তাঁর মক্কার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

১৩৮৬. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُخْتَلَمٍ وَالسُّوَّاءِ وَأَنْ يَمْسَ مِنَ الطَّيِّبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ *

১৩৮৬. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আব্দুর রহমান ইবন আবু সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে গোসল প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর জরুরী আর মিসওয়াক করা এবং যতটুকু সুগন্ধি ব্যবহার করা তার সামর্থ্যে কুলায়।

فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত

১৩৮৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ابْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْأَشْعَثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَوْسَ بْنَ أَوْسٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَاً وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ *

১. উতারিদ ইবন হাজিব তামিমী একজন সাহাবী, বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি মদীনায় আগমন করে নবী (স)-এর কাছে মুসলমান হয়েছিলেন।

১৩৮৭. আমর ইবন উসমান (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আওস ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে মাথা ও শরীর ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে জুমু'আর সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে যায়, কোন বাহনে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটেই মসজিদে যায় এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে, নিশুপ হয়ে খুতবা শুনে ও কোন অনর্থক কাজ না করে, তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার সওয়াব হবে।

بَابُ التَّبَكُّيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আয় সকাল সকাল গমন করা

১৩৮৮. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُهْجَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدَى بِقَرَّةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدَى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدَى بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدَى دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدَى بَيْضَةً *

১৩৮৮. নাসর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন জুমু'আর দিন হয় ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসে যান। এবং যারা জুমু'আর জন্য আসতে থাকেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এরপর যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন ফেরেশতাগণ খাতা বন্ধ করে দেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর জুমু'আর প্রথম আগমনকারী একটি উট সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি গরু সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি বকরী সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি হাঁস সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি মুরগী সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি ডিম সদকাকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে।

১৩৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمْعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهْجَرُ إِلَى

الصَّلَاةُ كَالْمُهْدَىٰ بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدَىٰ بِقَرَّةٍ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدَىٰ
كَبْشًا حَتَّىٰ ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ *

১৩৮৯. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র হাদীসকে সনদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন যে, যখন জুম'আর দিন হয় মসজিদের দরজাসমূহের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতাগণ বসে থাকেন। তাঁরা মর্যাদা অনুযায়ী আগমনকারীদের নাম লিখে নেন। প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে, যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন তখন তাঁদের খাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাঁরা খুতবা শুনতে থাকেন। অতএব, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর জুম'আয় প্রথম আগমনকারী একটি উট সদাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি গরু সদাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি ভেড়া সদাকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে। এমনকি তিনি মুরগী এবং ডিমের কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

١٣٩. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا
اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ
النَّاسَ عَلَىٰ مَنْازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بِقَرَّةً
وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ
بَيْضَةً *

১৩৯০. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ জুম'আর দিনে মসজিদের দরজাসমূহে বসে থাকেন, তাঁরা মর্যাদা অনুসারে মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ফলে কতক মানুষ সেই লিষ্টে উট সদাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ গরু সদাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ বকরী সদাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ মুরগী সদাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ চড়ুই সদাকারীর ন্যায় এবং কতক মানুষ ডিম সদাকারীর ন্যায় (সওয়াবের দিক থেকে)।

وَقْتُ الْجُمُعَةِ

জুম'আর সময়

١٣٩١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مِمَّا

قَرُبَ بَدْنَةً وَمَنْ رَأَى فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَتْ قَرُبَ بَقَرَةٍ وَمَنْ رَأَى فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَتْ قَرُبَ كَبْشًا وَمَنْ رَأَى فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَتْ قَرُبَ دَجَاجَةٍ وَمَنْ رَأَى فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَتْ قَرُبَ بَيْضَةٍ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ *

১৩৯১. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সহবাসের পর দেহ পবিত্র করার জন্য গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হলে যাওয়ার পর প্রথম মুহূর্তে মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি উট সদকা করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মুহূর্তে মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি গরু সদকা করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি ভেড়া সদকা করল আর যে ব্যক্তি চতুর্থ মুহূর্তে মসজিদে গমন করে সে যেন একটি মুরগী সদকা করল এবং যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে মসজিদে গমন করে সে যেন একটি ডিম সদকা করল। যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে খুতবা শুনতে থাকেন।

١٣٩٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْجَلَّاحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ *

১৩৯২. আমর ইব্ন সাওয়াদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে এমন বারটি মুহূর্ত রয়েছে, এমন কোন মুসলিম বান্দা পাওয়া যাবে না, যে ঐ মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না। অতএব, তোমরা ঐ মুহূর্তগুলোকে আসরের পর শেষ সময়ে অনুসন্ধান কর।

١٣٩٣. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمِيَّاشٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُفْرِجُ نَوَاضِحَنَا قُلْتُ آيَةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالُ الشَّمْسِ *

১৩৯৩. হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। তারপর আমরা আমাদের আবাসে ফিরে এসে উটগুলোকে আরাম দিতাম। ইমাম মুহাম্মদ বাকের (র) বলেন, আমি (জাবির রা-কে) জিজ্ঞাসা করলাম- কখন (ফিরে আসতেন)? তিনি বললেন, শীতকালে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর।

১৩৯৪. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَرْثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَّاسَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ فِيَّ يُسْتَظَلُّ بِهِ *

১৩৯৪. শু'আয়ব ইব্ন ইয়ুসুফ (র) - - - - সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম, তারপর ঘরে ফিরে আসতাম, তখনও দেয়ালের এমন কোন ছায়ার সৃষ্টি হত না, যেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

بَابُ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর জন্য আযান দেওয়া

১৩৯৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلَ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ *

১৩৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা)-এর যুগে জুমু'আর দিনে প্রথম আযান ছিল যখন ইমাম জুমু'আর দিনে মিন্বরের উপর বসতেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগে মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন উসমান (রা) জুমু'আর দিনে তৃতীয় আযানের নির্দেশ দিলেন, এবং সর্বপ্রথম সে আযান যাওরা নামক স্থানে দেওয়া হয়েছিল। তারপর (অত্র) আযানের উপর এই আদেশ বলবৎ হয়ে গেল।

১৩৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّمَا

أَمَرَ بِالتَّائِذِينَ الثَّلَاثِ عُثْمَانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّائِذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ *

১৩৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাইব ইব্ন যায়ীদ (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মদীনায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তখন উসমান (রা) তৃতীয় আযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একটি মাত্র ব্যতীত অন্য আযান ছিল না, আর জুমু'আর দিনে যখন ইমাম (মিস্বরের উপর) বসতেন তখন উক্ত আযান দেওয়া হতো।

١٣٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا *

১৩৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে মিস্বরের উপর বসতেন, তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন এবং যখন তিনি মিস্বর থেকে অবতরণ করতেন তখন ইকামাত দিতেন। তারপর এরূপ আবু বকর এবং উমর (রা)-এর যুগেও (প্রচলিত) ছিল।

بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ

অনুচ্ছেদ : শুক্রবার দিন ইমামের (খুতবা দেওয়ার জন্য) বের হওয়ার পর আগত ব্যক্তির সালাত আদায় করা

١٣٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رُكْعَتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *

১৩৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন সময় আসে যখন ইমাম (খুতবা দেওয়ার জন্য) বের হয়ে আসে, তবে সে যেন দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। রাবী শু'বা (রা) বলেন, জুমু'আর দিনে।

مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

খুতবা দেওয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানোর স্থান

১৩৯৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنْدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمُنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلَ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ *

১৩৯৯. আমর ইবন সাওয়াদ ইবন আসওয়াদ (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা দিতেন, মসজিদের খর্জুর বৃক্ষের স্তম্ভের সাথে ঠেস দিতেন। তারপর যখন মিম্বর প্রস্তুত হয়ে গেল, এবং তিনি তাতে বসলেন, তখন উক্ত খর্জুর বৃক্ষের স্তম্ভটি উটনীর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগল, এমনকি তা মসজিদের মুসল্লীরাও শুনছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত স্তম্ভের দিকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন উক্ত স্তম্ভটি চুপ হয়ে গেল।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

খুতবা দেওয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানো

১৪০০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا *

১৪০০. আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একদা মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবন উম্মি হাকাম (রা) বসে খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি (উপস্থিত মুসল্লীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা এর দিকে তাকান, ইনি বসে খুতবা দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন **أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا** অর্থঃ যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে তাঁর দিকে ছুটে গেল। (৬২ : ১১)

بَابُ الْفَضْلِ فِي الدُّنُوِّ مِنَ الْأَمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত

১৪.১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْحَرِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكَّرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الْأَمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا *

১৪০১. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আওস ইব্ন আওস সাকাফী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরীর ও মাথা ধোত করতঃ উত্তমরূপে গোসল করে ও জুমু'আর সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে গিয়ে খুতবা প্রথম থেকে শুনতে পায় আর নিশ্চুপ হয়ে ইমামের নিকটে বসে এবং কোন অনর্থক কাজ না করে, তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার, এক বছর সালাত আদায় করার এবং সিয়াম পালন করার ন্যায় সওয়াব হবে।

الْنَهْيُ عَنْ تَخْطِئِ رِقَابِ النَّاسِ وَالْأَمَامُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

শুক্রবার ইমামের মিম্বরে থাকা অবস্থায় মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪.২. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ اجْلِسْ فَقَدْ أُذِنَتْ *

১৪০২. ওয়াহব ইব্ন বাযান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুক্রবারে তাঁর পাশে বসা ছিলাম, তারপর তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে আসছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, বসে পড়, তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ।

بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : শুক্রবারে ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় আগত ব্যক্তির সালাত আদায় করা

১৪.৩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ أَرَكْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَارْكَعْ *

১৪০৩. ইবরাহীম ইবন হাসান ও ইউসুফ ইবন সায়ীদ (র) - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আসল, তখন নবী ﷺ শুক্রবারে মিসরের উপর ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সালাত আদায় করে নাও।^১

بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে খুতবার জন্য চুপ থাকা

১৪.৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا *

১৪০৪. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় তার সাথীকে বলল 'চুপ থাক' সে একটি অনর্থক কাজ করল।

১৪.৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ

১. ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এর মতে ইমামের খুতবা প্রদানরত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য দু'রাক'আত তাহিয়াতুল মাসজিদ পড়া মুস্তাহাব এবং এ দু'রাক'আত পড়ার পূর্বে বসা মাকরুহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে এ অবস্থায় এ দু'রাক'আত সালাত পড়বে না। হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে আলোচ্য হাদীসের বেশ কয়েকটি জবাব প্রদান করা হয়েছে।

أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ انْصَبْ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ *

১৪০৫. আব্দুল মালিক ইবন শু'আয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তুমি যদি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেওয়া অবস্থায় তোমার সাথীকে বল 'চুপ কর' তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে।

بَابُ فَضْلِ الْأَنْصَاتِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে চুপ থাকা এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার ফযীলত

١٤٠٦. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ الْقُرْثَعِ الضَّبِّيِّ وَكَانَ مِنَ
الْقُرَاءِ الْأَوَّلِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى
يَقْضَى صَلَوَتُهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ *

১৪০৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেকোন ব্যক্তি জুমু'আর দিনে পবিত্রতা গ্রহণ করে যেভাবে তাকে আদেশ করা হয়েছে, তারপর তার ঘর থেকে বের হয়ে জুমু'আয় পৌঁছে যায় এবং সালাত সমাপন না করা পর্যন্ত চুপ থাকে তার জন্য এ আমল জুমু'আর পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

بَابُ كَيْفِيَةِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবার প্রকার

١٤٠٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ
وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ *

১৪০৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে খুতবায় হাজাত শিক্ষা দিলেন :
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نَسْتَعِينُهُ :
وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

এরপর তিনটি আয়াত পাঠ করলেন :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

অর্থ : হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মর না। (৩ : ১০২)

“হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তাঁর সংগিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাঁদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাপ্তা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (৪ : ১) হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।” (৩৩ : ৭০)।

بَابُ حَضْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের খুতবায় জুমু'আর দিনে গোসল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

১৪০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ *

১৪০৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করার জন্য যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

১৪০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمَنْبَرِ *

১৪০৯. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - ইবরাহীম ইবন নাশীত (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন শিহাব (র)-কে জুমু'আর দিনের গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তা হলো সুনাত'। তিনি আরও বলেন, আমার কাছে এ সম্পর্কে সালিম ইবন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা (আব্দুল্লাহ) (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে মিম্বরের উপর বর্ণনা করেছেন।

১৪১০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمَنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ *

১৪১০. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে জুমু'আর দিন পায় সে যেন গোসল করে নেয়।

بَابُ حَثِّ الْإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের জুমু'আর দিনে খুতবায় সদকাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

১৪১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ جَاءَ

رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ بِهِيئةً بَدَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَالْقُوا ثِيَابَهُمْ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَالْقَى أَحَدَ ثَوْبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهِيئةً بَدَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَالْقُوا ثِيَابًا فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَالْقَى أَحَدَهُمَا فَاَنْتَهَرَهُ وَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ *

১৪১১. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ছিন্ন বস্ত্রে আসল, তখন নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না; তিনি বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও এবং লোকদের সদকাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তারা কাপড় দান করল, তিনি সেখান থেকে তাকে দু'টি কাপড় দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় জুমু'আয় ঐ ব্যক্তি আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন- তিনি লোকদের সদকাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। রাবী বলেন, ঐ ব্যক্তি ও তার দু' কাপড়ের একটা সদকাহ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই ব্যক্তি গত জুমু'আয় ছিন্ন বস্ত্রে এসেছিল, তখন আমি লোকদের সদকাহ করার আদেশ দিয়েছিলাম, তারা কাপড় দান করেছিল, তখন আমি একে সেখান থেকে দু'টো কাপড় দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম। তারপর এই ব্যক্তি এখন আসল, এবং আমি লোকদের সদকাহর আদেশ দিলাম, তো লোকটি তার দু'টো কাপড় থেকে একটা দান করে দিল। নবী ﷺ তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও।*

مُخَاطَبَةُ الْأِمَامِ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ

ইমাম মিম্বরে থাকাবস্থায় মুসল্লীদের সম্বোধন করা

١٤١٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ *

১৪১২. কুতায়বা (র) - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী ﷺ

১. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অভাবী মানুষ প্রথমে নিজের অভাব দূর করবে, এরপর যদি কিছু উদ্ধৃত থাকে তবে তা সদকা করতে পারে।

-এর জুমু'আর দিনে খুতবা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি আসল। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না; তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং সালাত আদায় কর।

১৪১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةٌ وَيَقُولُ أَنْ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ *

১৪১৩. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - আবু বাকরা (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিন্বরের উপর দেখেছি, এবং ইমাম হাসান (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর একবার হাসান (রা)-এর দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, নিশ্চয়ই আমার এ দৌহিত্র সর্দার হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা

১৪১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ الثُّعْمَانَ قَالَتْ حَفِظْتُ قِ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *

১৪১৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - হারিছা ইবন নু'মান (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজিদ,' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে মুখস্থ করেছিলাম, যখন তিনি জুমু'আর দিনে মিন্বরের উপর ছিলেন।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবায় ইশারা করা

১৪১৫. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

حُصَيْنٍ أَنْ بَشَّرَ بَنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمَنْبَرِ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ
بَنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ وَقَالَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
السَّبَابَةَ *

১৪১৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত যে, বিশর ইব্ন মারওয়ান (রা) জুমু'আর দিন মিশরের উপর থাকাবস্থায় উভয় হাত উঠালেন, তখন তাঁকে উমারা ইব্ন রুওয়াযবা হাকারী (রা) তিরস্কার করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর থেকে বেশি কিছু করেন নি, আর তাঁর তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন।

بَابُ نَزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمَنْبَرِ قَبْلَ فَرَغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ
وَقَطْعِهِ كَلَامَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা শেষ করার পূর্বে মিশর থেকে নেমে যাওয়া এবং তাঁর খুতবা বন্ধ করে দেওয়া, তারপর পুনরায় তা শুরু করা

١٤١٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ
حُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ بَرِيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ
أَحْمَرَانِ يَغْتَرَّانِ فِيهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَ كَلَامَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ
إِلَى الْمَنْبَرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ
يَغْتَرَّانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُهُمَا *

১৪১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আযীয (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন (রা) আগমন করলেন; তাঁদের পরিধানে দু'টি লাল কুর্তা ছিল। তারা দুর্বলতা হেতু এদিক-ওদিক পড়ে যাচ্ছিলেন, তাই নবী ﷺ নেমে আসলেন এবং তাঁর খুতবা বন্ধ করে দিলেন, তিনি তাঁদের উভয়কে উঠিয়ে নিলেন ও মিশরের উপর ফিরে আসলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন : اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থ : তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা (৬৪ : ১৫)। আমি এদের দুই জনকেই দেখলাম যে, তাদের কুর্তা নিয়ে তারা এদিক-ওদিক পড়ে যাচ্ছিল, কাজেই আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না, আমি আমার খুতবা বন্ধ করে দিলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিয়ে আসলাম।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবার সংক্ষেপকরণ মুস্তাহাব হওয়া

১৪১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ الذِّكْرَ وَيَقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ *

১৪১৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আযীয (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ যিকির অত্যধিক পরিমাণে করতেন এবং অনর্থক কাজ একেবারেই করতেন না আর সালাত দীর্ঘ করতেন, ও খুতবা সংক্ষেপ করতেন, তিনি বিধবা ও গরীবদের সাথে চলা-ফেরায় সংকোচ বোধ করতেন না; যাতে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

بَابُ كَمْ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : খুতবা কতবার পাঠ করবে ?

১৪১৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْآخِرَةَ *

১৪১৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে উঠাবসা করেছি। আমি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছাড়া কখনো খুতবা দিতে দেখিনি। তিনি বসতেন, পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন ও দ্বিতীয় খুতবা পাঠ করতেন।

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ

অনুচ্ছেদ : দুই খুতবার মাঝে বসার দ্বারা বিরতি করা

১৪১৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ

الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ *

১৪১৯. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইটি খুতবা দিতেন দাঁড়ানো অবস্থায় এবং উভয়ের মাঝে বসার দ্বারা বিরতি করতেন।

بَابُ السُّكُوتِ فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই খুতবার মাঝখানের বসা অবস্থায় চুপ থাকা

১৪২০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ *

১৪২০. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন বাযী (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি জুম্মা'র দিনে দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিতেন তারপর বসতেন, যে বসাতে কথা বলতেন না। পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসাবস্থায় খুতবা দিতেন তা হলে সে মিথ্যা বলল।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

অনুচ্ছেদ : দ্বিতীয় খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা এবং যিকির করা

১৪২১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَوْتُهُ قَصْدًا.

১৪২১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন, পুনরায় দাঁড়াতেন ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন। আর তাঁর খুতবা হত পরিমিত আকারের, এবং তাঁর সালাত হত মধ্যম প্রকারের।

بَابُ الْكَلَامِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিন্বর থেকে অবতরণ করার পর কথা বলা এবং দাঁড়ানো

১৪২২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرِّيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيَكْلِمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي *

১৪২২. মুহাম্মাদ ইবন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিন্বর থেকে অবতরণ করার পর কেউ তাঁর সামনে আসলে তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন, তারপর তাঁর সালাতের স্থানে এসে সালাত আদায় করে নিতেন।

عَدَدُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সালাতের (রাকাত) সংখ্যা

১৪২৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ *

১৪২৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, জুমু'আর সালাত দু'রাকাত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু'রাকাত, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকাত এবং সফরের অবস্থার সালাতও দু'রাকাত। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ভাষ্য মতে সে দু'রাকাতই পূর্ণ সালাত, সংক্ষেপ নয়। আবু আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা উমর (রা) থেকে শুনে নি।

الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمَنَافِقِينَ

জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ এবং মুনাক্কিন পড়া

১৪২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخُولٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَفِي صَلَاةِ
الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ *

১৪২৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা সান'আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ
জুম'আর দিনে ফজরের সালাতে **أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ** পাঠ করতেন, আর
জুম'আর সালাতে সূরা জুম'আ ও সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন।

الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ
أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

৪০. অনুচ্ছেদ : জুম'আর সালাতে **سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** এবং **أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ** পাঠ করা

১৪২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ
أَخْبَرَنِي مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ *

১৪২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
জুম'আর সালাতে **سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** এবং **أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ** পড়তেন।

ذَكَرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي
صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

জুম'আর সালাতের কিরাআতে নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার
পার্থক্য

১৪২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهُ أَنْ الضَّحَّاكَ بْنُ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَازَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ *

১৪২৬. কুতায়বা (র) - - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, যাহ্‌হাক ইবন কায়স (র) নু'মান ইবন বশীর (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জুমু'আর পরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি হَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ পাঠ করতেন।

١٤٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَرَبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِينَهُمَا جَمِيعًا *

১৪২৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ পাঠ করতেন। আর কখনো কখনো ঈদ এবং জুমু'আ একত্রিত হয়ে যেত তখন ঈদ এবং জুমু'আর উভয় সালাতে ঐ দুই সূরা পড়তেন।

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল

١٤٢٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ *

১৪২৮. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল সে ব্যক্তি জুমু'আ পেল।

عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ

জুমু'আর পরে মসজিদে সালাতের সংখ্যা

১৪২৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا *

১৪২৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করে তখন সে যেন তার পরে চার রাক'আত সালাত আদায় করে।

صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর পরে ইমামের সালাত আদায় করা

১৪২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ *

১৪৩০. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর পরে কোন সালাত আদায় করতেন না, যতক্ষণ না ঘরে ফিরে আসতেন, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১৪৩১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ *

১৪৩১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - সালিমের পিতা (ইব্ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর পরে তাঁর ঘরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

بَابُ إِطَالَةِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর পরের দু'রাক'আত সালাত দীর্ঘ করা

১৪৩২. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا

شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

১৪৩২. আবদা ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুমু'আর পরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং তা দীর্ঘ করতেন। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করতেন।

ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ঐ মুহূর্তের উল্লেখ যে মুহূর্তে জুমু'আর দিনে দোয়া কবুল করা হয়

١٤٣٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ الطَّوْرَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَّثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبِطَ وَفِيهِ تَنَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصْبِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأُ كَعْبُ التَّوْرَةَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قُلْتُ مِنَ الطَّوْرِ قَالَ لَوْ لَقَيْتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ قُلْتُ لَهُ وَلِمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعْمَلُ الْمَطْيُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي وَ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطَّوْرِ فَلَقَيْتُ كَعْبًا فَمَكَّثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصَيَّخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذِبٌ كَعْبٌ قُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَدَقَ كَعْبٌ إِنِّي لَا أَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَقُلْتُ يَا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا قَالَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةٌ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلَاةُ الَّتِي تَلَاقِيهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ كَذَلِكَ *

১৪৩৩. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা তুর নামক স্থানে আসলাম। তথায় আমি কা'ব (রা)-কে পেলাম, সেখানে আমি এবং তিনি একদিন অবস্থান করলাম। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতাম, আর তিনি আমাকে 'তাওরাত' থেকে বর্ণনা করতেন। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, জুমু'আর দিন। সেই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে অবতরণ করানো হয়েছে, সে দিনই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠে বনী আদম ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই যা জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে উৎকর্ষিত হয়ে না থাকে। সেই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে কোন মু'মিন সালাতে রত থাকা অবস্থায় তা পেয়ে আল্লাহর কাছে যদি সেই সময় কোন কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে নিশ্চয় তা দেবেন। তারপর কা'ব জিজ্ঞাসা করলেন, সেই মুহূর্তটি প্রতি বছর কি একদিনই হয়? আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমু'আর দিনেই হয়। তখন কা'ব তাওরাত থেকে পাঠ করলেন, তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই বলেছেন, তা প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই হয়। তখন আমি বের হলে বসরা ইবন আবু বসরা গিফারী (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, তুমি কোথা থেকে আসছ? আমি বললাম, 'তুর' থেকে। তিনি

বললেন, যদি তোমার সেখানে যাওয়ার পূর্বে তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো, তা হলে তুমি সেখানে যেতে না। আমি তাঁকে বললাম, তুমি এমন কথা কেন বলছ? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনিটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাস। তারপর আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি আমাকে দেখতেন যে, আমি 'তুর' নামক স্থানে গিয়েছি ও কা'ব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর আমি এবং তিনি একদিন সেখানে অবস্থান করেছি। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাতেম আর তিনি আমাকে তাওরাত থেকে বর্ণনা করে শুনাতেম। তখন আমি তাঁকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দিন যাতে সূর্য উদিত হয় জুমু'আর দিন। সেই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে অবতরণ করানো হয়েছে, সে দিনই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ভূ-পৃষ্ঠে বনী আদম ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই, জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে উৎকর্ষ হয়ে না থাকে। সেই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে কোন মু'মিন সালাতে রত থাকা অবস্থায় তা পেয়ে আল্লাহর কাছে যদি সেই সময় কোন কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ তাঁকে তা নিশ্চয় দেবেন। কা'ব (রা) বলেছেন, সেই দিনটি প্রতি বছর একদিনই হয়, তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, কা'ব (রা) সত্য বলেনি। আমি (আবু হুরায়রা) বললাম, তারপর কা'ব (রা) পুনরায় (তওরাত) পড়লেন। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন, সেই মুহূর্তটি প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই হয়। তখন আব্দুল্লাহ (রা) বললেন, কা'ব (রা) সত্যই বলেছেন, আমি সেই মুহূর্তটি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছি। আমি বললাম, হে আমার ভাই! আপনি আমাকে সেই মুহূর্তটি সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তা হল জুমু'আর দিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে শেষ সময়। তখন আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেনি যে, কোন মু'মিন ব্যক্তি সালাতে রত থাকা অবস্থায় তা পায় (এবং সে সময় কোন দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন) অথচ সে সময় তো কোন সালাত নেই। তিনি বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনি যে, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে এবং বসে বসে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষায় থাকে, সে ব্যক্তি সালাতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাছে পরবর্তী সালাত উপস্থিত হয়। আমি বললাম, কেন নয়? নিশ্চয়! তিনি বললেন, এটাও সেই রকমই।

১৪৩৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ *

১৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন মুসলিম বান্দা উক্ত মুহূর্তটি পেয়ে আল্লাহর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তা নিশ্চয় দেবেন।

١٤٣٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عليه السلام إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قُلْنَا يَقْلُلُهَا يَزِيدُهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَابْنِ سَلَمَةَ وَأَيُّوبُ ابْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ *

১৪৩৫. আমর ইব্ন যুরারাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম عليه السلام বলেছেন যে, নিশ্চয় জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোন মুসলিম বান্দা সেই সময়টি পেয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা দেবেন। (আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছিলেন যে, এ মুহূর্তটি সংকীর্ণ।

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায় : সফরে সালাত
সংক্ষিপ্ত করা

كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায় : সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা

١٤٣٦. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمِّيَةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَتْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ *

১৪৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বললাম : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ : অর্থঃ যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে তবে, সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। (১৯ : ৪) এখন তো মানুষ (কাফিরদের ফিতনা থেকে) নিরাপদ আছে ! তখন উমর (রা) বললেন, আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছি, তুমি যে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছ। তাই আমি সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এ হল একটি দান বিশেষ : যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রদান করেছেন। অতএব, তাঁর দানকে কবুল করে নাও।

١٤٣٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَ إِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ *

১৪৩৭. কুতায়বা (র) - - - - উমাইয়া ইবন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বললেন, আমরা তো বাড়ীতে অবস্থানকালীন এবং সংকটকালীন সময়ের সালাতের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই, কিন্তু সফরকালীন সালাতের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই না। তখন ইবন উমর (রা) তাঁকে বললেন, হে আমার ভাতৃপুত্র। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ -কে পাঠিয়েছেন এমতাবস্থায় যে, আমরা তখন কিছুই জানতাম না। আমরা তদ্রূপই করি যেদ্রূপ মুহাম্মদ ﷺ -কে করতে দেখতাম।

١٤٣٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ زَادَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ *

১৪৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে বের হলেন, তিনি রাক্বুল আলামীন ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতেন না। (এতদসত্ত্বেও) তিনি সালাত দু' রাকআতই আদায় করতেন।

١٤٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ *

১৪৩৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মক্কা এবং মদীনার মধ্যে সফর করতাম, তখন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতাম না। এতদসত্ত্বেও আমরা সালাত দু' রাকআতই আদায় করতাম।

١٤٤٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ السَّمُطِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَنَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ *

১৪৪০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্নুস সিমত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে যুলহলায়কাতে সালাত দু'রাকআত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি তদ্রূপই করছি যে রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে করতে দেখেছি।

১৪৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا *

১৪৪১. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিযুখে বের হলাম। তিনি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সর্বদাই সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। তিনি মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

১৪৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبِي أَنبَانَا أَبُو حَمْزَةَ وَهُوَ السُّكْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا *

১৪৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে সালাত দু'রাকআত আদায় করলাম, আর আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাথেও (সফরে) দু'রাকআত আদায় করেছি।

১৪৪৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَوَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ *

১৪৪৩. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর সালাত দু'রাকআত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু'রাকআত, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকআত আর সফরের সালাত দু'রাকআতই পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ নয়। নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে।

১৪৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ عَائِدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَتْ صَلَوةُ
الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَرْبَعًا وَصَلَوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَوةُ
الْخَوْفِ رَكْعَةً *

১৪৪৪. মুহাম্মদ ইবন ওয়াহ্ব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী
ﷺ -এর ভাষ্য মতে বাড়ীতে অবস্থানকালীন সালাত চার রাকআত, আর সফরকালীন সালাত দু'রাকআত,
এবং সংকটকালীন সময়ের সালাত এক রাকআত ফরয করা হয়েছে।

١٤٤٥. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ
بْنِ عَائِدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ
رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً *

১৪৪৫. ইয়া'কুব ইবন মাহান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী
ﷺ -এর ভাষ্য মতে আল্লাহ তা'আলা বাড়ীতে অবস্থানকালীন সময়ে চার রাকআত, সফরকালীন
দু'রাকআত এবং সংকটকালীন এক রাকআত সালাত ফরয করেছেন।

بَابُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : মক্কায় সালাত আদায় করা

١٤٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ
عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصَلَّى بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أَصِلْ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي
الْقَاسِمِ ﷺ *

১৪৪৬. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - মুসা ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি মক্কায় কিভাবে সালাত আদায় করব যখন আমি জামাআতে সালাত
আদায় না করি? তিনি বললেন, দু'রাকআত আদায় করবে, এটাই আবুল কাসেম ﷺ -এর সুন্নাত।

١٤٤٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا

سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَفَوُّتَنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أَنْ أَصَلِّيَ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১৪৪৭. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (রা) - - - - মুসা ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এরপর আমি জামাআতে সালাত পেলাম না, তখন আমি “বাথহা” নামক স্থানে ছিলাম। তা কিরূপে আদায় করা সমীচীন মনে করেন? তিনি বললেন, দু’রাকআত আদায় করবে, এটাই আবুল কাসেম রাঃ -এর সূনাত।

بَابُ الصَّلَاةِ بِمَنْى

অনুচ্ছেদ : মিনায় সালাত আদায় করা

١٤٤٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْى أَمِنْ مَكَانِ النَّاسِ وَأَكْثَرُهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৮. কুতায়বা (র) - - - - হারিছা ইব্ন ওয়াহ্ব খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে মিনায় দু’রাকআত সালাত আদায় করলাম অথচ মানুষ তখন অধিক নিরাপদ ছিল।

١٤٤٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْى أَكْثَرَ مَكَانِ النَّاسِ وَأَمْنَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - হারিছা ইব্ন ওয়াহ্ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মিনায় দু’রাকআত সালাত আদায় করলেন, অথচ তখন মানুষ অধিক নিরাপদ ছিল।

١٤٥٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ﷺ بِمَنَى وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكَعَتَيْنِ صَدْرًا
مِّنْ أَمَارَتِهِ .

১৪৫০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মিনায় দু'রাকআত সালাত আদায় করেছি এবং আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাথেও আর উসমান (রা)-এর সাথেও দু'রাকআত আদায় করেছি তাঁর খিলাফতের প্রথম যামানায়।

১৪৫১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ بِمَنَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ رَكَعَتَيْنِ .

১৪৫১. কুতায়বা এবং মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করেছি।

১৪৫২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمَنَى أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ
عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ .

১৪৫২. আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনায় চার রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং এ সংবাদ আব্দুল্লাহ (রা)-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সালাত দু'রাকআত আদায় করেছি।

১৪৫৩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
ثَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنَى رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكَعَتَيْنِ .

১৪৫৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে মিনায় সালাত দু'রাকআত আদায় করেছি, আবু বকর (রা)-এর সাথে এবং উমর (রা)-এর সাথেও সালাত দু'রাকআত আদায় করেছি।

১৪৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ .

১৪৫৪. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় সালাত দু' রাকআত আদায় করেছেন, আবু বকর (রা) তা দু' রাকআত আদায় করেছেন, উমর (রা) তা দু' রাকআত আদায় করেছেন, আর উসমান (রা)-ও তা তাঁর খিলাফতের প্রথম যামানায় দু' রাকআত আদায় করেছেন।

بَابُ الْمَقَامِ الَّذِي يَقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ : যতটুকু দূরত্বে সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায়

১৪৫৫. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَارِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا قُلْتُ هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১৪৫৫. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিযুখে বের হলাম। তখন তিনি আমাদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সালাত দু' রাকআত আদায় করতেন। আমি বললাম, তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা তথায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম।

১৪৫৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫৬. আব্দুর রহমান ইবন আসওয়াদ বসরী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পনের দিন অবস্থান করেছিলেন, তথায় তিনি সালাত দু' রাকআত দু' রাকআত আদায়

করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় ১৫ (পনের) দিন এবং বিদায় হজ্জের সময় ১০ (দশ) দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন।

১৪৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ زَنْجَوِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُكُّثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا .

১৪৫৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক (র) - - - - আলা ইবন হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজির তার হজ্জ কর্ম সম্পাদনের পর তিন দিন অবস্থান করবে।

১৪৫৮. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُكُّثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلَاثًا .

১৪৫৮. আবু আব্দুর রহমান (র) - - - - আলা ইবন হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মুহাজির মক্কায় হজ্জ কর্ম সম্পাদনের পর তিন দিন অবস্থান করবে।

১৪৫৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي قَصُرْتَ وَآتَمَمْتَ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتَ قَالَ أَحْسَنْتَ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ .

১৪৫৯. আহমদ ইবন ইয়াহয়া সূফী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছে বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি সালাত সংক্ষিপ্ত আদায় করেছেন, আর আমি পরিপূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোযা রাখেন নি, কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, তুমি ভালই করেছ হে আয়েশা (রা)। তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না।

تَرْكُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

ফরের সময় নফল সালাত ছেড়ে দেওয়া

১৬৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زَهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ *

১৪৬০. আহমদ ইবন ইয়াহয়া (র) - - - - ওয়াবারা ইবন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) সফরে সালাত দু' রাকআত থেকে বেশী আদায় করতেন না, দু' রাকআতের আগেও কোন সালাত আদায় করতেন না এবং তার পরেও না। তখন তাঁকে বলা হল, এ কি বকর সালাত? তিনি বললেন, এ রকমই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে করতে দেখেছি।

১৬৬১. أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طَنْقِيسَةَ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَا تَحَمَّيْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى الرُّكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَذَلِكَ .

১৪৬১. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - ইসা ইবন হাফস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এক সফরে ইবন উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি জোহর এবং আসরে দু' রাকআত করে আদায় করলেন। তারপর তিনি তার বিছানায় ফিরে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, মুসল্লীরা তাসবীহ পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তাঁরা তাসবীহ পড়ছে। তিনি বললেন, যদি আমি এই দু'রাকআত ফরযের পূর্বে বা পরে নফল সালাত আদায় করতাম তাহলে এই দু' রাকআত ফরযকে পূর্ণ চার রাকআত আদায় করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অবস্থান করেছি, তিনি সফরে দু'রাকআতের বেশী আদায় করতেন না। আমি আবু বকর (রা) উমর (রা) ও উসমান (রা)-এরও সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁরাও মৃত্যুও অবধি অনুরূপ করতেন।

كِتَابُ الْكُسُوفِ كُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

অধ্যায় : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

كِتَابُ الْكُسُوفِ كُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

অধ্যায় : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

১৬৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ *

১৪৬২. কুতায়বা (র) - - - আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন, কারো মৃত্যু এবং কারো জন্মের জন্য তাদের গ্রহণ হয় না, এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন।

لِتُسَبِّحَ وَالتَّكْبِيرُ وَالِدُعَاءُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

সূর্য গ্রহণের সময় তাসবীহ, তাকবীর এবং দোয়া করা

১৬৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ هُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجَرِيرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَتْرَامِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ مَا أَحْدَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَاتَّيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَكْبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৬৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায আমার তীর মারছিলাম, ইতিমধ্যে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন

আমি আমার তীরসমূহ একত্রিত করলাম এবং বললাম, আজ আমি অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, রাসূলুল্লাহ সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে কি নতুন বক্তব্য রাখেন। অতএব, আমি তাঁর পিঠের কাছাকাছি আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি তাসবীহ, তাকবীর এবং দোয়া করতে লাগলেন, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ কেটে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং বাকআত সালাত আদায় করলেন, চারটি সিজদা করলেন।

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

সূর্য গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ

১৬৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

১৪৬৪. মুহাম্মদ ইবনু সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তারা হল আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ : চন্দ্র গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ

১৬৬৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا *

১৪৬৫. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে হয় না, বরং তারা হল আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণের সময় সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ

১৬৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنْهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ *

১৪৬৬. মুহাম্মদ ইবন কামিল মারওয়াযী (র) - - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। তাদের গ্রহণ কালে মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে হয় না, অতএব, যখন তোমরা তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আলোকিত না হয়।

১৬৬৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوُتِبَ يَجْرُ ثَوْبُهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَنْجَلَتْ .

১৪৬৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ লেগে গেলে তিনি কাপড় সামলাতে সামলাতে দ্রুত চলে গেলেন ও দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। ইতিমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল।

بَابُ الْأَمْرِ بِالنِّدَاءِ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সময়ের সালাতের জন্য ডাক দেওয়ার নির্দেশ

১৬৬৮. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمِعُوا وَاصْطَفُوا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬৮. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আহ্বামকারীকে নির্দেশ দিলেন।

সে কেন আওয়াজ দেয় ; সালাত অনুষ্ঠিত হবে। তখন তাঁরা সবাই উপস্থিত হয়ে গেল এবং কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন চার রুকু ও চারটি সিজদাসহ।

بَابُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সালাতে কাতারবন্দী হওয়া

১৬৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ .

১৪৬৯. মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ অভিমুখে বের হয়ে গেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ও তাকবীর বললেন। আর মানুষেরা তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি চার রুকুপূর্ণ করলেন এবং চার সিজদাও। আর তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল।

بَابُ كَيْفَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সালাত কিরূপ ?

১৬৭০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عِنْدَ الْكُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ *

১৪৭০. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য গ্রহণের জন্য (দু'রাকআত সালাতে) রুকু ও চারটি সিজদা করলেন।

১৬৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ

بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْآخِرَى مِثْلَهَا *

১৪৭১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি গ্রহণের সময় সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তখন কিরাআত পড়লেন ও রুকু করলেন, তারপর পুনরায় কিরাআত পড়লেন ও রুকু করলেন। পুনরায় কিরাআত পড়লেন ও রুকু করলেন। তারপর কিরাআত পড়লেন, রুকু করলেন, তারপর সিজদা করলেন পুনরায় তার মত আর এক রাকআত আদায় করলেন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার গ্রহণকালীন সালাত

١٤٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ نَمِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ ح وَآخَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৭২. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য গ্রহণের দিন সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি দু'রাকআতে চার রুকু এবং চার সিজদা করেছিলেন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অন্য আর এক প্রকার সূর্য গ্রহণকালীন সালাত

١٤٧٣. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدُ بْنَ عَمِيرٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أَصْدَقُ فظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ

ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكْعٍ رَكَعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكَعَ الثَّالِثَةِ
ثُمَّ سَجَدَ حَتَّىٰ أَنْ رَجُلًا يَوْمُئِذٍ يُغْشَىٰ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ أَنْ سَجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبَّ
عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ
وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ آيَتَانِ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُم بِهِمَا فَاذَا كَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
حَتَّىٰ يَنْجَلِيَا *

১৪৭৩. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যের গ্রহণ লাগলো। তখন তিনি মানুষদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি তাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর রুকু করলেন, আবার দাঁড়ালেন, তারপর রুকু করলেন, আবার দাঁড়ালেন, তারপর রুকু করলেন, এভাবে তিনি প্রতি রাকআতে তিন রুকুসহ দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তৃতীয় বার রুকু পরে তিনি সিজদা করলেন। এমনকি কিছু লোক সেদিন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। যে কারণে তাদের ওপর প্রচুর পানি ঢালা হয়েছিল। তিনি যখন রুকু করতেন তখন বলতেন, “আল্লাহ আকবার” আর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন, “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা” তিনি সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত শেষ করলেন না। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর গুণ বর্ণনা ও প্রশংসা করলেন এবং বললেন কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টো নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা তদ্বারা তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। সুতরাং যখন তাদের গ্রহণ লাগে, তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও, তা আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٧٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي صَلَاةِ الْآيَاتِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قُلْتُ لِمُعَاذٍ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَشْكُ وَلَا مَرِيَّةَ *

১৪৭৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছয় রুকু ও চার সিজদা দ্বারা দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমি মু'আয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করছ? তিনি বললেন? নিঃসন্দেহে এবং নিঃসংশয়ে।

نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ

আয়েশা (রা) থেকে আর এক প্রকার বর্ণনা

১৬৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخَرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى يَفْرَجَ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي أَرَدْتُ أَنْ أَخْذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ تَقْدَمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَى وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَابِ *

১৪৭৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন, মুসল্লীরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকু করলেন। এরপর মাথা উঠালেন ও বললেন, “সামি আল্লাহ লিমান হামিদা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ” তারপর দাঁড়ালেন ও দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, যা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকু করলেন, যা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, পরে বললেন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ” তারপর সিজদা করলেন। পরে দ্বিতীয়

রাকআতেও অনুরূপই করলেন। এভাবে তিনি চার রুকু এবং চার সিজদা পূর্ণ করলেন, আর তাঁর সালাত সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। পরে তিনি দাঁড়ালেন ও লোকদের সামনে খুতবা দিলেন ও আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টো নিদর্শন। তাদের গ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। অতএব, তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা সাক্ষাত আদায় করতে থাকবে যাতে যতক্ষণ না তোমরা ভীতি মুক্ত হও। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আমার এই দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে তোমাদের জন্য ওয়াদা কৃত সমুদয় বস্তু দেখতে পেয়েছি। তোমরা আমাকে দেখেছ যে, যখন আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন আমি জান্নাতের একটি মাথা ধরার ইচ্ছা করেছিলাম, যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখলে, তখন আমি জাহান্নামকে দেখলাম যে, তার কিয়দংশ কিয়দংশকে খেয়ে ফেলছে। আর আমি তাতে ইবন লুহাইকেও দেখেছি, যে চতুস্পদ জন্তুকে (পিঠে সওয়ার হওয়া, বোঝা বহন করানো ইত্যাদি কাজ থেকে অব্যাহিত দিয়ে) ছেড়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেছিল।

١٤٧٦. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَدَّى الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৭৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আওয়াজ দেওয়া হল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। লোকজন একত্রিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন চার রুকু এবং চার সিজদা সহকারে।

١٤٧٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامُ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعُ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامُ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعُ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ

أَحَدٌ آخِرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا *

১৪৭৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর রুকু করলেন এবং রুকু দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর দাঁড়ালেন যার দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন এবং তা ছিল পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত। তারপর রুকু করলেন এবং রুকু দীর্ঘায়িত করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন, এরপর দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করলেন। এভাবে সালাত শেষ করলেন। ইতিমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তখন তিনি মানুষদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবে এবং তাকবীর বলবে ও সাদকা করবে। পরে তিনি বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা কিংবা কোন মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হোক এ কাজ থেকে আল্লাহর চেয়ে কঠোর নিষেধকারী আর কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা ঐ সকল বিষয়ে অবহিত হতে, যে বিষয়ে আমি অবহিত রয়েছি, তাহলে নিশ্চয় তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

١٤٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ
أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ
لَيُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذًا بِاللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ
النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ
فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءُ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ ضَوْءَ فَقَامَ قِيَامًا
طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ
دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ
دُونَ الرُّكُوعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى
الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ
قَالَتْ عَائِشَةُ كُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

১৪৭৮. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল : আল্লাহ তাআলা আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মানুষদের কি কবরে আযাব দেওয়া হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তা থেকে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে পানাহ চাচ্ছি। আয়েশা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ কিছুক্ষণের জন্য বের হলেন, ইতিমধ্যে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমরা হুজরা থেকে বের হয়ে গেলাম, এসময় আমাদের পাশে অনেক মহিলা একত্রিত হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছ ফিরে আসলেন তখন ছিল সূর্যোদয়ের এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন, এরপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়িয়ে গেলেন, পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্তভাবে। তারপর রুকু করলেন পূর্ববর্তী রুকুর থেকে সংক্ষিপ্ত। পরে সিজদা করলেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনুরূপই করলেন কিন্তু দ্বিতীয় রাকআতের রুকু এবং দাঁড়ানো প্রথম রাকআতের রুকু এবং দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন এবং সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। যখন সালাত শেষ করলেন মিশরের উপর বসলেন এবং তাঁর খুতবার মধ্যে বললেন যে, নিশ্চয় মানুষ তাদের কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বললেন, আমরা তাঁকে এরপরে স্তন্যতম যে, তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।

نَوْعُ آخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

১৪৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْإِنصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ جَاءَتْنِي يَهُودِيَةٌ تَسْأَلُنِي فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقُبْرِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ فَرَكِبَ مَرْكَبًا يَغْنَى فَإِنْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَكُنْتُ بَيْنَ الْحَجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ فَاتَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ

قِيَامِهِ الْأَوَّلِ فَكَانَتْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ
إِنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ
يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

১৪৭৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি- আমার কাছে একজন ইয়াহুদী মহিলা এসে কিছু চাচ্ছিল। সে বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষদের কি কবর আযাব দেওয়া হবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে (তা থেকে) পানাহ চাচ্ছি। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করলেন, ইতিমধ্যে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমি অন্যান্য মহিলাদের সাথে হুজরা সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সওয়াবীর স্থান থেকে ফিরে এসে তাঁর সালাতের স্থানে আসলেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর রুকু করলেন আর রুকুকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও (পরবর্তী) দাঁড়ানোকেও দীর্ঘ করলেন। পুনরায় রুকু করলেন এবং রুকু দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠোলেন করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে সিজদা করলেন এবং সিজদাকেও দীর্ঘ করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং এ দাঁড়ানো ছিল প্রথম দাঁড়ানো অপক্ষো সংক্ষিপ্ত। তারপর রুকু করলেন পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত। পরে তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন যা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। পরে রুকু করলেন যা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন এবং তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতএব মোট চার রুকু এবং চার সিজদা হল। আর (ইত্যবসরে) সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এর পরে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি।

١٤٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي
صَفِّهِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ *

১৪৮০. আব্দাহ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য গ্রহণের সময় যমযমের নিকটস্থ ময়দানে চার রুকু এবং চার সিজদাসহ সালাত আদায় করেছিলেন।

١٤٨١. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ
صَاحِبُ الدُّسْتُوَائِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَفَتْ
الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدٍ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخْرُونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَائِهِمْ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

১৪৮১. আবু দাউদ (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ভীষণ গরমের দিনে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং দাঁড়ানোকে এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, সাহাবীরা পড়ে যেতে লাগলেন। তারপর রুকু করলেন এবং তাও দীর্ঘায়িত করলেন এরপর মাথা উঠালেন এবং তাও দীর্ঘায়িত করলেন। পরে রুকু করলেন এবং তাও দীর্ঘায়িত করলেন, পরে মাথা উঠালেন, আর তাও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর দু'টো সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং অনুরূপ করলেন। আর কখনো সম্মুখে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং কখনো পেছনে সরে যেতে লাগলেন এভাবে মোট চার রুকু এবং চার সিজদা হল। তাঁরা বলতেন যে, তাঁদের কোন বড় ব্যক্তির মৃত্যু ছাড়া চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না। অথচ সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন যা আল্লাহ তোমাদের দেখান। অতএব যখন সূর্য গ্রহণ লাগে তখন তোমরা সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে।

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

১৪৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَجْدَةً قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعَتْ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ خَالِفُهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ .

১৪৮২. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি আদেশ দিলে আওয়ায দেওয়া হল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, দু'রুকু এবং সিজদা দ্বারা। পরে দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করলেন দু' রুকু এবং সিজদা দ্বারা। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনো এর চেয়ে দীর্ঘ কোন রুকু এবং সিজদা করিনি।

১৪৮৩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي طُعْمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَّى عَنِ الشَّمْسِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ مَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَجُودًا وَلَا رَكَعَ رُكُوعًا أَطْوَلَ مِنْهُ.

১৪৮৩. ইয়াহুয়া ইব্ন উসমান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টো রুকু এবং দু'টো সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং দু'টো রুকু ও দু'টো সিজদা করলেন, পরে সূর্যের গ্রহণ ছেড়ে গেল। আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর থেকে দীর্ঘ কোন রুকু এবং সিজদা করেন নি।

১৪৮৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصَةَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلَاتِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَ ثُمَّ جَلَسَ وَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ.

১৪৮৪. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু হাফসা (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল, তখন তিনি উযু করলেন এবং নির্দেশ দিলে আওয়ায দেওয়া হল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সালাতে দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি

অনুমান করলাম যে, তিনি সূরা বাকারা পড়েছিলেন, তারপর রুকু করলেন এবং রুকুকে দীর্ঘায়িত করলেন। এরপরে বললেন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” তারপর দাঁড়ালেন পূর্বের দাঁড়ানোর সমপরিমাণ কিন্তু সিজদা করলেন না। পরে রুকু করলেন এবং সিজদা করলেন, এরপরে দাঁড়ালেন এবং পূর্বের মতই দু’ রুকু এবং সিজদা করলেন। তারপর বসলেন এবং সূর্যের গ্রহণও ছেড়ে গেল।

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

১৬৪৫. أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي السَّائِبُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَيَكْبِي وَيَقُولُ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ أُدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّى لَوْ بَسَطْتُ يَدَيَّ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَلَقَدْ أُدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّي لَقَدْ جَعَلْتُ اتَّقِيهَا خَشْيَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حَمِيرٍ تُعَذِّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ سَقَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا

أَقْبَلْتُ وَإِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ أَلَيْتَهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ أَخَا
بَنِي الدُّعْدَاعِ يُدْفَعُ بَعْصًا ذَاتَ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا
صَاحِبَ الْمَحْجَنِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمَحْجَنِهِ مُتَّحًا عَلَى مَحْجَنِهِ فِي
النَّارِ يَقُولُ أَنَا سَارِقُ الْمَحْجَنِ *

১৪৮৫. হিলাল ইবন বিশর (র) - - - আবু সাইব (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরাও দাঁড়িয়ে গেল। তিনি দাঁড়ালেন আর দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর রুকু করলেন আর রুকুকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন এবং সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও বসলেন, আর বসাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর সিজদা করলেন এবং এ সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রথম রাকআতে যা যা করেছিলেন অর্থাৎ দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, এবং বসা। তদ্রূপ দ্বিতীয় রাকআতেও করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতের শেষ সিজদায় ফুক মারতে লাগলেন এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, (হে আল্লাহ!) আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকাকালীন তুমি তাদের এমনতরো আযাব দেওয়ার আমার কাছে ওয়াদা করনি, তোমার কাছে মাগফিরাত চাওয়াকালীন তুমি তো আমার কাছে তাদের আযাব দেওয়ার ওয়াদা করনি। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং সূর্য ও আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং মানুষদের লক্ষ্য করে খুঁতবা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণগান করলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। অতএব, যখন তোমরা তাদের কোনটার গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ তাআলার যিকুর অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হও। ঐ সন্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় জান্নাত আমার নিকটবর্তী করে দেওয়া হয়েছিল যে, আমি যদি হস্ত প্রসারিত করতাম তাহলে আমি তার ফলরাশি ধরতে পারতাম, আর জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী করে দেওয়া হলো। আমি তাঁর থেকে বেঁচে থাকতে লাগলাম এই ভয়ে যে, তা তোমাদের বেহুঁশ করে ফেলে! আমি তাতে হিময়ার গোত্রের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে, যাকে সে বেঁধে রেখেছিল। তাকে যমীনের কীট-পতঙ্গ যাওয়ার জন্য ছেড়েও দিতনা আর তাকে সে খাদ্য ও পানিও দিত না, এমনকি বিড়ালটা মারা গিয়েছিল। আমি তাকে দেখতে পেলাম যে, বিড়ালটি ঐ মহিলাকে খামচাচ্ছে। যখনই সে তার দিকে মুখ করছে, আর যখন সে পিছনে ফিরছে, তখন তাঁর নিতম্বে খামচাচ্ছে। এমনকি আমি তাতে দা'দাগোত্রের জুতা চোর ভাইকেও দেখেছি, তাকে দু' শাখা বিশিষ্ট একটি লাঠি দ্বারা ঠেলে দু'মখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি আরও তাতে মাথা বাঁকা লাঠি ওয়ালো মানুষটিকে দেখেছি, যে বক্র মাথা লাঠি দ্বারা হাজীদের মাল চুরি করত। দেখতে পেলাম, সে জাহান্নামে বক্র মাথা লাঠিতে ঠেস দিয়ে বলছে, আমি বক্র মাথা লাঠি দ্বারা চুরি করতাম।

١٤٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ

سَبْلَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَفَعَلَ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سَحَدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلَاةِ *

১৪৮৬. মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন তারপর রুকু করলেন আর রুকুও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানোকেও দীর্ঘায়িত করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুকেও দীর্ঘায়িত করলেন, কিন্তু পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন আর সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। পরে তাঁর মাথা উঠালেন এবং সিজদা করলেন। আর সিজদাও দীর্ঘায়িত করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী সিজদা থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর দাঁড়ালেন ও দু' রুকু করলেন এবং তাতেও পূর্বের ন্যায় করলেন। তারপর দু'টা সিজদা করলেন এবং তাতেও পূর্বের ন্যায় করলেন। এভাবে তিনি তাঁর সালাত থেকে অবসর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন দ্রুত আল্লাহর যিকর এবং সালাতের প্রতি ধাবিত হবে।

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٨٧. أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ

فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلَامٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ نَزَمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمَحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ فِي عَيْنِ النَّاطِرِ مِنَ الْأَفُقِ أَسْوَدَتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لِيُحْدِثَنَّ شَأْنٌ هَذِهِ الشَّمْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أُمَّتِهِ حَدَّثًا قَالَ فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَوَافَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالَ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ كَأَطْوَلِ قِيَامٍ مَّقَامٍ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ رُكُوعٍ مَّارَكَعٍ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ سَجُودٍ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَآتَيْنِي عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مُخْتَصَرٌ *

১৪৮৭. হিলাল ইব্ন আলা (র) - - - - আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসরার অধিবাসী ছা'লাবা ইব্ন আব্বাদ আবদী (র) একদিন সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা)-এর খুতবায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর খুতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। সামুরা (রা) বললেন, আমি এবং এক আনসারী গোলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একদিন আমাদের লক্ষ্যস্থলে তীর নিক্ষেপ করছিলাম। ইতিমধ্যে যখন সূর্য দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে দুই কি তিন বর্ষার পরিমাণ মাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল, তা কাল হয়ে গেল। তখন আমাদের একজন তাঁর সাথীকে বলল, তুমি আমাদের সাথে মসজিদে চল। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যের এ অবস্থা তাঁর উম্মাতের জন্য কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ। তিনি বলেন, তখন আমরা মসজিদে গোলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি লোকদের নিকট বের হয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে সালাতে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি আমাদের সহ এত দীর্ঘ রুকু করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন সালাতে আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘায়িত রুকু করেন নি। আমরা তাঁর কোন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন সালাতে এরূপ দীর্ঘ সিজদা করেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকআতেও করলেন। তিনি বলেন, তাঁর দ্বিতীয় রাকআতে বসা অবস্থায় সূর্যের আলো

বিকশিত হয়ে গেল। পরে তিনি সালাম ফিরালেন এবং আল্লাহু তাআলার প্রশংসা ও তারীফ করলেন এবং এ কথার সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এবং এ কথারও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (সংক্ষিপ্ত)

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرُ ثَوْبَهُ فَرَعَا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى أَنْجَلَتْ فَلَمَّا أَنْجَلَتْ قَالَ إِنْ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَوَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ الشَّمْسُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا بَدَأَ لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحَدٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ .

১৪৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাপড় সামলাতে সামলাতে বের হয়ে মসজিদে পৌঁছে গেলেন এবং আমাদের নিয়ে এভাবে সালাত আদায় করতে থাকলেন যে, সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, মানুষেরা ধারণা করে যে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণেই হয়ে থাকে, কিন্তু ব্যাপারে তা নয়। কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তারা হল আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। যখন আল্লাহ্র তাআলা তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তাঁর নূরে বহিঃপ্রকাশ ঘটান, তখন ঐ সৃষ্টি তাঁর অনুগত হয়ে যায় (অর্থাৎ তার আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়)। অতএব, তোমরা যখন তা দেখ, তখন সালাত আদায় কর, তোমাদের আদায়কৃত ফরয সালাতের মধ্যে সম্প্রতি আদায়কৃত সালাতের (ফজরের সালাতের) মত।

١٤٨٩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ جَدَّهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَاظِعِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فَرِيعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلَاءَ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنْهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا كَأَخَذْتِ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا .

১৪৮৯. ইবরাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - কাবীসা ইবন মুখারিক হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় ছিলাম। তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে বের হলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তা এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, তাঁর সালাতের সমাপ্তির সাথে সাথে সূর্যের আলো রিকশিত হয়ে গেল। তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন। তারপর বললেন যে, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখন তার কোন কিছু দেখতে পাও, তখন সালাত আদায় কর তোমাদের সম্প্রতি আদায়কৃত (ফজরের সালাত) ফরয সালাতের ন্যায়।

١٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ الْهَلَالِيِّ أَنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَدِّثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ فَإِيَهُمَا حَدَّثَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثِ اللَّهُ أَمْرًا .

১৪৯০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - কাবীসা হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন নবী ﷺ দু'রাকআত, দু'রাকআত করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না বরং তারা হল আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু সমূহের মধ্যে দু'টি বস্তু, আর আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা নব নব সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুতে তাঁর নূরের বহিঃপ্রকাশ ঘটান তখন তা তাঁর অনুগত হয়ে যায় (অর্থাৎ সেই বস্তুর আলো নিশ্চয় হয়ে যায়)। অতএব সূর্য এবং চন্দ্রে যদি নতুন কিছু ঘটে, তবে তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তা আলোকিত হওয়া অথবা আল্লাহ তাআলার নতুন কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

১৬৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحَدٍ صَلَّوْا صَلَّيْتُمُوهَا .

১৪৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ লেগে যায়, তখন তোমরা সম্প্রতি আদায়কৃত সালাতের ন্যায় সালাত আদায় কর।

১৬৯২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

১৪৯২. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য গ্রহণ লেগে গেল, তখন আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করলেন। তিনি রুকু ও সিজদাও করলেন।

১৬৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى أَنْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحَدِّثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحَدِّثَ اللَّهُ أَمْرًا *

১৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন অতি দ্রুত মসজিদ অভিমুখে বের হয়ে গেলেন, তখন সূর্য গ্রহণ লেগে গিয়েছিল। তারপর এমনভাবে সালাত আদায় করলেন যে, সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা বলত যে, পৃথিবীর কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। অথচ কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না, বরং তারা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহের দু'টি বস্তু। আল্লাহ তাআলা তাঁর

সৃষ্টিতে যা যা ইচ্ছা নব নব সৃষ্টি করেন। অতএব সূর্য এবং চন্দের কারো যদি গ্রহণ লেগে যায়, তবে তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তা আলোকিত হওয়া অথবা আল্লাহ তাআলার নতুন কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

১৬৭৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا أَنْكَسَفَتْ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا عِبَادَهُ وَانَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبْنَاءَ لَهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ نَاسٌ فِي ذَلِكَ *

১৪৯৪. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, ইতিমধ্যে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর সামলাতে সামলাতে বের হয়ে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অন্যান্য লোকেরাও মসজিদে একত্রিত হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন, আল্লাহ তাআলা তদ্বারা বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। আর কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে যায়। তা হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক ছেলে ইবরাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, সূর্যের গ্রহণ তাঁর মৃত্যুর কারণেই হয়েছে।

১৬৭৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَوَتِكُمْ هَذِهِ وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ .

১৪৯৫. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের সদ্য সমাপ্ত সালাতের ন্যায় দু'রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন আর তখন সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করলেন।

قَدَرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

সূর্য গ্রহণকালীন সালাতে কিরাআতের পরিমাণ

১৬৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّكُفْتَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهِ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنَظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ *

১৪৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লেগে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। অন্যান্য মানুষও তাঁর সাথে ছিল, তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাতে সূরা বাকারার পরিমাণ কিরাআত আদায় করলেন। তিনি বলেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন, তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন আর তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর সিজদা করলেন, পরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর দীর্ঘক্ষণ

রুকু করলেন, আর তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, এরপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন আর তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। পুনরায় দীর্ঘ রুকু করলেন, আর তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন, আর এভাবে সালাত শেষ করলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন, কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন আল্লাহর স্মরণ করবে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার এ স্থানে কোন কিছু ধরতে চাইলেন। তারপর আপনাকে দেখলাম যে, আপনি পিছু হটে গেলেন। তিনি বললেন, আমি জান্নাত দেখলাম অথবা আমাকে তা দেখানো হলো। আমি তা থেকে একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে অবশ্যই তোমরা তা থেকে পৃথিবী বিদ্যমান থাকা অবধি খেতে পারতে, আর আমি জাহান্নামও দেখলাম। আমি আজ যে দৃশ্য দেখেছি তা আর কখনো দেখিনি। আর আমি তার অধিকাংশ অধিবাসী নারীদেরকে দেখেছি, তাঁরা বলল, (এরূপ) কেন ? ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন, তাদের নাশোকরীর কারণে। বলা হল, তারা কি আল্লাহর না শোকরী করে ? তিনি বললেন, তারা স্বামীর না শোকরী করে, তারা অনুগ্রহের না শোকরী করে। যদি তুমি তাদের কারো প্রতি সুদীর্ঘকাল অনুগ্রহ করে থাক, তারপর যদি তোমার কাছে অমনোপূত সামান্য কোন কিছুও দেখতে পায়, তাহলে বলবে, আমি তোমার কাছে মনোপূত কোন কিছু কখনো দেখিনি।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া

১৪৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *

১৪৯৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন চার সিজদা দ্বারা এবং তাতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছিলেন। যখন মাথা তুলতেন বলতেন, “সামি আল্লাহ লিমান হামিদা, রাক্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ।”

تَرْكُ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত না পড়া

১৪৭৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ لَانَسَمَعَ لَهُ صَوْتًا *

১৪৯৮. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে সূর্য-গ্রহণকালীন সালাত আদায় করলেন, আমরা (তাতে) তাঁর আওয়াজ শুনিনি।

بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সালাতে সিজদায় কথা বলা

١٤٩٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ قَالَ شُعْبَةُ
وَأَسْبَبُهُ قَالَ فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ
رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا اسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا أَنَا فِيهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ
عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَى
النَّارِ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةً أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنْتِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُعٍ سَارِقُ الْحَجِيجِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ
قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمُحْجَجِ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلًا سَوْدَاءَ تُعَذِّبُ فِي هَرَّةٍ
رَبَطْتُهَا فَلَمْ تَطْعَمِهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى
مَاتَتْ وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا
أَيَّتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَتَا أَحَدَهُمَا أَوْ قَالَ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِّنْ
ذَلِكَ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

১৪৯৯. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন, আর

দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর রুকু করলেন আর রুকুকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং তাও (দাঁড়ানো) দীর্ঘায়িত করলেন। রাবী শু'বা (র) বলেন, আমি মনে করি যে, তিনি সিজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন এবং তিনি সিজদায় ফুঁফিঁয়ে ফুঁফিঁয়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'হে রব! আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাওয়াকালীন তুমি তো এরূপ আযাবের ওয়াদা করনি? আমি তাদের মাঝে অবস্থানকালীন তুমি তো আমার কাছে এরূপ আযাবের প্রতিশ্রুতি করনি।' যখন তিনি সালাত আদায় করে নিলেন তখন বললেন, আমার সামনে জান্নাত উপস্থাপন করা হলো, এমনকি যদি আমি হস্ত প্রসারিত করতাম তাহলে তার ফল স্পর্শ করতে পারতাম। আমার সামনে জাহান্নামও উপস্থাপন করা হলো, আমি তাতে এই ভয়ে ফুক দিতে লাগলাম যে, তার তাপ তোমাদের গ্রাস করে ফেলে। আমি তাতে আমার (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর) দুই উটনীর চোরকেও দেখলাম, আর আমি তাতে দা'দা গোত্রের এক ব্যক্তিকেও দেখলাম, যে হাজীদের মাল চুরি করত। যখন তার শাস্তি অনুভব হলো তখন সে বললো, এতো হল বক্র লাঠির কাজ। আমি তাতে এক দীর্ঘাকৃতির কৃষ্ণবর্ণের মহিলাকেও দেখলাম, তাকে এক বিড়ালের ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে সে খাদ্যও খাওয়াত না এবং পানিও পান করাত না এবং ছেড়েও দিত না সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারতো। এমনভাবে বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। আর চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে হয় না বরং তারা হল আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। অতএব, যখন তাদের কারো গ্রহণ লেগে যায় অথবা বলেছেন যে, তাদের কারো এমন ধরনের কিছু ঘটে যায় তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও।

بَابُ التَّشْهَدِ وَالتَّسْلِيمِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সালাতে তাশাহুদ পড়া ও সালাম ফিরানো

১৫০০. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَنَادَى إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ

فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا حَيَوْتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِيَهُمَا خُسِفَ بِهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَاغْزَعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذِكْرِ الصَّلَاةِ *

১৫০০. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে আওয়াজ দিল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব লোকেরা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকু করলেন। তাঁর কিয়ামের ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে “সামি আল্লাহ লিমান হামিদা” বললেন। পরে দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকু করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা” বললেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ সিজদা করলেন তাঁর রুকুর ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ। তারপর তাকবীর বললেন ও তাঁর মাথা উঠালেন পরে তাকবীর বললেন ও সিজদায় গেলেন। তারপর তাকবীর বলে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকু করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে বললেন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা” তারপর দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন কিন্তু তা দ্বিতীয় কিয়ামের প্রথম কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকু করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা”। পরে তাকবীর বললেন ও সিজদা করলেন আর তা তাঁর পূর্ববর্তী সিজদা থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাশাহুদ পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। পরে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও তা‘রীফ করলেন। পরে বললেন, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং তারা হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু’টি নিদর্শন। অতএব, তাদের যে কোন একটিতে যদি গ্রহণ লেগে যায়, তা হলে তোমরা সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।

١٥٠١. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا

نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৫০১. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার গ্রহণ কালে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকু করলেন আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকু করলেন আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং সিজদা করলেন আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকু করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং কিয়ামকেও দীর্ঘ করলেন। অতঃপর রুকু করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। এরপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন। আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন ও সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন।

بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْمُنْبَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : গ্রহণকালীন সালাত আদায় করার পর মিন্বরে বসা

١٥٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسِفَ بِالشَّمْسِ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءُ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ ضَحْوَةٌ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ قِيَامَهُ وَرُكُوعَهُ دُونَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ

فِيمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ مُخْتَصِرٌ *

১৫০২. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার কিছুক্ষণের জন্য বের হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন আমরা হুজরা অভিমুখে বের হয়ে গেলাম। আমাদের কাছে অন্যান্য মহিলারাও একত্রিত হয়ে গেল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমাদের কাছে আসলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় এবং দ্বিগ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি কিয়াম করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকু করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকু করলেন তাঁর (পূর্ববর্তী) রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত। এরপর সিজদা করলেন ও দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাতে অনুরূপই করলেন। কিন্তু তাঁর কিয়াম এবং রুকু প্রথম রাকাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন আর সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। পরে যখন সালাম ফিরালেন, তখন মিস্ররের উপর বসলেন এবং তাঁর বক্তব্যে বললেন, মানুষ তাদের কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

بَابُ كَيْفِ الْخُطْبَةِ فِي الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ ৪ গ্রহণকালীন (সালাতের পর) খুৎবার প্রকার

১৫.৩. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى فَاطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ. فَفَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ جَلَّى عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا *

১৫০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি কিয়ামকে খুব দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুকেও খুব দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন আর কিয়ামকেও খুব দীর্ঘ করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুকেও দীর্ঘ করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর সিজদা করলেন। পরে তাঁর মাথা উঠালেন আর কিয়ামকে দীর্ঘ করলেন। কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুকেও দীর্ঘ করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর মাথা উঠালেন এবং কিয়ামকে দীর্ঘ করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুকে দীর্ঘ করলেন আর তা পূর্ববর্তী রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর সিজদা করলেন। তারপর সালাত থেকে অবসর হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। এরপর তিনি মানুষদের লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার তাক্বীফ ও প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং সদকা করবে ও আল্লাহর স্মরণ করবে। তিনি আরও বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! কেউ আল্লাহ তাআলা থেকে বেশী আত্মমর্যাদাশীল নয় যে, তাঁর কোন বান্দা অথবা বান্দী ব্যাভিচার করবে। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

১৫০৪. আহমদ ইব্ন সুলাইমান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খুত্বা দিলেন যখন সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। খুত্বাতে তিনি হাম্দ ও ছানার পর বললেন : **أَمَّا بَعْدُ .**

الْأَمْرُ بِالِدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ

গ্রহণকালীন সময়ে দোয়ার নির্দেশ

১৫০৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبْنَا فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

أَيَّتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بَكُمْ *

১৫০৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তঁর চাদর সামলাতে সামলাতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন, অন্যান্য মানুষজন তঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, যেমন অন্যরা আদায় করে থাকে। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি আমাদের খুৎবা দিলেন এবং বললেন, চন্দ্র সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন, তাদের দ্বারা আল্লাহ তঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। আর তাদের গ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। অতএব, তোমরা যখন তাদের কারো গ্রহণ দেখবে, তখন তোমাদের ভীতি দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকবে এবং দোয়া করতে থাকবে।

الْأَمْرُ بِالِاسْتِغْفَارِ فِي الْكُسُوفِ

গ্রহণকালীন সময়ে ইস্তিগফারের নির্দেশ

١٥٠٦. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ *

১৫০৬. মুসা ইব্ন আব্দুর রহমান মাসরুকী (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এই ভয়ে যে, কি জানি কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। তিনি দাঁড়ালেন এবং মসজিদে এসে গেলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে গেলেন। অতি দীর্ঘ কিয়াম, রুকু এবং সিজদাসহ আমি তাঁকে কোন সালাতে কখনো অনুরূপ করতে দেখিনি। তারপর তিনি বললেন, এই সমস্ত নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন তা কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তা এই কারণে পাঠান, তঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। অতএব তোমরা যখন তার কিছু দেখবে তখন যিকির, দোয়া এবং ইস্তিগফারে দ্রুত রত হবে।

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য
দোয়া করা)

كِتَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য দোয়া করা)

مَتَى يَسْتَسْقِي الْأِمَامُ

ইমাম কখন ইস্তিস্কা করবেন?

١٥٠٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَطَرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدُمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِيُ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَيُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشُّجَرِ فَأَنْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابَ الثُّوبِ *

১৫০৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গবাদি পশুগুলো তো (ঘাস বিচালির সংকটজনিত কারণে) অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এ কারণে রাস্তা ঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আল্লাহর সমীপে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে আমাদের উপর এক জুমুআর দিন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় জুমুআর দিন অবধি (অনবরত) বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বাড়ী-ঘর তো ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। আর (পানির আধিক্যের কারণে) রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলোও (ঠাণ্ডার আধিক্যে হেতু) অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ, (তুমি এই বৃষ্টি) পাহাড় ও টিলার চূড়ায় চূড়ায় উপত্যকার মাঝে মাঝে এবং গাছ-পালার গোড়ায় গোড়ায় (বর্ষণ কর)। তখন মদীনার আকাশ থেকে মেঘ এমনভাবে সরে গেল যেমনভাবে পরিধানকারীর দেহ থেকে বস্ত্র খুলে যায়।

خُرُوجُ الْإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلِاسْتِسْقَاءِ

ইমামের বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সালাতের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হওয়া

১৫০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَلَطَ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ *

১৫০৮. মুহাম্মদ ইবন মনসুর (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) যাকে আযান স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সালাতের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি কিবলা অভিমুখী হলেন ও তাঁর (পরিধেয়) চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ

অনুচ্ছেদ : বের হওয়াকালীন সময়ে ইমামের যে অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব

১৫০৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كِنَانَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَدِّلًا فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ *

১৫০৯. ইসহাক ইবন মনসুর ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - ইসহাক ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালাদ ইবন আকাবা (রা) আমাকে ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্তিস্কা সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বিনয় ও মিনতির সাথে ছিন্ন বস্ত্রে বের হয়েছিলেন এবং তোমাদের এই খুৎবার ন্যায় খুৎবা না দিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন।

১৫১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ *

১৫১০. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন য়াদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, তখন তাঁর পরিধানে কালো রংয়ের চাদর ছিল।

بَابُ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْإِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ : ইস্তিক্কার জন্য ইমামের মিস্বরে বসা

১৫১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ *

১৫১১. মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - - ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইস্তিক্কা সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিন্ন বস্ত্রে বিনয় ও মিনতি সহকারে বের হয়েছিলেন। তিনি মিস্বরের উপর বসেছিলেন কিন্তু তোমাদের এই খুৎবার ন্যায় কোন খুৎবা দেননি। বরং তিনি সর্বক্ষণ দোয়া করেছিলেন, মিনতি জানিয়েছিলেন, তাকবীর বলেছিলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন যে রূপ দুই ঈদে সালাত আদায় করতেন।

تَحْوِيلُ الْإِمَامِ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিক্কার দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া

১৫১২. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي فَحَوْلَ رِدَاءَهُ وَحَوْلَ لِلنَّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ *

১৫১২. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আব্বাদ ইবন তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর চাচা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃষ্টির দোয়া করার জন্য বের হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন, তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, আর তাতে উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়লেন।

تَقْلِبُ الْإِمَامُ الرِّدَاءَ عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে দেওয়া

١٥١٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ *

১৫১৩. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাদ ইবন তামীম-এর চাচা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একবার) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন ও দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন আর তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন।

مَتَى يُحَوِّلُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ

ইমাম কখন তাঁর চাদর উল্টিয়ে দেবেন ?

١٥١٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ *

১৫১৪. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাদ ইবন তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন য়ায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং ক্বিবলামুখী হওয়ার সময় তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন।

رَفَعُ الْإِمَامُ يَدَهُ

ইমামের হাত উঠানো

১৫১৫. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو تَقِيٍّ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ الرِّدَاءَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ *

১৫১৫. হিশাম ইবন আব্দুল মালিক আবু তাকী হিমসী (র) - - - - আব্বাদ ইবন তামীমের চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিষ্কার সময় দেখলেন যে, তিনি কিবলামুখী হয়ে চাদর উলটিয়ে দিলেন ও হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

كَيْفَ يَرْفَعُ

(হস্তদ্বয়) কিভাবে উঠাবেন ?

১৫১৬. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ ابْطِينِهِ *

১৫১৬. শুআয়ব ইবন ইয়ুসুফ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিষ্কার সময় ছাড়া অন্য কোন দোয়ায় হস্তদ্বয় উঠাতেন না। তিনি তখন হস্তদ্বয় এতটুকু পর্যন্ত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

১৫১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللُّحَمِ عَنْ أَبِي اللُّحَمِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنَعٌ بِكَفَيْهِ يَدْعُو *

১৫১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবিল লাহম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে “আহজারুযযায়ত” নামক স্থানে ইস্তিষ্কা করতে দেখেছিলেন। তখন তিনি হস্তদ্বয় উঠিয়ে দোয়া করছিলেন।

১৫১৮. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ الْمُقْبِرِيُّ

عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ
 بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ
 فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَطَعْتَ السَّبِيلَ وَهَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَاجْدَبَ
 الْبِلَادَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ
 اللَّهُمَّ اسْقِنَا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَنْبَرِ حَتَّى أَوْسَعْنَا
 مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى فَقَالَ رَجُلٌ لَا أَدْرِي هُوَ
 الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَطَعَتْ
 السَّبِيلُ وَهَلَكْتَ الْأَمْوَالُ مِنْ كَثَرَةِ الْمَاءِ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمَسِكَ عَنَّا الْمَاءَ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَكِنْ عَلَى الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ
 الشَّجَرِ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ
 حَتَّى مَانَرَى مِنْهُ شَيْئًا *

১৫১৮. ঈসা ইব্ন হাশ্বদ (র) - - - শরীক ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, একদা আমরা জুম'আর দিনে মসজিদে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গরমের আধিক্য হেতু রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং শহরে দ্রব্য মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত মুখমণ্ডল বরাবর উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আল্লাহর শপথ! তিনি মিস্বর থেকে তখনও অবতরণ করেছিলেন না। ইত্যবসরে আমাদের বৃষ্টি দ্বারা পরিভূক্ত করে দেওয়া হলো এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, আমি জানি না যে, সে ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল “আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করুন” না অন্য ব্যক্তি সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পানির আধিক্যের কারণে রাস্তাঘাট তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলোও অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর সমীপে দোয়া করুন যেন আমাদের উপর লোক বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! (তুমি বৃষ্টি) আমাদের আশে পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয় বরং পাহাড়ের উপর এবং গাছের গোড়ায়। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দোয়া করতেই মেঘমালা এমনভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যে, আমরা তার কিছুই দেখতে পেলাম না।

ذِكْرُ الدُّعَاءِ

দোয়ার উল্লেখ

১৫১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا *

১৫১৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।

১৫২০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ الْعُمَرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَحَطَتِ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا وَأَيُّمُ اللَّهُ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً مِنْ سَحَابٍ قَالَ فَاَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ إِنَّهَا أُمْطِرَتْ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ تَزَلْ تَمْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَانْظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْأَكْلِيلِ *

১৫২০. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জুম'আর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় কতক মানুষ দাঁড়িয়ে গেল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং চতুর্দিক জলহীন। অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, অতএব আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা অন্ধকারে মেঘের কোন চিহ্নও দেখছিলাম না। তিনি বলেন,

ইত্যবসরে মেঘ সৃষ্টি হলো, তারপর তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, পরে তা (আমাদের উপর) বর্ষিত হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীচে নেমে আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আর মানুষেরা সালাত শেষ করে ফিরে গেল। তারপর পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, মানুষ চিৎকার করে বলতে লাগল, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ! (পানির আধিক্য হেতু) বাড়ী ঘরতো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকী হেসে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর; আমাদের উপরে নয়। তখন মদীনা থেকে মেঘমালা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, আর মদীনার আশে পাশে বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, মদীনা মেঘমালার চক্র বুহ্যের মাঝখানে অবস্থিত।

١٥٢١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغَيِّثَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِثْنَا اللَّهُمَّ اغْنِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ الثُّرَسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَامْطَرَتْ قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمَسِّكَهَا عَنَّا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَاقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ سَأَلْتُ أَنَسًا أَهْوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا *

১৫২১. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! (ঘাস বিচালির সংকট হেতু) চতুষ্পদ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে

যাচ্ছে, (গরমের আধিক্য হেতু) রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার সমীপে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা) বলেন, আমরা তখন আকাশে কোন মেঘ বা মেঘের টুকরা দেখেছিলাম না, আর আমাদের “সালআ” পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘর-বাড়ীও ছিল না। হঠাৎ থালের ন্যায় একখণ্ড মেঘ প্রকাশ পেল, যখন তা মধ্যাকাশে পৌঁছল, বিস্তৃত হয়ে গেল এবং তা বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এক সপ্তাহ অবধি সূর্য দেখেছিলাম না। তিনি বলেন, তারপর পরবর্তী জুমু'আয় ঐ দরজা দিয়ে অন্য এক ব্যক্তি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৃষ্টির আধিক্য হেতু চতুর্দশ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অতএব আল্লাহ তা'আলার সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। ইয়া আল্লাহ! পাহাড় এবং টিলার চূড়ায় চূড়ায় উপত্যকার মাঝে মাঝে এবং গাছপালার গোড়ায় গোড়ায় (বর্ষণ কর)। আনাস (রা) বলেন, তারপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, আর আমরা সূর্যের আলোতে হেঁটে হেঁটে বের হলাম। রাবী শরীফ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে প্রশ্ন করলাম সে ব্যক্তি কি পূর্বের ব্যক্তি ছিল? তিনি বললেন, না।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : দোয়ার পরে সালাত আদায় করা

১৫২২. قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَيَسْتَقْبِلُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوْلَ رِدَائِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَرَأَ فِيهِمَا *

১৫২২. হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর চাচাকে যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ইস্তিষ্কার জন্য বের হলেন। তিনি মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে আল্লাহর সমীপে দোয়া করতে লাগলেন আর তিনি কিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে দিলেন, তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। ইব্ন আব্বা (র) হাদীস সম্পর্কে বলেন, আর ঐ দু'রাকআতে কিরাআত পড়েছিলেন।

كَمْ صَلَاةٍ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার সালাত কত রাকআত ?

১৫২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ *

১৫২৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইস্তিস্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

كَيْفَ صَلَاةٍ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার সালাত কিরূপ ?

১৫২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذَّلًا مُتَخَشِعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ *

১৫২৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইসহাক ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরদের মধ্যে কেউ আমাকে (একবার) ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে পাঠালেন, আমি যেন তাঁকে ইস্তিস্কা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে ঐ আমীরকে কে বারণ করেছে? (তারপর বললেন) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনীতভাবে ছিন্ন বস্ত্রে মিনতি সহকারে বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন যেমনভাবে তিনি উভয় ঈদে আদায় করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের ঈদের খুতবার ন্যায় খুতবা দেননি।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةٍ الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ : ইস্তিস্কার সালাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

১৫২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ *

১৫২৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - আব্বাদ ইবন তামীমের চাচা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) বের হলেন এবং ইস্তিষ্কার দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন তাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করলেন।

الْقَوْلُ عِنْدَ الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির সময় কথা বলা

١٥٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُمْطِرَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا *

১৫২৬. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বৃষ্টি হত তখন বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এ বৃষ্টিকে প্রবাহমান এবং উপকারী করে দাও।

كَرَاهِيَةُ الْأِسْتِمْطَارِ بِالْكُوكَبِ

তারকার সাহায্যে বৃষ্টি কামনার অপছন্দনীয়তা

١٥٢٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ بَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوكَبُ وَالْكَوكَبُ *

১৫২৭. আমর ইবন সাওয়াদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের যে কোন নেয়ামত দান করি না কেন তাদের একদল ঐ নেয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, নক্ষত্র আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

১৫২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ مُطَرِّ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا أَنْعَمْتَ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ مُطَرَّنَا بِنَوْءٍ كَذًا وَكَذَا فَمَا مِنْ أَمْنٍ بِي وَحَمِيدٍ نِي عَلَى سُفْيَايَ فَذَاكَ الَّذِي أَمِنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوكَبِ وَمَنْ قَالَ مُطَرَّنَا بِنَوْءٍ كَذًا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَبِي وَأَمِنَ بِالْكُوكَبِ *

১৫২৮. কুতায়বা (র) - - - - যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মানুষদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি শুনতে পাওনি, তোমাদের রব গত রাতে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি আমার বান্দাদের কোন নেয়ামত দান করি না। কিন্তু তাদের একদল ঐ নেয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। অতএব, যারা আমার উপর ঈমান আনল এবং আমার বৃষ্টি বর্ষণ করার কারণে আমার প্রশংসা করল, তারাই আমার উপর ঈমান আনল। আর নক্ষত্রের মূল প্রভাবকে অস্বীকার করল। আর যারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। তারাই আমাকে অস্বীকার করল এবং নক্ষত্রের মূল প্রভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল।

১৫২৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَا صَبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سَقَيْنَا بِنَوْءٍ الْمَجْدَحِ *

১৫২৯. আব্দুল জব্বার ইব্ন আ'লা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি পাঁচ বছর তাঁর বান্দাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ রাখেন তারপর তা পাঠান তাহলে মানুষের একদল কান্নাফির হয়ে যাবে। তারা বলবে, মিজদাহ নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ رَفَعَ الْمَطَرَ إِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

বৃষ্টির ক্ষতির আশংকা হলে তা বন্ধ করার জন্য ইমামের দোয়া করা

১৫৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ

أَنَسُ قَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَجَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِئِهِ يَسْتَسْقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيبُ الدَّارَ الرَّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدَمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلَائَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ *

১৫৩০. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একবার) এক বৎসর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, তখন কোন কোন মুসলমান জুম'আর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং যমীন শুষ্ক হয়ে গেছে আর গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তিনি তখন তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখছিলাম না। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় এমনিভাবে প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা জুম'আর সালাত আদায় করে উঠতে পারিনি ইত্যবসরে (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) নিকটবর্তী ঘরের যুবকেরা তাদের ঘরে ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে গেল। বৃষ্টি এক সপ্তাহ স্থায়ী হল। যখন পরবর্তী জুম'আর দিন আসল, লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) ঘর-বাড়ী তো ধীরে ধীরে ধ্বসে যাচ্ছে, আরোহীরা আটকা পড়েছে। তিনি বলেন, তখন তিনি ইব্ন আদমের দ্রুত বিষণ্ণতার কারণে মুচকী হাসলেন এবং তাঁর হস্তদ্বারা ইশারা করে বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি বৃষ্টি আমাদের আশে পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। তখন মেঘ মদীনা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

بَابُ رَفْعِ الْأَمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ امْسَاكِ الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি বন্ধের দোয়ার সময় ইমামের হস্তদ্বয় উঠানো

١٥٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ النَّاسُ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ

الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرْعَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنْ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِينِي حَتَّى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوبَةِ وَسَالَ الْوَادِي وَلَمْ يَجْنِ أَحَدٌ مِّنْ نَّاحِيَةٍ إِلَّا أَخْبَرَ بِالْجُودِ *

১৫৩১. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুম'আর দিন মিস্বারের উপর খুতবা দিচ্ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! (ঘাস বিচালির সংকট হেতু) গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, আর পরিবারবর্গ ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ'র সমীপে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন। ঐ সময় আমরা আকাশে মেঘের কোন টুকরাও দেখেছিলাম না। ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, তিনি হস্তদ্বয় নামাতেও পারলেন না, ইত্যবসরে মেঘমালা পাহাড়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে গেল। তার তিনি মিস্বর থেকে নামতেও পারছিলেন না, আমি দেখলাম, ইতিমধ্যে বৃষ্টি তাঁর দাঁড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে। সে দিন, পরবর্তী দিন এবং তার পরের দিন থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। রাবী বলেন, তখন উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) ঘর-বাড়ী তো ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদী পশুগুলো ডুবে যাচ্ছে। অতএব, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ'র সমীপে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। তিনি তাঁর হাত দ্বারা মেঘমালার কোন খণ্ডের দিকে ইশারা করতেই তা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল যাতে মদীনার (আকাশ) একটি বড় গর্তের মত দেখাচ্ছিল (অর্থাৎ মদীনার আকাশের চতুর্পার্শ্বে মেঘমালা এমনভাবে বিস্তৃত হলো যে, মদীনা বরাবর আকাশ একটি গোলাকার গর্তের ন্যায় মেঘমুক্ত হলো এবং মাঠে ময়দানে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হচ্ছিল আর মদীনার আশ-পাশ থেকে যারাই আসছিল তারাই বৃষ্টির আধিক্যের সংবাদ দিচ্ছিল।

كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

অধ্যায় : ভয়কালীন সালাত

كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

অধ্যায় : ভয়কালীন সালাত

১৫২২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبْرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَوَصَفَ فَقَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفَّ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً *

১৫৩২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ছা'লাবা ইবন যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবারিস্তানে সাঈদ ইবন আসী (রা)-এর সাথে ছিলাম। আর আমাদের সাথে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছে? তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি। আর তিনি সেই সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গ্রুপের সাথে ভয়কালীন এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। ঐ গ্রুপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর দ্বিতীয় গ্রুপ তাঁর এবং শত্রুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যে গ্রুপ তাঁর পিছনে ছিল তাদের সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। স্তরপর এরা তাদের (যারা রাসূল ﷺ ও শত্রুর মাঝে দাঁড়িয়েছিল) কাতারবন্দী হওয়ার স্থানে ফিরে গেল। এবং তারা (যারা সালাত আদায় করেনি) আসল। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন।

১৫২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبْرِسْتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَيْنِ

صَفَا خَلْفَهُ وَصَفَا مُوَازِيَّ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رُكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هُوَ لَا إِلَى مَكَانٍ هُوَ لَا وَجَاءَ أَوْلَيْكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا *

১৫৩৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ছা'লাবা ইব্ন যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইব্ন আসী (রা)-এর সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছ? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি। তারপর তিনি দাঁড়ালেন ও মানুষ তাঁর পেছনে দু' কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এক কাতার তাঁর পেছনে ও অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখি। তখন তিনি যারা তাঁর পেছনে ছিল তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা (শত্রুর মুখোমুখি) জায়গায় চলে গেল এবং ওরা আসল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তারা (ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআত) আদায় করেনি।

١٥٣٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّكَّانِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلَاةٍ حُذِيفَةَ *

১৫৩৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হুযায়ফা (রা)-এর সালাতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٣٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَكْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رُكْعَةً *

১৫৩৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে আল্লাহ তা'আলা সালাত আবাসে অবস্থানকালে চার রাকআত এবং সফরে দু'রাকআত আর ভয়কালীন সময়ে (ইমামের সাথে) এক রাকআত ফরয করেছেন।

١٥٣٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِذِي قَرْدٍ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفَا خَلْفَهُ وَصَفَا مُوَازِيَّ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رُكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هُوَ لَا إِلَى مَكَانٍ هُوَ لَا وَجَاءَ أَوْلَيْكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا *

১৫৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যি করদ্ নামক স্থানে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য লোকেরাও তাঁর পেছনে দু'কাতারে দাঁড়িয়ে গেল, এক কাতার তাঁর পেছনে ও অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখী, তখন তিনি যে কাতার তাঁর পেছনে তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা ওদের স্থানে ফিরে গেল এবং ওরা এসে গেল। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তারা (ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআত) আদায় করেনি।

১৫৩৭. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أَنْاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا *

১৫৩৭. আমার ইব্ন উসমান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য মানুষেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল, তিনি তাকবীর বললেন আর তারাও তাকবীর বলল, তারপর তিনি রুকু করলে তাঁদের কিছু লোকও রুকু করল, তারপর তিনি সিজদা করলে তারাও সিজদা করলো, এরপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়ালেন। যারা তাঁর সাথে সিজদা করেছিল তারা সরে গেল এবং তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় ফ্রপ এসে গেল ও নবী ﷺ এর সাথে রুকু করল এবং সিজদা করল। আর সমস্ত মানুষ সালাতে তাকবীর বলছিল কিন্তু তারা কতক কতককে পাহারা দিচ্ছিল।

১৫৩৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ كَصَلَاةِ إِخْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَيْمَتِكُمْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عَقِبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَمَّا جَلَسَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَوَاتِهِمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِنَفْسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّسْلِيمِ *

১৫৩৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভয়কালীন সালাত দু'টি সিজদা ভিন্ন কিছুই ছিল না। তোমাদের এই ইমামদের পেছনে তোমাদের এই পাহারাদারদের আজকের সালাতের ন্যায়। হ্যাঁ; তা এক দলের পর আর এক দল পালাক্রমে আদায় করত। তাদের এক দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াত এবং এরা সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকত। তাঁদের একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সিজদা করত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালে তারাও সকলে তাঁর সাথে দাঁড়াত। তারপর তিনি রুকু করলে তারাও সকলে তাঁর সাথে রুকু করত। তারপর তিনি সিজদা করলে যারা প্রথমে তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁরা তাঁর সাথে সিজদা করত। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসতেন এবং যারা তাঁর সাথে তাঁদের সালাতের শেষে সিজদা করেছিল, তাঁরা সিজদা করত যারা (সালাতের শেষে) তাঁদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর তাঁরা বসে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সালাম দ্বারা একত্রিত করে ফেলতেন।

١٥٣٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُصَافُوا الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أَوْلَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضُوا رُكْعَةً رُكْعَةً *

১৫৩৯. আমর ইবন আলী (র) - - - সহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) তাঁদের নিয়ে ভয়কালীন সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর পেছনে একদল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্যদল শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা চলে গেল এবং (যারা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল) তারা আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এক দলের পর আর এক দল দাঁড়িয়ে গেল এবং এক রাকআত এক রাকআত সালাত আদায় করে নিল।

١٥٤٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا وَاتَّمَّوْا لِنَفْسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهُ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى

فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَوَاتِهِ ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا وَاتَّمَوْا لِأَنفُسِهِمْ
ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ *

১৫৪০. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ঐ সাহাবী যিনি যাতুর রিকার জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছিলেন, তার থেকে বর্ণিত যে, একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর একদল শত্রুর মুখোমুখী (দাঁড়িয়ে গেল) যারা তাঁর সাথে ছিল তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁরা নিজেদের সালাত পূর্ণ করে নিল। তারপর তারা ফিরে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর দ্বিতীয় দল এসে গেলে তিনি তাঁদের নিয়ে ঐ রাকআত আদায় করে নিলেন, যে রাকআত তাঁর সালাত থেকে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি ঠায় বসে রইলেন এবং তাঁরা নিজেদের অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করে নিল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।

١٥٤١. أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَحْدَى
الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَةً وَالطَّائِفَةَ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ ثُمَّ انْطَلَقُوا فَقَامُوا فِي
مَقَامٍ أَوَّلِكَ وَجَاءَ أَوَّلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هَؤُلَاءِ
فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ *

১৫৪১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দলের একটির সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, আর একদল শত্রুর মুখোমুখী। তারপর এরা চলে গেল এবং ওদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল, এবং ওরা এসে গেল, তখন তিনি তাঁদের নিয়ে দ্বিতীয় এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, তারপর তাদের নিয়ে সালাম ফিরালেন, তারপর এরা দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের রাকআত পূর্ণ করে নিল, তারপর (যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল) তারা এসে নিজেদের রাকআত পূর্ণ করে নিল।

١٥٤٢. أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ
قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَبْلَ نَجْدِ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا
فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنَّا مَعَهُ وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَمَنْ مَعَهُ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أَوَّلِكَ الَّذِينَ لَمْ

يُصَلُّوْا وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً
وَسَجَدَتَيْنِ *

১৫৪২. কাছীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নজ্দের দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক জিহাদে গিয়েছিলাম। যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আমাদের একদলও দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্য দল শত্রুর সামনে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরা একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা করল। তারপর এরা চলে গেল, তাদের স্থানে যারা সালাত আদায় করেনি। আর ঐ গ্রুপ আসল যারা সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন। তখন প্রত্যেক মুসলমান দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের একটি রুকু ও দু'টি সিজদা আদায় করে নিল।

١٥٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَأَقْبَلَتِ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ *

১৫৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করতেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকবীর বললেন এবং তাঁর পেছনে আমাদের একটি দল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর একদল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা করলেন। তারপর এরা ফিরে গেল এবং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দল এসে গেল এবং নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল ও তিনি অনুরূপ করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর উভয় গ্রুপের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা আদায় করে নিল।

١٥٤٤. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا

الْهَيْثُمْ بَنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبَّرَ فَصَلَّى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِّنَّا وَطَائِفَةٌ مُّوَاْجِهَةٌ الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَتَمَّ رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنْهُم لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ السَّنِيِّ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ *

১৫৪৪. ইমরান ইব্ন বাক্বার (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (একবার) ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন, তিনি দাঁড়ালেন ও তাকবীর বললেন তখন তাঁর পেছনে আমাদের একদল সালাত আদায় করল। আর অন্যদল শত্রুর মুখোমুখি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের নিয়ে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা করলেন। তারপর এরা ফিরে গেল এবং সালাম ফিরাল না ও শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আর তাঁদের স্থানে কাতারবন্দী হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দল এসে গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের নিয়ে একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরালেন ইতাবসরে তিনি দু'টি রুকু এবং চারটি সিজদা পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। তারপর উভয় দল দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁদের প্রত্যেকে নিজেদের একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা আদায় করে নিল।

١٥٤٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَطَائِفَةٌ بَارِئَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رُكْعَةً رُكْعَةً *

১৫৪৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াসিল (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন একদিন ভয়কালীন সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সাথে একদল দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্য আর একদল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি যারা তাঁর সাথে ছিল তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা চলে গেল এবং অন্য দল এসে গেল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, তারপর উভয় দল এক এক রাকআত সালাত পূর্ণ করে নিল।

১৫৬৬. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ قَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَصَلَوةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظَهَرُوهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي وَالْآخَرُونَ قِيَامَ مُقَابِلِ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَارَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَتَانِ رُكْعَتَانِ *

১৫৪৬. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাদালাহ্ এবং মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - মারওয়ান ইবন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছিলেন? তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ; তিনি প্রশ্ন করলেন, কখন? তিনি বললেন, নজ্দের জিহাদের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। আর অন্য দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের পিঠ কিবলামুখে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন। যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও সকলে তাকবীর বলল। আর যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল তারাও। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রুকু আদায় করলেন এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও তাঁর সাথে একটি রুকু আদায় করল। তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং যে দল তাঁর সাথে ছিল তাঁরাও সিজদা করল। আর দ্বিতীয় দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে

গেলেন এবং যে দল তাঁর সাথে ছিল তারাও দাঁড়িয়ে গেল এবং শত্রুর অভিমুখে চলে গেল এবং তাদের মুখোমুখী হলো। আর যে দল শত্রুর মুখোমুখী ছিল তাঁরা এসে গেল এবং রুকু ও সিজদা করল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ ছিলেন সেরূপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তারাও দাঁড়িয়ে গেল তো রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় আরও একটি রুকু আদায় করলেন, আর তারাও তাঁর সাথে একটি রুকু আদায় করলেন এবং তিনি সিজদা করলেন তো তারাও তাঁর সাথে সিজদা করল। তারপর ঐ গ্রুপ আসল যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল। তারা রুকু করল ও সিজদা করল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারা বসে রইল। তারপর সালাম ফিরানো বাকী থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং সকলে সালাম ফিরালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'রাকআত আদায় হয়েছিল আর উভয় দলের প্রত্যেকেরও দু'দু'রাকআত আদায় হয়েছিল।

١٥٤٧. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَارِلًا بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُوْلَاءِ صَلَوةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ أَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَجَاءَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ فَيُصَلِّيَ بَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هُوْلَاءِ وَيَتَقَدَّمُ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ *

১৫৪৭. আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের অবরোধ করে দাজনান পর্বত এবং উসফান নামক স্থানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন মুশরিকরা বলল যে, এদের জন্য এমন একটি সালাত (আসর) রয়েছে, যা তাঁদের কাছে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং কুমারী স্ত্রী হতেও বেশী প্রিয়। তোমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও। তারপর তাদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়। তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে বললেন যেন তিনি তাঁর সাহাবাদের দু'দলে বিভক্ত করে দেন এবং তাঁদের একদলকে নিয়ে সালাত আদায় করেন ও আর একদল যেন তাঁদের শত্রুর মুখোমুখী থাকে। তাঁরা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকবে আর তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করবেন। তারপর এরা পিছে সরে যাবে এবং তাঁরা (অন্য দল) সামনে আসবে এবং তাদের নিয়ে তিনি এক রাকআত সালাত আদায় করবেন। তাঁদের জন্য হবে এক এক রাকআত করে আর নবী ﷺ -এর হবে দু'রাকআত।

১৫৪৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رُكْعَتَانِ وَلَهُمْ رُكْعَةٌ *

১৫৪৮. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) তাঁদের সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে এক কাতার এবং তাঁর পেছনে অন্য আর এক কাতার দাঁড়িয়ে গেল। তিনি যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারপর এরা সামনে এসে গেল এবং তাঁদের সাথীদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর তারা এসে গেল এবং এদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিয়েও একটি রুকু এবং দু'টো সিজদা আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হল দু' রাকআত এবং তাঁদের হল এক এক রাকআত।

১৫৪৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ أَنْبَأَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقِيمَتِ الصَّلَوةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاكِفَةٌ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رُكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجَدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ أَنْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجَدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ *

১৫৪৯. আহমদ ইবন মিকদাম (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তখন সালাতের ইকামত দেওয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর পেছনে একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। আর একটি দল শত্রুর মুখোমুখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা করলেন। তারপর এরা

চলে গেল এবং যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল, তাঁদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর ঐ দল যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল, তারা এসে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁরাও সালাম ফিরিয়ে ফেলল এবং অন্য দলও সালাম ফিরিয়ে ফেলল।

১৫৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهْمِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الْخَوْفِ فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَالْعَدُوَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلِسُجُودٍ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمَكْنَتِهِمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونِ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخِرُ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فِي مَقَامِ الْآخَرِينَ وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلِسُجُودٍ وَسَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامًا فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৫৫০. আলী ইবন হাসান দিরহামী ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা তাঁর পেছনে কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর শত্রু বাহিনী আমাদের এবং কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন আর আমরাও তাকবীর বললাম। তিনি রুকু করলেন আর আমরাও রুকু করলাম। তিনি মাথা উঠালেন আর আমরাও মাথা উঠলাম। যখন তিনি সিজদায় যাওয়ার জন্য মাথা নত করলেন তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) -ও সিজদা করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তাঁরাও। যখন তিনি এবং ঐ কাতার যা তাঁর কাছে ছিল মাথা উঠালেন। তখন দ্বিতীয় কাতার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় কাতার সিজদা করল নিজেদের স্থানেই যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠালেন। তারপর ঐ কাতার পেছনে সরে গেল, যা নবী ﷺ-এর কাছে ছিল। আর অন্য কাতার আগে বেড়ে গেল এবং তাঁরা তাঁদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। এরা অন্য গ্রুপের স্থানে যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আর নবী ﷺ রুকু করলেন তো আমরাও রুকু করলাম। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন তো আমরাও মাথা উঠলাম। আর যখন তিনি সিজদার জন্য আনত মস্তক হলেন, যারা তাঁর কাছে ছিল তাঁরাও সিজদা করল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। আর যখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠালেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরাও মাথা উঠালেন, অন্য গ্রুপ সিজদা করল। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

১৫০১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَخُلٍ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَجَلَسُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًاوَكُمْ *

১৫৫১. আমর ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ -এর সাথে 'নাখল' নামক স্থানে ছিলাম। আর শত্রু বাহিনী আমাদের এবং কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন আর সকলে তাকবীর বলল। তারপর তিনি রুকু করলেন এবং সকলে রুকু করল। তারপর নবী ﷺ সিজদা করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তাঁরাও; আর অন্যদল দাঁড়িয়ে তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। যখন তাঁরা দাঁড়িয়ে গেল অন্য দল তাঁদের ঐ স্থানেই সিজদা করল যেখানে তাঁরা ছিল। তারপর এরা তাঁদের কাতার বন্দী স্থানে সম্মুখে অগ্রসর হলো। আর তিনি রুকু করলেন এবং সবাই রুকু করল। তিনি মাথা উঠালেন তো সবাই মাথা উঠাল। তারপর নবী ﷺ সিজদা করলেন এবং ঐ কাতারও যারা তাঁর কাছে ছিল। আর অন্য দল তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। যখন এরা সিজদা করলও বসে গেল তখন অন্য দল তাঁদের স্থানেই সিজদা করে নিল। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। জাবির বলেন, যেক্ষণ তোমাদের আমীরগণ করে থাকে।

১৫০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى وَقَرَّاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُصَافًى الْعَدُوَّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَوةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

وَأَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا فَرَعُوا مِنْ سَجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ *

১৫৫২. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - ইবন বাশ্শার (র) তাঁর হাদীসে বলেন, আমার কিতাব থেকে মুখস্থ রয়েছে যে, নবী ﷺ শত্রুর মুখোমুখী উসফান নামক স্থানে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। আর মুশরিকদের মধ্যে খালিদ ইবন ওয়ালীদও ছিল, তখন নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন। মুশরিকরা বলল, নিশ্চয় তাদের জন্য অত্র সালাতের পরে এমন একটি সালাত (আসর) রয়েছে, যা তাদের কাছে তাদের সহায়-সম্পদ এবং তাদের সম্ভান-সম্মতি থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর পেছনে তাদের দু'টি কাতার করলেম এবং তাদের সবাইকে নিয়ে রুকু করলেন, যখন তাঁরা তাদের মাথা উঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ কাতার নিয়ে সিজদা করলেন যা তাঁর কাছে ছিল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। আর যখন তারা তাদের সিজদা থেকে অবসর হয়ে গেল, তখন পেছনে সারির লোকেরা তাঁর সাথে সিজদা করল। তারপর নবী ﷺ সালাম ফিরিয়ে ফেললেন।

১৫৫৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غُرَةً وَلَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً فَنَزَلَتْ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَفَرَّقْنَا فِرْقَيْنِ فِرْقَةً تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ

يَخْرُسُونَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ وَأَوَّلُكَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ
تَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ
جَمِيعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَخْرُسُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ
يَلُونَهُ ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَقَامُوا فِي مَصَافٍ أَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا
ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رُكْعَتَانِ رُكْعَتَانِ مَعَ أَمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بَارِضٍ
بَنَى سُلَيْمٍ *

১৫৫৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবু আয়্যাশ যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'উসফান' নামক স্থানে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন, আর সে দিন মুশরিকদের মধ্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালাদও ছিল। তখন মুশরিকরা বলল, আমরা (জোহরের সালাতের সময়) তাদের ব্যাপারে অন্য মনস্কতা প্রদর্শন করে ফেলেছি, আমরা তাদের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে ফেলেছি, তখনই জোহর এবং আসরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ভয়কালীন সালাতের বিধান অবতীর্ণ হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায়কালে আমাদের দু'দলে ভাগ করে দিলেন, এক দল নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিল এবং অন্য দল তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল, আর তিনি যারা তাঁর কাছে ছিল এবং যারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল উভয় দলকে নিয়ে তাকবীর বললেন, তারপর রুকু করলেন। এবং সকলে তাঁর সাথে রুকু করলেন। তারপর যারা তাঁর কাছে ছিল তাঁরা সিজদা করল। এরা যারা তাঁরা কাছে ছিল পিছু হটে গেল। অন্যরা আগে বেড়ে গেল এবং তাঁরা সিজদা করল, তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ও যারা তাঁর কাছে ছিল এবং যারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল তাঁদের সবাইকে নিয়ে দ্বিতীয় রুকু করলেন। তারপর তিনি সিজদা করলেন তাদের নিয়ে যারা তাঁর কাছে ছিল। তারপর তারা পিছু হটে গেল এবং সাথীদের কাতারের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল ও অন্যরা আগে বেড়ে গেল ও সিজদা করল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। অতএব তাঁদের প্রত্যেকের জন্য সালাত হল দু' দু' রাকআত ইমামের সাথে। আর তিনি একবার বনী সুলাইমের ভূমিতেও সালাত আদায় করেছিলেন।

১৫৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا
حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى
بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الْآخَرِينَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ
سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا *

১৫৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা এবং ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দল নিয়ে ভয়কালীন দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি

সালাম ফিরালেন। অন্য আর একটি দল নিয়েও দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতএব, নবী ﷺ চার রাকআত সালাত আদায় করলেন।

১৫৫৫. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৫৫৫. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কুব (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন তারপর অন্যদের নিয়েও দু'রাকআত সালাত আদায় করেন ও সালাম ফিরাল।

১৫৫৬. أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَظْمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكَعَةً وَيَرْكَعُونَ لِنَفْسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامٍ أَوْلَيْكَ وَيَجِيءُ أَوْلَيْكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكَعَةً رَكَعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ *

১৫৫৬. আবু হাফস আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সহল ইব্ন আবু হাছমা (রা) থেকে ভয়কালীন সালাত সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের এক দল ইমামের সাথে দাঁড়াবে, আর এক দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াবে এবং তাদের চেহারা থাকবে শত্রুর দিকে। ইমাম তাদের নিয়ে একটি রুকু করবেন এবং তাঁরা তাদের জন্য একটি রুকু করবে ও তারা দু'টা সিজদা করবে তাদের স্থানে। তারপর এরা তাদের স্থানে চলে যাবে ও ওরা এসে যাবে। ইমাম তাদের নিয়ে রুকু করবে ও দু'টা সিজদা করবে। অতএব সালাত ইমামের জন্য হবে দু'রাকআত তার তাদের জন্য হবে এক রাকআত। অতঃপর তারা একটি রুকু আদায় করবে ও দু'টা সিজদা করবে।

১৫৫৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ

صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْأَخْرَيْنِ وَجَاءَ الْأَخْرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৫৫৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের নিয়ে ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন। একটি দল তাঁর সাথে সালাত আদায় করল এবং অন্য আর এক দল, তাঁদের চেহারা ছিল শত্রুর অভিমুখে। তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা অন্যদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্যরা এসে গেল। তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

١٥٥٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ حَلَفَهُ رَكَعَتَيْنِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا بَعْدَ رَكَعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْهَوَلاءِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ *

১৫৫৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে এবং যারা পরে এসেছিল তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত ভয়কালীন সালাত আদায় করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য হয়েছিল চার রাকআত এবং এদের জন্য হয়েছিল দু'রাকআত।

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

অধ্যায় : উভয় ঈদের সালাত

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

অধ্যায় : উভয় ঈদের সালাত

১৫৫৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى *

১৫৫৯. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াত যুগের অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক বৎসরে দু'টি দিন ছিল, যাতে তারা খেল-তামাশা করত। যখন নবী ﷺ মদীনাতে আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল, যাতে তোমরা খেল-তামাশা করত। এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উক্ত দু' দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিকতর উত্তম দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন।

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

অনুচ্ছেদ : চাঁদ দেখার পরবর্তী দিন ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়া

১৫৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوْهُ الْهَيْلَالَ فَاتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ *

১৫৬০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু উমায়র ইব্ন আনাসের চাচাদের থেকে বর্ণিত যে, একদল লোক রমযানের ত্রিংশতম দিনে চাঁদ দেখে নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তিনি তাদেরকে পরবর্তী দিনে, দিন উজ্জ্বল হওয়ার পর ইফতার করার এবং ঈগগাহে গমনের নির্দেশ দিলেন।

خُرُوجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيدَيْنِ

কিশোরী এবং যুবতী নারীদের উভয় ঈদের সালাতে বের হওয়া

১৫৬১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمُعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ يَا أَبَا فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ يَا أَبَا قَالَ لِيُخْرِجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيَشْهَدَ الْعِيدَ وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ وَلِتَعْتَزَلَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى *

১৫৬১. আমার ইবন যুরারাহ (র) - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়া (রা) আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, বলা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্মরণ করতেন না। একবার আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছ? সে বলল হ্যাঁ; তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, কিশোরী, যুবতী এবং ঋতুমতিগণ যেন বের হয়। এবং তারা যেন ঈদগাহ এবং মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকে আর ঋতুমতিগণ যেন সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।

إِعْتِزَالُ الْحَيْضِ مُصَلَّى النَّاسِ

মানুষের সালাতের স্থান থেকে ঋতুমতিদের দূরত্বে অবস্থান করা

১৫৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ يَا أَبَا قَالَ أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلِيَعْتَزَلَ الْحَيْضُ مُصَلَّى النَّاسِ *

১৫৬২. কুতায়বা (র) - - - মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে আতিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্মরণ করতেন, বলতেন, “আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কিশোরী এবং যুবতীদেরকে রওয়ানা করে দেবে যাতে তারা ঈদের সালাতে এবং মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকতে পারে। আর ঋতুমতিগণ যেন মানুষের সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।

بَابُ الزَّيْنَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : উভয় ঈদের সাজ-সজ্জা

১৫৬৩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُلَّةً مِّنْ اسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْتَغِ هَذِهِ فَتَجْمَلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَن لَّا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْهَا وَأَتَّصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ *

১৫৬৩. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) একবার বাজারে একজোড়া মোটা রেশমী পোষাক পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ -এর সমীপে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটা ক্রয় করে নিন, যাতে ঈদে এবং কোন প্রতিনিধি দল আসলে আপনি তা পরিধান করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, রেশমী পোষাক তাদেরই পোষাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই অথবা (তিনি বলেছেন) রেশমী পোষাক তারাই পরিধান করবে, যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই। উমর (রা) আব্দুল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ছিল অপেক্ষা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ একদিন উমর (রা)-এর কাছে একটি রেশমী জুবা পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন, এবং রাসূলুল্লাহ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলেছিলেন, রেশমী পোষাক তাদেরই পোষাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই। তা-ই আবার আমার কাছে পাঠালেন? রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি তা বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন মিটাও।

الصَّلَاةُ قَبْلَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

ঈদের দিন ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা

১৫৬৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

الْأَشْعَثُ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ *

১৫৬৪. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - ছা'লাবা ইবন যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) আবু মাসউদ (রা)-কে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ঈদের দিন বের হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা সুন্নাতে নববীতে আগতাত্ত নয়।

تَرَكَ الْأَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করা

١٥٦٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ *

১৫৬৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে ঈদের দিনে সালাত আদায় করলেন খুৎবার পূর্বে আযান এবং ইকামাত ব্যতীত।

الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ

ঈদের দিনে খুৎবা পাঠ করা

١٥٦٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ خُطِبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَانَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ دِينَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ قَالَ أَذْبَحَهَا وَلَنْ تُؤَفِّيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ *

১৫৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন উসমান (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) মসজিদের কোন এক খুঁটির নিকট দাঁড়িয়ে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, আজকের এ দিন আমরা যে কাজ দ্বারা প্রথমে শুরু করব তা হল আমরা সালাত আদায় করব তারপর কুরবানী করব। অতএব যারা অনুকূল করবে তারা আমাদের সুন্নাত অনুযায়ী করবে। আর যারা সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তা শুধু গোস্টাই হবে, যা তাদের পবিবারবেগর জন্য পূর্বেই যবেহ করে ফেলল (কুরবানী হবে না)। আবু বুরদাহ ইব্ন দীনার (রা) সালাতের পূর্বেই যবেহ ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার কাছে একটি এক বছর বয়সের ছাগলের বাচ্চা আছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দু'বছর বয়সের বাচ্চা অপেক্ষাও বেশী হঠপুঠ। তিনি বললেন, তুমি তাই কুরবানী করে দাও। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : উভয় ঈদের খুৎবার পূর্বে সালাত আদায় করা

১৫৬৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ *

১৫৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা) উভয় ঈদের সালাত খুৎবার পূর্বে আদায় করতেন।

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنْزَةِ

অনুচ্ছেদ : লাঠি সম্মুখে রেখে উভয় ঈদের সালাত আদায় করা

১৫৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ثَافِعٍ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنْزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يُرَكِّزُهَا فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا *

১৫৬৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে একটি লাঠি বের করতেন। তা মাটিতে পুঁতে দিতেন এবং তা সম্মুখে রেখে সালাত আদায় করতেন।

عَدَّةُ صَلَوةِ الْعِيدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতে রাকআতের সংখ্যা

১৫৬৭. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ زُبَيْدِ الْأَيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ صَلَوةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَوةُ الْفَطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ *

১৫৬৯. ইমরান ইব্ন মুসা (র) - - - - উমর ইব্ন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকআত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু'রাকআত, মুসাফিরের সালাত দু'রাকআত এবং জুমুআর সালাত দু'রাকআতই পরিপূর্ণ; অসম্পূর্ণ নয়, নবী ﷺ-এর ভাষ্য মতে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

অনুচ্ছেদ : উভয় ঈদের সালাতে সূরা “কাফ” এবং “ইকতারাবাত” পাঠ করা

১৫৭০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ *

১৫৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর (রা) ঈদের দিনে বের হলেন এবং আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আজকের দিনে কি কোন সূরা সালাতে তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন, সূরা “কাফ” এবং “ইকতারাবাত”।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

অনুচ্ছেদ : উভয় ঈদের সালাতে সূরা “সَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى” এবং “হَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ” তিলাওয়াত করা

১৫৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا *

১৫৭১. কুতায়বা (র) - - - - নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদ এবং জুমুআর সালাতে “সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা” এবং “হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া” পাঠ করতেন। কখনো কখনো ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হয়ে যেত। তখনও তিনি উপরোক্ত সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : উভয় ঈদে সালাতের পর খুত্বা দেওয়া

১৫৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ إِنِّي شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ *

১৫৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এক ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্বার পূর্বেই সালাত শুরু করে দিলেন, অতঃপর খুত্বা দিলেন।”

১৫৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ *

১৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - বারী ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায়ের পরে আমাদের খুত্বা দিয়েছিলেন।

التَّخِيرُ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতের খুত্বা শুনার জন্য বসা ও না বসার ইখতিয়ার

১৫৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى

قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ *

১৫৭৪. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন সাযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের সালাত আদায় শেষে বললেন, যে চলে যাওয়া ভাল মনে করে সে যেন চলে যায়, আর যে খুৎবা শ্রবণের জন্য অপেক্ষা করা ভাল মনে করে সে যেন অপেক্ষা করে।

الزَّيْنَةُ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

উভয় ঈদের খুৎবা দেওয়ার জন্য সাজ-সজ্জা করা

١٥٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِدْرِيسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ *

১৫৭৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার দেখলাম যে, তিনি খুৎবা দিচ্ছেন সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায়।

الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ

উটের পৃষ্ঠে বসা থাকা অবস্থায় খুৎবা দেওয়া

١٥٧٦. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَخْمَسِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٍّ أَخَذَ بِخِطَامِ النَّاقَةِ *

১৫৭৬. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু কাহেল আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উষ্ট্রের পিঠে বসা অবস্থায় খুৎবা দিতে দেখেছি আর এক হাবশী [বিলাল (রা)] উষ্ট্রের লাগাম ধরে রেখেছিলেন।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

ইমামের দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া

١٥٧٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سَمَاكَ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ *

১৫৭৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - - সিমাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। অতঃপর ক্ষণিকের তরে বসতেন, পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى إِنْسَانٍ

ইমামের খুত্বা দেওয়ারাকালীন কোন মানুষের উপর ভর করে দাঁড়ানো

١٥٧٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعِظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعِظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنْ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخُدَّيْنِ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكْثُرُنَ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرَطَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثُوبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ *

১৫৭৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ইকামাত ব্যতীতই খুত্বা দেওয়ার পূর্বে সালাত শুরু করে দিলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, বিলাল (রা)-এর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন, লোকদের ওয়াজ করলেন, তাদের নসীহত করলেন এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং নারীদের দিকে গেলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন আল্লাহকে ভয় করতে, ওয়াজ করলেন, নসীহত করলেন, আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বললেন, তোমরা দান-খয়রাত করবে, যেহেতু তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইক্ষন। তখন নিম্ন

শ্রেণীর একজন মহিলা বলে উঠল যার গণ্ডদ্বয়ে হালকা কাল দাগ ছিল, কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ? তিনি বললেন, তোমরা অত্যধিক গীবত কর এবং স্বামীর নাকরমানী কর। তখন তারা নিজেদের হার, কানের বালী এবং আংটি টেনে টেনে খুলে ফেলতে শুরু করল, যা বিলালের (রা) কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সদকা স্বরূপ।

اِسْتَقْبَالَ الْاِمَامُ بِالنَّاسِ بِوَجْهِهِ فِي الْخُطْبَةِ

খুৎবা পাঠকালীন ইমামের মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো

১০৭৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَالْأَمْرَ النَّاسُ بِالصَّدَقَةِ قَالَ تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ *

১৫৭৯. কুতায়বা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন দ্বিতীয় রাকআতে বসতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তখন দাঁড়িয়ে যেতেন ও মানুষের দিকে মুখ করে নিতেন আর লোকজন বসা থাকত। যদি তাঁর কোথাও কোন সৈন্য বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিত, তিনি তা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। অন্যথায় তাদেরকে দান খয়রাতের আদেশ দিতেন। তিনি তিনবার বলতেন, তোমরা দান খয়রাত কর। অধিকাংশ দান খয়রাতকারিণী হত মহিলাগণ।

الْاِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ

খুৎবা দেয়ার সময় নীরব থাকা

১০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ *

১৫৮০. মুহাম্মাদ ইবন সালামা এবং হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যদি ইমামের খুৎবা দেয়াকালীন তোমারা সাথীকে বল, “নীরব থাক” তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করবে।

كَيْفَ الْخُطْبَةُ

খুৎবা কিরূপ ?

১৫৮১. أَخْبَرَنَا عَثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أصدقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ مَسَاكُمُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَهِلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَالِيَ أَوْ عَلَى وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ *

১৫৮১. উতবা ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুৎবায় বলতেন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أصدقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ (অতঃপর বলতেন : অতঃপর বলতেন : وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ) (আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু’টি আঙ্গুল তর্জনী ও মধ্যমার মত।) অর্থাৎ আমার পরে প্রেরিত রূপে আর কোন নবী আসবে না। এইভাবে আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর গণ্ডগোল উপরিভাগ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন, শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে

ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা নিঃস্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

حَثُ الْأِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ

ইমামের খুৎবায় সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

১০৮২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يُبْعَثَ بَعَثًا تَكَلَّمَ وَالْأَرْجَعُ *

১৫৮২. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিনে বের হতেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর খুৎবা দিতেন আর সাদকার আদেশ করতেন, অধিকাংশ সাদকাকারিণী হত মহিলা। যদি তাঁর কোন প্রয়োজন হত অথবা কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিত, তাহলে তিনি কথা বলতেন, অন্যথায় ফিরে যেতেন।

১০৮৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ أَتَيْنَا حُمَيْدَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ *

১৫৮৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন আব্বাস (রা) একবার বসরায় খুৎবা দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা স্বীয় সাওমের যাকাত আদায় কর। তখন লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তিনি বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছে? তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের দীনী ইলম শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট, বড়, আযাদ, গোলাম, পুরুষ এবং মহিলা সবার উপর অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর এবং যব ফরয করেছেন।

١٥٨٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتِي لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيَ عَنِّ أَحَدٍ بَعْدَكَ *

১৫৮৪. কুতায়বা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে সালাতের পরে খুৎবা দিলেন। তারপর বললেন, যে আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর ন্যায় কুরবানী দেবে সেই সঠিকভাবে কুরবানী দেবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে সেটা বকরীর গোশত হবে। আবু বুরদাহ ইবন নিয়ার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি জানতাম যে, আজ পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি যবেহ করে ফেলেছি এবং আমি নিজে খেয়ে নিলাম এবং আমার পরিবারবর্গ এবং প্রতিবেশীকেও খাওয়ায়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেটাতো বকরীর গোশত। আবু বুরদাহ (রা) বললেন, আমার কাছে একটি এক বছর বয়সের ভেড়া আছে যাতে দু'টি বকরীর গোশত অপেক্ষাও বেশী গোশত হবে। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তোমার পরে আর কারো পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না।

الْقَصْدُ فِي الْخُطْبَةِ

পরিমিতরূপে খুৎবা পাঠ করা

١٥٨٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا *

১৫৮৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম, তাঁর সালাত ছিল পরিমিত, তাঁর খুৎবা ছিল পরিমিত।

الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوتُ فِيهِ

খুৎবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরব থাকা

১৫৮৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقْهُ *

১৫৮৬. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছেন। অতঃপর ক্ষণিকের তরে নীরব হয়ে বসলেন। পুনরায় দাঁড়ালেন ও দ্বিতীয় খুৎবা দিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ দেয় যে, নবী ﷺ বসে খুৎবা দিয়েছেন তুমি তাকে সত্যবাদী মনে করবে না।

الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرُ فِيهَا

দ্বিতীয় খুৎবায় আয়াত পাঠ করা এবং তাতে যিক্র করা

১৫৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَوَتُهُ قَصْدًا *

১৫৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, আবার দাঁড়াতেন এবং কিছু আয়াত পাঠ করতেন এবং আল্লাহর যিক্র করতেন। আর তাঁর খুৎবা ছিল পরিমিত এবং তাঁর সালাতও ছিল পরিমিত।

نُزُولُ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاعِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মিন্বার থেকে অবতরণ করা

১৫৮৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيْلَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصِهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا *

১৫৮৮. ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - বুরাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসায়ন (রা) আসলেন, তাঁদের পরিধানে দুটি লাল জামা ছিল। তাঁরা চলছিলেন এবং জামায় আটকে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নীচে নেমে আসলেন এবং উভয়কে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, “নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান-সম্মতি পরীক্ষা স্বরূপ; আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলছিল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জামায় আটকে আটকে। তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে আসলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিলাম।

مَوْعِظَةُ الْأَمَامِ النَّسَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

ইমামের খুত্বা থেকে অবসর হওয়ার পর মহিলাদের নসীহত করা এবং তাদের সদকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা

١٥٨٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتُ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهِ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَ هُنَّ وَأَمَرَ هُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلَقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ *

১৫৮৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি যে, তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হওয়ার সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; যদি তাঁর কাছে আমার কোন মর্যাদা না থাকত, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। অর্থাৎ তাঁর অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন। তিনি কাছীর ইব্ন সালত-এর বাড়ীর নিকটস্থ চিহ্নিত স্থানে আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন ও খুত্বা দিলেন। অতঃপর

মহিলাদের কাছে এসে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন এবং সাদকার আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের হস্তসমূহ স্বীয় অলংকারাদির দিকে নিয়ে গেল তারা তা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا

উভয় ঈদের সালাতের পূর্বে এবং পরে সালাত আদায় করা

১৫৯০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا *

১৫৯০. আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আশাজ্জ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের দিনে বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তার পূর্বে কোন সালাত আদায় করেন নি এবং তার পরেও (ঈদগাহে) কোন সালাত আদায় করেন নি।

ذَبْحُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَدَدُ مَا يُذْبَحُ

ঈদের দিন ইমামের যবেহ করা এবং যবেহ করা পশুর সংখ্যা

১৫৯১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى وَأَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا *

১৫৯১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন এবং দু'টি সুন্দর (সাদা) ভেড়ার কাছে গিয়ে সেগুলোকে যবেহ করলেন।

১৫৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى *

১৫৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যবেহ অথবা নহর করতেন।

اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودُهُمَا

দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং দুই ঈদ পাওয়া

১৫৭৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ قُلْتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا :

১৫৭৩. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ জুমুআ এবং ঈদের সালাতে “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা” এবং “হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ” পড়তেন আর যখন জুমুআ এবং ঈদ একই দিনে হয়ে যেত তখন জুমুআ এবং ঈদের সালাত উক্ত সূরা দু'টি দ্বারা আদায় করতেন।

الرُّخْصَةُ فِي التَّخْلُفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ

যে ব্যক্তি ঈদের সালাতে উপস্থিত থেকেছে তার জন্য জুমুআর সালাতে উপস্থিত না থাকার অনুমতি

১৫৭৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ *

১৫৭৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - - ইয়াস ইব্ন আবু রমলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, “আপনি কি রাসূলুল্লাহ -এর সাথে ঈদ এবং জুমুআর সালাতে শরীক ছিলেন?” তিনি বললেন, হ্যাঁ; তিনি ঈদের সালাত দিনের শুরুতে আদায় করে ফেলেছিলেন। অতঃপর (গ্রামের অধিবাসীদেরকে) জুমুআর সালাতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।^১

১৫৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

১. হানাফী আইন শাস্ত্রবিদদের মতে জুমুআর দিনে ঈদে হলে জুমুআর সালাতও পড়তে হবে।

بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السَّنَةُ *

১৫৯৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ওয়াহাব ইবন কায়সান (রা) বর্ণনা করেন যে, ইবন যুবায়র (রা)-এর যুগে একবার ঈদ এবং জুমুআ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করার জন্য বের হতে বিলম্ব করলেন। অতঃপর বের হলেন এবং খুত্বা দিলেন এবং খুত্বাকে দীর্ঘ করলেন, তারপর নীচে অবতরণ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আর সেদিন লোকদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করলেন না। এ ঘটনা ইবন আব্বাস (রা)-এর সমীপে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তিনি সুনাত মতই করেছেন।

ضَرْبُ الدَّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

ঈদের দিনে দফ বাজানো

١٥٩٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدَفَيْنِ فَاَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْنِي فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا *

১৫৯৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর সামনে দুইটি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল। আবু বকর (রা) তাদের নিষেধ করলেন। নবী ﷺ বললেন, তাদের নিষেধ করো না। কেননা প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি আনন্দ স্মৃতির দিন থাকে।

الْلَبُّ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

ঈদের দিনে ইমামের সম্মুখে খেলাধুলা করা

١٥٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ السُّودَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَدَعَانِي فَكُنْتُ

أَطْلِعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي
انْصَرَفْتُ *

১৫৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন হাবশী এসে ঈদের দিনে নবী ﷺ-এর সম্মুখে খেলাধূলা করতে লাগল। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের দিয়ে তাদের দিকে দেখতে লাগলাম। আমি তাদের দিকে নিজে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত দেখতেই ছিলাম।

الْلَعِبُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ وَنَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ

ঈদের দিনে মসজিদে খেলাধূলা করা এবং মহিলাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া

١٥٩٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي
بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ
فَأَقْدَرُوا قَدْ رَأَى الْجَارِيَةَ الْحَدِيثَةَ السِّنِّ الْحَرِيصَةَ عَلَى اللَّهِ *

১৫৯৮. আলী ইব্ন খাশরাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা ঢেকে রাখতেন যখন আমি হাবশীদের (নিগ্রো) দিকে নিজে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকতাম। তারা মসজিদে খেলাধূলা করত। এখন তোমরা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খেলাধূলায় আগ্রহী অল্প বয়স্কা বালিকাদের কতটুকু মর্যাদা ছিল তা আন্দাজ করতে পারো।

١٥٩٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهُمْ يَا عُمَرُ فَأَتَمَّهُمْ يَعْنِي بَنُو أَرْفَدَةَ *

১৫৯৯. ইসহাক ইব্ন মুসা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন হাবশীরা (নিগ্রো) মসজিদে খেলাধূলা করছিল। তিনি তাদের ধমকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর (রা)! তাদের ছেড়ে দাও, কেননা তারা আরফিদার বংশধর (হাবশী)। (আরফিদা তাদের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম)।

الرُّخْصَةُ فِي الْأَسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدَّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

ঈদের দিন কবিতা শ্রবণ এবং দফ বাজানোর অনুমতি

১৬০০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ
عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ تَضْرِبَانِ
بِالدَّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْجَى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُتَسَجِّ
ثَوْبَهُ فَرَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَهُنَّ أَيَّامُ مِنَى
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ مَيْدٍ بِالْمَدِينَةِ *

১৬০০. আহমাদ ইবন হাফস (র) - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল এবং উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলেন। আর একবার বর্ণনা করেছেন, কাপড় আবৃত ছিলেন। তিনি আপন চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবু বকর (রা)! তাদের ছেড়ে দাও। আর তা ছিল ঈদুল আযহার দিন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সে দিন মদীনায়ায়।

كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

অধ্যায় : বিতর, তাহাজ্জুদ এবং
দিনের নফল সালাত

كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

অধ্যায় : বিতর, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত

بَابُ الْحِثِّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ وَالْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : ঘরে নফল সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তার ফযীলত বর্ণনা

১৬.১. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا *

১৬০১. আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম (র) - - - - নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নফল সালাত আপন আপন ঘরেই আদায় করবে। ঘরে নফল সালাত আদায় না করে ঘরকে কবরের ন্যায় বানিয়ে নিও না।

১৬.২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النُّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيْلَالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَنَجُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ *

১৬০২. আহমদ ইবন সুলায়ইমান (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মসজিদে একটি চাটাইকে হাজার ন্যায় বানিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে কয়েক রাত্রি সালাত আদায় করলে কিছু লোকও তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে গেল। পরে এক রাত্রিতে তারা তাঁর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অনুমান করল যে, তিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাঁকারি দিতে লাগল, যাতে তিনি তাঁদের সামনে বেরিয়ে আসেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আমার সাথে রাতে জামাতে নফল সালাত আদায় করতে বরাবর দেখেই আসছি। তাতে আমার ভয় হল যে, তা তোমাদের উপর ফরযই না করে দেওয়া হয়। যদি তা তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হত তবে তোমরা তা যথাযথ রূপে আদায় করতে সক্ষম হতে না। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা আপন আপন ঘরেই নফল সালাত আদায় করবে, কেননা ফরয সালাত ছাড়া মানুষের অধিক উত্তম সালাত হল তার ঘরেই আদায়কৃত সালাত।

১৬.৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ *

১৬০৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সা'দ ইবন ইসহাক এর দাদা (কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাত আদায় করে নিলেন, কিছু লোক নফল সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের এ নফল সালাত ঘরেই আদায় করা উচিত।

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : বিতর এবং তাহাজ্জুদের সালাত

১৬.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِلَّا أَنْبَيْتُكَ بِأَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَائِشَةُ إِنَّهَا فَسَلَهَا ثُمَّ أَرْجِعَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَاتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحٍ فَاسْتَلْحَقَّتْهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولُ فِي هَاتَيْنِ الشَّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَابْتَ فِيهَا الْأَمْضِيًّا فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِيَ

فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ مِنْ هَذَا مَعَكَ قُلْتُ سَعْدُبْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ نِعَمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِنِّي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنْ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَأَ لِي قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِنِّي عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَأَ إِلَيَّ وَتَرُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِنِّي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيُبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يُبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ يَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَةً فَتِلْكَ أَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَابُنَى فَلَمَّا أَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَابُنَى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكَعَةً وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِهَا فَقَالَ صَدَقْتَ أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَاتَيْتُهَا

حَتَّى تَشَافِهْنِي مُشَافَهَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذًا وَقَعَ فِي كِتَابِي وَلَا
أَذْرِي مِمَّنِ الْخَطَاءُ فِي مَوْضِعٍ وَتَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

১৬০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র) - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিতর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বিশ্বাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতর সালাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদ দিব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আয়েশা (রা)। তুমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ এবং পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেয়া তাঁর উত্তর সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে যাবে। আমি হাকীম ইব্ন আফলাহের কাছে এসে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য তাঁকে সাথী বানাতে চাইলে তিনি বললেন, আমি তার ঘনিষ্ঠজন নই, আমি তাঁকে উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফফীন ইত্যাকার যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলতে নিষেধ করলেও তিনি তা মানেন নি বরং তাতে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হাকীম ইব্ন আফলাহকে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য শপথ দিলে তিনি আমার সাথে আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। আয়েশা (রা) হাকীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে একে? আমি বললাম, “সা'দ ইব্ন হিশাম” (রা)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হিশাম কে? আমি বললাম আমেরের ছেলে। তিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, আমের বড় ভাল মানুষ ছিল। সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কুরআন পাঠ কর না? সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠ করি। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর নবী ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআন। আমি যখন দাঁড়াতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়ানোর (রাতে নফল সালাত আদায়ের) আমার মনে এসে গেল। তিনি বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে নবীযুল্লাহ ﷺ-এর রাতে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি “ইয়া আয়্যুহাল মুয্যামমিল” এই সূরাটি পাঠ কর না? আমি বললাম হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠ করি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদকে এই সূরার প্রথমংশে ফরয করেছিলেন, তখন নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বৎসর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলেন, যাতে তাঁদের পা ফুলে গেল। আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরার শেষাংশের নাযিল করা বার মাস পর্যন্ত স্থগিত রেখেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরার শেষাংশে সহজীকৃত বিধান অবতীর্ণ করলেন। অতএব তাহাজ্জুদের সালাত ফরয হিসাবে অবতীর্ণ হওয়ার পর নফল হিসাবে অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি পুনরায় যখন দাঁড়াতে মনস্থ করলাম তখন আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতরের কথা স্মরণে এসে গেল। আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতর সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক এবং উয়ুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। রাতে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাগানোর ইচ্ছা হত তাঁকে জাগ্রত করে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক এবং উয়ু করতেন এবং আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাতে সালাম ফিরানোর জন্য শুধু অষ্টম রাকআতেই বসতেন। বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর এবং দোয়া করতেন। অতঃপর আমরা শুনতে পারি এমনভাবে তিনি সালাম ফিরাতেন। এরপর দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে বসে থাকতেন। আবার এক রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাহলে হে প্রিয় বৎস!

সর্বমোট এগার রাকআত সালাত আদায় করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেল এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে গেল তিনি সাত রাকআত বিতরের সালাত আদায় করতেন। আর সালামের পর বসে থেকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাহলে হে শ্রিয় বৎস! সর্বমোট ন'রাকআত সালাত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন, তা নিয়মিত আদায় করতে ভালবাসতেন। আর যদি তাঁকে নিদ্রা অথবা কোন অসুখ বা ব্যথা-বেদনা তাহাজ্জুদ থেকে বিরত রাখত তাহলে তিনি দিনে বার রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন। আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত নই যে, নবী ﷺ এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ পাঠ করেছেন। আর তিনি সকাল পর্যন্ত পুরা রাত্র তাহাজ্জুদের সালাতও আদায় করতেন না এবং রমযান ব্যতীত পুরা মাস রোযাও রাখতেন না। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে আয়েশা (রা)-এর হাদীস তাঁকে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) সভ্যই বলেছেন। আমি যদি তাঁর কাছে কখনো যেতাম তাহলে এ হাদীসটা তাঁর মুখ থেকে সরাসরি শুনতে পেতাম। আবু আব্দুর রহমান (নাসাঈ) বলেন, আমার কাছে এরকমই রয়েছে কিন্তু আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতরের ব্যাপারে ভুল বর্ণনা কার থেকে হয়েছে।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

অনুচ্ছেদ : ইবাদাত জ্ঞানে সওয়াব লাভের নিয়তে তারাবীহর সালাত আদায়কারীর সওয়াব

১৬.৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১৬০৫. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইবাদত জ্ঞানে সওয়াব লাভের নিয়তে তারাবীহর সালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

১৬.৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১৬০৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আবু বকর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইবাদত জ্ঞানে সওয়াব লাভের নিয়তে তারাবীহর সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে তারাবীহর সালাত আদায় করা

১৬.৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلَّى بِصَلَوَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ *

১৬০৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাত্রি মসজিদে তারাবীহর সালাত আদায় করলেন, তাঁর সংগে শরীক হয়ে কিছু সংখ্যক লোক সালাত আদায় করল। তারপর তিনি পরবর্তী রাতেও তারাবীহর সালাত আদায় করলে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। তারপর তারা তৃতীয় রাতেও অথবা চতুর্থ রাতেও তারাবীহর সালাত আদায় করার জন্য জড়ো হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আর তাদের সামনে বের হলেন না। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যা করেছিলে আমি তা দেখছিলাম। তোমাদের উপর তারাবীহর সালাত ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই তোমাদের সামনে বের হওয়া থেকে আমাকে বিরত রাখেনি। এ ঘটনা রমযান মাসে ঘটেছিল।

১৬.৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْ نَقَلْنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِيَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلُهُ وَنِسَائُهُ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ *

১৬০৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সিয়াম পালন করেছিলাম। রমযান মাসে তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন না। যখন মাসের মাত্র সাত রাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল, তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহুর সালাত আদায় করতে লাগলেন রাত্রে তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। যখন মাসের ছয় রাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন না। যখন পাঁচ রাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন অর্ধ-রাত্রি অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি আমাদের নিয়ে অত্র রাত্রে অবশিষ্ট অংশেও নফল সালাত আদায় করতেন! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহুর সালাত আদায় করে ঘরে ফিরে যায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করার সওয়াব লিখে রাখেন। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়েও তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন না এবং নিজেও আদায় করলেন না। যখন মাসের তিন রাত্রি অবশিষ্ট রয়ে গেল, তিনি আমাদের নিয়ে ঐ রাত্রে তারাবীহুর সালাত আদায় করলেন (এবং ঐ সালাতে) তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারবর্গও জড়ো হয়ে গেল। আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, “ফালাহ” না হারিয়ে ফেলি। আমি বললাম, “ফালাহ”-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সাহরী খাওয়ার সময়।

১৬. ৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مَنْبَرٍ حِمَصٍ يَقُولُ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسَ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً سَبْعَ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَأَنْدُرِكَ الْفَلَاحَ وَكَانُوا يُسَمُّوْنَهُ السُّحُورَ *

১৬০৯. আহমদ ইব্ন সুলাইমান (র) - - - নুআয়ম ইব্ন যিয়াদ আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইব্ন বশীর (রা)-কে হিমস নামক স্থানের মিন্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযান মাসের তেইশতম রাত্রে প্রথম এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাবীহুর সালাত আদায় করলাম। অতঃপর পঁচিশতম রাত্রে তাঁর সাথে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত তারাবীহুর সালাত আদায় করলাম। আবার তাঁর সাথে সাতাশতম রাত্রেও তারাবীহুর সালাত আদায় করতে লাগলাম। এমনকি আমরা আশংকা করলাম যে, “ফালাহ” পাব না। সাহাবীগণ সাহরীকে ফালাহ বলতেন।

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

১৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي

الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا أَوْ ارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أُخْرَى فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ الْعُقْدُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَالْأُصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا

১৬১০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় শয়তান তার মাথায় তিনটা গিট লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিট লাগানোর সময় সে বলে, “এখনো অনেক রাত্রি বাকী আছে” অর্থাৎ তুমি শুয়ে থাক। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্র করে তাহলে একটি গিট খুলে যায়। তারপর যদি উয়ু করে তাহলে আরো একটি গিট খুলে যায়, যদি সালাত আদায় করে তাহলে সমুদয় গিট খুলে যায় এবং তার সকাল হয় আনন্দ ও উদ্দীপনায়। অন্যথায় তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদময়।

١٦١١. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ *

১৬১১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত্রি সকাল পর্যন্ত নিদ্রা গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে ব্যক্তির কর্ণধয়ে শয়তান প্রশাব করে দিয়েছে।

١٦١٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي فُلَانٌ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْبَارِحَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِي أُذُنِهِ *

১৬১২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! অমুক ব্যক্তি গত রাত্রে সালাত আদায় না করেই সকাল অবধি নিদ্রা গিয়েছে। তিনি বললেন, সে ব্যক্তির কর্ণধয়ে শয়তান প্রশাব করে দিয়েছে।

١٦١٣. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ

حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ آيَقَطَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ آيَقَطَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاءَ *

১৬১৩. ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত্রে কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, অতঃপর তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। যদি তার স্ত্রী জাগ্রত হতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানির ছিটা দেয়। ঐ মহিলার উপরও আল্লাহ তা'আলা রহম করুন, যে রাত্রে কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। সে যদি জাগ্রত হতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানির ছিটা দেয়।

١٦١٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَقَاطَمَةٌ فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَدِيرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا *

১৬১৪. কুতায়বা (র) - - - আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এবং ফাতিমা (রা)-এর কাছে একবার রাতের বেলা আসলেন। তিনি বললেন, তোমরা সালাত আদায় করছ না? আমি (লজ্জিত হয়ে) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর কুদরতী হস্তে। যখন তিনি তা আমাদের কাছে পাঠাতে মনস্থ করেন পাঠিয়ে দেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। অতঃপর আমি তাঁকে ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে উরুতে হাত মেরে বলতে শুনেছি, “মানুষ অত্যধিক বিতর্ককারী।”

١٦١٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدَّهُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَايْقُظُنَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حَسًّا فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَايْقُظُنَا فَقَالَ قَوْمًا فَصَلِّيًا قَالَ فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكَ عَيْنِي وَأَقُولُ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا قَالَ فَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخْذِهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا *

১৬১৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ (র) - - - - আলী ইবন হুসায়ন এর দাদা আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাত্রে আমার এবং ফাতিমা (রা)-এর কাছে এসে আমাদের তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার জন্য জাগিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের ঘরে গিয়ে দীর্ঘ রাত্র তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন এবং আমাদের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে পুনরায় এসে আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে যাও এবং (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় কর। আলী (রা) বলেন, আমি উভয়ে চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে বসে পড়ে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমরা তো আল্লাহ তাআলা যা আমাদের উপর ফরয করেছেন তাছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করি না। আমাদের প্রশ্ন তো আল্লাহ তাআলার কুদরতী হাতে, যখন তিনি তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে চান পাঠিয়ে দেন। আলী (রা) বলেন, তিনি উরুতে হাত মেরে মেরে এই বলতে বলতে চলে গেলেন যে, “আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর যা ফরয করেছেন, তাছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করি না” আর “মানুষ অত্যধিক তর্কপ্রবণ।”

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত্রে সালাতের ফযীলত

١٦١٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْقِيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ *

১৬১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের পর সর্বোত্তম সাওম হল মুহররম মাসের সাওম (আন্তরার সাওম) এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাত্রে সালাত।

১৬১৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةٍ أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ *

১৬১৭. সুওয়াইদ ইবন নাসর (র) - - - - আবু বিশ্বর জা'ফর ইবন আবু ওয়াহশিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল তাহাজ্জুদের সালাত। আর রমযানের সাওমের পর সর্বোত্তম সাওম হল মুহাররম মাসের সাওম (আশুরার সাওম)। শু'বা ইবন হাজ্জাজ (র) উক্ত হাদীস শরীফকে সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ

সফরকালীন সময়ে রাত্রে সালাত আদায় করার ফযীলত

১৬১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدِلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتَلَوُّ آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ *

১৬১৮. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। এক, ঐ দানকারী ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কোন গোত্রের কাছে এসে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চায়; তার এবং উক্ত গোত্রের মধ্যকার কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধের দোহাই দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে না। গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্যদানে অস্বীকৃতি জানায় কিন্তু (তাদের মধ্য থেকে) এক ব্যক্তি তাদের পেছনে থেকে গিয়ে তাকে গোপনে কিছু দান করবে। তার দান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এবং গ্রহিতা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ অবগত হয় না। দুই, ঐ ব্যক্তি যখন তার সহযাত্রীগণ রাত্রে সফর

করে, নিদ্রা যখন তাদের কাছে অত্যধিক প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা সফর ক্ষান্ত দিয়ে নিদ্রা যায়, তখন সে জাগ্রত হয়ে আমার (আল্লাহ্ তা'আলা) দরবারে কায়মনোবাক্যে কান্নাকাটি করে দোয়া করে এবং আমার কুরআনে করীমের আয়াত তিলাওয়াত করে। তিন, ঐ ব্যক্তি যে কোন যুদ্ধে গমনপূর্বক শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করে তাদের পরাজিত করে দেয় এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শহীদ অথবা গায়ী হয়।

بَابُ وَقْتُ الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার সময়

১৬১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ عَنْ بَشْرِ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَأَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ *

১৬১৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বসরী (র) - - - - মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন্ কাজটি অত্যধিক প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাত্রে কোন্ সময়ে জাগ্রত হতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাকের আওয়াজ শুনতে পেতেন।

بَابُ ذِكْرٍ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الْقِيَامُ

অনুচ্ছেদ : নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যিক্র

১৬২. أَخْبَرَنَا عَصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتَحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَهْلِلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

১৬২০. ইসমাত ইব্ন ফযল (র) - - - - আসিম ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কি যিক্র করতেন?

তিনি বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, যে বিষয়ে তোমার পূর্বে অন্য কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশবার তাকবীর (আল্লাহ আকবার) দশবার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) দশবার তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং দশবার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তেন, আর বলতেন- **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .**

১৬২১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُغَمَّرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهُوَ

১৬২১. সুওয়াইদ ইবন নাসর (র) - - - - রবী'আ ইবন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর হুজরার পাশেই রাত্রিযাপন করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন তিনি রাত্রে জাগ্রত হতেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বলতে শুনতাম : **سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** অতঃপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত **وَبِحَمْدِهِ**

১৬২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَحْوَلِ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقُّ وُوعْدِكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ وَمُحَمَّدٌ حَقُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ ثُمَّ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ *

১৬২২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। (আর) তিনি বলতেন : **اَللّٰهُمَّ لَكَ** : **اَلْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ**

وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالْيَكْ حَاكَمْتُ اغْفِرْ لِي : অতঃপর কুতায়বা (র) আরো কিছু বাক্যের উল্লেখ করেছে, যে গুলোর অর্থ হল :
مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

১৬২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ قَلِيلًا أَوْ بَعْدَهُ قَلِيلًا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضْوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتُلُهَا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *

১৬২৩. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি একবার উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর সাথে রাত্রি যাপন করেন। (তিনি সম্পর্কে তাঁর খালা ছিলেন) তিনি শুইলেন বালিশের প্রস্থে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরিবার শুইলেন বালিশের দৈর্ঘ্যে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে পড়লেন। যখন অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে বা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং হাত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে নিদ্রার লক্ষণ দূরীভূত করতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরান' এর শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর একটি লটকানো মশকের কাছে গেলেন এবং তার (পানি) দ্বারা উত্তমরূপে উষ্ম করলেন এবং দাঁড়িয়ে

(তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করলেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমিও দাঁড়িয়ে তাঁর মত করলাম এবং গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং (ঠিকমত না দাঁড়ানোর জন্য) আমার ডান কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। পুনরায় দু'রাকআত, আরার দু'রাকআত, তারপরও দু'রাকআত, আবারও দু'রাকআত, পুনরায় দু'রাকআত সালাত আদায় করে বিতরের সালাত আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। পরে মুয়াযযিন তাঁর কাছে আসলে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাহ আদায় করলেন।

بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السُّوَاكِ

অনুচ্ছেদ : রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কিরূপে মিসওয়াক করতেন

১৬১৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ

১৬২৪. আমরা ইব্ন আলী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন তাঁর দাঁত মিসওয়াক দ্বারা মলতেন।

১৬২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ

১৬২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার জন্য জাগ্রত হতেন তাঁর দাঁত মিসওয়াক দ্বারা মলতেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَصِينٍ عَثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

হাদীস শরীফে আবু হাসীন উসমান ইব্ন আসিম এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ

১৬২৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا نُوَمِّرُ بِالسُّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ *

১৬২৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতাম তখন মিসওয়াক করার জন্য আমরা আদিষ্ট হতাম।

১৬২৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا نَوْمَرُ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ نَشُوصَ أَفْوَاهَنَا بِالسُّوَاكِ *

১৬২৭. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - শকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতাম তখন আমাদের দাঁত মিসওয়াক দ্বারা মলার আদেশ দেওয়া হত।

بَابُ بَأْيِ شَيْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلَوةُ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাত কোন্ দোয়া দ্বারা শুরু করা হবে ?

১৬২৮. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بَأْيَ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَوَاتَهُ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَوَاتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبُّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

১৬২৮. আব্বাস ইব্ন আব্দুল আজীম (র) - - - - আবু সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কোন দোয়া দ্বারা তাহাজ্জুদের সালাত শুরু করতেন। তিনি বললেন, যখন তিনি রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন তাঁর সালাত এই দোয়া পড়ে শুরু করতেন : اللَّهُمَّ رَبُّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

১৬২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَلُوءَةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأَفْقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّى بَلَغَ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكَ ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِّنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنْثَنَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرًا مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرًا مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৬২৯. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে থাকাকালীন মনে মনে বললাম যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সময়ের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রাখবো, যাতে তাঁর আমল দেখতে পারি। যখন তিনি ইশার সালাত আদায় করে নিলেন যাকে আতামাহুও বলা হয়; দীর্ঘ রাত্র পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে আসমানের দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا থেকে পর্যন্ত পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে তার নীচ থেকে একটি মিসওয়াক বের করলেন এবং তাঁর কাছে রাখা একটি পানির পাত্র থেকে লোটায় পানি ঢাললেন, মিসওয়াক করলেন এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন, সে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করলেন। পুনরায় ঘুমিয়ে গেলেন, আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে রইলেন। আবার জাগ্রত হয়ে প্রথমবার যেরূপ করেছিলেন তদ্রূপ করলেন এবং যা যা বলেছিলেন তা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্বে অনুরূপ তিনবার করেছিলেন।

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রে সালাতের উল্লেখ

১৬৩০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدُ عَنْ

أَنَسِ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ *

১৬৩০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাঁকে সে অবস্থাতেই দেখতে পেতাম। আর যদি আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাঁকে সে অবস্থাতেই দেখতে পেতাম।

১৬৩১. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ يَعْلَى بْنَ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ *

১৬৩১. হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ালা ইব্ন মামলাক তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে তাসবীহ পড়তেন। তারপর রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা হত ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। আবার ফিরে এসে যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার সেই নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন সে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করতেন। তাঁর সেই শেষবারের সালাত সকাল অবধি প্রলম্বিত হত।

১৬৩২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ صَلَاتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَصْبَحُ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مَفْسُورَةً حَرْفًا حَرْفًا *

১৬৩২. কুতায়বা (র) - - - - ইয়া'লা ইব্ন মামলাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন তিলাওয়াত এবং তাঁর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তোমরা তাঁর সালাত সম্পর্কে জেনে কি করবে ? (তোমরা তাঁর মত সালাত আদায় করতে পারবে না।) তিনি সালাত আদায় করতেন এবং যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ

সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন সে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করতেন। তারপর যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ ঘুমিয়ে থাকতেন সকাল অবধি। অতঃপর তিনি ইয়া'লা (র) কাছে তাঁর কিরাআত সম্পর্কে বললেন। তিনি কিরাআতকে উত্তমরূপে থেমে থেমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন।

ذِكْرُ صَلَوةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاللَّيْلِ

আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সালাত আদায় করার উল্লেখ

১৬৩৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ *

১৬৩৩. কুতায়বা (র) - - - আমর ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম সাওম হল দাউদ (আ)-এর সাওম। তিনি সাওম পালন করতেন একদিন এবং সাওম ভঙ্গ করতেন একদিন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম সালাত হল দাউদ (আ)-এর সালাত; তিনি অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রা যেতেন, রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সময় সালাত আদায় করতেন। পুনরায় রাত্রের এক ষষ্ঠমাংশ সময় নিদ্রা যেতেন।

ذِكْرُ صَلَوةِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

আল্লাহর নবী মুসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর সালাত আদায় করার এবং অত্র হাদীস শরীফে সুলায়মান তায়মী (র)-এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ

১৬৩৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ *

১৬৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হারব (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে মি'রাজের রাতে একটি লাল টিলার নিকট মূসা (আ)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তখন তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

১৬৩৫. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ هَذَا أَوَّلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

১৬৩৫. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি একটি লাল টিলার সন্নিহিতে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আবু আব্দুর রহমান নাসায়ী বলেন, অত্র সনদসহ এই হাদীসটি মু'আয ইব্ন খালিদ-এর হাদীস হতে আমার নিকট অধিক সঠিক।

১৬৩৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ *

১৬৩৬. আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি মূসা (আ)-এর কবরের পার্শ্বে গিয়েছিলাম, তিনি তখন নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

১৬৩৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ *

১৬৩৭. আলী ইব্ন খাশরাম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

১৬৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مَرُّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ *

১৬৩৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٣٩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرًّا عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ *

১৬৩৯. ইয়াইয়া ইবন হাবীব ও ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - মু'তামিরের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে নবী ﷺ-এর কোন কোন সাহাবী সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী ﷺ মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলেন। তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٤٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ *

১৬৪০. কুতায়বা (র) - - - - নবী ﷺ-এর কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

بَابُ إِحْيَاءِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : পূর্ণরাত্রি জাগরণ

١٦٤١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابٍ بْنِ الْأَرْتِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَاقِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلَوَتِهِ جَاءَ خُبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا بَنِي آدَمَ أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَوةً مَا رَأَيْتُكَ

صَلَّيْتُ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلَ إِنَّهَا صَلَوَةٌ رَغِبَ وَرَهَبِ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شَيْعًا فَمَنْعَنِيهَا *

১৬৪১. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - খাব্বাব ইব্ন আরাতি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে শরীক ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সারা রাত ব্যাপী সালাত আদায় করলে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে ফজর অবধি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, খাব্বাব (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি অত্র রাত্রি এত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী সালাত আদায়ে ব্যাপ্ত রইলেন যে, আপনাকে আমি ইতিপূর্বে এত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী সালাত আদায়ে ব্যাপ্ত থাকতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইয়া; তা ছিল আশা-নিরাশার সালাত। আমি আমার রবের সমীপে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি দুটি বিষয়ের প্রার্থনা কবুল করেছেন আর একটি বিষয়ের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি আমার রবের সমীপে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের ন্যায় আমাদের আযাব দ্বারা ধ্বংস করে না দেন। তিনি আমার এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। আমি আমার রবের সমীপে প্রার্থনা করেছিলাম তিনি যেন আমাদের উপরে আমাদের বিপক্ষ (বিধর্মী) শক্তিসমূহকে বিজয়ী না করেন। তিনি আমার এ প্রার্থনাও কবুল করেছেন। আমি আমার রবের সমীপে এও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে না দেন। কিন্তু তিনি আমার এ প্রার্থনা কবুল করেন নি।

الْاِخْتِلَافُ عَلَى عَائِشَةَ فِي اِحْيَاءِ اللَّيْلِ

পূর্ণ রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর মতপার্থক্য

١٦٤٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلُ وَيَقِظُ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ *

১৬৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যখন রমযানের শেষ দশ দিন আসত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে ইবাদাতের জন্য জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন আর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে নিতেন। (স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন।)

১৬৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَخَا صَدِيقًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَكَ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ *

১৬৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর কাছে আসলাম। তিনি সম্পর্কে আমার ভ্রাতা এবং বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু আমর (র)! উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে যা যা বর্ণনা করেছেন তা আপনি আমার কাছে বর্ণনা করুন। আবু আমর (র) বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম দিকে নিদ্রা যেতেন এবং শেষের দিকে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করতেন।

১৬৬৪. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ *

১৬৪৪. হারুন ইব্ন ইসহাক (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন কিংবা তিনি সারা রাত্রি সকাল অবধি সালাত আদায় করেছেন এবং রমযান ব্যতীত কখনো সম্পূর্ণ মাস সাওম পালন করেছেন।

১৬৬৫. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ لَأَتْنَامُ فذَكَرْتُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَلَكِنْ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

১৬৪৫. শু'আয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার তাঁর কাছে আসলেন, তখন তাঁর কাছে একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ মহিলা কে? আয়েশা (রা) বললেন, সে অমুক (হাওলা)। সে রাতে নিদ্রা যায় না এবং তার সালাতের কথাও উল্লেখ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা (তার সালাতের আদায়ের আধিক্যহেতু আমার কাছে তার প্রশংসা বর্ণনা থেকে) বিরত থাক। যতটুকু তোমাদের সাথে কুলায় ততটুকুই তোমরা কর্তব্য জ্ঞান করে নাও। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা কখনো তোমাদের সওয়াব দেয়ার ব্যাপারে কুষ্ঠাবোধ করবেন না বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে তাঁর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ইবাদাত হল এটা যা আমলকারী সর্বদা করে থাকে।

১৬৬৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبِلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ فَقَالُوا لَزَيْنَبَ تُصَلِّيُ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُلُوهُ لِيُصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ *

১৬৪৬. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মসজিদে প্রবেশ করে দু'খুটির মাঝখানে লম্বমান অবস্থায় একটা রশি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের রশি? সাহাবীরা বললেন, এটা যয়নব (রা)-এর রশি। যখন তিনি সালাত আদায় করতে দাঁড়াতে অসমর্থ হয়ে যান, তখন এ রশির সাথে লটকে থেকে সালাত আদায় করে থাকেন। নবী ﷺ বললেন, ও রশি খুলে ফেল, তোমরা প্রফুল্লচিত্ততা অবশিষ্ট থাকা অবধি সালাত আদায়ে রত থাকবে। আর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন বসে পড়বে।

১৬৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا *

১৬৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ এবং মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - যিয়াদ ইবন আলাকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শু'বাকে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ এত দীর্ঘক্ষণ সালাতে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফুলে গেল। তখন তাঁকে বলা হল, আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর সমুদয় ঋণ-বিচ্ছাদি মার্জনা করে দিয়েছেন। (এতদসত্ত্বেও আপনি ইবাদাতে এত ক্রেশ কেন করছেন?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তাহলে কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

১৬৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَزْلَعَ يَغْنَى تَشَقُّوْ قَدَمَاهُ *

১৬৪৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী সালাত আদায়ে রত থাকতেন যে, তাঁর কদমদ্বয় (অত্যধিক ফুলে যাওয়ার কারণে) ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত।

كَيْفَ يَفْعَلُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কালীন রুকু পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করতেন ?

১৬৪৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا *

১৬৪৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত সালাত আদায়ে রত থাকতেন, যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকু করতেন আর যখন বসে সালাত আদায় করতেন, বসা অবস্থাতেই রুকু করতেন।

১৬৫০. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا *

১৬৫০. আবদাহ ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়েও সালাত আদায় করতেন আর বসেও সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় সালাত শুরু করতেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকু করতেন আর যখন বসা অবস্থায় সালাত শুরু করতেন, বসা অবস্থাতেই রুকু করতেন।

১৬৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ *

১৬৫১. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কখনো বসা অবস্থায় সালাত শুরু করতেন। সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখনও তিনি বসা অবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁর কিরাআতের ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করে রুকু করতেন আর সিজদা করতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।

১৬৫২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ *

১৬৫২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কখনো বসে সালাত আদায় করতে দেখিনি। যখন তাঁর বার্বাক্য এসে গেল, তিনি বসে বসেও সালাত আদায় করতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যখন সূরার ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অবশিষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে নিতেন, তারপর রুকু করতেন।

১৬৫৩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً *

১৬৫৩. যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন লোকদের চল্লিশ আয়াত পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করার সময় থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

১৬৫৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ

مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ عَامِرٍ قَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ قُلْتُ
أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَكَانَ
قُلْتُ أَجَلَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ
يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى
طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ
يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُوتِرُ بِرَكَعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي
رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنُهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ
أَنْ يُغْفَى وَرُبَّمَا يُغْفَى وَرُبَّمَا شَكَّكَتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفَ حَتَّى يُؤْذَنَ
بِالصَّلَاةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحِمٌ فَذَكَرْتُ مِنْ
لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي
إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ وَإِلَى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ
يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي
الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكَعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنُهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفَى وَرُبَّمَا أَغْفَى
وَرُبَّمَا شَكَّكَتُ أَغْفَى أَمْ لَا حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ قَالَتْ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاةُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১৬৫৪. আমর ইবন আলী (র) - - - সা'দ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনা শরীফে গেলে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সা'দ ইবন হিশাম ইবন আমির। তিনি বললেন, তোমার পিতার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন! আমি বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এরূপ ছিলেন না? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ইশার সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। যখন অর্ধ রাত্রি হয়ে যেত তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য এবং উযূর পানি নেয়ার জন্য উঠে যেতেন এবং উযূ করে নিতেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমার ধারণা হত, যেন তিনি উপরোক্ত রাকআত সমূহের কিরাআত, রুকু এবং সিজদাতে সমতা বিধান করতেন। অতঃপর একটি

রাকআত দ্বারা উপরোক্ত সালাত সমূহকে বেজোড় করে দিতেন।^১ পরে বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়তেন। কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে হালকা নিদ্রা আসার পূর্বেই সালাতের সংবাদ দিতেন আর কখনো কখনো তাঁর হালকা নিদ্রা এসে যেত, এবং কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়ে যেত যে, তিনি হালকা নিদ্রা গেলেন কি না। ইতিমধ্যে তাঁকে সালাতের সংবাদ দেওয়া হত। এই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত। যখন তিনি বার্বাক্যে উপনীত হলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেল। আয়েশা (রা) আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাঁর ভারী হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করতেন। তারপর নিদ্রা যেতেন। যখন অর্ধ রাত্রি হত তিনি উয়ূর পানি নেয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য নিদ্রা থেকে উঠে যেতেন এবং উয়ূ করতেন ও মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমি ধারণা করতাম যে, উক্ত দু'রাকআত সালাতে তিনি কিরাআত, রুকু এবং সিজদায় সমতা বিধান করতেন। অতঃপর একটি রাকআত দ্বারা উক্ত সালাত সমূহকে বেজোড় করে দিতেন। তারপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। পরে নিদ্রা যেতেন। কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে হালকা নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই সালাতের সংবাদ দিতেন আর কখনো তিনি হালকা নিদ্রা যেতেন। আর কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়ে যেত যে, তিনি হালকা নিদ্রা গেলেন কিনা। ইতিমধ্যে তাঁকে সালাতের সংবাদ দেওয়া হত। আয়েশা (রা) বলেন, এই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সব সময়ের সালাত।

بَابُ صَلَوةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

অনুচ্ছেদ : নফল সালাত বসে বসে আদায় করা

১৬৫০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَمَامَاتٍ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرْتُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا خَالَفَهُ يُؤْنَسُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ *

১৬৫৫. আমার ইবন আলী (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওম পালন অবস্থায় আমার মুখে চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন না। আর মৃত্যু অবধি তাঁর অধিকাংশ (নফল) সালাতই ছিল বসা অবস্থায়। এরপর তিনি আরো একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। যার অর্থ দাঁড়ায় ফরয সালাত ব্যতীত। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা মানুষ সর্বদা করতে থাকে; যদিও তা পরিমাণে অল্পই হোক না কেন।

১. হানাফী আলিমগণের মতে বিতর সালাত তিন রাকআত। এক সালামের সাথে প্রথম জোড় দু'রাকআত ও তার সাথে বেজোড় এক রাকআত মোট তিন রাকআত।

১৬৫৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ جَالِسًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ *

১৬৫৬. সুলায়মান ইবন সালাম বল্খী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু অবধি অধিকাংশ সালাত ছিল বসা অবস্থায়, ফরয সালাত ব্যতীত।

১৬৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَامَاتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ *

১৬৫৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয সালাত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি অধিকাংশ সালাত ছিল বসা অবস্থায় আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা সর্বদা করা হত, তা পরিমাণে অল্পই হত না কেন।

১৬৫৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَامَاتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ *

১৬৫৮. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুস সামাদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সন্তার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি তাঁর অধিকাংশ সালাত ছিল বসা অবস্থায়, ফরয সালাত ব্যতীত। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা সর্বদা করা হত যদিও তা পরিমাণে অল্পই হত না কেন।

১৬৫৯. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِّنْ صَلَوَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৬৫৯. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ ইনতিকাল অবধি তাঁর অধিকাংশ সালাত বসা অবস্থাতেই আদায় করতেন।

১৬৬০. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ *

১৬৬০. আবুল আশআছ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বসা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; মানুষের দায়িত্ব ভারে দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

১৬৬১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بَعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا يُقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتَلُّهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلُ مِنْ أَطْوَلٍ مِنْهَا *

১৬৬১. কুতায়বা (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নফল সালাত বসে বসে আদায় করতে কখনো দেখিনি তাঁর ইনতিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। এরপর তিনি বসে বসেও নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি কোন যখন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন তখন তা তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন, তাতে দীর্ঘ সূরা আরো দীর্ঘ (মনে) হত।

فَضَّلَ صَلَاةَ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

বসে বসে সালাত আদায় করার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার ফযীলত

১৬৬২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ حَدَّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ *

১৬৬২. উবায়দুল্লাহ ইবন সাসিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমি বললাম, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন : বসে বসে সালাত আদায়কারীর সওয়াব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক। অথচ আপনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন ? তিনি বললেন, নিশ্চয়; কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই। (আমি বসে বসে সালাত আদায় করলেও আমাকে পূর্ণ সওয়াব দেয়া হয়।)

فَضْلُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى صَلَاةِ النَّائِمِ

শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করার উপর বসে বসে সালাত আদায় করার ফযীলত

১৬৬৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ *

১৬৬৩. হুমায়দ ইবন মাসআদাহ (র) - - - - ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে বসে বসে সালাত আদায় করে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করে তার এ সালাত সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে বসে সালাত আদায় করে তার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করে, তার জন্য বসে বসে সালাত আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব রয়েছে।

بَابُ كَيْفَ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

অনুচ্ছেদ : বসে বসে সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে ?

১৬৬৪. أَخْبَرَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

১৬৬৪. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার দেখলাম যে, তিনি চার জানু হয়ে সালাত আদায় করছেন। আবু আব্দুর রহমান (নাসাঈ)

বলেন, আমি অত্র হাদীস শরীফ আবু দাউদ (র) ভিন্ন অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি অবশ্য নির্ভরযোগ্য কিন্তু আমি অত্র হাদীস শরীফকে ভুল ভিন্ন কিছুই মনে করি না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ كَيْفِ الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত্রে কুরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে ?

১৬৬৫. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَ *

১৬৬৫. শুআয়ব ইবন ইউসুফ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আবু কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে কিভাবে কুরআন পাঠ করতেন, উচ্চ স্বরে না নিম্ন স্বরে? আয়েশা (রা) বললেন, উভয়রূপেই তিনি কুরআন পাঠ করতেন। কখনো উচ্চ স্বরে পাঠ করতেন, কখনো নিম্ন স্বরে পাঠ করতেন।

فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

(স্থান-কাল ভেদে) উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার উপর নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার ফযীলত

১৬৬৬. أَخْبَرَنَا هُرُؤُنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ *

১৬৬৬. হারুন ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (স্থান-কালভেদে) উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে প্রকাশ্যে দান খয়রাত করে, আর যে ব্যক্তি নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করে সে ঐ ব্যক্তি ন্যায়, যে গোপনে দান খয়রাত করে।

بَابُ تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাতে কিয়াম রুকু, রুকুর পরে দাঁড়ানো সিজদা এবং উভয় সিজদার মধ্যে বসায় সমতা বিধান করা

١٦٦٧. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَخْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَصَلِّيُ بِهَا فِي رُكْعَةٍ فَمَضَى فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتْرَسِلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِّنْ رُّكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِّنْ رُّكُوعِهِ *

১৬৬৭. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে মনে বললাম যে, হয়তো তিনি একশত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন, আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি দু'শত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করে রুকুতে যাবেন, কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি পূর্ণ সূরা এক রাকআতেই তিলাওয়াত করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন এবং সূরা “নিসা” শুরু করে তাও তিলাওয়াত করে ফেললেন। তারপর সূরা “আলে-ইমরান” ও শুরু করে তাও তিলাওয়াত করে ফেললেন। তিনি ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। যদি তিনি এমন কোন আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলতেন যাতে কোন তাসবীহ রয়েছে তবে তাসবীহ পাঠ করতেন, যদি কোন যাফ্ফা করার আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলতেন তবে যাফ্ফা করতেন। যদি কোন বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলতেন, তবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর রুকু করতেন এবং বলতেন, “সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম” তাঁর রুকু প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান হত। পরে তাঁর মাথা উঠাতেন

এবং বলতেন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা”। তাঁর দাঁড়ানো প্রায় তাঁর রুকু'র সমান হত। তারপর সিজদা করতেন এবং বলতেন, “সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা”। তাঁর সিজদা প্রায় তাঁর রুকু'র সমান হত।

১৬৬৮. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَقَّةً قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَرَكِعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ لَا أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا وَغَيْرُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ *

১৬৬৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক রমযান সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করলেন এবং রুকুতে বললেন “সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম”; তাঁর রুকু তাঁর দাঁড়ানো থাকার সমপরিমাণ হত। তারপর উভয় সিজদার মধ্যে বসে বললেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي তাঁর বসা ও তাঁর কিয়ামের সমপরিমাণ হত। তারপর সিজদা করলেন এবং বললেন, “সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা” তাঁর সিজদা ও তাঁর কিয়ামের সমপরিমাণ হত। মাত্র চার রাকআত সালাত আদায় করতেই বিলাল (রা) এসে ফজরের সালাতের সংবাদ দিলেন। আবু আব্দুর রহমান নাসায়ী বলেন, আমার নিকট এই হাদীসটি মুরসাল।

بَابُ كَيْفِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ৪ : রাত্রে সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

১৬৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِثْنَى مِثْنَى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

১৬৬৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আলী আয্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, রাত্রে এবং দিনের সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করবে। আবু আব্দুর রহমান নাসায়ী (র) বলেন। অত্র হাদীস শরীফ আমার ধারণা মতে ভুল। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১৬৭০. মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করবে, যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাকআত আদায় করে নেবে।

১৬৭১. আমর ইবন উসমান এবং মুহাম্মাদ ইবন সাদাকাহ (র) - - - - সালিমের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রে সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত। যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় করে নেবে।

১৬৭২. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছি, “দু'রাকআত দু'রাকআত” (করে আদায় করবে) যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

১৬৭৩. মুহাম্মদ ইবন মুসী (র) - - - - হাদীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছি, “দু'রাকআত দু'রাকআত” (করে আদায় করবে) যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

১৬৭৪. মুহাম্মদ ইবন মুসী (র) - - - - হাদীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছি, “দু'রাকআত দু'রাকআত” (করে আদায় করবে) যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

১৬৭৫. মুহাম্মদ ইবন মুসী (র) - - - - হাদীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছি, “দু'রাকআত দু'রাকআত” (করে আদায় করবে) যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

১৬৭৬. মুহাম্মদ ইবন মুসী (র) - - - - হাদীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছি, “দু'রাকআত দু'রাকআত” (করে আদায় করবে) যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

قَالَ حَدَّثَنَا نُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৩. মূসা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “দু’রাকআত, দু’রাকআত” (করে আদায় করবে)। যদি তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে যেন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেয়।

١٦٧٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাত্রে সালাত দু’রাকআত, দু’রাকআত (করে আদায় করবে)। “যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বে আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।”

١٦٧٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৫. আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, “রাত্রে সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে?” তিনি বললেন : “রাত্রে সালাত “দু’রাকআত, দু’রাকআত (করে আদায় করবে)। “যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বে আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।”

١٦٧٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাত্রে সালাত “দু’রাকআত, দু’রাকআত” (করে আদায় করবে)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

١٦٧٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَرِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৭. আহমদ ইব্ন হায়ছাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! রাত্রে সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে ? রাসূলুল্লাহ বললেন, রাত্রে সালাত “দু’রাকআত, দু’রাকআত” (করে আদায় করবে)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতর সালাতের আদেশ

١٦٧٨. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ *

১৬৭৮. হান্নাদ ইব্ন সারি (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বিতরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা বিতরের সালাত আদায় কর। কেননা আল্লাহ তা’আলা স্বয়ং বেজোড় এবং তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

١٦٧٩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

১৬৭৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতরের সালাত ফরয সালাতের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং তা ওয়াজিব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।^১

بَابُ الْحَبِّ عَلَى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

১৬৮০. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَمِيلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شِمْرٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ النَّوْمِ عَلَى وَتْرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى *

১৬৮০. সুলায়মান ইবন সালম এবং মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবী ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়াত করে গেছেন। এক, (শেষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে) বিতরের সালাত আদায় করে নিদ্রা যাওয়া। দুই, প্রত্যেক মাসে (আইয়্যামে বীযের) তিন দিন সাওম পালন করা। তিন, চাশতের (পূর্বাহ্নের) দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

১৬৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَبَّاسٍ الْجَرِيرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ الْوِتْرِ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَكَعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

১৬৮১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়াত করেছেন। এক, (রাত্রির শেষ ভাগে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে) রাত্রির প্রথম ভাগেই বিতরের সালাত আদায় করে নেওয়া। দুই, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করা। তিন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন আইয়্যামে বীযের সাওম পালন করা।

১. খারিজা ইবন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি সালাত বর্ণিত করে দিয়েছেন, তাহল বিতরের সালাত। তোমরা উক্ত সালাত ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মশহুর মতানুযায়ী বিতরের সালাত হল ওয়াজিব।

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوُثْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ : এক রাত্রে দুইবার বিতরের সালাত আদায় করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা

১৬৮২. أَخْبَرَنَا هِثَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِّنْ رَّمْضَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ أَنْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوُثْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتِرِبِهِمْ فَأَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ *

১৬৮২. হান্নাদ ইব্ন সারি (র) - - - - কায়স ইব্ন তল্ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের একদিন আমার পিতা তল্ক ইব্ন আলী (রা) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের সাথে সন্ধ্যা করে ফেললেন, এবং ঐ রাত্রে আমাদের সাথে তারাবীহর সালাত আদায় করলেন আর আমাদের সাথে বিতরের সালাতও আদায় করলেন। অতঃপর তিনি দ্রুত মসজিদে চলে গেলেন এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাত আদায়ে লেগে গেলেন। যখন শুধু বিতরের সালাত অবশিষ্ট রয়ে গেল, তিনি এক ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এদের নিয়ে বিতরের সালাত আদায় করে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “এক রাত্রে দুইবার বিতরের সালাত আদায় করতে নেই।

بَابُ وَقْتِ الْوُثْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের সালাতের সময়

১৬৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَتَوْضَأُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ *

১৬৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি রাত্রের প্রথম

ভাগে নিদ্রা যেতেন। তারপর জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং যখন সাহরীর সময় হয়ে যেত, তখন তিনি বিতরের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর বিছানায় যেতেন। যদি তাঁর বিবির কাছে কোন প্রয়োজন হত তাহলে তিনি বিবির সাথে সহবাস পর্ব সেরে নিতেন। তারপর যখন আযান শুনে পেতেন দ্রুত দাঁড়িয়ে যেতেন। যদি তাঁর উপর গোসল ফরয হত তাহলে তা সেরে নিতেন, অন্যথায় উয়ু করে নিতেন এবং সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন।

১৬৮৪. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَخْرَهَ وَأَوْسَطَهُ وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ *

১৬৮৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের সালাত আদায় করতেন (কখনো) রাত্রে প্রথম ভাগে, (কখনো) রাত্রে শেষ ভাগে (আবার কখনো) রাতের মধ্য ভাগে। কিন্তু শেষ বয়সে রাত্রে শেষ ভাগেই বিতরের সালাত আদায় করা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিলেন।

১৬৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَوَتِهِ وَتَرَاءُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ *

১৬৮৫. কুতায়বা (র) - - - - নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সালাত আদায় করে সে যেন শেষে বিতরের সালাত আদায় করে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ : ভোর হওয়ার পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করার নির্দেশ

১৬৮৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ أَوْتَرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ *

১৬৮৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাদালা (র) - - - - আবু নাদরাহ আওয়াকী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু

সাদ্দিদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিতরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতরের সালাত আদায় করে নেবে।

১৬৮৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৬৮৭. ইয়াহইয়া ইবন দুরুস্‌ত (র) - - - আবু সাদ্দিদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই বিতরের সালাত আদায় করে নেবে।

الْوِتْرُ بَعْدَ الْأَذَانِ

ফজরের আযানের পর বিতরের সালাত আদায় করা

১৬৮৮. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَوْتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وَتَرُّ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى *

১৬৮৮. ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) - - - ইবরাহীমের পিতা মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আমর ইবন শুরাহবীল (র)-এর মসজিদে ছিলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ইকামত বলা হল। মুসল্লীরা তাঁর অপেক্ষা করছিল। তিনি এসে বললেন, আমি বিতরের সালাত আদায় করছিলাম। আর তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : “ফজরের আযানের পরে কি বিতরের সালাত আদায় করা যায়?” তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ; ইকামতের পরেও আদায় করা যায় এবং নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি একবার ফজরের সালাত আদায় না করে নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য উদয় হয়ে গেলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন।^১

بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ : যানবাহনের উপর বিতরের সালাত আদায় করা

১৬৮৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ

১. অর্থাৎ নবী (সা) সূর্যোদয়ের পরে ফজরের কাযা সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বিতরের কাযা সালাতও আদায় করতে হবে।

اللَّهُ بِنِ الْأَخْنَسِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ *

১৬৮৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো যানবাহনের উপরও বিত্রের সালাত আদায় করে নিতেন।

১৬৯০. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْحَسَنِ ابْنِ الْحُرِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

১৬৯০. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) কখনো কখনো তাঁর উটের উপর বিত্রের সালাত আদায় করে নিতেন এবং বলতেন যে, নবী ﷺ -ও অনুরূপ করতেন।

১৬৯১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ *

১৬৯১. কুতায়বা (র) - - - - সাদ্দ ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবন উমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো তাঁর উটের উপরও বিত্রের সালাত আদায় করে নিতেন।

بَابُ كَمْ الْوَتْرُ

অনুচ্ছেদ : বিত্রের সালাত কত রাকআত ?

১৬৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ *

১৬৯২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুয়া (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, বিত্রের সালাত শেষ রাতে (পূর্বের আদায়কৃত রাকআতসমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

১৬৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا ثُم

ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوُتْرُ رُكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ *

১৬৯৩. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতরের সালাত শেষ রাতে (পূর্বের আদায়কৃত সালাত সমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

١٦٩٤. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوُتْرُ رُكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ *

১৬৯৪. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাত্রে সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করবে এবং বিতরের সালাত, শেষ রাতে (পূর্বের আদায়কৃত সালাত সমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

بَابُ كَيْفِ الْوُتْرِ بِوَاحِدَةٍ

অনুচ্ছেদ : বিতরের সালাতের একটি রাকআত কিভাবে আদায় করতে হবে ?

١٦٩٥. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تَوْتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ *

১৬৯৫. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রে সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। যখন তুমি ফিরে যেতে চাও তখন একটি রাকআত আদায় করে নাও, যা তোমার পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে বেজোড় বানিয়ে নেবে।

١٦٩٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوُتْرُ رُكْعَةٌ وَاحِدَةٌ *

১৬৯৬. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। আর বিত্বের সালাত হল (পূর্বের আদায়কৃত সালাত সমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

১৬৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَإِنَّا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى *

১৬৯৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত আদায় করে নেবে, যা (তার পূর্বে আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে দেবে।

১৬৯৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتَرُوا بِوَاحِدَةٍ *

১৬৯৮. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাদালাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। যখন তোমরা ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

১৬৯৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ *

১৬৯৯. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাত্রে এগার রাকআত

সালাত আদায় করতেন। (পূর্ববর্তী দু'টি রাকআতকে) একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে নিতেন। তারপর তাঁর ডান পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন।

بَابُ كَيْفِ الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ : তিন রাকআত বিতরের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে ?

১৭০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنْ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي *

১৭০০. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (নফল) সালাত কি রকম হত? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান অথবা অন্য সময়ে রাত্রে এগার রাকআতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। (সালাত) তাঁর একাগ্রতা এবং তাঁর সালাত দীর্ঘায়িত করা সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাঁর এ একাগ্রতা এবং সালাত দীর্ঘায়িতকরণ সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। তারপর (মাঝখানে সালাম না ফিরায়ে) আরো তিন রাকআত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি কি বিতরের সালাত আদায় করার পূর্বেই নিদ্রা যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা ! আমার আঁখি যুগল তো নিদ্রা যায় কিন্তু আমার হৃদয় নিদ্রা যায় না।

১৭০১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ *

১৭০১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের সালাতে দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন না।

تَكَرُّرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي الْوُتْرِ

বিতরের সালাত সম্বন্ধে উবাই ইব্ন কা'ব (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য ১৭.২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاعِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِ هُنَّ *

১৭০২. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের সালাত তিন রাকআত আদায় করতেন। প্রথম রাকআত “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা” দ্বিতীয় রাকআতে “কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন”, তৃতীয় রাকআতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” পাঠ করতেন এবং রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন। যখন সালাত শেষ করতে যেতেন তখন তিনি শেষ পর্যন্ত তিনবার : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়তেন।

১৭.৩. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوُتْرِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

১৭০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের প্রথম রাকআতে “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা” দ্বিতীয় রাকআতে “কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন” এবং তৃতীয় রাকআতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” পাঠ করতেন।

১৭.৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِمْ وَيَقُولُ يَغْنَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا *

১৭০৪. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র) - - - - - উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের সালাতে “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা” দ্বিতীয় রাকআতে “কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন,” এবং তৃতীয় রাকআতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” পাঠ করতেন। আর শুধুমাত্র শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন অর্থাৎ সালামের পর তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ

فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُتْرِ

১৭.৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ *

১৭০৫. হুসায়ন ইবন ইসা (র) - - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করতেন। প্রথম রাকআত “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা” দ্বিতীয় রাকআতে “কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন,” এবং তৃতীয় রাকআতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” পাঠ করতেন।

১৭.৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

১৭০৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করতেন “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা”, কুল ইয়া আয্যাহাল কাফিরুন,” এবং “কুল হওয়াল্লাহ আহাদ” দ্বারা।

ذَكَرُ اخْتِلَافٍ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُتْرِ

১৭.৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ *

১৭০৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন আলীর দাদা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন, তারপর মিসওয়াক করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। পরে শুয়ে গেলেন তারপর জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করলেন। অতঃপর উষ্ম করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। ছয় রাকআত পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাকআত বিতরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

১৭.৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَكَ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَكَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَكَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ *

১৭০৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন আলীর দাদা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে উষ্ম এবং

মিসওয়াক করলেন এবং **اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ** পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনে পেলাম। তারপর জাগ্রত হয়ে উঠে ও মিসওয়াক করলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। পুনরায় শুয়ে পড়লেন। আবার জাগ্রত হয়ে উঠে ও মিসওয়াক করলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করে তিন রাকআত বিতর আদায় করলেন।

১৭.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَقَفَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنْتَنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

১৭০৯. মুহাম্মদ ইবন জাবলাহু (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন, তারপর মিসওয়াক করলেন। রাবী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

১৭১. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১৭১০. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে আট রাকআত (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করতেন এবং তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করতেন এবং ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন।

১৭১১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ عَشْرَةَ رَكَعَةً فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعَفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ عَائِشَةَ *

১৭১১. আহমদ ইবন হার্ব (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তের রাকআত সালাত আদায় করতেন (বিতরের সালাতসহ)। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতা এসে গেল তখন তিনি নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন।

১৭১২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا أَسَنُ وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا *

১৭১২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি সাত রাকআত সালাত আদায় করতেন।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْوُثْرِ

১৭১৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوُثْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ *

১৭১৩. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, বিতরের সালাত ওয়াজিব। অতএব, যার ইচ্ছা হয় সে সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে, আর যে ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে। আর যে ইচ্ছা করে সে তিন রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে আর যে ইচ্ছা করে সে এক রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে।

১৭১৪. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوُثْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ *

১৭১৪. আব্বাস ইবন ওয়ালীদ (র) - - - - আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিতরের সালাত ওয়াজিব। অতএব, যে ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে আর

যে ইচ্ছা করে সে তিন রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে আর যে ইচ্ছা করে সে এক রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে।

১৭১৫. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ *

১৭১৫. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - - আতা ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, বিতরের সালাত ওয়াজিব। অতএব, যে ব্যক্তি পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে দেয়া ভাল মনে করে সে যেন তা-ই করে। আর যে ব্যক্তি তিন রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে দেয়া ভাল মনে করে, সে যেন তা-ই করে। আর যে ব্যক্তি এক রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে দেয়া ভাল মনে করে, সে যেন তা-ই করে।

১৭১৬. أَخْبَرَنَا قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْ مَا أَيْمَاءُ *

১৭১৬. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তিন রাকআত দ্বারা বে-জোড় করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এক রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে ভালভাবে ইশারা করবে।^১

كَيْفَ الْوُتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى الْحَكْمِ فِي حَدِيثِ الْوُتْرِ

পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করতে হবে ?

১৭১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِخُمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ *

১৭১৭. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাকআত দ্বারাও বেজোড় করে দিতেন, সাত রাকআত দ্বারাও বেজোড় করে দিতেন। ঐ রাকআতগুলোর মধ্যে সালাম ফিরিয়ে কিংবা কথা বলে সালাতকে বিভক্ত করতেন না।

١٧١٨. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخُمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ *

১৭১৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত রাকআত বা পাঁচ রাকআত দ্বারা সালাতকে বেজোড় করে দিতেন। ঐ রাকআতগুলোর মধ্যে সালাম ফিরিয়ে সালাতকে বিভক্ত করতেন না।

١٧١٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ الْوُتْرُ سَبْعٌ فَلَا أَقْلَ مِنْ خُمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثَّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ *

১৭১৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) - - - - মিকসাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেজোড় করণ হবে সাত রাকআত দ্বারা তবে পাঁচ রাকআতের কম দ্বারা নয়। রাবী (হাকাম) বলেন, আমি একথা ইবরাহীম (র)-কে বললে তিনি বললেন, রাবী (মিকসাম) এ হাদীস কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তারপর আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে মিকসাম (র)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ হাদীস কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে। তিনি আয়েশা এবং মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٢٠. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخُمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ *

১৭২০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কখনো পাঁচ রাকআত দ্বারাও (সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে দিতেন, কেবলমাত্র শেষ রাকআতেই বসতেন।^১

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرِ بِسَبْعٍ

অনুচ্ছেদ : সাত রাকআত কিভাবে বেজোড় করা হবে ?

১৭২১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بَنِيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَوةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا مُخْتَصِرٌ خَالَفَهُ هِشَامٌ *

১৭২১. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তিনি সাত রাকআত সালাত আদায় করতেন, শুধুমাত্র শেষ রাকআতেই বসতেন আর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। হে বৎস! তাহলে মোট নয় রাকআত সালাত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তা সর্বদা আদায় করতে ভালবাসেন। (সংক্ষিপ্ত)

১৭২২. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعٍ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيُ السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৭২২. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন কেবলমাত্র অষ্টম রাকআতেই বসতেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং যিক্র করতেন (তাশাহুদ পড়তেন) আর দোয়া করতেন (ছান্না পড়তেন)। তারপর উঠে যেতেন এবং সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাকআত আদায় করতেন এবং বসে যেতেন ও আল্লাহ তাআলার যিক্র করতেন আর দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেল এবং দুর্বলতা এসে গেল তখন সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন, শুধুমাত্র ষষ্ঠ রাকআতেই বসতেন। তারপর উঠে যেতেন এবং সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর সপ্তম রাকআত আদায় করতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

كَيْفَ الْوِتْرِ بِتِسْعٍ

নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করা হবে ?

১৭২৩. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاكِهِ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَأْذِنُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ يُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللَّهَ يُصَلِّيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ *

১৭২৩. হারুন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মিসওয়াক এবং উযূর পানি তৈরী করে রাখতাম। রাত্রে যে অংশে তাঁকে জাগ্রত করার আদ্বাহ তাআলার ইচ্ছা হত সে অংশে তাঁকে জাগ্রত করে দিতেন। (জাগ্রত হয়ে) তিনি মিসওয়াক এবং উযূ করতেন ও নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। শুধুমাত্র অষ্টম রাকআতে বসতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করতেন এবং দোয়া করতেন, সালাম ফিরাতেন। অতঃপর নবম রাকআত আদায় করতেন এবং বসে যেতেন অনুরূপভাবে আল্লাহর যিক্র করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং নবী ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করতেন ও দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

১৭২৪. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ بْنَ عَامِرٍ لَمَّا أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ لَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَاتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ أَنْبِئْنِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ فَيَبْعُثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعُثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّيُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ أَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَابُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعًا أَيْ بُنَى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا *

১৭২৪. যাকরিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - - যুরারাহ ইবন আওফা (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন হিশাম আমাদের কাছে এসে বললেন যে, তিনি ইবন আব্বাসের নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সন্ধান দেব না? অথবা (তিনি বললেন) আমি কি তোমাকে ধরাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতরের সালাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদ দেব না? আমি বললাম, তিনি কে? তিনি বললেন : আয়েশা (রা)। তখন আমরা তাঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে সালাম করে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বললাম : আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতরের সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মিসওয়াক এবং উযূর পানি তৈরী করে রাখতাম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাতে যখন জাগাতে ইচ্ছা করতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি মিসওয়াক করে উযূ করতেন এবং নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। শুধুমাত্র অষ্টম রাকআতেই বসতেন। (বসে) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর যিকর করতেন আর দোয়া করতেন। তারপর উঠে যেতেন; সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাকআত আদায় করতেন এবং বসে যেতেন ও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনা করতেন, তাঁর যিকর এবং দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। হে বৎস! তাহলে মোট এগার রাকআত

সালাত আদায় করা হত। যখন তিনি বয়স্ক হয়ে গেলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন। তারপর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। হে বৎস! তাহলে মোট নয় রাকআত সালাত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তা সর্বদা আদায় করতে ভালবাসতেন।

১৭২৫. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৭২৫. যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - সা'দ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন। তারপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন তখন সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন। তারপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

১৭২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِتِسْعٍ وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৭২৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন এবং বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

১৭২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَغْنَى مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ وَقَدْ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُؤْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ * مُخْتَصَرٌ

১৭২৭. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ খালানজী (র) - - - - সা'দ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি

বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) রাত্রে আট রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং নবম রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন এবং বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। (সংক্ষিপ্ত)

১৭২৮. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ *

১৭২৮. হানাদ ইবন সারি (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন।

بَابُ كَيْفِ الْوِتْرِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً

• অনুচ্ছেদ : এগার রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করা হত ?

১৭২৯. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ *

১৭২৯. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাত্রে এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন। তারপর তিনি ডান করটে শুয়ে পড়তেন।

بَابُ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكَعَةً

অনুচ্ছেদ : তের রাকআত দ্বারা বেজোড় করা

১৭৩০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكَعَةً فَلَمَّا كَبَّرَ وَضَعَفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ *

১৭৩০. আহমদ ইবন হার্ব (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তের রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতা এসে গেল, নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْوُتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের সালাতে কুরআন পাঠ করা

১৭৩১. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النَّسَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمِيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدَمِيَّهِ وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

১৭৩১. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - আবু মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু মুসা (রা) একবার মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেছিলেন তিনি সেখানে দু'রাকআত ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিলেন, তাতে সূরায়ে নিসা একশ'টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, আমি যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পদদ্বয় রাখতেন সেখানে আমার পদদ্বয় রাখতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যা তিলাওয়াত করতেন তা তিলাওয়াত করতে কোন ক্রটি করিনি।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْوُتْرِ

বিতরের সালাতে অন্য আর প্রকারের কুরআন পাঠ

১৭৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَشْكَابِ النَّسَائِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ ذُرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

১৭৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা”, “কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন” ও “কুল হুওয়া আল্লাহু আহাদ” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন। এবং যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন।

১৭৩৩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ وَطَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

১৭৩৩. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র) - - - - উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুলইয়া আয্যুহাল কাফিরুন" এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন।

১৭৩৪. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

১৭৩৪. হাসান ইবন কাযাআ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কুলইয়া আয্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةٍ فِيهِ

১৭৩৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّلَاثَةِ *

১৭৩৫. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুলইয়া আয্যুহাল কাফিরুন" এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা

বিতরের সালাত আদায় করতেন। আর যখন সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** পড়তেন এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে পড়তেন।

১৭৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلْمَةُ وَزُبَيْدٌ عَنْ ذُرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَيَرْفَعُ بِسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثَّلَاثَةِ "رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذُرًّا" *

১৭৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের সালাতে "সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন। তারপর যখন সালাম ফিরাতেন তখন **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** পড়তেন এবং তৃতীয় বারে **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** উচ্চস্বরে পড়তেন।

১৭৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَفَرَّغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا طَوَّلَ فِي الثَّلَاثَةِ "وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذُرًّا" *

১৭৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন" এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন এবং যখন সালাম ফিরাতেন ও সালাম থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** পড়তেন এবং তৃতীয়বারে তা দীর্ঘ করতেন।

১৭৩৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا" *

১৭৩৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন" এবং "কুল হওয়াল্লাহ আহাদ" দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন।

১৭৩৯. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

১৭৩৯. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন" এবং "কুল হওয়াল্লাহ আহাদ" দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন। আর যখন সালাত থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়তেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فِيهِ

১৭৪০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

১৭৪০. আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের সালাতে "সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন" এবং "কুল হওয়াল্লাহ আহাদ" তিলাওয়াত করতেন।

১৭৪১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذُرٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُرْسَلٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ *

১৭৪১. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আরযা (রা) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৭৪২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

১৭৪২. আব্দুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” “কুল ইয়া আয্যাহাল কাফিরুন” এবং “কুল হওয়াল্লাহ আহাদ” তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

১৭৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَزْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا *

১৭৪৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সাঈদ আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” “কুল ইয়া আয্যাহাল কাফিরুন” এবং “কুল হওয়াল্লাহ আহাদ” দ্বারা বিত্রের সালাত আদায় করতেন। আর যখন (সালাত থেকে) অবসর হয়ে যেতেন তখন তিনবার **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** পড়তেন।

১৭৪৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَمْدُ فِي الثَّلَاثَةِ *

১৭৪৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আলা” “কুল ইয়া আয্যাহাল কাফিরুন” এবং “কুল হওয়ালাহ আহাদ” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন। যখন সালাত থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** পড়তেন এবং তৃতীয়বারে দীর্ঘ করতেন।

১৭৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى *

১৭৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আলা” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন।

১৭৪৬. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعًا شَبَابَةَ عَلَى الْحَدِيثِ خَالِفًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ *

১৭৪৬. বিশ্বর ইব্ন খালিদ (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ “সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আলা” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন।

১৭৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِهَا *

১৭৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জোহরের সালাত আদায় করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি “সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আলা” তিলাওয়াত করল। তিনি সালাত আদায় শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, “সাকিবহিসমা রাব্বিকাল আলা” কে তিলাওয়াত করেছিল? এক ব্যক্তি বলল, আমি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তোমাদের কেউ সালাতে আমাকে বিরক্ত করেছিল।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْوُثْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের সালাতে দোয়া পড়া

১৭৪৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُثْرِ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ *

১৭৪৮. কুতায়বা (র) - - - - আবুল জাউযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান (রা) বলেছেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন যেগুলো আমি বিতরের কনুতে পড়ে থাকি : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

১৭৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوُثْرِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ *

১৭৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন বিতরের সালাতে (পড়বার জন্য) তিনি বলেছেন, তুমি বল : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ -

১৭৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهَشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتَرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *

১৭৫০. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর বিতরের সালাতের শেষে বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -

تَرَكَ رَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوُتْرِ

বিতরের সালাত অন্তে দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উঠানোর ব্যাপারে আধিক্য পরিহার করা

১৭৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ *

১৭৫১. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের প্রথম তাকবীরের মত ইস্তিক্কা ব্যতীত অন্য কোন দোয়া কাঁধ বরাবর হস্তদ্বয় উঠাতেন না। (বরং বক্ষ বরাবর উঠাতেন)।

بَابُ قَدْرِ السُّجْدَةِ بَعْدَ الْوُتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের সালাত অন্তে সিজদার পরিমাণ

১৭৫২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ يُصَلِّيْ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَيَمَّا بَيْنَ اَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً *

১৭৫২. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর ফজরের সালাত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ফজরের দু'রাকআত সুনাত সালাত ব্যতীত রাতে এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং তোমাদের কারো পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত (প্রতিটি) সিজদা (দীর্ঘ) করতেন।

التَّسْبِيحُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُتْرِ

বিত্তরের সালাত অন্তে তাসবীহ পাঠ করা

১৭৫৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُؤْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

১৭৫৩. আহমদ ইব্ন হার্ব (র) - - - - আব্দুর রহমান (র) ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন” এবং “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” দ্বারা বিত্তরের সালাত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন।

১৭৫৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

১৭৫৪. আহমদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” “কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন” এবং “কুল হুওয়াল্লাহু

আহাদ” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** বলতেন।

১৭৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

১৭৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” “কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন” এবং “কুল হওয়াল্লাহ আহাদ” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন। যখন (সালাম ফিরানোর পর) ফিরে যাওয়ার মনস্থ করতেন, তখন তিনবার উচ্চস্বরে **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** বলতেন।

১৭৫৬. أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ *

১৭৫৬. হারামী ইব্ন ইউনুস (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” “কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন” এবং “কুল হওয়াল্লাহ আহাদ” দ্বারা বিতরের সালাত আদায় করতেন এবং যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার উচ্চস্বরে **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** বলতেন। তৃতীয়বার উচ্চ ও দীর্ঘায়িত করতেন।

১৭৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَازِدَا فَرَعَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ أَرْسَلَهُ هِشَامٌ .

১৭৫৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
“সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা” “কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন” এবং “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” দ্বারা
বিত্রের সালাত আদায় করতেন। যখন অবসর হয়ে যেতেন তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
বলতেন।

١٧٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَنْ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ
يُوتِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثِ *

১৭৫৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - সাঈদ ইবন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী
বিত্রের সালাত আদায় করতেন। রাবী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوُتْرِ وَبَيْنَ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু’রাকআত সুন্নাত এবং বিত্রের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত
আদায় করা মুবাহ হওয়া সম্পর্কে

١٧٥٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي
ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ
صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً
تِسْعَ رُكْعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهَا وَرُكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ
فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوُتْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ
رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *

১৭৫৯. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাদালা (র) - - - - আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি
আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাত্রে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তিনি তের
রাকআত সালাত আদায় করতেন। নয় রাকআত দাঁড়ানো অবস্থায়, তাতে (তিন রাকআত) বিত্রের সালাত

আদায় করতেন। দু'রাকআত বসা অবস্থায় আদায় করতেন, যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর রুকু এবং সিজদা করতেন। এ দু'রাকআত বিতরের সালাতের পরে আদায় করতেন। যখন ফজরের আযান শুনতে পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সর্বদা পড়া

১৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - "خَالَفَهُ عَمَةُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْرُوقًا" *

১৭৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জোহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত কখনো ছাড়তেন না।

১৭৬১. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَمِعَ أَبَاهُ يَحْدِثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ *

১৭৬১. আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়তেন না।

১৭৬২. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا *

১৭৬২. হারুন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত দুনিয়া এবং তদন্তিত সমুদয় বস্তু (আদ্বাহর রাস্তায় দান করা) থেকেও উত্তম।

وَقْتُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করার সময়

১৭৬৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ *

১৭৬৩. কুতায়বা (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যখন ফজরের আযান দেয়া হত, তখন তিনি ফজরের ফরয সালাত আদায় করার জন্য যাওয়ার পূর্বে দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত সুন্নাত আদায় করতেন।

১৭৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ *

১৭৬৪. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উষা যখন ফসাঁ হয়ে যেত তখন নবী ﷺ দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

الْاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكَعَتِي الْفَجْرِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর ডান করটে শয়ন করা

১৭৬৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَّبِعَنَّ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ *

১৭৬৫. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুয়ায্ব্বিন সালাতের আযান দিয়ে দিত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়ার

পর ফজরের ফরয সালাত আদায় করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর ডান করটে শুয়ে পড়তেন।

بَابُ ذِمٍّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ সালাত পরিত্যাগকারীর নিন্দা প্রসঙ্গে

১৭৬৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ *

১৭৬৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেছেন, তুমি অমুক ব্যক্তির মত হবে না, যে রাত্রে জাগ্রত হয় কিন্তু তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে না।

১৭৬৭. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَرْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ *

১৭৬৭. হারিস ইবন আসাদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ, তুমি অমুক ব্যক্তির মত হবে না, যে রাত্রে জাগ্রত হয় কিন্তু তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে না।

بَابُ وَقْتِ رَكَعَتِي الْفَجْرِ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের সময়

১৭৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتِي الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *

১৭৬৮. মুহাম্মাদ ইবন ইবন ইবরাহীম বসরী (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

১৭৬৯. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *
১৭৬৯. শুআয়ব ইবন শুআয়ব (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয সালাতের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

১৭৭০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالصَّلَاةِ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *
১৭৭০. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয সালাত এবং আযানের মাঝখানে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

১৭৭১. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ هُوَ وَنَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ *
১৭৭১. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

১৭৭২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ

حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ
النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ *

১৭৭২. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٣. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ أَسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ
بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ *

১৭৭৩. ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ أَنْبَأَنَا اسْحَقُ بْنُ
الْفُرَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نُودِيَ
لِصَلَاةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ *

১৭৭৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাতের আযান দেয়া হত তখন ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ *

১৭৭৫. আব্দুল্লাহ ইবন ইসহাক (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযযিন চূপ হয়ে গেলে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করতেন।

১৭৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِرُكُوعِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ *

১৭৭৬. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযযিন ফজরের সালাতের আযান থেকে অবসর হয়ে গেলে এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়ে গেলে ফজরের ফরয সালাত শুরু হওয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সন্নাত আদায় করতেন।

১৭৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *

১৭৭৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার বোন হাফসা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সন্নাত আদায় করতেন।

১৭৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ *

১৭৭৮. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর দু'রাকআত ফজরের সন্নাতে আদায় করতেন।

১৭৭৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *

১৭৭৯. আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর সংক্ষিপ্তভাবে ফজরের দু'রাকআত সন্নাত ব্যতীত (ফরয সালাতের পূর্বে) অন্য কোন সালাত আদায় করতেন না।

১৭৮০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نُودِيَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَرَوَى سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ *

১৭৮০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের আযান দেওয়া হলে ফজরের ফরয সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সন্নাত আদায় করতেন।

১৭৮১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ *

১৭৮১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (রা) থেকে বর্ণিত যে ইবন উমর (রা) বলেছেন : হাফসা (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয সালাতের) পূর্বে দু'রাকআত সন্নাত আদায় করতেন এবং তা সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পরে আদায় করতেন।

১৭৮২. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ *

১৭৮২. হুসায়ন ইবন ইসা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাফসা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়ে গেলে দু'রাকআত ফজরের সন্নাত আদায় করতেন।

১৭৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ *

১৭৮৩. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সন্নাত আদায় করতেন।

১৭৮৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَارْكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَوةِ الصُّبْحِ *

১৭৮৪. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তের রাকআত সালাত আদায় করতেন। প্রথমে আট রাকআত আদায় করতেন। তারপরে বিত্বের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন রুকুতে যাওয়ার মনস্থ করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর রুকুতে যেতেন। আর ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'রাকআত সুনাত আদায় করতেন।

১৭৮৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنَّا بَنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ *

১৭৮৫. আহমদ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের আযান শুনতে পেলে দু'রাকআত সুনাত আদায় করতেন এবং তা সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন।

১৭৮৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ شَرِيحًا الْحَضْرَمِيَّ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ *

১৭৮৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে শুরাযহ হাদরামী (রা)-এর আলোচনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কুরআনকে বালিকা বানায় না। (অর্থাৎ সে কুরআন না পড়ে ঘুমায় না বরং যত্নের সঙ্গে সে রাত্রে কুরআন পড়ে থাকে।)

بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ صَلَوةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ

অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায়

১৭৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَوةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ أَجْرَ صَلَوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ *

১৭৮৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (র)-এর প্রিয়ভাজন জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাঈদ ইবন জুবায়র (র)-কে খবর দিয়েছেন, আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাহাজ্জুদের সালাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় (এবং তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারে) তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সালাতের সওয়াব লিখে দেন এবং নিদ্রা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হয়ে যায়।

إِسْمُ الرَّجُلِ الرُّضِيِّ

সাঈদ ইবন জুবায়র (রা)-এর নিকট প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম

১৭৮৮. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلَوةٌ صَلَاحًا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلَوتِهِ *

১৭৮৮. আবু সাঈদ (র) - - - আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে কিছু (নফল) সালাত আদায়ে অভ্যস্ত, যদি কোন রাতে তার নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় এবং সালাত আদায় করতে না পারে, তাহলে সে নিদ্রা তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে সাদকা স্বরূপ হবে এবং আল্লাহ তার জন্য সালাতের সওয়াব লিখে দিবেন।

১৭৮৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو جَعْفَرٍ
الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ *

১৭৮৯. আহমদ ইবন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারপর রাবী পূর্বের হাদীসের ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي الْقِيَامَ فَنَامَ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে

১৭৭৯. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ
غَفَلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي
أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ
صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ خَالَفَهُ سَفِيَانُ *

১৭৯০. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি অত্র সনদ
সূত্রে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে
বিছানায় আসে কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা প্রবল হয়ে যাওয়ায় ভোর পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকে, তার জন্য
তার নিয়ত অনুসারে সওয়াব লিখা হবে, আর আব্দুল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিদ্রা তার জন্য সদকা
স্বরূপ হয়ে যাবে।

১৭৭৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
عَبْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا *

১৭৯১. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু দারদা (রা) থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণিত।

بَابُ كَمْ يُصَلِّي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ

অনুচ্ছেদ : অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা, কিংবা নিদ্রার কারণে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়
করতে না পারলে দিনের বেলা তার পরিবর্তে কত রাকআত আদায় করতে হবে ?

১৭৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً *

১৭৯২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিদ্রা, অসুখ-বিসুখ বা ব্যথা-বেদনার কারণে রাত্রে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলা বার রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন।

بَابُ مَتَى يَقْضَى مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ৪ : নিদ্রার কারণে রাত্রের ওযীফা পালন করতে না পারে সে কখন তা কাযা করবে ?

١٧٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ *

১৭৯৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রার কারণে পূর্ণ ওযীফা অথবা তার কিছু অংশ আদায় করতে না পারে এবং তা ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয়। তার জন্য রাত্রে আদায় করার সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হবে।

١٧٩٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ قَالَ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ *

১৭৯৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রার কারণে রাত্রের ওযীফা আদায় করতে পারল না এবং তা ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নিল, সে যেন তা রাত্রেই আদায় করল।

১৭৭৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ حَزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْكَانُهُ أَذْرَكَهُ *

১৭৭৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রাত্রে ওয়ীফা আদায় করতে পারল না এবং তা সূর্য উদয় হওয়ার সময় থেকে জোহরের সালাতের আগে আগেই কাযা করে নিল, তার সে ওয়ীফা যেন কাযাই হলো না অথবা সে যেন তা (রাত্রেই) আদায় করল।

১৭৭৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ وَرَدُّهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ *

১৭৭৬. সুওয়াইদ ইবন নাসর (র) - - - - হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ওয়ীফা আদায় করতে পারল না। সে যেন তা জোহরের পূর্বে কোন সালাতে আদায় করে নেয়। কেননা তা রাত্রে সালাতের সমপর্যায় গণ্য করা হবে।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سَوَى الْمَكْتُوبَةِ

অনুচ্ছেদ : দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত সালাত আদায় করার সওয়াব

১৭৭৭. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৭৭৭. হাসান ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দু'রাকআত, দু'রাকআত মাগরিব

এর ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত ইশার ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

১৭৭৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى اسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৭৭৮. আহমদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন। চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে এবং দু'রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত ইশার ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

১৭৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *

১৭৭৯. মুহাম্মদ ইবন মা'দান (র) - - - - উম্মে হাবীবা বিন্ত আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮০০. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَرَكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَابَلَّغَكَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْ عَنْبَسَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *

১৮০০. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আশ্বাসা ইবন আবু সুফয়ান (রা)-এর কাছে বর্ণনা করেছেন : নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮.১. أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَنَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *

১৮০১. আয়্যুব ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিনে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَنَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ إِنَّكَ عَلَى غَيْرٍ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْتًا لَهُ فِي الْجَنَّةِ *

১৮০২. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইয়া'লা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তায়েফ গিয়ে আশ্বাসা ইবন আবু সুফয়ান (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে (মৃত্যুর) ভীতি লক্ষ্য করে বললাম, ভাল অবস্থাতেই তো আপনার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি বললেন, আমাকে আমার বোন উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮.৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُكِّيٍّ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ شَهْرٍ

بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللَّهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *

১৮০৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা বিন্তে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮.৪. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ صَلَافَيْنِ بَنَى اللَّهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ *

১৮০৪. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বার রাকআত সুন্নাতে (মুওয়াক্কাদার) সালাত যে ব্যক্তি আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন, চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত ফরযের পরে, দু'রাকআত আসরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

১৮.৫. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ *

১৮০৫. আবুল আযহার আহমদ ইবন আযহার নিশাপুরী (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত

ফরযের পরে, দু'রাকআত আসরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

১৮.৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنبَسَةَ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৮০৬. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাতে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে ফরয সালাত ব্যতীত, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত ফরযের পরে, দু'রাকআত আসরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

الْاِخْتِلَافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

১৮.৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنبَسَةَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ *

১৮০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাতে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

১৮.৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنبَسَةَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ *

১৮০৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে ফরয সালাত ব্যতীত, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

১৮০৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮১০. যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - আবু সালিহ যাকওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আন্বাসা ইবন আবু সুফয়ান (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হাবীবা (রা) তাঁকে বলেছেন, যে ব্যক্তি বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

১৮১১. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। (রাবী বলেন) অথবা (তিনি বলেন) তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

১৮১২. অখবরনা আলী বন মুত্তা'লী (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। (রাবী বলেন) অথবা (তিনি বলেন) তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

১৮১৩. অখবরনা মুহাম্মদ বন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮১৪. অখবরনা মুহাম্মদ বন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

১৮১৫. অখবরনা মুহাম্মদ বন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *

১৮১২. আলী ইবন মুসান্না (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাতে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٣. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ *

১৮১৩. যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سَوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجِهِ سَوَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ *

১৮১৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, ফরয সালাত ব্যতীত, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٥. أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعِينٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ *

১৮১৫. ইয়াযীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পর চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোশত (শরীর) জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন। নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সম্বন্ধে শুনার পর থেকে আমি সে চার রাকআত সালাত ছাড়িনি।

১৮১৬. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَبِيبَهَا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ أَخْبَرَهَا قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَا تَمَسُّ النَّارُ وَجْهَهُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

১৮১৬. হিলাল ইবন ইআ'লা (র) - - - - আব্বাসা ইবন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বোন নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রিয়তম আবুল কাসেম নবী ﷺ তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে মুমিন ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পর চার রাকআত সালাত আদায় করবে (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) তার চেহারা কস্মিনকালেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করতে পারবে না, ইনশা আল্লাহ।

১৮১৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ *

১৮১৭. আহমদ ইবন নাসিহ (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

১৮১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ

بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنَبَسَةَ بِنِ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - قَالَ مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدٌ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ
حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْرَبُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَإِذَا حَدَّثَنَا بِهِ هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ
قَالَتْ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى
النَّارِ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنَبَسَةَ شَيْئًا *

১৮১৮. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

১৮১৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَخَذَهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أُخْتِي أُمُّ
حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافِظٌ عَلَى أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ *

১৮১৯. আব্দুল্লাহ ইবন ইসহাক (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং অস্থিরতা বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন, আমার কাছে আমার বোন উম্মে হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

১৮২০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتِيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنَبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ *

১৮২০. আমর ইবন আলী (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় : জানাযা পর্ব

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় : জানাযা পর্ব

بَابُ تَمَنِّيِ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যু কামনা করা

১৮২১. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ *

১৮২১. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা সে যদি নেককার হয় তাহলে হয়ত তার নেকী আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে বদকার হয় তাহলে হয়ত সে তাওবার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

১৮২২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ يَزَادَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ *

১৮২২. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আবু উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা সে যদি নেককার হয় তাহলে হয়ত সে জীবিত থেকে আরো নেকী বৃদ্ধি করতে পারবে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর যদি সে বদকার হয় তাহলে হয়তো সে তাওবার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

১৮২৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ بَضُرٍ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنْ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي *

১৮২৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো পার্থিব বালা-মুসীবতে নিপতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে, বরং সে যেন বলে "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي" ("হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা মঙ্গলজনক হয়, ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আপনি আমাকে মৃত্যু দিন।")

১৮২৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَأَنبَانَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِبُضْرٍ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيَا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي *

১৮২৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কখনো পার্থিব বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। একান্ত যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে যেন বলে "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي" ("হে আল্লাহ, আমার জীবিত থাকা যতদিন পর্যন্ত মঙ্গলজনক হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয়, তখন আপনি আমাকে মৃত্যু দিন।")

الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ

মৃত্যুর দোয়া

১৮২৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ

دَاعِيًا لَا بُدَّ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ احْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا
كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي *

১৮২৫. আহমদ ইবন হাফস্ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর দোয়া করবে না এবং তার কামনাও করবে না। একান্ত কাউকে যদি দোয়া করতেই হয় তাহলে সে যেন বলে, إِذَا مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (“হে আল্লাহ্! আমার জীবিত থাকা যতদিন পর্যন্ত মঙ্গলজনক হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিন।”)

١٨٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خُبَّابٍ وَقَدْ اُكْتَوَى فِي بَطْنِهِ
سَبْعًا وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ *

১৮২৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর পেটের সাত জায়গায় ক্ষত ছিল। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মৃত্যুর দোয়া করতে বারণ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যুর দোয়া করতাম।

كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা

١٨٢٧. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثِرُوا ذِكْرَهَا ذِمَّ اللِّدَاتِ "قَالَ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِدُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ" *

১৮২৭. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ এবং মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর।

١٨٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي

شَقِيقٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبَى حَسَنَةً فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا ﷺ *

১৮২৮. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে যাও তখন তার ভাল কর্মসমূহের আলোচনা করতে থাকো। কেননা ফেরেশতারা তোমাদের বলার উপর আমীন বলে থাকেন। যখন আবু সালামা (রা)-এর ইন্তিকাল হল, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি তাঁর সম্পর্কে কি রকম বাক্য ব্যবহার করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبَى حَسَنَةً : (“হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এবং তাকে ক্ষমা করে দিন, এবং আপনি আমাকে তাঁর পরিবর্তে ভাল প্রতিদান দিন।”) তাই, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁর পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রতিদান স্বরূপ দিয়েছেন। **বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।**

بَابُ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

১৮২৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

১৮২৯. আমার ইবন আলী এবং কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের মৃত্যুমুখী ব্যক্তিদের لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ স্মরণ করিয়ে দাও।

১৮৩০. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةٍ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِّنُوا هَلَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

১৮৩০. ইবরাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের মৃত্যুমুখী ব্যক্তিদের **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** স্মরণ করিয়ে দাও।

بَابُ عَلَامَةِ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যুমুখী মু'মিন ব্যক্তির লক্ষণ

১৮৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ *

১৮৩১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি ঘর্মাক্ত ললাটের সাথে মৃত্যুবরণ করে থাকে। (মৃত্যুর সময়ে ললাট ঘর্মাক্ত হওয়া মুমিনের আলামত।)

১৮৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ عَنْ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ *

১৮৩২. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি ঘর্মাক্ত ললাটের সাথে মৃত্যুবরণ করে থাকে।

شِدَّةُ الْمَوْتِ

মৃত্যু যন্ত্রণা

১৮৩৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَبِينَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ *

১৮৩৩. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর মাথা আমার খুতনী এবং গলদেশের মাঝখানে ছিল। তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শনের পর আমি অন্য কারো মৃত্যু যন্ত্রণা খারাপ মনে করি না।

الْمَوْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ

সোমবারের মৃত্যু

১৪২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَشَفُ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْتَدَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ امْكُثُوا وَالْقَى السَّجْفَ وَتَوَفَّى مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ *

১৮৩৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সর্বশেষ দৃষ্টিপাত যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি করেছিলাম তা ছিল তাঁর পর্দা উঠানোর সময়। তখন সাহাবীরা আবু বকর (রা)-এর পেছনে কাতার বন্দী সালাত আদায় করছিলেন। পর্দা উঠানোর সময় আবু বকর (রা) পেছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন যে, তোমরা স্থির থাক এবং পর্দা টেনে দিলেন। সে দিনের শেষ প্রহরেই তিনি ইস্তেকাল করেন। সে দিন ছিল সোমবার।

الْمَوْتُ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ

নিজ জন্মস্থান ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করা

১৪২৫. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وَلَدِيهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَبِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ *

১৮৩৫. ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহর পিতা আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায জন্ম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তথায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়ে বললেন, এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ভিন্ন অন্য মারা যেত! সাহাবীরা বললেন, কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যদি স্থায়ী জন্মস্থান ভিন্ন অন্যত্র মারা যায় তাহলে তার জন্মস্থান এবং মৃত্যু স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাপ করে জান্নাতে তাকে ততটুকু স্থান দেয়া হবে।

بَابُ مَا يُلْقَى بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَرَامَةِ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ বহির্গত হওয়ার সময় যে সব অত্যাশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করে থাকে

১৪৩৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ يَحْرِيرُهُ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجْ رَاضِيَةً مُرْضِيًا عَنْكَ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرِيحَانٍ وَرَبٌّ غَيْرُ غَضَبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيَنَاقِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بِبَابِ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعَاؤُهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمٍّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَّا أَتَاكُمْ قَالُوا ذَهَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاقِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْجٍ فَيَقُولُونَ اخْرُجْ سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنَّتَنِ رِيحٍ جَيْفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بِبَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَتَتْنِ هَذِهِ الرِّيحُ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ *

১৮৩৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে একদল রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে এসে (তার) আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, “তুমি আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং সন্তুষ্টির পানে বের হয়ে আস আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট নন; তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট।” তখন আত্মা মেশকের সুঘ্রাণ অপেক্ষাও অধিক সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতাগণ সম্মানের খাতিরে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিয়ে আসমানের দরজায় নিয়ে আসেন তখন তথাকার ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন, “এ সুগন্ধি কত না উত্তম! যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে আসলে। আর তাঁরা তাকে মু'মিনদের রুহসমূহের কাছে নিয়ে যান। তোমাদের কেউ প্রবাস থেকে আসলে তোমরা যেরূপ আনন্দিত হও, মু'মিনদের রুহও ঐ নবাগত রুহকে পেয়ে ততোধিক আনন্দিত হয়। মু'মিনদের রুহ নবাগত রুহকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? তখন ফেরেশতাারা বলেন, তার সম্পর্কে

তোমরা কি জিজ্ঞাসা করবে? সে দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় ছিল। যখন নবাগত রূহ বলে : সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন আসমানের ফেরেশতারা বলেন : তাকে তার বাসস্থান হাবিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কাফির যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে আগমন করে এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে, “তুমি আল্লাহ্ তা‘আলার আযাবের পানে বের হয়ে আস, তুমিও আল্লাহ্ তা‘আলার উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা‘আলাও তোমার উপর অসন্তুষ্ট।” তখন সে মূর্দারের দুর্গন্ধ থেকেও অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌঁছে তখন তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকে : এ কি দুর্গন্ধ! এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যায়।

فِيْمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে

১৮২৭. أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ شُرَيْحٌ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ وَحَشَرَ جِ الصَّدْرُ وَأَقْشَعَرَ الْجِلْدُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ *

১৮৩৭. হান্নাদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। রাবী সুরায়হ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে বললাম, “হে উম্মুল মু‘মিনীন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করতে শুনেছি; উক্ত হাদীসের বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমরা তো নিশ্চিতরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাব। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা

করলেন, কেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।” অথচ আমাদের সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত হাদীস ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তার অর্থ তুমি যা বুঝেছো তা নয়, বরং যখন দৃষ্টি উদ্ধমুখী হয়ে যায়, হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়, এবং পশমসমূহ দাঁড়িয়ে যায় (শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে) ওই সংকটময় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

১৪৩৮. قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ *

১৮৩৮. হারিছ ইবন মিসকীন এবং কুতায়রা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যখন আমার বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করি।”

১৪৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ *

১৮৩৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - উবাদাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

১৪৪০. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ *

১৮৪০. আবুল আশআছ (র) - - - - উবাদাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ

করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

১৮৪১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح
وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ زَادَ
عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ
الْمَوْتِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ
وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ
اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ *

১৮৪১. আমর ইবন আলী এবং হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আমর (র) তাঁর হাদীসে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করা অথচ আমরা সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকি। তিনি বললেন, এ হল তার মৃত্যুকালীন অবস্থা, যখন তাকে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত এবং রহমতের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আর আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন তাকে আল্লাহ তা'আলার আযাবের দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আর আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

تَقْبِيلُ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া

১৮৪২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ النَّبِيِّ ﷺ
وَهُوَ مَيِّتٌ *

১৮৪২. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) নবী ﷺ-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুমু দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মৃত।

১৮৪৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ *

১৮৪৩. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস এবং আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) নবী ﷺ-কে চুমু দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মৃত।

১৮৪৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَآخِبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَجًى بِبُرْدٍ حَبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا بِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا *

১৮৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, আবু বকর (রা) তাঁর “সুনহা” নামক স্থানের বাসস্থান থেকে একটি ঘোড়ায় আরোহন করে এসে অবতরণ করলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন, তিনি কারো সাথে কোন কথাবার্তা না বলে আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল থেকে তা খুলে ফেলে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমু খেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন : আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে কখনো দু’বার মৃত্যু দান করবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা আপনি বরণ করে নিয়েছেন।

تَسْجِيَةُ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে ঢেকে দেয়া

১৮৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جِئْتُ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ

فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَجَى بِثَوْبٍ فَجَعَلَتْ أُرِيدُ أَنْ
اَكْشِفَ عَنْهُ فَتَنَهَا نِي قَوْمِي فَأَمَرِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَفَعَ فَلَمَّا رَفَعَ سَمِعَ
صَوْتَ بَاكِیَةِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا هَذِهِ بِنْتُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلَا
تَبْكِي أَوْ فَلَمْ تَبْكِي مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعَ *

১৮৪৫. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - ইবন মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উহুদের জিহাদের দিন আমার পিতাকে আনা হল, তখন তাঁর দেহ ছিল বিকৃত অবস্থায়। তাঁকে চাঁদার দ্বারা ঢাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চাদর খুলতে চাইলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বারণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে তা খোলা হল, যখন খোলা হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ক্রন্দনকারী মহিলার আওয়ায শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? লোকেরা বলল, এ আমার মেয়ে বা বোন হবে। তিনি বললেন, তুমি ক্রন্দন করো না অথবা (তিনি বললেন) তুমি ক্রন্দন কেন করছ? ফেরেশতারা তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ স্বীয় পাখা দ্বারা ছায়া প্রদান করছিল।

فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা

١٨٤٦. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ بِنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
صَغِيرَةً فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا
فَقَضَّتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَتْ أَمْ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَكَ فَقَالَتْ مَالِي لَا
أَبْكِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي
وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تَنْزِعُ
نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ *

১৮৪৬. হান্নাদ ইবন সারি (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ছোট মেয়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উঠিয়ে নিয়ে বক্ষের সাথে মিলালেন। তারপর নিজের হাত তার উপর রাখলেন। এরপর তার মৃত্যু হয়ে গেল আর সে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

সামনে ছিল। উম্মে আয়মান কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, “হে উম্মে আয়মান, তুমি কাঁদছো অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন?” তিনি বললেন, “আমি কেন কাঁদব না যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কাঁদছেন?” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না বরং যে অশ্রু তুমি দেখছ, তাহলো আল্লাহ তা‘আলার রহমত বিশেষ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু‘মিন সর্বাবস্থায় ভাল থাকে, তার পার্শ্বদ্বয় থেকে আত্মা বের করা হয় অথচ তখনও সে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করতে থাকে।

১৪৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أدْنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ *

১৮৪৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালে এরূপ ক্রন্দন করেছিলেন এবং বলেছিলেন : “ হে আমার পিতা! কোন্ বস্তু তাঁকে তাঁর পরওয়ারদিগারের অতি নিকটবর্তী করেছে? হে আমার পিতা! আমরা জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাঁর মৃত্যু শোক প্রকাশ করছি। হে আমার পিতা ! জান্নাতুল ফিরদাউস য়াঁর বাসস্থান।”

১৪৪৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي وَالنَّاسُ يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي وَجَعَلْتُ عَمَّتِي تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ *

১৮৪৮. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে তাঁর পিতা উহুদের জিহাদের দিনে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলছিলাম এবং ক্রন্দন করছিলাম, আর লোকেরা আমাকে বারণ করছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বারণ করছিলেন না, আমার ফুফুও তাঁর জন্য ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাঁর জন্য ক্রন্দন করো না, যেহেতু তোমরা তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া অবধি ফেরেশতারা তাঁকে স্বীয় ডানা দ্বারা ছায়া দিচ্ছিল।

النَّهْيُ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের জন্য ক্রন্দনের নিষেধাজ্ঞা

১৪৪৯. أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ أَنْ عَتِيكَ بْنِ الْحَرِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا الرَّبِيعُ فَصَحَنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكَ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْنُ فَإِذَا وَجِبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِئَةً قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتْ ابْنَتُهُ إِنْ كُنْتُ لَارْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتُ قَضَيْتَ جَهَاكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدَرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيدٌ وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ شَهِيدَةٍ *

১৮৪৯. উতবা ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইবন আতীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবন সাবিত (রা)-এর গুশফার জন্য জন্য গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উচ্চ স্বরে ডেকেও তাঁর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে رَاجِعُونَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়লেন এবং বললেন, হে আবু রবী! আমাদের সম্মুখে তোমার উপর আল্লাহ তা'আলার হুকুম বিজয়ী হতে যাচ্ছে (তুমি মৃত্যু বরণ করেছ)। একথা শুনে কিছু মহিলা উচ্চ স্বরে ক্রন্দন শুরু করে দিলে ইবন আতীক (রা) (জাবির) তাদের শান্ত করাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তখন কোনই ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন করবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, “উজুব” শব্দের অর্থ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ? তিনি বললেন, “মৃত্যু”। তাঁর কন্যা বলল, যে আমি তো এ আশাই করতাম যে, আপনি শহীদ হবেন। আপনি তো শাহাদাতের যাবতীয় পাথের সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে শাহাদাতের সওয়াব দিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, তোমরা শাহাদাত কাকে মনে কর? তাঁরা বললেন, আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা ব্যতীতও আরো সাত প্রকারের শাহাদাত আছে : ১। প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ ২। পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ ৩। পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ৪। প্রাচীর বা ঘর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ ৫। আভ্যন্তরীণ বিষ ফোঁড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ ৬। অগ্নিদাহে মৃত ব্যক্তি শহীদ ৭। প্রসবকালে মৃত রমণী শহীদ।

১৮৫০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صِتْرِ الْبَابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْطَلِقْ فَأَنْتَهُنَّ فَأَنْطَلِقْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيْنَ فَقَالَ أَنْطَلِقْ فَأَنْتَهُنَّ فَأَنْطَلِقْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيْنَ فَقَالَ فَأَنْطَلِقْ فَأَحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْنَمَ اللَّهُ أَنْفَ الْأَبْعَدِ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ *

১৮৫০. ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যায়দ ইবন হারিসা, জা'ফর ইবন আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাত প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌছলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে) বসে পড়লেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার রেখা ফুটে উঠল, আমি দরজার ছিদ্রপথ দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। এক বক্তি এসে বলল, জা'ফর (রা)-এর পরিবারবর্গ ক্রন্দন করছে। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ কর। সে চলে গেল এবং আবার এসে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারা ক্রন্দন করছেই। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ কর। সে পুনরায় এসে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারা ক্রন্দন করছেই। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের মুখে মাটি ভরে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আব্দুল্লাহ তাআলা অভাগার নাসিকা ধূলাধুসরিত করে দিক, আব্দুল্লাহর শপথ! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট না দিয়ে ছাড়লে না, তোমাকে যা বলা হয়েছিল, তুমি তা তুমি করতে পারলে না।

১৮৫১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৫১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তার পরিবারবর্গের তার উপর ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

১৮৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ ذَكَرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

১৮৫২. মাহমুদ ইবন গায়ালান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন সুবায়হ (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র)-কে বলতে শুনেছি : একদা ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, মৃতকে জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। ইমরান (রা) বললেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

১৮৫৩. সলায়মান ইবন সাযফ (র) - - - - উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের তার জন্য ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের জন্য বিলাপ করা

১৮৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ لَا تَنُوحُوا عَلَى فَنٍّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ * مُخْتَصَرٌ

১৮৫৪. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - হাকীম ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইবন আসিম (রা) বলেছেন, তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি। (সংক্ষিপ্ত)

১৮৫৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنْحُنَّ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نِسَاءً أَسْعَدَنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسَعِدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ *

১৮৫৫. ইসহাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বায়আত করার সময়ে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা মৃতের জন্য বিলাপ করবে না। তখন তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলারা জাহিলী যুগে মৃতের জন্য বিলাপে আমাদের সহযোগিতা করত। এখন আমরা কি মৃতের জন্য বিলাপে তাদের সহযোগিতা করব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইসলামে মৃতের জন্য বিলাপ কোন সহযোগিতা নেই।

১৮৫৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মৃতকে তার জন্য বিলাপের কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

১৮৫৭. ইবরাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তার পরিবারবর্গের তার জন্য বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন তাকে এক ব্যক্তি বলল, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে খোরাসান নামক স্থানে মারা গেল আর তার পরিবারবর্গ তার জন্য এখানে বিলাপ করল। তাকেও কি তার পরিবারবর্গের তার জন্য বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন আর তুমি মিথ্যা বলছ।

১৮৫৮. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। অত্র হাদীস

১৮৫৯. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। অত্র হাদীস

১৮৬০. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। অত্র হাদীস

আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, ইবন উমর ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, এ কবরবাসীকে শান্তি দেওয়া হচ্ছে আর তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছে। অতঃপর আয়েশা (রা) পাঠ করলেন وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (কোন বহনকারী অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না)।

১৮৫৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكِي عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ *

১৮৫৯. কুতায়বা (র) - - - আমরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু বকর (রা)-কে খবর দিয়েছেন : যখন আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শান্তি দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ তাআলা আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবন উমর) (রা)-কে ক্ষমা করুন ! তিনি মিথ্যে বলেন নি কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন বা ভুল করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, তারা ঐ মৃতার জন্য ক্রন্দন করছে আর ঐ মৃতাকে শান্তি দেওয়া হচ্ছে।

১৮৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَصَّه لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ قَصَّه لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৬০. আব্দুল জব্বার ইবন আ'লা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছিলেন যে, আব্দুল্লাহ তাআলা কাফিরের শান্তি বৃদ্ধি করে থাকেন তার কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের কারণে।

১৮৬১. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ لَمَّا هَلَكْتُ أُمُّ أَبَانَ حَضَرَتْ مَعَ النَّاسِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبَكَيْنِ النِّسَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

الْأَتْنَهَى هَؤُلَاءَ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ رَأَى رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ انْظُرْ مِنَ الرُّكْبِ فَذَهَبْتُ فَإِذَا صُهِيبٌ وَأَهْلُهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا صُهِيبٌ وَأَهْلُهُ فَقَالَ عَلَى بِصُهِيبٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ أُصِيبَ عُمَرُ فَجَلَسَ صُهِيبٌ يَبْكِي عِنْدَهُ يَقُولُ وَأَخْيَاهُ وَأَخْيَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهِيبُ لَا تَبْكِي فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا تُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَاذِبِينَ مُكَذِّبِينَ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْقُرْآنِ لَمَّا يَشْفِقُكُمْ إِلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৬১. সুলায়মান ইবন মানসূর বলখী (র) - - - আব্দুল জব্বার ইবন ওয়াহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আবু মুলায়কা (র)-কে বলতে শুনেছেন : যখন উম্মে আবান মৃত্যুবরণ করল, আমি লোকজনসহ তথায় উপস্থিত হয়ে আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) ও ইবন আব্বাস (রা)-এর সামনে বসলাম। তখন মহিলারা ক্রন্দন করলে ইবন উমর (রা) বললেন, এদের ক্রন্দন থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের কোন কোন ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, উমর (রা) একপাশে বলেছিলেন। আমি উমর (রা)-এর সংগে বের হলাম। আমরা যখন “বায়দা নামক প্রান্তরে ছিলাম তখন উমর (রা) বৃক্ষের নীচে একদল আরোহীকে দেখে বললেন, দেখতো আরোহী কারা? আমি গিয়ে দেখলাম যে, সুহায়ব (রা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ। তখন আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, সুহায়ব এবং তাঁর পরিবারবর্গ। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার সামনে সুহায়বকে উপস্থিত কর। যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং উমর (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখন সুহায়ব (রা) তাঁর সামনে বসে ক্রন্দন করছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! তখন উমর (রা) বললেন, হে সুহায়ব (রা)! তুমি ক্রন্দন করো না, যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের কোন কোন ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। সুহায়ব (রা) বলেন, আমি এ ঘটনা আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা এ রকম হাদীস বর্ণনা করছ না দু'জন মিথ্যাবাদীর থেকে। তবে হাঁ শ্রবেন্দ্রিয় কখনো ভুল করে। নিশ্চয় তোমাদের জন্য কুরআনে এমন আয়াত আছে যা তোমাদের আশ্বস্ত করে দেবে : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى (কোন বহনকারী

অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না)। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কাফিরের জন্য তার আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার শাস্তি বৃদ্ধি করে থাকেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করার অনুমতি

১৮৬২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَا هُنَّ وَيَطْرُدُ هُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْنَهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ *

১৮৬২. আলী ইবন হুজর (র) - - - - - সালামা ইবন আযরাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারবর্গ থেকে একব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে মহিলাগণ একত্রিত হয়ে তার জন্য অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করল। উমর (রা) দাঁড়িয়ে তাদের নিষেধ করতে এবং সরিয়ে দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর, তাদের ছেড়ে দাও। কেননা চক্ষু অশ্রু বিসর্জনকারী, হৃদয় ব্যথাভুর আর বিয়োগ মুহূর্তও নিকটবর্তী।

دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

জাহিলী যুগের দোয়া

১৮৬৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ الْأَعْمَشِ حِ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَقَالَ الْحَسَنُ بِدَعْوَى *

১৮৬৩. আলী ইবন খাশরাম ও হাসান ইবন ইসমাঈল (র) - - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে গণ্ডদেশে আঘাত করে, আঁচল ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

السُّلْقُ

বিপদের সময় চিৎকার করা

১৮৬৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَحْذَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ أَغْمَى عَلَى أَبِي مُوسَى فَبَكَوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ كَمَا بَرَأَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْأَمْنٍ حَلَقَ وَلَا خَرَقَ وَلَا سَلَقَ *

১৮৬৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - সাফওয়ান ইবন মুহরিয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুসা (রা) বেহুশ হয়ে গেলে তাঁর জন্য সবাই ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে ফেলছি, যেকোনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে থেকে সম্পর্কে ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে বিপদে চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে এবং সজোরে ক্রন্দন করতে থাকে।

ضَرْبُ الْخُدُودِ

গণ্ডদেশে আঘাত করা

১৮৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ *

১৮৬৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে (কারো মৃত্যুর কারণে) গণ্ডদেশে আঘাত করে, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে এবং সে জাহিলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

الْحَلَقُ

দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলা

১৮৬৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ

قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ تُصَبِّحُ قَالَا فَافَاقَ فَقَالَ أَلَمْ أَخْبِرْكَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيءٌ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَا وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ *

১৮৬৬. আহমদ ইবন উসমান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন ইয়াযীদ এবং আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, যখন আবু মুসা (রা)-এর অসুখ বেড়ে গেল এবং তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী সজোরে চিৎকার করতে করতে আসলেন। তাঁরা বলেন, তাঁর চেতনা ফিরে আসলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সংবাদ দেইনি যে, আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি, যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর সামনে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আমি ঐ ব্যক্তি সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি যে, দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলে, আঁচল ছিড়ে ফেলে এবং সজোরে চিৎকার করে।

شَقُّ الْجُبُوبِ

আঁচল ছিড়ে ফেলা

١٨٦٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ *

১৮৬৭. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে গণ্ডশে আঘাত করে, আঁচল ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

١٨٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَعْمَى عَلَيْهِ
فَبَكَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَهَا أَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ *

১৮৬৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার বেহুশ হয়ে গেলে তাঁর এক বাদী ক্রন্দন করলেন। যখন তাঁর চেতনা ফিরে আসল তখন তিনি তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তার সংবাদ কি তোমার কাছে পৌঁছেনি? আমরা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে সজোরে চিৎকার করে, দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলে এবং আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

১৮৬৭. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ *

১৮৬৯. আবদাহ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে মাথার চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে সজোরে চিৎকার করে এবং আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

১৮৮৭. أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنِ الْقُرْثَعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ *

১৮৭০. হান্নাদ (র) - - - - কারছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু মূসা (রা)-এর অসুখ বেড়ে গেল, তাঁর স্ত্রী সজোরে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, কি তোমার জানা নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ জানা কাছে। অতঃপর চুপ হয়ে গেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেছিলেন, তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিষাপ দিয়েছেন ঐ ব্যক্তিকে যে মাথার চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে, সজোরে চিৎকার অথবা আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

الْأَمْرُ بِالِاخْتِسَابِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نَزُولِ الْمُصِيبَةِ

বিপদের সময় সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করার আদেশ

১৮৮৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ أَنْ ابْنَالِي قُبِضَ فَاتَيْنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ

مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ
إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَهَا فِقَامٌ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبَى
بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ
وَنَفْسُهُ تَقَعَّقَعُ فَنَافَضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا
رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءُ *

১৮৭১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পৌছালেন যে, আমার এক ছেলে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অতএব আপনি আমাদের এখানে আসুন। তখন তিনি সালাম পাঠিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁরই। আর প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর কাছে পৌছে যায়। অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সওয়াবের আশা রাখ। অতঃপর তিনি কসম দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁর কাছে অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন; তাঁর সাথে সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) উবায় ইব্ন কা'ব (রা) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এবং আরো কিছু লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ছেলেকে উঠালেন তখন তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এতদদর্শনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঁখিদ্বয় অশ্রুপাত করতে লাগল। তখন সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এ কি? তিনি বললেন, এ হল রহমত বিশেষ যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে রেখে থাকেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদের উপর দয়া করে থাকেন।

١٨٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْرُ عِنْدَ
الْصَّدْمَةِ الْأُولَى *

১৮৭২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - - সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধৈর্যধারণ করা হল প্রথম বিপদের সময়ে।

١٨٧٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو إِيَّاسٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ قُرَّةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ
وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ أَحَبُّكَ اللَّهُ كَمَا أَحَبُّهُ فَمَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَالَ
عَنْهُ فَقَالَ مَا يَسْرُكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ
يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ *

১৮৭৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - মুআবিয়ার পিতা বুরারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল। তার সাথে তার এক পুত্রও ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি একে মহক্বত কর ? ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ আপনাকে এরূপ মহক্বত করুন, যে রূপ আমি তাকে মহক্বত করি। অতঃপর সে ছেলে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছেলেকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, তুমি কি আশঙ্কিত হবে না যে, তুমি জান্নাতের সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে যে দরজার সামনে তোমার ছেলেকে পাবে, তোমার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করতে।

ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ

ধৈর্যধারণ এবং সওয়াবের নিয়ত করার প্রতিদান

১৮৭৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ شُعَيْدٍ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ يُعْزِيهِ بِابْنٍ لَهُ هَكَذَا وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أَمْرٌ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ *

১৮৭৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আমর ইব্ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্ন সুআয়ব (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমানের এক ছেলের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করার জন্য তার কাছে একখানা চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর পিতাকে তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, পৃথিবীর কোন প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর যখন মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াব দিয়ে সন্তুষ্ট হন না। তিনি আরো বলেছেন, জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াবের নির্দেশ দেওয়া হয় না।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صَلَاحِهِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছে তার প্রতিদান

১৮৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ
دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَوِاثْنَانِ قَالَ أَوِاثْنَانِ قَالَتْ الْمَرْأَةُ
يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا *

১৮৭৫. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যসহ সওয়াবের আশা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, যদি দুই সন্তানের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকে ? তিনি বললেন, দুইজন হলেও। তখন সেই মহিলা বলল, হায়! আমি যদি একজনের কথা বলতাম।

بَابُ مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ

যে ব্যক্তির তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে

١٨٧٦. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مُسْلِمٌ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا ادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ *

১৮৭৬. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির তিন সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের উপর স্বীয় রহমতের কারণে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

١٨٧٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ
يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ حَدِّثْنِي
قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مُسْلِمِينَ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ *

১৮৭৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - সা'সাআ ইবন মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসলমান মাতা পিতার সম্মুখে তাদের তিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের উপর নিজ রহমতের কারণে তাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

١٨٧٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ
مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ *

১৮৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলমান মাতা-পিতার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তাদের কখনো দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। অবশ্য তাদেরকে তা অতিক্রম করতে হবে।

١٨٧٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَّمْ يَبْلُغُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ يُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَاؤُنَا فَيُقَالُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ *

১৮৭৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমান মাতা-পিতার সামনে তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সন্তানদের উপরে আল্লাহর রহমতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন, সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তারা বলবে, আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ কর।

مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً

যে ব্যক্তির জীবদ্দশায় তিন সন্তানের মৃত্যু হয়

١٨٨٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ عِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا يَشْتَكِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَافُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ احْتَظَرْتَ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِّنَ النَّارِ *

১৮৮০. ইসহাক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে আসল এবং বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি এর উপরে আশংকা

করছি। ইতিপূর্বে আরও তিনজন মৃত্যুবরণ করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তো এক কঠিন প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম থেকে নিজকে রক্ষা করেছে।

بَابُ النَّفْيِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

১৮৮১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ *

১৮৮১. ইসহাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ এবং জাফরের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। তাঁদের মৃত্যু সংবাদ আসার পূর্বেই তখন তিনি তাঁদের জন্য ক্রন্দন করলেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

১৮৮২. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَأَبْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لَهُمَا النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ *

১৮৮২. আবু দাউদ (র) - - - - আবু সালামা ও ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাবশার বাদশাহ নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গুনাহ মার্জনার প্রার্থনা কর।

১৮৮৩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ بَصُرَ بِأَمْرَأَةٍ لَاتُظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا مَا أَخْرَجَكَ مِنْ

بَيْتِكَ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْمَيْتِ فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ وَعَزَيْتُهُمْ بِمَيْتِهِمْ قَالَ لَعَلَّكَ بَلَغْتَ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ فَقَالَ لَهَا لَوْ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكَ *

১৮৮৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাদালা (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করছিলাম। এমতাবস্থায় এক মহিলাকে দেখা গেল। আমরা ধারণা করতে পারিনি যে, তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন। যখন তিনি রাস্তার মাঝামাঝি আসলেন, তখন তিনি থেমে গেলেন এবং ঐ মহিলা তাঁর কাছে পৌছলেন, তখন আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তিনি তাঁকে বললেন, হে ফাতিমা, তোমার ঘর থেকে তোমাকে কিসে বের করল? তিনি বললেন, আমি এ মৃত ব্যক্তির পরিজনদের কাছে গিয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ জ্ঞাপন করলাম এবং মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করলাম। তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি তাদের সাথে কুদা (কবরস্থান) পর্যন্ত গিয়েছিলে। ফাতিমা (রা) বললেন, আমি সেখানে যাওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। তিনি বললেন, যদি তুমি তাদের সাথে সেখানে যেতে তবে তোমার পিতার দাদা জান্নাত না দেখা পর্যন্ত তুমি জান্নাত পেতে না।

غُسْلُ الْمَيْتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

পানি ও কুল পাতা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া

١٨٨٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَحْتُنَّ فَاذِنْتُنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ *

১৮৮৪. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে আতিয়া আনাসারিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ইন্তিকাল করলে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দাও। তিন বা পাঁচবার কিংবা তোমরা ভাল মনে করলে আরো অধিকবার। আর শেষের বার তোমরা কর্পূর মিশ্রিত করবে। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, কিছু কর্পূর মিশাবে। তোমরা গোসল সমাপ্ত করলে

আমাকে জানাবে। আমরা গোসল সারার পর তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর একটি চাদর আমাদের দিলেন এবং বললেন, এটি তাঁর শরীরের সাথে জড়িয়ে দাও।

بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيمِ

অনুচ্ছেদ : গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়া

১৮৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ تُوْفِي ابْنِي فَجَرَعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ لَا تَغْسِلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ فَاَنْطَلَقَ عُكَّاشَةٌ بِنْتُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا فَلَا نَعْلَمُ إِمْرَأَةً عَمِرَتْ مَا عَمِرَتْ *

১৮৮৫. কুতায়বা ইবন সায়ীদ (র) - - - - উম্মে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পুত্র ইস্তিকাল করল। আমি তাতে মর্মান্বিত হলাম। আর যে গোসল দিচ্ছিল আমি তাকে বললাম, আমার পুত্রকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল দিয়ে মেরে ফেল না। উসামা ইবন মিহসান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে মহিলার কথা তাঁকে অবহিত করলেন, তিনি মুচকি হাসলেন, এরপর বললেন, কী বলেছে সে? তার আয়ু দীর্ঘ হোক। ফলে এ মহিলার মত অন্য কোন মহিলা এত দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন বলে আমরা জানি না।

نَقْضُ رَأْسِ الْمَيِّتِ

মৃতের মাথার চুল খুলে দেওয়া

১৮৮৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ حَفْصَةَ تَقُولُ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةٍ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قَالَتْ نَعَمْ *

১৮৮৬. ইউসুফ ইবন সায়ীদ (র) - - - - হাফসা (রা) বলেন, উম্মে আতিয়া (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর কন্যার চুলকে তিন অংশে বিভক্ত করেছিলেন। আমি বললাম, তাঁরা কি তা খুলে তিন ভাগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

مَيَّامِنِ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ

মৃতের ডান দিক ও ওয়ূর স্থান

১৮৮৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ أَبَدَانٍ بِمَيَّامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا *

১৮৮৭. আমার ইব্ন আলী (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে বলেছিলেন, তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং ওয়ূর স্থান থেকে আরম্ভ কর।

غَسْلُ الْمَيِّتِ وَتَرَأُ

মৃতকে বেজোড় গোসল দেওয়া

১৮৮৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَاتَتْ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَتَرَأُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَمَشْطِنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَالْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا.

১৮৮৮. আমার ইব্ন আলী (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক কন্যার মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তাকে কুল পাতা ও পানি দিয়ে গোসল দাও। আর তাকে তিন-পাঁচ অথবা সাতবার বেজোড় গোসল দিবে, যদি তোমরা তা ভাল মনে কর। আর শেষবার কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা কাজ সমাপ্ত করলে আমাকে সংবাদ দিও। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে তাঁর ইয়ার দিয়ে বললেন, এটি তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। আমরা তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে আঁচড়িয়ে দিলাম এবং তা পেছনে করে দিলাম।

غَسْلُ الْمَيِّتِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ

মৃত ব্যক্তিকে পাঁচবারের অধিক গোসল দেওয়া

১৮৮৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنُبْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ *

১৮৮৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যার গোসল দেওয়ার সময়ে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তাকে পানি ও কুল পাতা দিয়ে তিন বার, পাঁচবার অথবা তোমরা ভাল মনে করলে আরো অধিকবার গোসল দিবে। শেষবার কর্পূর দিবে। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, কিছু কর্পূর দিবে। যখন তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের দিকে তাঁর চাদর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

غَسَلُ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ

মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল দেওয়া

১৮৯০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوَفَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنُبْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ *

১৮৯০. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিক যতবার ভাল মনে হয় হয় গোসল দিও পানি এবং বরই পাতা দ্বারা, আর শেষবার কর্পূরের কিছু অংশ দিয়ে দিও। আর যখন তোমরা অবসর হবে আমাকে সংবাদ দেবে। আমরা যখন অবসর হলাম তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও।

১৮৯১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ *

১৮৯১. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, হ্যাঁ; এতটুকু পার্থক্য যে, তিনি বলেছেন তিনবার, পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিক, যদি তোমরা ভাল মনে কর।

১৮৯২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ إِخْوَتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ تَوَفَّيْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنِّي قُلْتُ وَتَرَأَى قَالَ نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتَنِي فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ *

১৮৯২. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে আমাদের তাকে গোসল করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তাকে তিনবার পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিকবার গোসল করাবে, যদি তোমরা ভাল মনে কর। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাও কি বেজোড় সংখ্যায় করতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবং শেষের বারে কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দেবে। আর যখন তোমরা অবসর হবে আমাকে সংবাদ দেবে। যখন আমরা অবসর হলাম তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও।

الْكَافُورُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় কর্পূর ব্যবহার করা

১৮৯৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنِّي ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتَنِي فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقَّوهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ قَالَ أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ *

১৮৯৩. আমর ইবন যুরারাহু (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল করছিলাম। তিনি বললেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাবে। যদি তোমরা ভাল মনে কর পানি এবং বরই পাতা দ্বারা। আর শেষ বারে কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দেবে। আর তোমরা অবসর হলে আমাকে সংবাদ দেবে। আমরা অবসর হলে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুবা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও। বর্ণনাকারী বলেন, হাফসা (রা) বলেছেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার গোসল করাবে। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, আমরা তার চুল আঁচড়িয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলাম।

১৮৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

১৮৯৪. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার মাথা (মাথার চুল) আমরা তিনভাগে বিভক্ত করে দিলাম।

১৮৯৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ *

১৮৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা তাঁর মাথা (মাথার চুল) তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলাম।

الْأَشْعَارُ

শরীরের সংগে মিলিয়ে পোশাক দেওয়া

১৮৯৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَدِمَتْ تَبَادُرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ حَدَّثْتَنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافَرًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنِيْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ (ای محمد بن سیرین) عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا أَذْرى أَى

بَنَاتِهِ قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ أَتَوَزَّرُ بِهِ قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ
الْفَفْنَهَاءُ فِيهِ *

১৮৯৬. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) একজন আনসারী মহিলা ছিলেন, তিনি (বসরায়) এসে তাড়াতাড়ি তার ছেলের কাছে গেলেন। কিন্তু তাকে পেলেন না। (কারণ, সে ইতিপূর্বে মারা গিয়েছিল) তিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন তাঁর মেয়েকে গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করা হবে যদি তোমরা ভাল মনে কর পানি এবং বরই পাতা দ্বারা এবং শেষবার কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দেবে। আর যখন তোমরা অবসর হবে আমাকে সংবাদ দিবে। যখন আমরা অবসর হলাম তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুবা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন এর চেয়ে কিছু বলেন নি। রাবী আইয়ুব ইব্ন তামীমা বলেন যে, আমি জানি না সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন্ মেয়ে ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তার কাফনের নীচে দিয়ে দাও” এর অর্থ কি? এটা কি তাকে পায়জামা হিসাবে পরিধান করানো হবে? তিনি বললেন, তা আমার মনে হয় না, তবে তিনি হয়তো বলেছিলেন তা দিয়ে পেঁচিয়ে দাও।

١٨٩٧. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوْفِّي أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ ذَلِكَ وَاغْسِلْنَهَا
بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلْنَ فِي أَخْرِ ذَلِكَ كَافُورًا أَوْ شَيْءَ مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا
فَرَعْتُنْ فَأَذِنْنِي قَالَتْ فَأَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ *

১৮৯৭. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি বললেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিক বার গোসল করাও যদি তোমরা ভাল মনে কর। আর তাকে পানি এবং বরই পাতা দ্বারা গোসল করাও আর শেষ বারে কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দিও। তোমরা অবসর হলে আমাকে সংবাদ দিও। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি আমাদের স্বীয় জুবা দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও।

الْأَمْرُ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ

উত্তম কাফন পরিধান করানোর আদেশ

١٨٩٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقْيُ الْقَطَّانُ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيدٍ

وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَانَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا وَكَفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الْإِنْسَانُ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ *

১৮৯৮. আব্দুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার খুতবা দিলেন এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে এই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাকে রাতে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে উত্তম কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনা প্রয়োজনে রাতে কবর দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যখন তোমাদের কেউ কারো অভিভাবক হবে তাকে উত্তম কাফন পরিধান করাবে।

أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ

কোন ধরনের কাফন উত্তম ?

১৮৯৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ *

১৮৯৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তা সর্বোত্তম এবং পবিত্রতম এবং তা দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

كَفَنُ النَّبِيِّ ﷺ

নবী ﷺ-এর কাফন

১৯০০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي خَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بَيْضِ *

১৯০০. ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহুল নামক স্থানের তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল।

১৯.১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ *

১৯০১. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহুল নামক স্থানের তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল; তাতে কুর্তা এবং পাগড়ি ছিল না।

১৯.২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ يَمَانِيَّةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَيُرَدُّ مِنْ حَبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أَتَى بِالْبُرْدِ وَلَكِنْهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكْفَنُوهُ فِيهِ *

১৯০২. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি ইয়ামানী সাদা সুতী কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল; তাতে কুর্তা এবং পাগড়ি ছিল না। যখন আয়েশা (রা)-এর কাছে লোকদের দুই কাপড়ে এবং একটি নকশা করা চাদরে কাফন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হল, তখন তিনি বলেন, তা আনা হয়েছিল কিন্তু উপস্থিত সাহাবীগণ তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁকে কাফন দিয়েছিলেন না।

الْقَمِيصُ فِي الْكَفَنِ

কাফনে কুর্তা ব্যবহার করা

১৯.৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أَكْفِنَهُ فِيهِ وَصَلُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ ثُمَّ قَالَ إِذَا فَرَعْتُمْ فَأَذِنُونِي أَصَلِّي عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلِّ

عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ *

১৯০৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর মৃত্যু হল তার ছেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনি আমাকে স্বীয় কুর্তী দিয়ে দিন যাতে আমি তা দিয়ে তাকে দিতে পারি এবং তার জানাযা পড়িয়ে দিন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বীয় কুর্তী দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, যখন তোমরা অবসর হও আমাকে সংবাদ দিও আমি তার জানাযা পড়াব। উমর (রা) তাঁকে টেনে নিয়ে বললেন, আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর জানাযা পড়লেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ (তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবে না।) এরপর তিনি মুনাফিকদের জন্য জানাযা পড়া ছেড়ে দিলেন।

١٩.٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَقْدٍ وَضَعَ فِي حُفْرَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَأَمَرَبِهِ فَأَخْرَجَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

১৯০৪. আব্দুল জব্বার ইব্ন আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর কবরের কাছে আসলেন, ইতিপূর্বে তাকে দাফন করা হয়েছিল। তিনি সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাকে কবর থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন। তাকে বের করা হল। তিনি তাকে স্বীয় হাটু দ্বয়ের উপর রাখলেন এবং তাকে নিজ কুর্তী পরিয়ে দিলেন এবং স্বীয় থুথু তার শরীরের উপর ছিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

١٩.٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَبَتِ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونُهُ فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَكَسَوْهُ أَيَّاهُ *

১৯০৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) মদীনাতে ছিলেন। আনসারগণ তাঁকে পরিধান করানোর জন্য একটি কাপড় তালাশ করে এমন কোন কুর্তী

সংস্থান করতে পারলেন না যা তাঁর গায়ে লাগে আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর কুর্তা ব্যতীত। অগত্যা সেটাই তাঁকে পরিধান করালেন।

১৯.৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ ح
وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ
سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ حَدَّثَنَا خُبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ
يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا
نُكْفِنُهُ فِيهِ إِلَّا تَمْرَةً كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا
رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُقْطِيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ
عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخَرَ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا *

১৯০৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) এবং ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - খাবাব (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে হিজরত করলাম। অতএব
আমাদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় গেল। তাই আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করল তারা স্বীয়
প্রতিদান (গণীমতের সম্পদ) কিছুই ভোগ করতে পারল না যেমন মুসআব ইব্ন উমায়র (রা), যিনি উহুদের
জিহাদে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। আমরা তাঁর কাফন উপযোগী কোন কাপড়ের সংস্থান রাতে পেরেছিলাম
না। শুধুমাত্র একটি চাদর ছাড়া যা দিয়ে তার মাথা কাফনে ঢাকলে পা বের হয়ে যেত আর পা ঢাকলে মাথা
বের হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিয়ে পা দিয়ে ঘাস দিয়ে দেওয়ার জন্য
আমাদের নির্দেশ দিলেন। আর আমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা স্বীয় প্রতিদান পেয়েছে এবং তা
ভোগও করেছে।

كَيْفَ يُكْفَنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

মুহরিম মৃত্যুবরণ করলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে ?

১৯.৭. أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوا
الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ الَّذِينَ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي
ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطِيبٍ وَلَا تَخْمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مُحْرِمًا

১৯০৭. উতবা ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইহরাম পরিহিত ব্যক্তিকে তার পরিধানের কাপড়দ্বয়ে গোসল দেবে পানি এবং বরই পাতা দ্বারা আর তাকে তার কাপড়দ্বয় দ্বারা কাফন দেবে এবং তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না আর তার জন্য মাথা ঢেকে দেবে না। কেননা, সে কিয়ামতের দিন ইহরাম পরিহিত অবস্থায় উত্তিত হবে।

الْمِسْكُ

কস্তুরী

১৯.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالََا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطِيبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ *

১৯০৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরী অন্যতম।

১৯.৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الزِّيَّانِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ *

১৯০৯. আলী ইব্ন হুসায়ন দিরহামী (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরী অন্যতম।

الْأَذْنُ بِالْجَنَازَةِ

জানাযার অনুমতি প্রদান করা

১৯১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرَضَتْ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَرَضِهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَتْ فَأَذِنُونِي فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا وَكَرْهُوْا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا فَقَالَ

لَمْ أَمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهْنَا أَنْ نُؤْخِظَكَ لَيْلًا
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ
تَكْبِيرَاتٍ *

১৯১০. কুতায়বা (র) - - - আবু উসামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক অসহায় মহিলা অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তার অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায়দের সেবা শুশ্রূষা করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে (অসহায় মহিলা) মারা যায় তবে আমাকে সংবাদ দিও। রাতে তার জানাযা পড়া হল আর সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। যখন সকাল হল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ঘটনা জানানো হল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের আমাকে সংবাদ দিতে বলিনি? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আপনাকে রাতে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের পার্শ্বে নিয়ে লোকজন নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবীর বললেন।

السُّرْعَةُ بِالْجَنَازَةِ

জানাযা তাড়াতাড়ি পড়া

١٩١١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي
قَالَ قَدِّمُونِي وَإِذَا وَضِعَ الرَّجُلُ يَغْنَى السُّوءَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَيْنَ
تَذْهَبُونَ بِي؟ *

১৯১১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন মিহরান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন নেককার ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় সে বলে, “আমাকে শীঘ্র পাঠাও, আমাকে শীঘ্র পাঠাও” আর যখন কোন বদকার ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে হায়! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

١٩١٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضِعَ
الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي

قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ إِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا
يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ *

১৯১২. কুতায়বা (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় আর লোকজন তাকে কাঁধে বহন করে যদি সে নেককার হয় তবে সে বলতে থাকে, “আমাকে শীঘ্র পাঠাও, আমাকে শীঘ্র পাঠাও, আর যদি বদকার হয় তবে বলতে থাকে, হায়! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্য সবাই শুনে পায়। যদি মানুষ তা শুনে পেত তবে অবশ্যই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ত।

১৯১৩. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে। যদি সে নেককার হয় তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি তার কল্যাণের দিকে পাঠিয়ে দাও। আর যদি বদকার হয় তবে একজন বদকারকে তোমরা স্বীয় স্বন্ধ থেকে নামিয়ে রাখ।

১৯১৪. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলবে। যদি সে নেককার হয় তবে তোমরা তাকে স্বীয় কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে আর যদি বদকার হয় তবে একজন বদকারকে তোমরা স্বীয় স্বন্ধ থেকে নামিয়ে রাখবে।

১৯১৫. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলবে। যদি সে নেককার হয় তবে তোমরা তাকে স্বীয় কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে আর যদি বদকার হয় তবে একজন বদকারকে তোমরা স্বীয় স্বন্ধ থেকে নামিয়ে রাখবে।

১৯১৬. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলবে। যদি সে নেককার হয় তবে তোমরা তাকে স্বীয় কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে আর যদি বদকার হয় তবে একজন বদকারকে তোমরা স্বীয় স্বন্ধ থেকে নামিয়ে রাখবে।

أَهْلَ عِبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيَهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُؤِيدًا رُؤِيدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَكَانُوا يَدْبُونَ دَبِيبًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَغْضِ طَرِيقِ الْمَرْبِدِ لَحِقْنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسُّوْطِ وَقَالَ خَلُّوا فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمْلًا فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ *

১৯১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (রা) - - - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যিয়াদ (রা) খাটিয়ার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন আব্দুর রহমান (রা)-এর কিছু পরিবার-পরিজনের কিছু লোক এবং গোলামগণ জানাযার খাটিয়াকে সম্মুখে রেখে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, “তোমরা ধীরে ধীরে চলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বরকত দিন।” তারা ধীরে ধীরে চলছিল। যখন আমরা মিরবাদ নামক জায়গার রাস্তায় পৌঁছলাম আবু বাকরা (রা) খচ্চরের উপর আরোহনাবস্থায় আমাদের সাথে মিলিত হলেন, তাদের কার্যকলাপ দেখে খচ্চরে আরোহনাবস্থায় তাদের দিকে ধাবিত হলেন এবং তাদের দিকে চাবুক নিয়ে ঝুঁকলেন এবং বললেন, তোমরা এ সমস্ত ছাড়, ওই সত্তার শপথ! যিনি আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-কে সম্মানিত করেছেন, আমার স্মরণ আছে আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা জানাযা নিয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম। একথা শুনে লোকজন খুশী হয়ে গেল।

১৯১৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اسْمَعِيلَ وَهَشِيمٌ عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمْلًا *

১৯১৬. আলী ইব্ন হুজর (রা) - - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম: আমরা জানাযা নিয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম।

১৯১৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْمَعِيلَ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تَوْضَعَ *

১৯১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন দুরুস্তা (রা) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমার কাছ দিয়ে কোন জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। আর যারা জানাযার সাথে যাবে তারা জানাযা রাখার পূর্বে বসবে না।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য দাঁড়াবার আদেশ

১৯১৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تَخْلُفَهُ أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُفَهُ *

১৯১৮. কুতায়বা (র) - - - - আমির ইবন রাবী'আ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন জানাযা দেখে তখন যদি সে তাদের সাথে না যায় তবে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানাযার পিছনে পড়ে কিংবা পিছনে পড়ার পূর্বে জানাযা রাখা হয়।

১৯১৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تَخْلُفَكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ *

১৯১৯. কুতায়বা (র) - - - - আমির ইবন রাবী'আ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : তোমরা যখন জানাযা দেখবে তখন তোমরা তার পিছনে না পড়া পর্যন্ত কিংবা তা না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

১৯২০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ ح وَآخِبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوَضَّعَ *

১৯২০. আলী ইবন হুজর (র) ও ইসমাইল ইবন মাসউদ - - - - আবু সাঈদ (রা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা জানাযা দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে তার অনুগমন করবে সে যেন তা রাখার পূর্বে না বসে।

১৯২১. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوَضَّعَ *

১৯২১. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোন জানাযার উপস্থিতি হয়ে কখনও তা রাখার পূর্বে বসতে দেখিনি।

১৯২২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ح وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ اسْحَقَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ *

১৯২২. আমার ইব্ন আলী ও ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কুব (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ দিয়ে লোকজন জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

১৯২৩. أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ *

১৯২৩. আইয়ুব ইব্ন মুহাম্মাদ ওয়াযযান (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি জানাযা দেখা দিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন আর তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ জানাযা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে রইলেন।

الْقِيَامُ لِجَنَازَةِ الْمُشْرِكِينَ

মুশরিকদের মৃত দেহের জন্য দাঁড়ানো

১৯২৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرُّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ

لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَأَمُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةِ فَقَامَ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا *

১৯২৪. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - সহল ইবন হুনাযফ ও কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদাহ (রা) কাদিসিয়ায় ছিলেন। তাঁদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন, এখন তাঁদেরকে বলা হলো, “এতো যিশীর (আশ্রিত বিধর্মী) লাশ, “তখন তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, “সে তো ইয়াহুদী” তিনি বললেন, সে কি মানুষ নয় ?

১৯২৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ وَأَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةٌ
يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنْ لِلْمَوْتِ فَرْغًا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا *

১৯২৫. আলী ইবন হুজর ও ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এতো এক ইয়াহুদী মহিলার জানাযা।” তিনি বললেন, ‘প্রত্যেক মৃত্যুতেই ভীতি আছে। অতএব যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে।’

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

না দাঁড়ানোর অনুমতি

১৯২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا
فَقَالَ عَلِيُّ مَا هَذَا قَالُوا أَمْرُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ *

১৯২৬. মুহাম্মাদ ইবন মানসুর (র) - - - - আবু মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছ দিয়ে একটি জানাযা গেলে তাঁরা (আলী (রা)-এর

কাছে উপবিষ্ট লোকজন) দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আলী (রা) বললেন, “এ কি?” তাঁরা বললেন, আবু মুসা (রা)-এর নির্দেশ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদী মহিলার জানাযার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর আর তা করেন নি।

১৭২৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ جَنَازَةَ مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ *

১৯২৭. কুতায়বা (র) - - - - মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত : হাসান ইবন আলী এবং ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা গেলে হাসান (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু ইবন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। তখন হাসান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ইয়াহুদীর জানাযার জন্য দাঁড়ান নি? ইবন আব্বাস বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি দাঁড়ান নি।

১৭২৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَرَّ بِجَنَازَةٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ *

১৯২৮. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবন আলী এবং ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন হাসান (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু ইবন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। তখন হাসান (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এর জন্য দাঁড়ান নি? ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি বসে পড়েন।

১৭২৯. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَلَسَ ؟ قَالَ لَهُ الَّذِي جَلَسَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَلَسَ *

১৯২৯. ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু মিজলায (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় তাঁদের একজন দাঁড়ালেন অন্যজন বসে রইলেন। তখন যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বললেন, তুমি তো নিশ্চয় জানো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিলেন? যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন।

১৯৩০. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرٌّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مُرٌّ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا فَكَّرَهُ أَنْ تَعْلُو رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ *

১৯৩০. ইবরাহীম ইব্ন হারুন বলখী (র) - - - জাফরের পিতা মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইব্ন আলী (রা) বসা ছিলেন, তখন তাঁর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই জানাযা চলে না যাওয়া পর্যন্ত লোকজন দণ্ডায়মান ছিল। তখন হাসান (রা) বললেন, একজন ইয়াহুদীর জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। ইয়াহুদীর জানাযা তাঁর মাথার উপর দিয়ে যাবে তা তিনি অপছন্দ করার কারণে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ *

১৯৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র) - - - আবু যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে এক ইয়াহুদীর জানাযা যাচ্ছিল তখন তিনি তা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন।

১৯৩২. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ *

১৯৩২. আবু যুবাইর (র) - - - আমাদেরকে সংবাদ এ দিয়েছেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক ইয়াহুদীর জানাযার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তা অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

১৯৩৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ *

১৯৩৩. ইসহাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল যে, এটাতো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন, আমরা তো ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছি।

إِسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ

মৃত্যুতে মুমিনের নিষ্কৃতি প্রাপ্তি

১৯৩৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَاخٌ مِنْهُ فَقَالُوا مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ *

১৯৩৪. কুতায়বা (র) - - - - আবু কাতাদা ইবন রিবয়ী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, হয়তো বা এ ব্যক্তি নিষ্কৃতি পাচ্ছে বা তার থেকে লোকজন নিষ্কৃতি পাচ্ছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেই বা নিজে নিষ্কৃতি পায় আর কার থেকেই বা লোকজন নিষ্কৃতি পায়? তিনি বললেন, যে মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে এখন সে দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পায় আর গুনাহগারের মৃত্যু হলে তার মৃত্যুতে অন্যান্য লোকজন, জনপদ, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল তার থেকে নিষ্কৃতি পায়।

الْإِسْتِرَاحَةُ مِنَ الْكُفَّارِ

কাফির থেকে নিষ্কৃতি

১৯৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ
الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْ أَوْصَابِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَأَذَاهَا وَالْفَاجِرُ
يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ *

১৯৩৫. মুহাম্মাদ ইবন ওয়াহাব (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একটি জানাযা দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয়তো বা সে নিষ্কৃতি পাচ্ছে বা তার থেকে মুমিনগণ নিষ্কৃতি পাচ্ছে। মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে তার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত থেকে নিষ্কৃতি পায় আর শুনাহগার মৃত্যুবরণ করলে তার থেকে অন্যান্য লোকজন, জনপদ, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল নিষ্কৃতি পায়।

بَابُ الثَّنَاءِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

١٩٣٦. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرُّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبْتُ
وَمَرُّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَتْنِي عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبْتُ فَقَالَ
عُمَرُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَرُّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتُ وَجَبْتُ وَمَرُّ
بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ وَجَبْتُ فَقَالَ مَنْ أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ
فِي الْأَرْضِ *

১৯৩৬. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা যেতে লাগলে তার উত্তম প্রশংসা করা হল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেল। আর একটি জানাযা যাচ্ছিল, যার পাপের আলোচনা করা হচ্ছিল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। তখন উমর (রা) বললেন, আপনার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক; একটি জানাযা যাচ্ছিল যার ভাল প্রশংসা করা হল, আর আপনি বললেন যে, তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হয়ে গেল। অন্য আর একটি জানাযা যাচ্ছিল যার পাপের আলোচনা করা হচ্ছিল আর আপনি বললেন যে, তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যার ভাল প্রশংসা কর তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হয়ে যায় আর তোমরা যার পাপের আলোচনা কর তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে যায়। কারণ, তোমরা জমীনে আল্লাহর সাক্ষী।

১৭৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَامِرٍ وَجَدَهُ أُمِيَّةَ بْنَ خَلْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَتْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَوْلُكَ الْأُولَى وَالْأُخْرَى وَجِبَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلَائِكَةُ شُهِدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهِدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ *

১৯৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী ﷺ-এর নিকট একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ভাল প্রশংসা করছিল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতঃপর অন্য একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল যার পাপের আলোচনা করছিল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। তারা বললো, প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার একই মন্তব্য “সাব্যস্ত হয়ে গেল ?” নবী ﷺ বললেন, ফেরেশতাগণ আসমানে আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষী আর তোমরা যমীনে আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষী।

১৭৩৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمُرٌّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ ثُمَّ مُرٌّ بِأُخْرَى فَأَتْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ ثُمَّ مُرٌّ بِالثَّالِثِ فَأَتْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجِبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا الْخَيْرُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قُلْنَا أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ *

১৯৩৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবুল আসওয়াদ দোয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনা শরীফে এসে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর পাশে বসেছিলাম। এমন সময়ে একটি

জানাযা নিয়ে যাওয়া হাছিল আর তার সাথীরা তার সম্পর্কে ভাল প্রশংসা করছিল। তখন উমর (রা) বললেন যে, তার জন্য (জান্নাত) সাব্যস্ত হয়ে গেল। তৃতীয়বার আরো একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার হাছিল আর তার সম্পর্কে তার সাথীরা মন্দ আলোচনা করছিল। তখন উমর (রা) বললেন যে, তার জন্য (দোযখ) সাব্যস্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, কি সাব্যস্ত হয়ে গেছে ইয়া আমীরাল মু'মিনীন? তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রকম বলেছেন, আমি সে রকমই বলেছি যে, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চারজন মানুষ ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন মানুষ সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, তিনজন মানুষ সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম, যদি দুইজন মানুষ সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, দুইজন মানুষ সাক্ষ্য দিলেও।

النَّهْيُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلَكِيِّ إِلَّا بِخَيْرٍ

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ব্যতীত মন্তব্য না করা

১৭৩৭. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هَالِكٌ بِسُوءٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوا هَلَكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ *

১৯৩৯. ইবরাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করা হলে তিনি বললেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য ছাড়া মন্তব্য করবে না।

النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বলার নিষেধাজ্ঞা

১৭৪০. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ بَشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا *

১৯৪০. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (মুসলমান) মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বলবে না। কেননা তারা স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

১৭৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَثْنَانِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ *

১৯৪১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জন্তু মৃত ব্যক্তির পিছু পিছু যায়। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পত্তি এবং তার কৃতকর্ম। অতঃপর দুইটি বস্তু ফিরে আসে তার পরিবার-পরিজন এবং তার ধন-সম্পত্তি আর অন্য বস্তুটি তার সাথেই থেকে যায় আর তা হল তার কৃতকর্ম।

١٩٤٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٌ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ *

১৯৪২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির উপর অন্য মুমিন ভাইয়ের ছয়টি অধিকার রয়েছে : (১) যখন অসুস্থ হবে তার সেবা শুশ্রূষা করবে ; (২) তার জানাযায় উপস্থিত হবে যখন সে মারা যাবে ; (৩) তার আতিথ্য গ্রহণ করবে যখন সে দাওয়াত করবে ; (৪) যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে ; (৫) যখন সে হাঁছি দেবে তখন তার উত্তরে اللَّهُ يَرْحَمُكَ বলবে ; (৬) তার কল্যাণ কামনা করবে সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক।

الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

জানাযার পিছু পিছু যাওয়ার নির্দেশ

١٩٤٣. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ح وَأَنْبَاءَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ هُنَادُ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ

السَّلَامُ وَإِجَابَةُ الدَّاعِي وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِرِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ
 انِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْفَسِيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَاجِ *

১৯৪৩. সুলায়মান ইব্ন মানসূর বালখী (র) এবং হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে বারণ করেছেন, অসুস্থের হাঁছি দাতার উত্তরে اللَّهُ يَرْحَمُكَ বলার, শপথ পূরণে সহায়তার, অত্যাচারিতের সাহায্য করার, সালাম বিস্তারের, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করার এবং জানাযার পিছু পিছু গমন করার তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি স্বর্ণের আংটি পরিধান, রৌপ্য পাত্র ব্যবহার, রেশম নির্মিত গদী ব্যবহার, কসি (এক প্রকার মিসরীয় কাপড়) নির্মিত কাপড় পরিধান, রেশমী মোটা কাপড় ব্যবহার এবং রেশম ও দীবাজ (এক প্রকার রেশমী পোষাক) ব্যবহার থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন।

فَضْلٌ مِّنْ يَتَّبِعُ جَنَازَةً

জানাযার অনুগমনকারীদের ফযীলত

১৯৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرٌ عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
 الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ وَمَنْ مَشَى مَعَ
 الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحْدٍ *

১৯৪৪. কুতায়বা (র) - - - - - মুসাইয়াব ইব্ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা) -কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুগামী হয় তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব রয়েছে। এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

১৯৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ
 عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ
 جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ
 قِيرَاطٌ *

১৯৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুগামী হয় তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যদি দাফনের পূর্বেই ফিরে তবে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব।

مَكَانُ الرَّكَّابِ مِنَ الْجَنَازَةِ

জানাযায় আরোহীর অবস্থান

১৯৬৬. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ جَمِيعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكَّابُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ *

১৯৪৬. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরোহী জানাযার পিছনে চলবে। পদব্রজে চলাকারী জানাযার যেখান দিয়ে ইচ্ছা সেখান দিয়ে চলতে পারে। নবজাত শিশুর (ক্রন্দন করার পর মারা গেলে) জানাযা আদায় করা হবে।

مَكَانُ الْمَاشِي مِنَ الْجَنَازَةِ

জানাযায় পদব্রজে চলাকারী ব্যক্তির চলার স্থান

১৯৬৭. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سَعِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَمِّهِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكَّابُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ *

১৯৪৭. আহমদ ইবন বাক্কার হাররানী (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাওয়াযী জানাযার পিছনে চলবে আর পদব্রজ চলাকারী ব্যক্তি যেখায় দিয়ে ইচ্ছা সেখান দিয়ে চলবে। আর নবজাত শিশুর (ক্রন্দন করার পর মারা গেলে) জানাযা আদায় করা হবে।

১৯৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَقَتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ *

১৯৪৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম আলী ইবন হুজর এবং কুতায়রা (র) - - - - সালেম (রা)-এর পিতা (আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা)-কে জানাযার আগে আগে পায়ে হেঁটে চলতে দেখেছেন।

১৯৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَنْصُورٌ وَزِيَادٌ وَبَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَأَنْلٍ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنَ الزُّهْرِيِّ يَدُّثُ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ "قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطُّهُ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ" *

১৯৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা)-কে জানাযার আগে আগে পায়ে হেঁটে চলতে দেখেছেন।

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার নির্দেশ

১৯৫০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنْ أَخَاكُمْ قَدِمَاتِ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ" *

১৯৫০. আলী ইব্ন হুজর এবং আমর ইব্ন যুরারা নিশাপুরী (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (নাজ্জাশী) মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা প্রস্তুত হও এবং তার উপর জানাযার সালাত আদায় কর।*

الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيَّانِ

শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা

১৯৫১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبْيٍ مِّنْ صَبِيَّانِ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ طُوبَى لِهَذَا عَصْفُورٍ مِّنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يَدْرِكْهُ قَالَ أَوْغَيْرُ

১. এই হাদীস দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মৃত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে জানাযার সালাত জায়েয কিন্তু আবু হানিফা (র)-এর জায়েয নহে, ইহা শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

ذَٰلِكَ يَاعَاثِشَةُ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ *

১৯৫১. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একটি আনসারী বালকের মৃতদেহ আনা হলে তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্য হতে এ চড়ুই পাখীটি কতই ভাগ্যবান! সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এর অন্যথাও হতে পারে হে আয়েশা (রা)। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের সৃষ্টি করেছেন স্বীয় পিতার ঔরসে এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন আর তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টি করেছেন স্বীয় পিতার ঔরসে।

الصَّلَاةُ عَلَى الْأَطْفَالِ

শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٥٢. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرَّأِيبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৫২. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরোহীরা জানাযার পিছু পিছু চলবে আর পদব্রজে চলাকারী জানাযার যে দিক দিয়ে ইচ্ছে সে দিক দিয়ে চলবে। (ফ্রন্দন করার পর মারা গেলে) নবজাতকের জানাযার সালাত আদায় করা হবে।

أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ

মুশরিকদের সন্তান

١٩٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

১৯৫৩. ইসহাক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলাই তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

১৯৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

১৯৫৪. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলাই তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

১৯৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سئلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

১৯৫৫. মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

১৯৫৬. أَخْبَرَنِي مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سئلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ *

১৯৫৬. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলাই তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

الصلوة عَلَى الشَّهَدَاءِ

শহীদের জানাযার সালাত

১৯৫৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتُ فَادْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ يَصْدُقْكَ فَلْيَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْوَ هُوَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّتِهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيْمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَوَاتِهِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ *

১৯৫৭. সুওয়াইদ ইব্ন নসর (র) - - - - - শাদ্দাদ ইব্ন হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর উপর ঈমান আনলো এবং তাঁর অনুসরণ করল। অতঃপর বললো যে, আমি আপনার সাথে হিজরতকারী অবস্থায় অবস্থান করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে কোন সাহাবীকে ওসিয়্যত করলেন। এক যুদ্ধে নবী ﷺ গণীমত স্বরূপ কিছু বন্দী হস্তগত হল। তিনি সেগুলো বণ্টন করে দিলেন এবং ঐ গ্রাম্য সাহাবীকেও দিলেন। তার অংশ একজন সাহাবীকে দিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উট চরাতে। যখন তিনি আসলেন সেগুলো তাকে দেওয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি? তারা বলেন, তোমার অংশ যা তোমাকে নবী ﷺ দিয়েছেন। তিনি সেগুলো নিলেন এবং সেগুলো নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, এগুলো কি? নবী ﷺ বললেন, এগুলো আমি তোমার জন্য বণ্টন করেছি। তখন তিনি বললেন, এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি বরং এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে স্থায়ী গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শহীদ হতে পারি ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস কর। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার সে আশা সত্য করে দেখাবেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি শত্রু নিধনের জন্য দৌড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আনা হলে দেখা গেল ঠিক

ঐ স্থানেই তীর বিদ্ধ ছিল যে দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, এ কি সেই ব্যক্তিই? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাঁকে সম্মুখে রেখে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। তাঁর জানাযা সালাতে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা হল, “হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছে আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।”

১৯০৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَوَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ *

১৯৫৮. কুতায়রা (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন বের হয়ে উহদের শহীদের উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন যেকোন মৃতদের উপর আদায় করা হয়। পরে মিস্বরে ফিরে এসে বললেন, ‘তোমাদের আমি অগ্রগামী দল স্বরূপ পাঠাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।’

تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করা

১৯০৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِيْمَانِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا *

১৯৫৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহদের শহীদের মধ্য হতে দু'জনকে এক কাপড়ে একত্রিত করতেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করতেন যে, কে কুরআন শরীফে সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত? যখন তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হত তখন তাকে কবরে অগ্রে শায়িত করে দিতেন এবং বলতেন যে, আমি এদের জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম। আর শহীদের স্বীয় রক্ত মাখা শরীরে তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করেই বিনা গোসলে দাফন করার নির্দেশ দিতেন।

بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ

অনুচ্ছেদ : রজমকৃত (পাথর নিক্ষেপিত) ব্যক্তিদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করা

১৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَجِمَ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرَكَ فَرَجِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *

১৯৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া এবং নূহ ইব্ন হাবীব (র) - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে যিনার স্বীকারোক্তি করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সে আবারো স্বীকারোক্তি করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সে আবারো স্বীকারোক্তি করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের উপর চার বার সাক্ষ্য দান করল। অতঃপর নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি অপ্রকৃত্ত ? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহিত ? সে বললো, হ্যাঁ, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। যখন পাথর মারা শুরু হল সে অধৈর্য হয়ে দৌড় দিল তখন তাকে ধরে এনে পুনরায় পাথর মারা হল, যাতে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন কিন্তু তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন না।

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْجُومِ

রজমকৃত (পাথর নিক্ষেপিত) ব্যক্তিদের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

১৭৬১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى

فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّهَا فَقَالَ أَحْسَنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتَيْتَنِي بِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ
جَاءَ بِهَا فَأَمَرَبِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ
مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

১৯৬১. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো যে, আমি যিনা করেছি আর সে
গর্ভবতী ছিল। তিনি তাকে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের নিকট সোপর্দ করে দিলেন এবং বললেন : এর সাথে
সদ্যবহার কর, আর যখন সে প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। প্রসবের পর
তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। তার উপর
কাপড় জড়ানো হল, পরে পাথর মারা হল। অতঃপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। উমর
(রা) বললেন, আপনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন অথচ সে যিনা করেছে। তিনি
বললেন, সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি সত্তরজন মদীনাবাসীকে বণ্টন করে দেওয়া হত তবে তা
তাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে যেত তুমি কি এরচেয়ে উত্তম তওবা দেখেছ, যে নিজকে আল্লাহ তা'আলার জন্য
উৎসর্গ করে দিয়েছে ?

الصلوة على من يَحْيِفُ فِي وَصِيَّتِهِ

ওসিয়াতে অন্যায়কারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা

১৯৬২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ زَاوَنَ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ
مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ
أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً *

১৯৬২. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি
তার মৃত্যুর সময় নিজের ছয়টি গোলাম মুক্ত করে দিয়েছিল। সেগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পত্তি ছিল
না। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে এ কারণে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন,
আমি ইচ্ছা করেছিলাম, তার জানাযার সালাত আদায় করব না। অতঃপর তিনি তার গোলামদের ডাকলেন

এবং তিনটি ভাগ করে তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং দুইজনকে মুক্ত করে দিয়ে বাকী চারজনকে গোলাম অবস্থায় রেখে দিলেন !

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ غُلٌّ

খিয়ানতকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা

১৭৬৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ أَنَّهُ غُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ *

১৯৬৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - - যায়দ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (গণীমতের মধ্যে) তোমাদের যে সাথী আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খিয়ানত করেছে তার উপর তোমরা জানাযার সালাত আদায় কর। আমরা তার মাল-সামান তল্লাশী চালিয়ে ইয়াহুদীদের মূল্যবান পাথর থেকে একটি পাথর পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহাম সমতুল্য ছিল।

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করা

১৭৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৬৪. মাহমুদ ইবন গায়ালান (র) - - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আবু কাতাদাহ তাঁর পিতা আবু কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একজন আনসারী ব্যক্তির মৃত দেহ আনা হল জানাযার

সালাত আদায় করার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর, যেহেতু সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (র) বললেন, সে ঋণ আমার উপর (সে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার)। নবী ﷺ তা আদায় করার অঙ্গীকার চাইলেন। আদায় করার অঙ্গীকার করা হলে তিনি জানাযার সালাত আদায় করলেন।

১৭৬৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৬৫. আমরা ইবন আলী মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) - - - - - সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একজনের মৃত দেহ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি এর উপর জানাযার সালাত আদায় করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি ঋণগ্রস্ত? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে? সাহাবীগণ বললেন 'না'। তিনি বললেন, তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। একজন আনসারী সাহাবী বললেন, যাকে আবু কাতাদাহ (রা) বলা হয়, "আপনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করুন যেহেতু তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

১৭৬৬. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومِيسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَى بِمَيْتٍ فَسَأَلَ أَعْلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا نَعَمْ عَلَيْهِ دَيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَى يَارَسُؤَلِ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ *

১৯৬৬. নূহ ইবন হাবীব কুমাঈ (র) - - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করতেন না। এক ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর উপর কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, তার উপর দুই দীনার ঋণ রয়েছে। তিনি বললেন,

তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। আবু কাতাদাহ (রা) বললেন, সে দিরহাম আমার উপর হে রাসূলুল্লাহ ﷺ (উহা পরিশোধের দায়িত্ব আমার)। অতঃপর তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন। যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার নিজ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণ রেখে যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের।

১৯৬৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَفَّى الْمُؤْمِنَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَفَّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قِضَاءِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ *

১৯৬৭. ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুমিন ব্যক্তি মারা যেত রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করতেন, তার কি কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি আছে? যদি সাহাবীগণ হ্যাঁ বলতেন, তাহলে তার উপর জানাযার সালাত আদায় করতেন। আর যদি তারা না বলতেন, তাহলে তিনি বলতেন যে, তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের।

تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় না করা

১৯৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ *

১৯৬৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে ফেললো তীরের ফলা দ্বারা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, আমি কিন্তু তার উপর জানাযার সালাত আদায় করব না।

১৯৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَى شَيْءٍ حَادٍ يَقُولُ كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا *

১৯৬৯. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে সে ব্যক্তি দোষখের আগুনে সদা সর্বদা পাহাড় থেকে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে সে ব্যক্তি দোষখের আগুনে সদা সর্বদা স্বীয় হস্তে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি লৌহ দ্বারা আত্মহত্যা করে তার হস্তে একটি লৌহ থাকবে যা দ্বারা দোষখের আগুনে সদা সর্বদা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

الصَّلَاةُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

মুনাফিকদের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

১৯৭০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ سَأَلُوا دُعَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَّتْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَأَعَدُّ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اخْرُجْنِي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي قَدْ خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفْرًا لَه لَزِدْتُ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ وَلَا تُصَلِّ عَلَى

أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرَاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ *

১৯৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার উপর জানাযার সালাত আদায় করার জন্য ডাকা হল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর দিকে দ্রুত গিয়ে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি ইব্ন উবাইর উপর জানাযার সালাত আদায় করবেন ? অথচ সে অমুক, অমুক দিন এরূপ বলেছিল। আমি শুনে গুণে গুণে বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে উমর (রা) আমা হতে সরে যাও, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম তখন তিনি বললেন, আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হলে আমি ইস্তিগফারকেই গ্রহণ করেছি। যদি আমি জানতাম যে, আমি সন্তর বারের বেশী ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি সন্তরবারের বেশীই ক্ষমা চাইতাম। অতঃপর তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তারপরে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাতের দুইটি আয়াত অবতীর্ণ হল, وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ * “তাদের কেহ মারা গেলে আপনি কখনো তার উপর জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ তা‘আলার এবং তদীয় রাসূলের নাফরমানী করেছে এবং তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আমি পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার সেদিনের সাহসিকতায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

الصلوة على الجنازة في المسجد

মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা

১৭৭১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عُبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءٍ الْإِفْئِي الْمَسْجِدِ *

১৯৭১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) এবং আলী ইব্ন হুজর - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহায়ল ইব্ন বায়দা (রা)-এর উপর মসজিদেই জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন।

১৭৭২. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَهِيلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ *

১৯৭২. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইব্ন বায়দা (রা)-এর উপর মসজিদের অভ্যন্তরেই জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন।

الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ

রাত্রে জানাযার সালাত আদায় করা

১৭৭৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتُكَّتْ امْرَأَةٌ بِالْعَوَالِي مِسْكِينَةً فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أَصْلِيَ عَلَيْهَا فَتُوفِّيَتْ فَجَاؤُا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَامَ فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ فَصَلُّوا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاؤُا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا إِنْ نُوقِظَكَ قَالَ فَاَنْطَلِقُوا فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشُوا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفُّوا وَرَأَاهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا *

১৯৭৩. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবু উমামা সাহল ইব্ন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন গ্রাম্য দরিদ্র মহিলা রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং বলতেন যে, সে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর আমার জানাযার সালাত আদায় করা ব্যতীত তাকে কবরস্থ করবে না। কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলে সাহাবীগণ তাকে নিয়ে ইশার পর মদীনায় আসলেন। এসে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিদ্রিতাবস্থায় পেয়ে জাগানো অপছন্দনীয় মনে করে তার উপর জানাযার সালাত আদায় করে বকীয় গরকদ নামক কবরস্থানে তাকে কবরস্থ করে ফেললেন। যখন সকাল হল এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাদের উক্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা তো তাকে কবরস্থ করে ফেলেছি। আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনাকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে জাগানো অশোভনীয় মনে করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ বললেন : তোমরা সকলে চলো। অতঃপর তিনি পদব্রজে চলতে শুরু করলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে চলতে শুরু করলেন। কবরস্থানে এসে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ -কে তার কবর দেখালেন। রাসূলুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে গেলেন, সাহাবীগণও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ মহিলাটির উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন ও চারটি তাকবীর বললেন।

الْصَّفُوفُ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযার সালাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো

১৯৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدَمَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৭৪. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছিলেন : তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন, তোমারা দাঁড়াও এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। তিনি নিজে দাঁড়ালেন এবং আমাদের কাতারবন্দী করালেন যেভাবে আমরা জানাযার সালাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াই। অতঃপর তিনি তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

১৯৭৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ *

১৯৭৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজাশী যে দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিন নবী সাহাবীগণকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ঈদগাহে তাঁদের নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন ও চারটি তাকবীর বলেছিলেন।

১৯৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيُّ لِأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ فَصَلُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ
وَكَبَّرَ أَرْبَعًا *

১৯৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে স্বীয় সাহাবীদের নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন ও চারটি তাকবীর বললেন।

١٩٧٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ
فَصَفَّفْنَا عَلَيْهِ صَفَيْنِ *

১৯৭৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। (জানাযার সালাতে) আমরা দুইটি কাতার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম।

١٩٧٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ
السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ فِي
الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ *

১৯৭৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন সেদিন আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

١٩٧٩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا
فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا
عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ *

১৯৭৯. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন যে, তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা

দাঁড়াও এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং কাতারবন্দী হয়ে গেলাম, যে রকম মৃতের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো হয় এবং তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলাম, যে রকম মৃতের সামনে আদায় করা হয়।

الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ قَائِمًا

জানাযার সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা

১৭৮. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسْطِهَا *

১৯৮০. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উম্মে কা'ব-এর জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম যিনি নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাতে তাঁর ঠিক মাঝখানে বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

اجْتِمَاعُ جَنَازَةِ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ

মহিলা ও শিশুর জানাযার সালাত একত্রিত করা

১৭৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمَّادٍ قَالَ حَضَرْتُ جَنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ فَقَدِمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَأَاهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا السُّنَّةُ *

১৯৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার শিশু ও মহিলার জানাযা একত্রিত হলে শিশুর জানাযা লোকজনের সম্মুখভাবে রাখা হল এবং মহিলার জানাযা শিশুটির পেছনে রাখা হল আর এবং তাদের উভয়ের উপরে জানাযার সালাত আদায় করা হল। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু সাঈদ খুদরী, ইব্ন আব্বাস, আবু কাতাদা এবং আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বললেন যে, এটাই সূনাত।

بَابُ اجْتِمَاعِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

পুরুষ এবং মহিলার জানাযার সালাত একত্রিত করা

১৭৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزٍ جَمِيعِهِمْ فَجَعَلَ يَلُونُ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا وَوَضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وَضِعًا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى بَنِي عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هِيَ السَّنَةُ *

১৯৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র) - - - - ইব্ন জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফেকে বলতে শুনেছি, তাঁর ধারণামতে ইব্ন উমর (রা) একত্রে নয়জনের জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন, পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে আর মহিলাদের জানাযা কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত জানাযা এক কাতারে রাখা হয়েছিল। উম্মে কুলছুম বিন্ত আলী, উমর ইব্ন খাতাব (রা)-এর স্ত্রী এবং তার এক ছেলে যাকে যায়দ বলা হত তাদের জানাযা একত্রে রাখা হয়েছিল। সে দিন ইমাম ছিলেন সাঈদ ইব্ন আস (রা) আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইব্ন উমর, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ এবং আবু কাতাদা (রা) প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে পুরুষদের রাখা হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, (পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে রাখা) আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাবী বলেন যে, আমি ইব্ন আব্বাস আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ এবং আবু কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকলাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তাঁরা বললেন, এটাই সন্নাহ।

১৭৮৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ح وَأَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنِ الْمَكْتَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ مَاتَتْ فِي نَفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسْطِهَا *

১৯৮৩. আলী ইব্ন হুজর এবং সুওয়ায়দ (র) - - - - সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ

অমুকের মাতার উপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন যিনি নিফাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর জানাযার ঠিক মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযায় তাকবীরের সংখ্যা

১৯৮৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ *

১৯৮৪. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাহাবীদের নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন এবং তাঁদের নিয়ে বের হয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চারটি তাকবীর বললেন।

১৯৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ مَرَضَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةٍ لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَأَنْبِئُونِي فَمَاتَتْ لَيْلًا فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يَعْلَمُوا النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا كَرِهْنَا أَنْ نُؤَقِّظَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا *

১৯৮৫. কুতায়বা (র) - - - আবু উমামা ইবন সাহুল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য মহিলা রোগাক্রান্ত হয়ে গেল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ এর অত্যধিক পছন্দনীয় কাজ ছিল রোগীর শুশ্রূষা করা, তাই তিনি বললেন, এই মহিলা যখন মৃত্যুবরণ করবে আমাকে সংবাদ দেবে। সে মহিলা রাত্রে মৃত্যুবরণ করল এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ -কে অবগত না করেই তাকে কবরস্থ করলেন। যখন সকাল হল রাসূলুল্লাহ্ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, আমরা আপনাকে ঘুম হতে জাগানো অশোভনীয় মনে করেছিলাম হে আল্লাহর রাসূল ! অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট আসলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন ও চারটি তাকবীর বললেন।

১৯৮৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

১৯৮৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) একবার জানায়ার সালাত আদায় কালে পাঁচটি তাকবীর বললেন। এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকমই তাকবীর বলেছিলেন। ১

الدُّعَاءُ

দোয়া

১৯৮৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ابْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَذَلِكَ الْمَيِّتُ *

১৯৮৭. আহমাদ ইব্ন আমর (র) - - - - আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে একবার জানায়ার সালাতে বলতে শুনেছি اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ * আউফ (রা) বলেন, আমি আকাংক্ষা করেছিলাম যে, যদি সেই মৃত ব্যক্তিটি আমি হতাম যেই মৃত ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন।

১৯৮৮. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ

১. ইসলামের প্রথম যুগে তাকবীরের সংখ্যায় মতভেদ ছিল, পরবর্তীতে সর্বসম্মতিক্রমে চার তাকবীর নির্ধারিত হয়েছে।

فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
وَآكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا
خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ أَوْ
قَالَ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

১৯৮৮. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জুবায়র ইবন হাদরামী সূত্রে আউফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানাযার সালাত আদায় করার সময় দোয়া পড়তে শুনেছি। তিনি দোয়াতে বলছিলেন-
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَالتَّلْجِ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ *
এডাব আল্-কবর

১৯৮৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
رَبِيعَةَ السَّلْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ
السَّلْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ
بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّ صَلَوَتَهُ بَعْدَ
صَلَوَتِهِ وَإِنْ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَمَّا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ
عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَعْجَبَنِي لِأَنَّهُ أَسْنَدَلِي *

১৯৮৯. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - উবায়দ ইবন খালিদ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাদের একজন নিহত হল। অন্যজন পরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে আমরা তার জানাযার সালাত আদায় করলাম। নবী ﷺ বললেন, তোমরা কি

পড়েছিলে ? সাহাবীগণ বললেন, আমরা তার জন্য দোয়া করেছিলাম : **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ** : তখন নবী ﷺ বললেন, নিহত ব্যক্তির সালাতের উপর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা কোথায় ? এবং নিহত ব্যক্তির কৃতকর্মের উপর মৃত ব্যক্তির কৃতকর্মের মর্যাদা কোথায় ? এতদুভয়ের ব্যবধান তো আসমান এবং যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের ন্যায় ।

১৯৯. أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا *

১৯৯০. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবু ইবরাহীম আনসারী (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে মৃতের জানাযায় বলতে শুনেছেন : **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا**

১৯৯১. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ وَجْهَرَ حَتَّى اسْمَعْنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَتْ بِيَدِهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ *

১৯৯১. হায়ছম ইব্ন আয়্যুব (র) - - - - তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম । তাতে তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন এবং এতটুকু উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেছিলেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছিলাম । যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক ।

১৯৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى

جَنَازَةً فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ
فَقُلْتُ تَقْرَأُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ *

১৯৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁকে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এটা তো সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ
السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأَمْرِ الْقُرْآنِ
مُخَافَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ *

১৯৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার সালাতে সুন্নাত হল প্রথম তাকবীর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। অতঃপর আরো তিনটি তাকবীর বলবে; শেষ তাকবীরে সালাম ফিরাবে।

١٩٩٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سُوَيْدٍ الدِّمَشْقِيِّ الْفِهْرِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدِّمَشْقِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ *

১৯৯৪. কুতায়বা (র) - - - - যাহ্‌হাক ইব্ন কায়স দিমাশকী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত।

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةً

যে মৃত ব্যক্তির উপর একশত জন ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে তার ফযীলত

١٩٩٥. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَلَامٍ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ
الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيعِ عَائِشَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَةٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ الْأَشْفَعُونَ فِيهِ قَالَ سَلَامٌ
فَحَدَّثْتُ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبَّابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৯৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার উপর এমন একদল মুসলমান জানাযার সালাত আদায় করে যাদের সংখ্যা একশত পৌছে যায় এবং যারা তার সম্পর্কে সুপারিশ করে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। হাদীসের অন্যতম রাবী সাল্লাম ইব্ন আবু মূতী বলেন, পরবর্তীতে আমি এই হাদীস শুআয়ব ইব্ন হাবহাব-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ সূত্রে আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯৯৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيعُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيَبْلَغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا إِلَّا شَفَّعُوا فِيهِ *

১৯৯৬. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার উপর এমন একদল মানুষ জানাযার সালাত আদায় করে যাদের সংখ্যা একশতে পৌছে যায় আর যারা তার সম্পর্কে সুপারিশ করে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।

১৯৯৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ صَلَّى بِنَا وَالْمَلِيعُ عَلَى جَنَازَةٍ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتَكُمْ قَالَ أَبُو الْمَلِيعِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا شَفَّعُوا فِيهِ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيعِ عَنِ الْأُمَّةِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ *

১৯৯৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু বাক্কার হাকাম ইব্ন ফাররুখ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে আবুল মালীহ (র) এক মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করছিলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তাকবীর বলে ফেলেছেন। ইত্যবসরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং উত্তমরূপে সুপারিশ কর।

আবুল মালীহ (র) বলেন যে, আমার কাছে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালীত (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : আমাকে নবী ﷺ অবহিত

করেছেন যে, এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার উপর একদল মানুষ জানাযার সালাত আদায় করে, তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। রাবী বলেন, আমি আবুল মালীহকে দলে লোকের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, চল্লিশজন।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করে তার সওয়াব

১৭৭৮. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ *

১৯৯৮. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি লাশ কবরস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব, দুই কীরাত সওয়াবের পরিমাণ হল দুইটি বিরাট পাহাড়ের সমপরিমাণ।

১৭৭৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ *

১৯৯৯. সুওয়ায়দ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হয়ে তার জানাযার সালাত আদায় করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়ে লাশ দাফন করা পর্যন্ত থাকে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। প্রশ্ন করা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! দুই কীরাতের পরিমাণ কতটুকু ? তিনি বললেন, দুইটি বিরাট পাহাড়ের সমতুল্য।

২০০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً

رَجُلٍ مُسْلِمٍ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا
ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِّنَ الْأَجْرِ *

২০০০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাযার অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে ও তাকে কবরস্থ করে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার জানাযার সালাত আদায় করে অতঃপর ফিরে যায় কবরস্থ করার পূর্বেই সে ব্যক্তি এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে যায়।

২.০.১. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا
دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً
فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِّنَ الْأَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ
قَعَدَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَعْظَمُ
مِنْ أَحَدٍ *

২০০১. হাসান ইব্ন কাযাআ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে ফিরে যায় তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে অতঃপর অপেক্ষমান থাকে তাকে কবরস্থ করা পর্যন্ত তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। প্রত্যেক কীরাত সওয়াব উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ।

الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوَضَعَ الْجَنَازَةُ

জানাযা রাখার পূর্বে বসে পড়া

২.০.২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَعَ *

২০০২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন জানাযা দেখবে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার অনুগমন করবে সে জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

الْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ

জানাযার জন্য দাঁড়ানো

২০০৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوَضَعَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০০৩. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে জানাযা না রাখা পর্যন্ত তার জন্য দাঁড়ানোর ব্যাপারে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়েছিলেন, অতঃপর বসে গিয়েছিলেন।

২০০৪. أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا *

২০০৪. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখলাম তিনি দাঁড়ালেন আমরাও দাঁড়লাম আমরা তাঁকে দেখলাম যে, তিনি বসে গেলেন আমরাও বসে গেলাম।

২০০৫. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَدَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ *

২০০৫. হারুন ইবন ইসহাক (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একটি জানাযায় বের হলাম, যখন কবরস্থান পর্যন্ত পৌছলাম তখনও দাফন শেষ হয়নি। তিনি বসে গেলেন তো আমরাও তাঁর পাশে বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছে।

مُؤَارَةُ الشَّهِيدِ فِي دَمِهِ

শহীদকে স্বীয় রক্তসহ দাফন করা

২০০৬. أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَتَلَى أَحَدٍ زَمَلَوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلِمٌ يَكْلُمُ فِي اللَّهِ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَذْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ *

২০০৬. হান্নাদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের শহীদদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তাদেরকে স্বীয় রক্তসহ ঢেকে দাও। কেননা যে কোন ক্ষত যা আল্লাহর রাস্তায় হয় কিয়ামতের দিন সেখানে থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে তার রং হবে রক্তের কিন্তু তার সুগন্ধি হবে মিশকের সুগন্ধির ন্যায়।

أَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ

শহীদকে কোথায় দাফন করা হবে ?

২০০৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعِيَّةَ قَالَ أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَحُمِلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أَحَبَّابًا وَكَانَ ابْنُ مُعِيَّةَ وَلَدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২০০৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন মুআইয়া (রা) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফের দিন দুইজন মুসলমান আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি তাদের সেই আঘাতের ক্ষত অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিলেন। ইবন মুআইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২০০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أَحَدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا قَدْ نَقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ *

২০০৮. মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উহদের শহীদদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের যেন স্বীয় শাহাদাতের স্থানে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তাদের মদীনায়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

২০০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْعِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ *

২০০৯. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা শহীদদের তাদের নিজ নিজ শাহাদাতের স্থানেই দাফন কর।

بَابُ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের দাফন করা

٢٠١٠. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنْ عَمَّكَ الشَّيْخُ الضَّالُّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ أَذْهَبُ فَوَارِ أَبَاكَ وَلَا تُحَدِّثُنْ حَدِيثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَوَارِيَّتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَأَغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي وَذَكَرَ دُعَاءً ثُمَّ أَحْفَظُهُ *

২০১০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মৃত্যুবরণ করেছেন, এখন কে তাকে দাফন করবে? তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তোমার পিতাকে ঢেকে রাখ এবং তুমি আমার কাছে না আসা পর্যন্ত অন্য কিছু করবে না। অতঃপর আমি তাকে ঢেকে ছিলাম। এরপর তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দেওয়ায় আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। রাবী বলেন, আলী (রা) কিছু দোয়া উল্লেখ করেছিলেন যা আমি স্বরণ রাখতে পারিনি।

الْحَدِّ وَالشُّقِّ

লাহদ এবং শাক্ক

٢٠١١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْحَدُّوا لِي لِحْدًا وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا فَعَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২০১১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহদ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপরে কিছু গেড়ে দেবে, রাসূলুল্লাহ পা সাত হাত উপরে উঠে -এর কবরের উপরে যে রকম গেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

২. ১২. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ الْخَدَوَا لِي لَحْدًا وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصَبًا كَمَا فَعَلَ يَرْسُولُ اللَّهِ ﷺ *

২০১২. হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আমির ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা)-এর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লাহদ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপরে কিছু গেড়ে দেবে, রাসূলুল্লাহ পা সাত হাত উপরে উঠে -এর কবরের উপরে যে রকম গেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

২. ১৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَنْ حُكَّامِ بْنِ سَلَمِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَدُّ لَنَا وَالشَّقُّ لغيرِنَا *

২০১৩. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আবু আব্দুর রহমান আযরামী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পা সাত হাত উপরে উঠে বলেছেন, লাহদ কবর আমাদের জন্য আর শাক্ক কবর অন্যদের জন্য।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَعْمَاقِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ : কবরের মুস্তাহাব গভীরতা

২. ১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ

১. কবর দু'প্রকার : লাহদ ও শাক্ক। প্রথমত, কবর খনন করার পর পশ্চিম পার্শ্বে কবর পরিমাণ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একতলা ঘরের ন্যায় গর্ত করাকে লাহদ কবর বলে। মাটি শক্ত হলে লাহদ কবর করা সুন্নাত। যদি মাটি নরম হয় এবং ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকে তবে কবর খনন শেষ করে লাশকে ডান কাত করে সমস্ত শরীর কেবলামুখী করে রাখা হয়। এরূপ কবরকে শাক্ক কবর বলে।

شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْفَرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَأَدْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ
وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ قَالُوا فَمَنْ نَقْدِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ
قُرْأْنَا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ *

২০১৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - হিশাম ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উহদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের পক্ষে প্রত্যেক মানুষের জন্য কবর খনন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে গভীর কর আর মৃতদের উত্তমরূপে দাফন কর এবং দুইজন, তিনজনকে এক এক কবরে দাফন কর। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কাকে প্রথমে রাখব? তিনি বললেন, যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখ। রাবী বলেন, এভাবে আমার পিতা একই কবরের তিনজনের অন্যতম ছিলেন।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَوْسِيعِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ : কবরকে প্রশস্ত করা মুস্তাহাব

٢٠١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هَلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَصَابَ
النَّاسَ جَرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَدْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ
وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْأْنَا *

২০১৫. মুহাম্মাদ ইবন মা'মার (র) - - - - সা'দ এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উহদের দিন অনেক মুসলমানের উপর বিপদ আসল আর সাহাবীগণ ক্ষত-বিক্ষত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কবর খনন কর এবং তা প্রশস্ত কর। আর দুই দুইজন তিন তিনজন ব্যক্তিকে এক এক কবরে দাফন কর এবং যে ব্যক্তি কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখ।

وَضَعِ الثُّوبَ فِي اللَّحْدِ

কবরে কাপড় রাখা

٢٠١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْنٌ
دُفِنَ قَطِيفَةٌ حُمْرَاءُ *

২০১৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন দাফন করা হয়েছিল তখন তাঁর নীচে একটি লাল চাদরের টুকরা রাখা হয়েছিল।

السَّاعَتُ الَّتِي نَهَى عَنْ إِقْبَارِ الْمَوْتَى فِيهِنَّ

যে সময় মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া নিষেধ

٢٠١٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ عَلِيٍّ بَنِ رِبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ
مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِزَةً حَتَّى تَرْفَعُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ
حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ *

২০১৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উদয় হওয়া থেকে তা উপরে উঠা পর্যন্ত। ঠিক দ্বি-প্রহর থেকে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার জন্য হেলে পড়ে।

٢٠١٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَذَكَرَ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا وَكُفِّنَ فِي كَفْنٍ غَيْرِ طَائِلٍ
فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَّيْلًا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ *

২০১৮. আব্দুর রহমান ইবন খালিদ কাত্তান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ভাষণ প্রসঙ্গে তাঁর এমন এক সাহাবীর কথা উল্লেখ করলেন, যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁকে রাতেই কবরস্থ করা হয়েছিল। আর তাঁকে নিম্নমানের কাপড়ের কাফন দেওয়া হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে রাতে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কবরস্থ করা থেকে সতর্ক করে দিলেন।

دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ

অনেক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করা

২০১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحْدِ أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نَقْدِمُ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا *

২০১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হিশাম ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উহুদের দিন সাহাবীগণ ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত হলেন তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা কবর খনন কর ও কবরকে প্রশস্ত কর এবং এক এক কবরে দুই দুইজন, তিন তিনজন দাফন কর। সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কাকে প্রথমে রাখব ? তিনি বললেন, যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখবে।

২০২০. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اشْتَدَّ الْجَرَّاحُ يَوْمَ أُحْدِ فَشَكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا *

২০২০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কুব (র) - - - - হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আঘাত ছিল মারাত্মক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে তার অভিযোগ করা হলে তিনি বললেন, তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে প্রশস্ত ও সুন্দর কর আর এক এক কবরে দুই দুইজন তিন তিনজন করে দাফন কর আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখ।

২০২১. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا *

২০২১. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কুব (র) - - - - হিশাম ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবর খনন কর ও তা সুন্দর কর এবং (এক এক কবরে) দুই দুইজন তিন তিনজনকে দাফন কর আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে দাফন কর।

مَنْ يُقَدِّمُ

কাকে অগ্রে দাফন করা হবে ?

২.২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْفَرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا فَقَدِّمُ *

২০২২. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসুর (র) - - - - হিশাম ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা উহুদের দিন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা কবর খনন কর ও তা প্রশস্ত কর এবং সুন্দর কর আর এক এক কবরে দুই দুইজন তিন তিনজন করে দাফন কর এবং যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে দাফন কর। রাবী বলেন, আমার পিতা এক কবরে দাফনকৃত তিনজনের একজন ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কুরআন বেশী জানতেন বলে তাঁকে প্রথমে রাখা হয়েছিল।

إِخْرَاجِ النَّمِيَّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوَضَعَ فِيهِ

কবরে রাখার পর মৃত ব্যক্তিকে বাহির করা

২.২৩. قَالَ الْخُرَيْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرٍ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَمَةَ أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

২০২৩. হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) সূত্রে সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ও জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই এর কবরের নিকট তাকে দাফন করার পর আসলেন। নবী ﷺ-এর নির্দেশে তাকে কবর থেকে বের করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বীয় উরুদ্বয়ে রেখে তার মুখে নিজ থুথু দিলেন এবং নিজ কুর্তা তাকে পরিধান করালেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

২.২৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَتَفَلَّ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ قَالَ جَابِرٌ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

২০২৪. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - আমর ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে কবর থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন। বের করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মাথা স্বীয় উরুদ্বয়ে রেখে তার মুখে ধুখু দিলেন এবং নিজ কুর্তা পরিধান করালেন। জাবির (রা) বলেন, তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। আব্দুল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

بَابُ اخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবর থেকে বের করা

২.২৫. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَطِيبْ قَلْبِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلَيْهِ حِدَةً *

২০২৫. আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে অন্য এক ব্যক্তি (আমর ইবন জামুহ (রা)-কে দাফন করা হয়েছিল, তা আমার মনোপূত না হওয়ায় আমার পিতাকে আমি কবর থেকে বের করে এনে একটি স্বতন্ত্র কবরে দাফন করলাম।

الصلوة عَلَى الْقَبْرِ

কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

২.২৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا

جَدِيدًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذِهِ فُلَانَةُ مَوْلَاةُ بَنِي فُلَانٍ فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَتْ ظَهْرًا وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ إِلَّا أَذْنَتُمُونِي بِهِ فَإِنْ صَلَوَتِي رَحْمَةٌ *

২০২৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আবু কুদামা (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলেন এবং একটি নতুন কবর দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার কবর? সাহাবীগণ বললেন, এটা অমুক গোত্রের অমুক বাদীর কবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতে পারলেন। (সাহাবীগণ বললেন) সে দ্বি-প্রহরের সময় মৃত্যুবরণ করেছিল। আপনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তখন দুপুরের নিদ্রায় ছিলেন। সেজন্য আমরা আপনাকে উক্ত মহিলার জানাযার সালাতের জন্য জাগানো সমীচীন মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন। আর সাহাবীগণকে তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং তার উপর চারটি তাকবীর বললেন। অতঃপর বললেন, আমার উপস্থিতকালীন সময়ে তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তোমরা আমাকে তার ব্যাপারে অবগত कराবে। কেননা আমার জানাযার সালাত আদায় করা তার জন্য রহমত স্বরূপ।

২. ২৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْرٍ مُنْتَبِذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ هُوَ يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ *

২০২৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে ব্যক্তি একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের ইমামতী করলেন আর তিনি তাদের তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! সেই ব্যক্তিটি কে ছিলেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা)।

২. ২৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ مُنْتَبِذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ قِيلَ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ *

২০২৮. ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী ﷺ

তার জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন আর তাঁর সাহাবীগণকে তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন। বলা হল যে, কে তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন : ইবন আব্বাস (রা)।

২.২৭. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ *

২০২৯. মুগীরা ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক মহিলার কবরে জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন তাকে দাফন করার পর।

الرُّكُوبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجَنَازَةِ

জানাযা শেষে আরোহণ করা

২.২৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَيَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةِ أَبِي الدُّحْدَاحِ فَلَمَّا رَجَعَ أَتَى بِفَرَسٍ مُعْرَوْرٍ فَرَكِبَ وَمَشِينَا مَعَهُ *

২০৩০. আহমাদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু দাহদাহ (রা)-এর জানাযায় বের হলেন। যখন তিনি ফিরছিলেন তখন তাঁর জন্য একটি ঘোড়া আনা হল যার পিঠে গদি ছিল না। তিনি তাতে সাওয়ার হলেন আর আমরা তাঁর সাথে পদব্রজে চললাম।

الزِّيَادَةُ عَلَى الْقَبْرِ

কবরকে বর্ধিত করা

২.২৯. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَآبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصِّصَ زَادَ سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ *

২০৩১. হারুন ইবন ইসহাক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে পাকা ঘর নির্মাণ, কবরকে বর্ধিতকরণ এবং চুনকাম করা থেকে নিষেধ করেছেন। সুলায়মান ইবন মুসা (র)-এর বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে, “তিনি কবরের উপর লেখা থেকেও নিষেধ করেছেন।”

الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ

কবর পাকা করা

২.৩২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيفِ الْقُبُورِ أَوْ بِنَائِهَا أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ *

২০৩২. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে চুনকাম করা, কবরকে পাকা করা এবং তাতে কারো উপবেশন করা থেকে নিষেধ করেছেন।

تَجْصِيفِ الْقُبُورِ

কবরে চুনকাম করা

২.৩৩. أَخْبَرَنَا عُمَرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيفِ الْقُبُورِ *

২০৩৩. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে চুনকাম করা থেকে নিষেধ করেছেন।

تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ إِذَا رُفِعَتْ

কবর উচু করা হলে তা সমতল করে দেওয়া

২.৩৪. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ أَنَّ ثَعْلَابَةَ بْنَ شَفْقٍ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ قُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ

الرُّومُ فَتُوفِّيَ صَاحِبُ لَنَا فَأَمَرَ فُضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوَّى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَّتِهَا *

২০৩৪. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - ছুমামা ইবন শুফাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা ফদালা ইবন উবায়দ (রা)-এর সাথে রোমে ছিলাম। সেখানে আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করল, তখন ফদালা (রা) নির্দেশ দিলে আমরা তাঁর কবরকে সমতল করে দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবর সমতল করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

২.৩৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَلَا أَيْعَنُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِأَتَدَّ عَنْ قَبْرٍ مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا *

২০৩৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবুল হায়য়াজ (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে সে কাজে পাঠাব না যে কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না এবং ঘরের কোন (প্রাণীর) ছবিকে বিনষ্ট না করে ছাড়বে না।

زِيَارَةُ الْقُبُورِ

কবর ভ্রমণের কথা

২.৩৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ
بْنِ دَثَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاْمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سَقَاءٍ فَاشْرَبُوا
فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

২০৩৬. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - আব্দুল্লাহ এর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের কবর ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর ভ্রমণ কর। আর আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে বারণ করেছিলাম। এখন তোমরা যতদিন ইচ্ছা সংরক্ষণ করতে পার। আর আমি তোমাদের মশক ভিন্ন অন্য কোন পাত্রের নবীয (গুরমা ভিজানো পানি) রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যে কোন পাত্রের রেখে তা পান করতে পার। হ্যাঁ মেশাদারক হলে পান করবে না।

২.৩৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومَ الْأَضَاحِيِّ إِلَّا ثَلَاثًا فَكُلُوا وَأَطِيعُوا وَأَدْخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ الدِّبَاءَ وَالْمَرْفُتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا*

২০৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ এর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এমন এক বৈঠকে ছিলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ছিলেন। তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যতদিন ইচ্ছা নিজেরা খাও অপরকে খাওয়াও এবং জমা করে রাখ। আর আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, তোমরা কদুর পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কাঠের পাত্র এবং হানতাম (আল কাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র) জাতীয় পাত্রে নবীয বানাবে না। এখন তোমরা যাতে ইচ্ছা তাতেই বানাতে পার, হ্যাঁ প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে। আর তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যাদের ইচ্ছা তারা যিয়ারত করতে পার, তবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না।

زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ

মুশরিকের কবর যিয়ারত করা

২.৩৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ*

২০৩৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করার সময় ক্রন্দন করলেন, তাঁর আশ পাশের সবাইও ক্রন্দন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন যে, আমি স্বীয় প্রভুর কাছে আমার মাতার মাগফিরাতের অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমাকে তার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তার অনুমতি দেওয়া হয়। তাই তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, তা তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা

২.৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ عَمِّ قُلٍّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرُغِبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُكَّ عَنْكَ فَتَنْزِلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَنَزَلَتْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ *

২০৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সাঈদ এর পিতা মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু সমুপস্থিত হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন এবং সে সময় তার সামনে আবু জাহ্ল এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়াও ছিল। তিনি বললেন, হে চাচাজান। আপনি একবার বলুন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আমি আপনার জন্য তাই নিয়ে আল্লাহর দরবারে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাব (সুপারিশ কবর)। তখন আবু জাহ্ল এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবেন? তারা সর্বক্ষণই এ বলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ যা বের হয়েছিল তাহল আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মে থেকেই মৃত্যুবরণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বললেন, আমি আপনার জন্য অবশ্যই অবশ্যই মাগফিরাত চাইব যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ أَنْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ أَنْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ - إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ -

২.৪০. أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي السَّحْقِ عَنْ أَبِي الْخَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ *

২০৪০. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে শুনলাম যে, সে তার পিতা মাতার জন্য মাগফিরাত চাচ্ছে অথচ তারা উভয়ই মুশরিক। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত চাচ্ছ অথচ তারা মুশরিক। তখন সে বললো, ইব্রাহীম (আ) কি স্বীয় পিতার জন্য মাগফিরাত চাননি? এরপর আমি নবী ﷺ এর কাছে আসলাম এবং ঘটনা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল: وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ -

الْأَمْرُ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ

২.৪১. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ بْنَ مَخْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ إِلَّا أَحَدِيكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلَيْتُ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقِذْتُ ثُمَّ انْتَحَلَ رُؤَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُؤَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُؤَيْدًا وَخَرَجَ رُؤَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَفَتَّحْتُ إِزَارِي وَانْطَلَقْتُ فِي الثَّرِيهِ حَتَّى جَاءَ الْيَقِينُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَطَّالٌ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَنَاسَرَعُ فَنَاسَرَعْتُ فَهَرُولُ فَهَرُولَتْ فَاحْضَرُ

فَاخْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فِدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ فِدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكَ يَا
عَبْدُيَ حَشِيًّا رَأَيْتُ قَالَ لَتُخْبِرَنِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتَهُ الْخَبِيرُ قَالَ وَأَنْتَ
السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي فَقَالَتْ نَعَمْ فَلَمَّحَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي
ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتَ أَنْ يُحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ
عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ فَإِنْ جِئْتَنِي لَتَأْتِي حِينَ رَأَيْتَ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتَ
ثِيَابَكَ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكَ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ فَظَنَنْتَ أَنْ قَدْ رَفَعْتُ
وَكَرِهْتَ أَنْ أَوْقُضَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْبَقِيعَ
فَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ قُلْتُ كَيْفَ لَقَوْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَوْلِي السَّلَامُ عَلَى
أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَفْذِمِينَ مِنَّا
وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ *

২০৪১. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - মুহাম্মাদ ইবন কায়স ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্রেশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদের আমার এবং নবী ﷺ এর একটি ঘটনার কথা বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে ছিলেন। তিনি এশার সালাতের পর বিছানায় আসলেন, বীয পাদুকাধর নিজ পায়ের কাছে রাখলেন এবং পরিধেয় কাপড়ের একাংশ বিছানার উপর বিছালেন। কিছুক্ষণ পরেই যখন তিনি মনে করলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তিনি অতি সতর্পণে জুতা পরিধান করলেন, আস্তে আস্তে বীয চাদরখানা উঠিয়ে নিলেন এবং অতি নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি বীয চাদরখানা নিজ মাথায় রাখলাম ওড়না ও কাপড় পরিধান করে তাঁর পিছু পিছু চললাম। তিনি জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে আসলেন এবং তিনবার বীয হস্তদ্বয় লম্বা করে উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে চলে আসিও ফিরে চললাম। তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলে আমিও দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। তিনি আরও একটু দ্রুতগতিতে চললে আমিও আরও একটু দ্রুত গতিতে চলতে লাগলাম। তিনি দৌড়াতে লাগলে আমিও দৌড়াতে লাগলাম। আমি তাঁর পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করে গেলাম এবং হাত্তাতাড়ি শুইয়ে পড়লাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আম্রেশা (রা) তোমার কি হল যে, তোমার নিঃশ্বাস এত জোরে জোরে বের হচ্ছে, পেট ফুলে উঠছে? আমি বললাম, ও কিছু নয়। তিনি বললেন, হয় তুমি আমাকে এ ব্যাপারে অবগত করবে না হয় আল্লাহ তা'আলার মিনা সর্বকিমে জ্ঞাত তিনি আমাকে অবগত করিয়ে দেবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। অতঃপর আমি

তাকে পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, আমার সম্মুখে যাকে আমি দেখেছিলাম সে কি তুমিই ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার বক্ষে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তাতে আমি ব্যাথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর অন্যায় আচরণ করবে? আমি বললাম, মানুষ যখন কিছু গোপন করে তা আল্লাহ নিশ্চয় জানেন। তিনি বললেন, যখন তুমি দেখেছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন। তোমার গায়ে কাপড় ঠিক ছিল না। বিধায় তিনি আমার কাছে আসেন নি বরং তোমা হতে আড়ালে থেকে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমা থেকে তা গোপন রাখলাম। আমি মনে করেছিলাম যে, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। আমি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করা অপছন্দনীয় মনে করলাম। আমি আশংকাও করলাম যে, হয়ত তুমি ভয় পাবে। তিনি আমাকে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কিরূপ বলব? তিনি বললেন তুমি বলবে :

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ -

২.৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا
أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عُلْقَمَةَ بِنِ أَبِي
عُلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَلَيْسَ ثِيَابُهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتَّبِعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى
جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَذْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ
بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
إِنِّي بَعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ *

২০৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - আলকামার মাতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তার কাপড় পরিধান করলেন তৎপর বের হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, তখন আমি আমার বাদী বারীরাহকে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে আদেশ দিলাম। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে পেছনে বাকী পর্যন্ত গেল এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলেন। বারীরাহ পূর্বেই ফিরে এসে আমাকে সব অবগত করল। সকাল পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। অতঃপর আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, আমি জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে অবস্থানরতদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলাম, তাদের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্য।

২.৪৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا وَإَيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدَاؤُكُمْ وَأَكْلُكُمْ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَاهِلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ *

২০৪৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর যে রাত্রির পালা আসত সেই রাত্রির শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে যেতেন। এবং বলতেন : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا وَإَيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدَاؤُكُمْ وَأَكْلُكُمْ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَاهِلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ *

২.৪৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ *

২০৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - সুলায়মান এর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কবরস্থানে আগমন করতেন তখন বলতেন : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ -

২.৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَغْفِرُوا لَهُ *

২০৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাজাশী (র) মৃত্যুবরণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর জন্য ইস্তিগফার কর (ক্ষমা প্রার্থনা কর)।

২. ৪৬. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى إِلَيْهِمُ السَّجَّاسِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ *

২০৪৬. আবু দাউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাকিমার অধিপতি নাজাসী (র) যেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিনই তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাদের দিমেছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের ভাই এর জন্য ইস্তিগফার কর।

التَّغْلِيظُ فِي التَّحَاذِ السَّرْجِ عَلَى الْقُبُورِ

কবরে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে কঠোরতা

২. ৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحْلَةَ عَنْ أَبِي هَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَايِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرْجَ *

২০৪৭. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর ঘিষারতকারিণীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

التَّهْدِيدُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

কবরের উপবেশন করার ব্যাপারে কঠোরতা

২. ৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ *

২০৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কবরের উপর বসে অপেক্ষা স্বীয় বস্ত্র জ্বালিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আত্মনের ফুলফির উপর বসে থাকা উত্তম।

২. ৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ *

২০৪৯. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আমর ইবন আব্দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না।

اتَّخَذَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

কবরকে মসজিদ বানানো

২. ৫০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

২০৫০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই লোকদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাদ দিয়েছেন, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদরূপে বানিয়ে নিয়েছে।

২. ৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاحِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

২০৫১. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ইয়াহুদ এবং খ্রীষ্টানদের আল্লাহর অভিসম্পাদ দিয়েছেন যারা স্বীয় নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

كَرَاهِيَةُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النَّعَالِ السَّيْتِيَةِ

পাশা চামড়ার জুতা পরাধাম করে কবরে হাঁটা পর্হিত

২. ৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ أَنَّ
بَشِيرَ بْنَ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى
قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَحَانتَ مِنْهُ التَّفَاتَةُ فَرَأَى
رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ أَلْقِهُمَا *

২০৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - বশীর ইব্ন খাছাছিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চলতে ছিলাম। তিনি মুসলমানদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মন্দ কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি মুশরিকদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মঙ্গলময় কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি অন্যদিকে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি জুতা পায়ে কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। তখন তিনি বললেন, “হে পাকা জুতা পরিধানকারী, জুতা ফেলে দাও (খুলে নাও)।

التَّسْهِيلُ فِي غَيْرِ السَّبْتَيْنِ

পাকা জুতা ব্যতীত অন্য জুতা পরিধানের ব্যাপারে নমনীয়তা

২.০৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي
قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ *

২০৫৩. আহমাদ ইব্ন আবু উবায়দুল্লাহ ওয়াররাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী সাথীরা প্রস্থান করে তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

الْمَسْئَلَةُ فِي الْقَبْرِ

কবরে জিজ্ঞাসাবাদ

২.০৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ
إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ

مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ قَالَ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا *

২০৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, কোন বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ ফিরে যায় আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। নবী ﷺ বলেন, এমনি মুহূর্তে তার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন (নবী ﷺ -কে দেখিয়ে) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যদি সে মুমিন হয় তবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে যে, তুমি জাহান্নামের নিজের স্থান দেখে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন, তাকে উভয় স্থান দেখানো হবে।

مَسْأَلَةُ الْكَافِرِ

কাফিরের জিজ্ঞাসাবাদ

২.৫৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا خَيْرًا مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ *

২০৫৫. আহমাদ ইবন আবু উবায়দুল্লাহ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ তার নিকট থেকে ফিরে যায়। আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় তখন তার কাছে দু'জন কিরিশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন (নবী ﷺ কে দেখিয়ে) তুমি এ ব্যক্তি যিনি মুহাম্মাদ ﷺ তুমি কি বলতে? তখন এ ব্যক্তি মুমিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আব্বাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানের দিকে লক্ষ্য কর; আব্বাহ তাআলা তোমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম স্থান দান করেছেন। তখন এ ব্যক্তি উভয় স্থান দেখবে। কিন্তু এ ব্যক্তি কাফির বা মুনাফিক হলে তাকে বলা হবে যে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? তখন সে বলবে, আমি কিছুই জানি না; অন্যান্যরা ঘেরপ বলত আমিও তদুপ বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কিছু বুঝতেও পারনি এবং তুমি (শরীয়তের সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের) অনুসরণও করনি। অতঃপর তার কর্ণদ্বয়ের মাঝখানে এক আঘাত করা হবে তখন সে বিকট চিৎকার করে যা মানুষ এবং জিন ব্যতীত অন্য যারা তার আশে পাশে থাকবে তারা তা শুনতে পাবে।

مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ

যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায়

২.৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَّارٍ كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانَ بْنَ صُرْدٍ وَخَالِدُ بْنُ عُرْقُطَةَ فذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى مَاتَ بِبَطْنِهِ فَإِذَا هُمَا يَسْتَهْيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلَى *

২০৫৬. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াসার (র) বলেন যে, আমি এবং সুলায়মান ইবন সুরাদ ও খালিদ ইবন উরফাতা (র) একস্থানে বসা ছিলাম। এমন সময় লোকজন উল্লেখ করল যে, এক ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তাঁরা উভয়ে তার সালামে জানাযায় উপস্থিত হতে ইচ্ছা করল। একজন অন্যজনকে বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে না? তখন অন্য ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ (বলেছেন)।

الشَّهِيدُ

শহীদ

২.৫৭. أَخْبَرَنَا ابْنُ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ
مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ
الْمُؤْمِنِينَ يَفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السَّيُوفِ
عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً *

২০৫৭. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) ----- নবী ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী
জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! শহীদ ব্যতীত অন্যান্য মুমিনগণ কবরের ফিৎনার সম্মুখীন হবে
এর কারণ কি ? তিনি বললেন, তার মাথার উপর উজ্জ্বল তরবারি তাকে কবরের ফিৎনা থেকে নিরাপদ
রাখবে।

২. ৫৮. أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُونَ وَالْمَطْعُونُ
وَالْفَرِيقُ وَالنَّفْسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ *

২০৫৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ----- সাক্‌ওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
মহামারী, পেটের পীড়া, পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারী এবং নেকাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।
তিনি বলেন যে, আবু উছমান (রা) বহুবার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি অত্র হাদীস
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মরফু' বর্ণনা করেছেন।

حُصَّةُ الْقَبْرِ وَحَفَظَتِهِ

কবর মিলিয়ে যাওয়া

২. ৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَرَيْسِ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا الَّذِي تَحْرُكُ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ حُصِّ حُصَّةٌ ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ *

২০৫৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ----- ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, সেই ব্যক্তি যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছিল এবং যার জন্য আকাশের দরসমূহ খুলে গিয়েছিল এবং

যাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশতা উপস্থিত হয়েছিল তাঁর কবরও মিলিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল।

عَذَابُ الْقَبْرِ

কবরের আযাব

২.৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৬০. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ অত্র আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

২.৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِي دِينُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ *

২০৬১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কবরস্থিত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব হলেন, আল্লাহ্ এবং আমার দীন হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন। ইহা আল্লাহর বাণী : - يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

২.৬২. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرِ فَقَالَ مَتَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ
عَذَابَ الْقَبْرِ *

২০৬২. সুওয়াইদ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কবর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, এ ব্যক্তি কখন মৃত্যুবরণ করেছে? সাহাবীগণ বললেন, সে জাহিলিয়াত যুগে মৃত্যুবরণ করেছে। তাতে তিনি খুশী হয়ে বললেন, যদি আমি আশংকা না করতাম যে, তোমরা ভয়ে একে অপরকে দাফন করা ছেড়ে দিবে তাহলে আমি তোমাদের কবরের আযাব (আযাবের আওয়াজ) শুনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতাম।

٢.٦٣. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ
تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا *

২০৬৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর বের হলেন, তখন এক শব্দ শুনে বললেন যে, ইয়াহুদীদেরকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

التَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা

٢.٦٤. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُوسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

২০৬৪. ইয়াহইয়া ইবন দুরুস্ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ -

২.৬৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيزُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৬৫. আমর ইবন সাওওয়াদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরের আয়াব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

২.৬৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يَفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَنْتُ ضَجَّتْهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي أَيْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ *

২০৬৬. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে লোকজন যে পরীক্ষা সম্মুখীন হবে দাঁড়িয়ে তার উল্লেখ করতে থাকলে মুসলমানগণ এমন উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন যে, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনতে বাধা সৃষ্টি হতে লাগল। যখন কান্নাকাটি থেমে গেল তখন আমি আমার নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথার শেষে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট ওহী এসেছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফিৎনার ন্যায় কবরে ফিৎনার সম্মুখীন হবে।

২.৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُولُوا االلَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

২০৬৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন : **اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -**

২.৬৮. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّمَا تَفْتَنُ يَهُودُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ يَسْتَعِيزُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৬৮. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমার কাছে আসলেন তখন আমার কাছে একজন ইয়াহুদী রমণী ছিল। সে বলছিল যে, তোমরা কবরের ফিৎনার সম্মুখীন হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্থিরতার সাথে বললেন, ইয়াহুদীরাই ফিৎনার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, কয়েক রাত্রি এভাবে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নিকট ওহী এসেছে-যে, তোমরা কবরের ফিৎনার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।

২.৬৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيزُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ *

২০৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জালের ফিৎনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি বলতেন, ভোমরা নিজ নিজ কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে।

২.৭০. أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ سُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَتْ يَهُودِيَّةً عَلَيْهَا فَاسْتَوْهَبَتْهَا شَيْئًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ

حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبَهَائِمُ *

২০৭০. হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী রমণী তার কাছে এসে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আয়েশা (রা) তাকে ভিক্ষা দিলে সে বললো : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বলেন, এতে আমি চিন্তান্বিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলে তাঁর কাছে আমি তা বললাম। তিনি বললেন, তারা নিজ নিজ কবরের জন্য আযাবের সম্মুখীন হবে যা চতুষ্পদ জন্তুসমূহ শুনতে পাবে।

٢٠٧١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى عَجُوزَتَانِ مِنْ عَجَزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعَمْ أَنْ أَصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَجُوزَتَيْنِ مِنْ عَجَزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ قَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَوةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৭১. মুহাম্মাদ ইবন কুদামাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার ইয়াহুদী বৃদ্ধাদের থেকে দুইজন বৃদ্ধা আমার কাছে আসল। তারা বলল যে, কবরবাসীরা নিজ নিজ কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে। তখন আমি তাদের মিথ্যাবাদী মনে করলাম; সত্যবাদী মনে করতে চাইলাম না। তাই তারা বের হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! মদীনার ইয়াহুদী বৃদ্ধাদের থেকে দুইজন বৃদ্ধা বললো যে, কবরবাসীগণ তাদের কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে। তিনি বললেন যে, তারা সত্যই বলেছে; তারা কবরে এমন আযাবের সম্মুখীন হবে যে, তা সকল চতুষ্পদ জন্তু শুনতে পাবে। তারপর আমি তাঁকে এমন কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা না করতেন।

وَضَعِ الْجَرِيدَةَ عَلَى الْقَبْرِ

কবরের উপর খেজুরের ডাল রাখা

٢٠٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَايِطٍ مِّنْ حَيْطَانِ مَكَّةَ
أَوِ الْمَدِينَةِ سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ
بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ
فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا
! قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَأْ أَوْ إِلَى أَنْ يَنْبَسَأَ *

২০৭২. মুহাম্মাদ ইবন কুদামাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মক্কা অথবা মদীনার বাগান সমূহের কোন এক বাগানে গেলে দুই ব্যক্তির শব্দ শুনেতে পেলেন, ঘারা নিজ নিজ কবরে আযাবের সম্মুখীন হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। আর তারা কোন ষড়্ অপরাধে শাস্তি পাচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, তবে তাদের একজন নিজ পেশাব থেকে পবিত্র থাকত না আর অন্যজন চোগলম্বুরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল চাইলেন এবং তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরে তার এক একটা খণ্ড গেড়ে দিলেন। তখন তাঁকে বলা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এরূপ কেন করলেন ? তিনি বললেন, হয়ত এগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হতে পারে।

২.৭৩. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ
إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ
بَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا
نِصْفَيْنِ ثُمَّ فَرَزَ فِي قَبْرِ وَاحِدَةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟
فَقَالَ لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَأْ *

২০৭৩. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন যে, এই দুইজন ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে কোন বড় অপরাধের জন্য নয় বরং তাদের একজন নিজ পেশাব থেকে পবিত্র থাকত না আর অন্যজন চোগলম্বুরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এরূপ কেন করলেন ? তখন তিনি বললেন, হয়ত এগুলো শুক না হওয়া পর্যন্ত এদের আযাব লাঘব করা হবে।

২.৭৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

২০৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শুনো, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে সকাল সন্ধ্যা তার স্থান দেখানো হয়। যদি সে বেহেশতী হয় তবে বেহেশতীদের স্থান। আর যদি দোষখী হয় তবে দোষখীদের স্থান দেখানো হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত (তাকে এরূপ দেখানো হবে)।

২.৭৬. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَعْتِكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

২০৭৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল সন্ধ্যা তাকে তার স্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তাকে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি সে জাহান্নামী হয় তবে তাকে জাহান্নামীদের স্থান দেখিয়ে বলা হয় যে, এটাই তোমার স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠানো পর্যন্ত (তাকে এরূপ দেখানো হবে)।

২.৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْجَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২০৭৬. মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো যখন মৃত্যু হয় তখন সকাল সন্ধ্যা তার স্থান তাকে দেখানো হয়। যদি সে

জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের স্থান। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের স্থান দেখিয়ে বলাহয় যে, এটি তোমার স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উঠানো পর্যন্ত (তাকে এরূপ দেখানো হবে)।

أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদের রুহসমূহ

২০৭৭. أَخْبَسَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا نَسْهَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২০৭৭. কুতায়বা (র) - - - - কা'ব ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুমিনদের রুহ জান্নাতের গাছের পাখীর রূপ ধারণ করে থাকবে, কিয়ামতের দিন তাদের স্বীয় শরীরে পুনঃ স্থাপন করা পর্যন্ত।

২০৭৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ اخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيُرِينَا مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمْسِ قَالَ هَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا قَالَ عُمَرُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِيكَ فَجْعَلُوا فِي بَيْتِ فَاتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَى يَافْلَانُ بْنُ فُلَانٍ يَافْلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَانِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ تَكَلَّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ بِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ *

২০৭৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মক্কা এবং মদীনার ঠুংপথে উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের নিচু বদরের জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেদিন) আমাদেরকে আগামীকাল তাদের পড়ে যাওয়ার স্থান (মৃত্যুর স্থান) সমূহ দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ ইহা আগামীকাল অমুকের পড়ে যাওয়ার স্থান। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম যিনি তাঁকে সত্য সহকারে

শ্রবণ করেছেন, তারা ঐ সমস্ত স্থান সমূহ ভুল করেনি। (দেখানো স্থানেই তারা নিহত হয়েছে।) অতঃপর তাদের একটি কুয়ায় (গর্তে) ফেলা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাদের ডেকে ডেকে বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ? আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। তখন উমর (রা) বললেন, আপনি এমন দেহের সাথে কথা বলছেন যাদের মধ্যে রূহ নেই। তিনি বললেন, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের থেকে অধিক শ্রবণ করছ না।

২.৭৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ اللَّيْلِ بَبْرَ بَذْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُنَادِي يَا أَبَا جَهْلٍ بَنَ هِشَامٍ وَيَاشِيبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ وَيَاعْتَبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ وَيَا أُمَيَّةَ بَنَ خَلْفٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَنَادِي قَوْمًا قَدْ جَفَوْا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا *

২০৭৯. সুওয়াইদ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ এক রাতে বদরের কূপের পাশে আওয়াজ শুনলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন, হে আবু জাহ্ল ইবন হিশাম, হে শাইবা ইবন রবীআ, হে উতবা ইবন রবীআ, হে উমাইয়া ইবন খালফ! তোমাদের ঐভু তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ? আমার ঐভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি তো এমন লোকদের ডাকছেন যারা পঁচে গিয়েছে। তিনি বললেন, আমি যা বলছি তা তাদের অপেক্ষা তোমরা অধিক শুনতে পাচ্ছ না কিন্তু তারা উত্তর দানের ক্ষমতা রাখে না।

২.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلَى قَلِيبٍ بَذْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ الْآنَ مَا أَقُولُ لَهُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلْ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ الْآنَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ قَوْلَهُ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى حَتَّى قَرَأْتَ الْآيَةَ *

২০৮০. মুহাম্মাদ ইবন আদম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের কূপের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের ঐভু তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা যথার্থ রূপে পেয়েছ কি? তিনি বললেন, আমি এখন তাদেরকে যা বলছি তা তারা শুনতে পাচ্ছে। এ কথা আয়েশা

(রা)-কে বলা হলে তিনি বললেন, এটা ইবন উমর (রা)-এর ধারণা। প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিল সত্য। অতঃপর আয়েশা (রা) (মৃতকে তো **اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ** . তুমি কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহবান শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়) এই আয়াত পাঠ করলেন।

২.৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ وَفِي حَدِيثٍ مُغِيرَةَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يَرْكَبُ *

২০৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে মাটি খেয়ে ফেলবে মেরুদণ্ডের হাড়টুকু ব্যতীত; এথেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ থেকেই তাকে আবার জোড়া দেওয়া হবে। আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়তে **كُلُّ بَنِي آدَمَ** এবং মুগীরা (রা)-এর রেওয়ায়তে **كُلُّ ابْنِ آدَمَ** আছে।

২.৮২. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي أَمَا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنِّي لَا أُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَمَا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ *

২০৮২. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে অস্বীকার করে অথচ তার জন্য উচিত ছিল না আমাকে অস্বীকার করা। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তার জন্য উচিত ছিল না আমাকে গালি দেয়া। আমাকে তার অস্বীকার করার অর্থ হল তার একথা বলা যে, আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব না যেহেতু প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা আমার জন্য কোন কঠিন ব্যাপারই নয়। আর আমাকে তার গালি দেওয়ার অর্থ হল : সে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্মও দেইনি আর আমি কারও জাতও নই আর আমার সমকক্ষও কেহ নেই।

২.৮৩. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ أَذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَنْ يَنْقُذَكَ اللَّهُ عَلَى لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ قَالَ فَفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدِمًا أَخَذَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشِيتُكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ *

২০৮৩. কাছীর ইবন উবায়দ (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এক বান্দা নিজের উপর অত্যাচার করছিল। এমতাবস্থায় তার কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পরিবার-পরিজনকে বললঃ যখন আমি মৃত্যুবরণ করি তখন তোমরা আমাকে পুড়ে ফেলবে এবং ছাই করে ফেলবে। তারপর আমাকে বাতাসে সাগরে ফেলে দেবে। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ক্ষমতা পান তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা তাঁর সৃষ্টির কাউকেও দেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তার পরিবার-পরিজন তাই করল। (আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন) ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, যে নিজের কিছু অংশ বিনষ্ট করে দিয়েছিলে “তুমি তা ফিরিয়ে দাও।” তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেনঃ “তুমি কেন এরূপ করেছিলে?” সে বলবে, “তোমার ভয়ে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

২.৮৪. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ أَطْحَنُونِي ثُمَّ أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ يَقْدِرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوحَهُ قَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ إِلَّا مِنْ مَخَافَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ *

২০৮৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - হুয়ায়ফা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বকার এক ব্যক্তি তার আমল সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেছিল। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল সে তার পরিবারের লোকজনকে বললো যে, আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে পুড়ে ফেলবে এবং আমাকে নিশ্চিহ্ন করে সাগরে ফেলে দেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি আমার উপর ক্ষমতাবান হন

তাইলে আমাকে ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণকে আদেশ করলে তারা তার আত্মাকে উপস্থিত করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তখন জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি যা করেছিল তা করতে তোমাকে কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছিল?” সে বলবে, “হে আমার প্রভু! আমি একমাত্র তোমার ভয়ে ঐরূপ করেছিলাম।” তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

الْبَغْتُ

পুনরুত্থান

২০৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاءَ عُرَاءٍ غُرُلًا *

২০৮৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিন্বারের উপর ওয়াজ করার সময় বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই তোমরা নগ্ন পায়ের, বস্ত্রহীন ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।

২০৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاءَ غُرُلًا وَأَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ *

২০৮৬. মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের কিয়ামতের দিন উলঙ্গ শরীরে খাৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। প্রথম যে ব্যক্তিকে কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ -

২০৮৭. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاءَ عُرَاءَ غُرُلًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ قَالَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ *

২০৮৭. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে উঠানো হবে নগ্ন পায়ে উলঙ্গ শরীরে খাৎনাবিহীন অবস্থায়। তখন আয়েশা (রা) বললেন যে, লজ্জাস্থানের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন : সে দিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হবে যে, তারা প্রত্যেকেই অন্য থেকে বিমুখ থাকবে।

২. ৮৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُسَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ حَفَاةَ عُرَاةٍ قُلْتُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ إِنْ الْأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهُمَّهُمْ ذَلِكَ *

২০৮৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) নগ্ন পায়ে উলঙ্গ শরীরে একত্রিত করা হবে। আমি বললাম যে, পুরুষ এবং রমণীগণ একে অন্যের প্রতি তাকাবে না? তিনি বললেন : তাদের একে অন্যের প্রতি তাকাবার খেয়াল আসা অপেক্ষা তখন অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে।

২. ৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ اثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَآرَبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشَرُ بِقِيَّتِهِمُ النَّارُ ثَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا

২০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন লোকজন তিনদল হয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। একদল তারা বেহেশতের আশা রাখবে, আর একদল তারা দোযখের ভয়ে ভীত থাকবে তারা দুই দুইজন, তিনি তিনজন, চার চারজন, দশ দশজন এক এক উঠে আরোহণ করে আসবে। আর অবশিষ্ট লোকদেরকে অগ্নি তাড়িয়ে আনবে। অগ্নি তাদের সাথে দ্বি-প্রহরে অবস্থান করবে যেখানে তারা দ্বি-প্রহরের সময় অবস্থান করবে। তাদের সাথে রাত্রে অবস্থান করবে যেখানে তারা রাত্রে অবস্থান করবে। তাদের সাথে সকালে অবস্থান করবে যেখানে তারা সকালে অবস্থান করবে। তাদের সাথে সন্ধ্যায় অবস্থান করবে যেখানে সন্ধ্যায় অবস্থান করবে।

২.৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ فَوْجٌ رَّاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشَرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقَى إِلَهُهُمُ الْإِلَهُ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَبْقَى حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونَ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا *

২০৯০. আমার ইব্ন আলী (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরম সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাশরের দিন লোকজন তিন দলে বিভক্ত হয়ে উপস্থিত হবে। একদল হবে পরিতৃপ্ত ও পোশাক পরিহিত আরোহী, আর একদল হবে ফিরিশতাগণ তাদেরকে সামনা-সামনি টেনে আনবে। আর অগ্নি তাদের তাড়িয়ে আনবে। আর একদল হবে তারা হেঁটে আসবে দ্রুতগতিতে। তাদের পিঠের উপর আল্লাহ তা'আলা মুসীবত চলে দেবেন। অতএব তাদের শক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি এক ব্যক্তির একটি বাগান হবে সে একটি উটের বিনিময়ে তা দিয়ে দিতে চাইবে কিন্তু তা তার সাধের বাইরে হবে।

ذِكْرُ أَوَّلِ مَنْ يُكْسَى

প্রথমে যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে

২.৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ وَوَهْبُ بْنُ حَرِيرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاءُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُفَاءٌ غُرْلًا وَقَالَ وَكِيعٌ وَوَهْبٌ عُرَاءُ غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّهُ سَيُوتَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَجَاءُ قَالَ وَهْبٌ وَوَكَيْعٌ سَيُوتَى بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدِكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ

الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمُ الْآيَةَ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُدْبِرِينَ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْ دَاوُدُ مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

২০৯১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াজ করতে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট একত্রিত হবে উলঙ্গ অবস্থায়। (আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে খালি পায়ে, খাৎনাবিহীন অবস্থায়। এবং ওকী (র) ও ওয়াহব (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে - উলঙ্গ এবং খাৎনাবিহীন অবস্থায়) যে রকম তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঐ রকমই তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে। তিনি বললেন, প্রথম যে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁকে আনা হবে। ওয়াহব এবং ওকী (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমার উম্মতের কিছু লোককে বাম পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে আনা হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! এরা তো আমার উম্মত। “বলা হবে যে, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে ধর্মে কি নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি এক নেকার বান্দা যেভাবে বলেছিলেন তদ্রূপ বলব : كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * তখন বলা হবে যে, এরা সর্বদা পেছনে থাকত। আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে তারা মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল আপনি তাদের ছেড়ে আসার পর।

فِي التَّغْزِيَةِ

শোকে সমবেদনা প্রকাশ করা

২.৯২. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلْكَ فَاْمْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ فَحَزَنَ عَلَيْهِ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَنِيَّ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلْكَ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ

فَسَأَلَ عَنْ بُنْيِهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرُكَ أَوْ لَا تَأْتِيَ غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الْأُ وَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهْوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَذَاكَ لَكَ *

২০৯২. হারুন ইবন য়াদ অর্থাৎ ইবন আবু য়ারকা মু'আবিয়ার পিতা কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসতেন তখন সাহাবীদের অনেকে তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে এক জনের অল্প বয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তিনি তাঁর ছেলেটিকে পেছনে দিক থেকে নিজের সামনে এনে বসাতেন। অতঃপর ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলের কথা মনে করে তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে কেন দেখছি না? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি তার ছোট ছেলেটিকে দেখেছিলেন সে মৃত্যুবরণ করেছে। পরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার ছোট ছেলেটির কি হয়েছে? সে ব্যক্তি বললো, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। তারপর তিনি বললেন যে, হে অমুক! তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয়— “তার দ্বারা তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা; না কাল কিয়ামতে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে তাকে তথায়ই পাওয়া, তোমার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে তোমার জন্য দরজা খুলে দেওয়া? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল বরং সে আমার পূর্বে জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দেবে এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। তিনি বললেন, তাহলে তা-ই তোমার জন্য হবে।

نَوْعٌ آخَرُ

অন্য প্রকার

٢٠٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَغُهُ فَفَقَّا عَيْنُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَفْرَةٍ سَنَةً قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ فَلَانٍ فَسَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ

الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ
إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ *

২০৯৩. মুহাম্মাদ হব্বন রাফ' (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূসা (আ)-এর কাছে মালাকুল মউতকে (আযরাইল (আ)) প্রেরণ করা হলো। যখন মালাকুল মউত তাঁর কাছে পৌছলেন তিনি তাঁকে এক চড় মারলেন যাতে তাঁর একটি চক্ষু বের হয়ে গেল।^১ তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গিয়ে বললেন : আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যুর ইচ্ছা পোষণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর চক্ষু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে, এবার তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলবে, তিনি যেন একটি গরুর পিঠে তার হাত রাখে। তার হাতের নীচে যতগুলো পশম পড়বে প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক বৎসর করে তার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তিনি [মূসা (আ)] বললেন, হে পরওয়ারদিগার ! তারপর কি হবে ? তিনি বললেন, মৃত্যু। তখন মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই মৃত্যু হয়ে যাক। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁকে যেন পবিত্রভূমি (বায়তুল মুকাদ্দাস) হতে একখানা প্রস্তর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি আমি তথায় থাকতাম তাহলে তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম। যা পথের এক পার্শ্বে লাল বালুকা স্তূপের নীচে রয়েছে।

১. আযরাঈল (আ) সাধারণ মানুষের বেশে এসে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তাই মূসা (আ) তাঁকে চড় মেরে ছিলেন।

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ